সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ঊনত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

কলিকাতা
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৯

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সদস্যগণপক্ষে বিনামূল্যে]

ঊনত্রিংশ ভাগের সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ঊনত্রিংশ খণ্ডের

নাম-সূচী

ভ্রম-সংশোধন

২৮শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকায় "শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসন" প্রবন্ধের কয়েকটি স্থলে মুদ্রাঙ্কণের ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ প্রমাদগুলির শুদ্ধিপত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৮	১৭	নবপঞ্চণে	নবপঞ্চাশে
"	২২।২৩	(Nava girvana) and Kharavana	(Nava girvana and Kharavana)
"	৩১।৩২	"সুক্ষ"ও শিলিচটলোর	"সুক্ষ ও শিলিচটলো"
"	৩৩	যেন	যে
১৭৯	২১	গাজি	থানী
"	২৬	Irsilam	Irsilan
১৮০	৩০	even	ever
১৮২	১২	Sãgare	Sagara
"	২০	bouts'	boats'
"	২৮	২৩২৬	১৩২৬
"	৩০	foot	boat
"	৩১	Account	Accounts

বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্ভুত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ব্ব সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার অকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্ল্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-সঙ্গত নানা সূচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সঙ্কলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরানুভূত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদূরিত হইবে; সুতরাং উহা যে পদাবলী পাঠকমাত্রেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"আপনার সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., *viz.*, "Aprakashita Padaratnavali." The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of "Sree Gita Govinda" and "Rasamanjari" as well as his voluminous critical edition of "Padakalpataru" published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an out-come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava

Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c. the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual as written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned for this arduous labour in bringing out this excellent colletion of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা, ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকাও তাঁহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ দ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্যও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবদ্ভক্তগণের কণ্ঠাভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্ত্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাপ্রণালী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ দুর্লভ নবপ্রবর্ত্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎসব এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনায় মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা করা হইয়াছে

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

		মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড)	॥০, ১৲
*২।	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	
*৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
*৪।	ছুটীখানের মহাভারত	
৫।	বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	৵০, ।০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	৴১০, ৶০
*৭।	জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	
*৮।	মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল	
*৯।	ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	
*১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৲, ২৲
*১১।	কাশীপরিক্রমা	
*১২।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	
*১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	
*১৪।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৴০, ৵০
১৬।	গীতায় ঈশ্বরবাদ	১৲, ১।০
*১৭।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	
১৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৴০, ৵০
*১৯।	নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	
*২০।	রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	
*২১।	রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ	
*২২।	মিলন্দপঞ্হো	
*২৩।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	
*২৪।	বিদ্যাপতির পদাবলী	৩৲, ৪৲
২৫।	বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩৲, ৩॥০
২৬।	চাকমা জাতির ইতিহাস	২॥০, ২॥০
২৭।	ফরিদপুরের ইতিহাস	॥৵০, ॥৵০
*২৮।	শতপথ-ব্রাহ্মণ	
*২৯।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	
*৩০।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	
৩১।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৶০, ।৵০
৩২।	মায়াপুরী	৵০, ।০
৩৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	॥০, ১৲

		মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*৩৪।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	
৩৫।	কবি হেমচন্দ্র	॥৵০
৩৬।	রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
৩৭।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২।৵০, ৪৵০
৩৮।	শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩॥৵০, ৫॥০
*৩৯।	মহিলা ব্রতকথা	
*৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	
৪১।	কল্কিপুরাণ	॥৵০, ১।০
৪২।	জ্যোতিষ দর্পণ	১৲, ১।০
৪৩।	প্রাচীন পুথির বিবরণ	॥৴০, ১৵০
৪৪।	দুর্গামঙ্গল	॥০, ১৲
৪৫।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	২৫৲, ৩০৲
*৪৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৲, ৩৲
৪৭।	তীর্থ-মঙ্গল	।৵০, ॥৵০
৪৮।	মৃগলুব্ধ	৶০, ।৴০
৪৯।	সত্যনারায়ণের পুথি	৵০, ৶০
৫০।	পদকল্পতরু (১—২ খণ্ড)	২।০, ৩।০
৫১।	সয়রুল মৌতাক্ষরীণ	
৫২।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৶০, ।০
৫৩।	তীর্থভ্রমণ	১৲, ১॥০
৫৪।	গঙ্গামঙ্গল	॥০, ৸০
৫৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	৩৲, ৩৲
৫৬।	ধর্ম্মপূজা-বিধান	॥০, ৸০
৫৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৸০, ১৲
৫৮।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৲, ২॥০
৫৯।	জ্ঞানসাগর	।৵০, ॥০
৬০।	সারদামঙ্গল	॥০, ৸০
৬১।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৲, ১।০
৬২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	।০, ।৵০
৬৩।	ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৸০ ৫।০
৬৪।	গোরক্ষবিজয়	॥০, ৸০
৬৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	॥৵০, ৸৵০
৬৬।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০, ২।০
৬৭।	মনোবিজ্ঞান	১৲, ১॥০

দ্রষ্টব্য ঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ

ভাষা-পাটীগণিত (৩)

৩। কাঞ্চিনাথ প্রণীত ধীরমোহিনী অঙ্কার্য্যা।

পুথিখানি অসম্পূর্ণ, মাত্র ৩৭ পাতা পর্য্যন্ত আছে; আকার ১২"×৩"। গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যে লিখিত। অক্ষরের ছাঁচ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া মনে হয়। গদ্য অংশের স্থানে স্থানের ভাষা অনেকটা আধুনিক। গোলাঘাট বামনগাঁও-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভীমকান্ত মোহান্ত মহাশয় ইহা দান করিয়াছেন।

আরম্ভ :——

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

শ্রীকৃষ্ণং শ্রীবলরামং শ্রীনিধানং বাণীভাষণং।
মঙ্গলং মঙ্গলানাঞ্চ নমামি নন্দনন্দনং॥
প্রণম্য পরমাত্মানং সর্ব্বেশং সর্ব্ববিগ্রহং।
লীখ্যতে কাঞ্চিনাথেন অঙ্কার্য্যা ধীরমোহিনী॥

(ব্রহ্মা বিষ্ণু ইশ শেষ চন্দ্র একর নাম।) অশ্বিনিকুমার ভুজ নেত্র পক্ষ পক্ষ এই সকলর নাম জুগ্মক কই। গুণ অগ্নি রাম ইত্যাদি নামে তিনিক কই। বেদ, বিধিবক্ত্র জুগ সিন্ধু ইত্যাদির নামেরে চারি কই। বাণ প্রাণ হরবক্ত্র ইত্যাদির নামেরে পাঞ্চ কই। রস ঋতু কাল হরপুত্রর বদন ইত্যাদির নামেরো ছয় কই। তুরঙ্গ, সুর মুনি অদ্রি দিপ ইত্যাদির নামেরো শতক কই। বসু, দিশ বিধির শ্রবণ ইত্যাদির নামেরো আটক কই। রন্ধ্র সিন্ধু ফণি ইত্যাদির নামেরে নবক কই। দিশর নামে দশক কই। এইরূপে লোক প্রসিদ্ধিয়েরে রুদ্রাদি নামেরে একাদশাদিকো বুঝিবা। অন্য সংখ্যানামানি।

একং দশং শতঞ্চৈব সহস্রং অজুতং তথা।
লক্ষং চ নিযুতং চৈব কোটি অর্ব্বুদমেব চ॥
বৃন্দং খর্ব্বং নিখর্ব্বং চ সঙ্খং পদ্মং সসাগরা।
অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ স্থানমষ্টাদশং বিদুঃ॥

দখিন হস্তর পরা বাম হস্তলৈ দশগুণ বৃদ্ধিরে এই সংখ্যানাম ক্রমে বুঝিবা।

গ্রন্থখানি এইরূপে অধিকাংশ গদ্যেই লিখিত। মধ্যে মধ্যে অনেক অঙ্ক পদ্যেও দেওয়া আছে। জ্যোতিষচূড়ামণি ও কিতাবত-মঞ্জুরির অনেক অঙ্ক ইহাতে রহিয়াছে।

ইহাতে পাটীগণিত ও পরিমিতির নানাবিধ অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

চারি চারি চুয়াল্লিশ মাথে।
চুকা চৌত্রিশ দিয়া তাতে॥
উপজে তাহাত জেহি জেহি অঙ্ক।
অষ্টকোষ্ঠ করি জানিবা তাঙ্ক

৪৪৪৪ এই পুর্য্য ৩৪|০ এই পুরক হব আট কোট। যথা,—

মুনি অম্বর পাখা পাখা।
বাণ চন্দ্র দিবা লেখা॥
ঘোড়া ছিত দিবা রাম।

প্রথম অংশে অঙ্ক ও দ্বিতীয় অংশে উত্তর অঙ্কাকারে প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ—

৪৪৪৪ × ৩৪|০ = ১৫২২০৭

শেষ পঙ্‌ক্তিতে ১৫২২০৭ × ৭৩ অঙ্ক। ইহার উত্তর ১১১১১১১১

নবগ্রহ অষ্ট বসু সপ্ত সাগর সড় রস বাণ বেদ রাম কর্মে ভাসিভানি নবান্তক অঙ্ক ইহাকে জান।

অষ্টাদশ পোনে হরি পুরি আন। কোষ্ঠার এহিমে নাম, অর্থাৎ—

১৫২২০৭ × ৭৩ = ৯৮৭৬৫৪৩২ × ১৵০ = ১১১১১১১১১

৯৮৭৬৫৪৩২ ইহাকে নবান্তক অঙ্ক বলা হইয়াছে।

জুগ বহ্নি ত্রি ঘোটক জান।
সড় রস হরসুত মুখ জান॥
বসু বেদ চন্দ্রে পুরিবা।
নবান্তক অঙ্ক তাতে লভিবা॥

অর্থাৎ—৬৬৭৩৩৪ × ১৪৮ = ৯৮৭৬৫৪৩২

সসি রাম বাণ অষ্ট বসু সুন্য কর বেদ
সড় রস নবগ্রহ সসি কর জান।
কহয় গোকুলচান্দে ভাগিলা বিধান
এক পোন দশ বটে হরি পুরি আন॥

অর্থাৎ—১৫৮০২৪৬৯১২ × /২||০ = ১১১১১১১১১১

দোগটা মনুষ্য গৈল বাণিজ্যক মনে।
কিছু কিছু ধন নিলে পরম জতনে॥

লেখিয়া চাহিলে দুয়ো জাহান্তে পথত।
তিনি গোটা বটা ভৈল একর হাতত ॥
জত জত টকা নিয়া বাণিজ করিলা।
একৈকত তত লাভ দুই হস্তো লভিলা ॥
পথগৃহে আসি দুয়ো লেখিয়া চাহিল।
একাধিক সাত কুড়ি (একর বাঢ়িল ?) ॥
কহিবো কায়স্থ সব পরম জতনে।
কোনে কত ধন নিলে বাণিজক মনে ॥

অনাক্রম। পূর্ব্বক বটা ৩ বপোর অন্তর বটা ১৪১ রূপক হরি লব্ধ ৪৭ জি পাই তাব হারক ৩ক কাটিব ৪৪ হব। এই আকে দুয়ে হবিব লব্ধ জি পাই ২২ তাকর ভাগ ৩ রূপ সেই মান পুর্ব্বর। তাতে তিনি জুড়িব। অধিক ভাগত রূপ সেই মানে। এই ক্রমে অধিক তাহারত বুজিবা।

অঙ্কটি এই :—দুইজনে বাণিজ্য কবিতে গেল। ১ জন অপেক্ষা অপব জনের ৩ টাকা অধিক মূলধন ছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ মূলধনেব দ্বিগুণ লাভ করিল। বাণিজ্যেব শেষে উভয়ের মোট টাকা ১৪১ হইল। প্রত্যেকেব মূলধন কত ছিল ?

উপপত্তি :— $\left(\frac{১৪১}{৩}-৩\right)\div ২ = ২২$ এক জনেব মূলধন
$২২+৩=২৫$ অপর জনেব মূলধন।

৪টা দেউলে গানিয়ে পুষ্প দিব লাগে। ধুলৈ দুন হয়। তুলিব কেতেটি পুষ্প দিব কেতুটি করি করনিতো থাকিব না লাগে।

অনাক্রম ৫ ভাগ দুন বটাব শেষব ভাগ দুনার সঙ্গে পুষ্প দিব জি হয়ে পরা দুন বটাই তাকে দিয়া পুষ্পক কাটিব জি সেস রহে সেই মান পুষ্প তুলিয়া আনিব লাগে। যদি বোলে দোল ৪টা দিব লাগে ৪টাকে ধুলে দুন হয় করনিতো থাকিব ন লাগে।

অনাক্রম। চারির অর্দ্ধ লব ২ আরো অর্দ্ধ লব ১ আরো অর্দ্ধ লব ॥০ আরো অর্দ্ধ লব-।০ চারিয়ো ভাগক মুট করিব ৩॥০ এই তিনি কাবোন তিনি চৈক পুষ্প তুলিব।

অঙ্ক :—চারিটি শিবমন্দির; প্রতি মন্দিরে শিবপূজাব পূর্ব্বে পুষ্প ধুইলে, উহা দ্বিগুণ হয়। প্রতি মন্দিরে সমানসংখ্যক পুষ্প দিয়া শিবপূজা করিলে শেষে পুষ্পের অবশেষ কিছু থাকিবে না। কতটা পুষ্প চয়ন করা হইয়াছিল ?

গ্রন্থকারের উপপত্তি এইরূপ :—যদি চারি কাহন পুষ্প দিয়া প্রতি মন্দিরে পূজা করিতে হয়, তবে— $৪\times\left\{\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{১৬}\right\}=\frac{১৫}{৪}=৩।৩০$ কাহন পুষ্প চয়ন করিতে হইবে।

ধরা হউক, ক সংখ্যক পুষ্প তোলা হইয়াছিল ও খ সংখ্যক পুষ্প দ্বারা প্রতি মন্দিরে পূজা করা গিয়াছিল, তাহা হইলে—

$$[২\{২(২ক-খ)-খ\}-খ]-খ=০$$

$$ক=\cfrac{\cfrac{\cfrac{\cfrac{খ}{২}+খ}{২}+খ}{২}+খ}{২}=খ\times\left\{\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{১৬}\right\}$$

$$\therefore\quad \frac{ক}{খ}=\frac{১৫}{১৬}$$

সুতরাং যদি ১৬টি পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হয়, তবে ১৫টি ফুল তুলিতে হইবে।

এক মহারাজা এ(ক)স ব্রাহ্মণক একমাসলৈ প্রত্যেক প্রথম দিনর পরা একোটা রূপ দিলে। তার পরা এক বৃদ্ধি করি দিলে। কেতেক রূপ লাগে।

অনাক্রম। তৃশত এক বঢ়াব তৃশর অৰ্দ্ধেরে পুরিব জি হুই এ(ক)টা লৈ সেই মান লাগে তাকে এ(ক)সরে পুরিলে জি হুই এ(ক)স ব্রাহ্মণলৈ সেই মান রূপ লাগে।

অর্থাৎ এক মহারাজা ১০০ ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে ১ম দিন ১৲ টাকা হিসাবে, ২য় দিন ২৲ টাকা হিসাবে, ৩য় দিন ৩৲ টাকা হিসাবে এবং পরবর্ত্তী দিনসমূহে এইরূপে ক্রমবর্দ্ধিত করিয়া ৩০ দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণা দান করেন। দক্ষিণা মোট কত টাকা হইয়াছিল? বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি বিশুদ্ধ। উহা এই,—

$$দক্ষিণা=(৩০+১)\times\frac{৩০}{২}\times১০০৲ \text{ টাকা।}$$

গ্রন্থকারপ্রদত্ত Arithmetical ও Geometrical Progression এই গ্রন্থে তেবেজিয়া অঙ্ক বলা হইয়াছে। নিম্নলিখিতভাবে উহাদের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে,—

আজি ১ কালি ২ কালি ৩ কালি ৪ অথবা আজি ২ কালি ৪ কালি ৬ কালি ৮ এই ক্রমে জেতিটিয় কৈকি বঢ়ালো হোক আনিব ক্রম।

আদির ভাগকে অন্তর ভাগকে মুট করিব। জেতি দিনর সংক্ষা কহে, তার অৰ্দ্ধেরে পুরিব। এতেকে তেরেজ হই। বোলে জদি অধিক দিনর শেষ ভাগ কি কৈ পাব। প্রথম দিনত জি বোলে সেস্বেরে সেস দিনক পুরিব জি হয়ি শেষ দিনর সেই সংখ্যা।

অঙ্ক :— ক+২ক+৩ক+৪ক…… ..=কত ?

গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি :—যদি পদসংখ্যা (number of terms) ন ধরা হয়, তাহা হইলে শেষ পদ ন ক এবং পদসমূহের—

$$যোগফল=\frac{ক+নক}{২}\times ন$$

দুনিয়া কৈ বঢ়াব আজি ২ কালি ৪ কালি ৮ কালি ১৬ অথবা আজি ৩ কালি ৬ কালি ১২ এই ক্রমে জিহরে পরা কি দুনা নোহোক আনিবার ক্রম।

শেষর ভাগকে দুয়ে পূরিব জিহরে পয়া দুনো বঢ়াই তাকে কাটিব এতেকে তেরেজ হই। যদি বোলে অধিক দিনর সেশ ভাগ কি কৈ পাব তাক কহো। দুই দিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে চারিদিনর চারিদিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে, আট দিনর হই তিন দিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে ছ দিনর হই।

অঙ্ক :— $৩+৬++১২+২৪\cdots\cdots+৩\cdot২^{ন-১}$

পদসংখ্যা **ন** হইলে শেষভাগ বা শেষপদের অঙ্ক $৩\times২^{ন-১}$ হয়। ইহাকে **শ** বলা হউক

গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি **শ** $\times২-৩$

সাধারণ নিয়মানুসারেও ইহাই হয়, এতদনুসারে,—

$$\frac{৩(২^{ন}-১)}{২-১}=৩\times২^{ন}-৩$$

$$=\left(৩\times২^{ন-১}\right)\times২-\times৩$$

$$=শ\times২-৩$$

দুই কন্যা দোকানে গৈল।
বস্ত্র কিনিবাক ইচ্ছা ভৈল ॥
কাবোন কড়ি বস্ত্রক পাই।
পুর কাবোন এক জনিরো নাই ॥
একজনি মাতিলে এ জনিক।
তোমার দুভাগর একভাগ দিয়া বাই ॥
মোরে সহিতে এ কাবোন হব।
মহারঙ্গে আমি বস্ত্রক লব ॥
অপর জনিয়ে বুলিলে বাক।
ত্রিভাগর ভাগক দিয়ো আমাক ॥
আমার বিত্তেকে এ কাবোন কৈই।
পসারিক দিয়া বস্ত্র জাবো লৈই ॥
কোন জনিত কত বিত্ত পাই।
গণি কহিবো কায়স্থ ভাই ॥

অঙ্ক :—একখানি কাপড়ের দাম ১ কাহন কড়ি। **ক** ও **খ** দুইজনে উহা কিনিতে চায়; কিন্তু কাহারও নিকট সম্পূর্ণ ১ কাহন কড়ি নাই। **ক খ**কে বলিতেছে, তোমার কড়ির অর্দ্ধেক আমাকে দিলে আমার ১ কাহন হয়। ইহাতে **খ ক**কে বলিল, তোমার কড়ির এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দিলে আমার এক কাহন হয়—কাহার কত কড়ি ছিল?

বর্গমূল বাহির করিবার নিয়ম :—

সজাতির অঙ্ক সমূহক দখিন হাতর পরা বাম হস্তলৈ বিষম সমকৈ লেখিব অন্তর বিসম ভাগত হারককে লব্ধকে সমকৈলৈ হরিব। * * লব্ধক রাখিব সেই লব্ধক দুইয়ে পুরি দখিনর সমভাগর তলত হরেক করি রাখিব। তারে হরি দ্বিতীয় লব্ধ লব। সেই লব্ধর বর্গক দখিনর সমভাগ কাটি দ্বিতীয় লব্ধক দুয়ে পুরি বর্গকটা ভাগর তলত হারক করি রাখিব পুনু সেই হারকেরে হরি তৃতীয় লব্ধ লব। তৃতীয় লব্ধরে বর্গ অপর ভাগত কাটি দুই পুরি হারকৈ কটা ভাগর তলত রাখিব, এই ক্রমে হরিলে জি লব্ধ পাই তাকে মূল বলি। পং ৩৭

নিয়মটি লীলাবতীর নিয়মের অনুরূপ। কিন্তু লীলাবতীর নিয়মের জটিলতাটুকু ইহাতে নাই। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বর্ত্তমান গ্রন্থের নিয়মটি পরিস্ফুট হইবে। উদাহরণটি লীলাবতী হইতে প্রদত্ত হইল।

) ৮৮২০১ (২৯৭
২² = ৪
৪৮২
৪ × ৯ = ৩৬
১২২
৯² × ৮১
৪১০৯
•৫৮ × ৭ = ৪০৬
৪৯
৭² = ৪৯
—
০

বাঙ্গালায় ৪ হাতে এক কাঠা বা দণ্ড ধরা হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে মানদণ্ডের পরিমাণ ৬ হাত ধরা হইয়াছে। আসামে বর্ত্তমানে প্রচলিত মানদণ্ডের সহিতও ইহার সাদৃশ্য নাই। আসামের মানদণ্ডের পরিমাণ ৮ হাত ; ইহাকে সাধারণতঃ ১ লেচা বলা হইয়া থাকে ; ১ লেচা দীর্ঘ ও ১ লেচা প্রস্থ জমিকে ১ লোচা বলে। ২০ লেচা দীর্ঘ ও ২০ লেচা প্রস্থ অর্থাৎ ৪০০ বর্গলেচা ভূমিখণ্ডের নাম এদেশে ১ পুরা। বর্ত্তমান গ্রন্থে মানদণ্ডকে বেরো, কিন্তু বর্গবেরোকে লোচা এবং ৪০০ বর্গ বেরো জমির নামও এক পুরা বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আসামে প্রচলিত ১ পুরা বঙ্গদেশের ৪ বিঘার সমান ; কিন্তু ধীরমোহিনীর পুরা ২½ বিঘার সমান।

ধীরমোহিনীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ

১২ কেশে ১ তৃণ = ১/১৬″

২ তৃণে ১ ধান = ১/৮″

১২ তৃণে বা ৬ ধানে ১ অঙ্গুল = ৩/৪″

১২ অঙ্গুলে ১ বিঘত = ৯″

২ বিঘতে ১ হাত = ১৮″ = ১॥ ফুট

১২ বিঘতে বা ৬ হাতে ১ মানদণ্ড = ৩ গজ

চারি পাসে সমভূমি লখি।
মানদণ্ডেরে আনিব জুখি॥
একহি পাসে যতেক পাই।
আবর পাসে তাক পুরা চাই॥
চতুর্থ সতে হরিবা ভাগ।
লব্ধক পাই ভূমিক লাগ॥

অর্থাৎ সমচতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মানদণ্ড-সাহায্যে মাপিয়া উহাদের গুণফল লইয়া তাহাকে ৪৬০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই ঐ ভূমিখণ্ডের 'পুরা' অভিহিত বর্গফল বা পরিমাণ।

পথালিয়ে এ বেও দীর্ঘে ও ১ বেবো সেয়ে লোচা হই পথালিয়ে ১ বেবো দীর্ঘে ২০ বেবো তাকে কচা বোলে। প্রস্থে ১ বেবো দীর্ঘে ১০০ বেবো হলে তাকে পোবা বলে। প্রস্থে ১ বেবো দীর্ঘে ৪০০ বেবো তাকে পুরা বোলে।

অর্থাৎ ১ বেবো বা মানদণ্ড × ১ মানদণ্ড = ১ লোচা = ৯ বর্গগজ
১ „ × ২০ „ = ১ কচা = ১৮০ বর্গগজ
১ „ × ১০০ „ = ১ পোয়া = ৯০০ „
১ „ × ৪০০ „ = ১ পুরা = ৩৬০০ „

বাঙ্গালায় বিবিধ ক্ষেত্রের সংজ্ঞা রহিয়াছে। যথা, বিঘা, কাঠা ও ধূল।

১ বিঘা = ১৬০০ বর্গগজ
১ কাঠা = ৮০ বর্গগজ
১ ধূল = ৪ বর্গগজ।
১ গণ্ডা' = ১৮" × ১৮" = ৩২৪ বর্গ ইঞ্চি
১ কাগ = ৪/৯" × ৪/৯" = ১৬/৮১ বর্গ ইঞ্চি

এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রের কোন সংজ্ঞা আমরা ব্যবহার করি না; বর্ত্তমান গ্রন্থে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেরও কয়েকটি সংজ্ঞা আছে—

"আর্য্যা:—হাতে হাতে পুরিলে ৪ আঙ্গুল
হাতে বেগতে ২ আঙ্গুল
বেগতে বেগতে ১ আঙ্গুল
বেগতে আঙ্গুলে ১ তৃণ
বেগতে ধানে ২ কেশ
আঙ্গুলে আঙ্গুলে ১ কেশ

আকে ছহতিয়া বেবর মুরত রহে বুলি বুঝিবা।

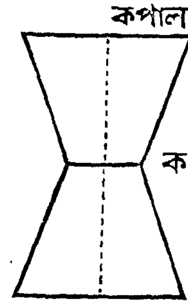
অর্থাৎ	৪ আঙ্গুল (ক্ষেত্র)	= ৩২৪ বর্গইঞ্চ	= ১৮" × ১৮"
	১ ,, ,,	= ৮১ ,,	= ৯" × ৯"
	১ তৃণ ,,	= ৬¾ বর্গ ইঞ্চ	= ৯" × ¾"
	১ কেশ ,,	= $\frac{9}{16}$ বর্গ ইঞ্চ	= ¾" × ¾"

গ্রন্থে সমচতুষ্কোণ ছাড়া আরও নানাবিধ জমির কালি করিবার নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে, যথা,—দুই প্রকার বিষম চতুর্ভুজ, সমত্রিকোণ, সমদ্বিকোণ, অসমত্রিকোণ, কুণ্ডলাকার, ডুম্বুরু আকার মৃদঙ্গাকার, সর্পাকার, ধনুর আকৃতিবিশিষ্ট ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই নিয়ম বিশুদ্ধ হয় নাই। নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া হইল,—

সম তিনি চুকিয়া ভূমির কথা। তিনি বো কালে একুড়ি একুড়ি। ক্রম। এফলের অর্দ্ধেরে এফালক পুরিব।

অঙ্ক :—সমবাহু ত্রিভুজের প্রতি বাহুর পরিমাণ কুড়ি, ক্ষেত্রফল কত? গ্রন্থকারের নিয়ম এক বাহু অর্দ্ধদ্বারা অপর এক বাহুকে পূরণ কর, ঐ পূরণফলই ক্ষেত্রফল। বলা বাহুল্য, ইহা শুদ্ধ নয়।

ডুম্বুরু আকৃতি ভূমি। দুয়োকপালক জুড়িব তাতে কঙ্কালকো জুড়িব ৩ রে হরিব দীর্ঘেরে পুরিব।



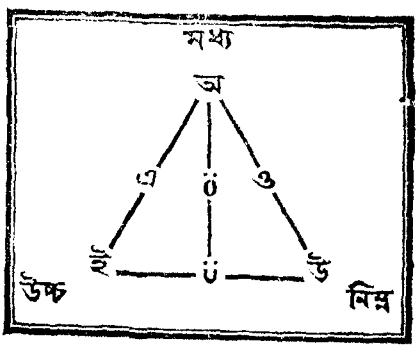
ডম্বুরুর উভয় মুখের নাম কপাল ও সংকীর্ণ মধ্যস্থলের নাম কঙ্কাল। নিয়ম :—দুই কপাল ও কঙ্কাল পরস্পর যোগ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ কর। ভাগফলকে ডম্বুরের দৈর্ঘ্য (দুই কপালের পরস্পর দূরত্ব) দ্বারা গুণ করিলে গুণফল কালি পাওয়া যাইবে। ইহাও ঠিক বিশুদ্ধ নয়।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর *

অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে স্বর দ্বিবিধ, ইহাদের যথাক্রমে এক ও দুই মাত্রা। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে ইহাদিগকে যথাক্রমে লঘু ও গুরু বলা হয়। হ্রস্বস্বরও যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে স্থিতিজন্য গুরুত্ব প্রাপ্ত হইত, এবং পদের অবসানে স্বর ইচ্ছানুসারে গুরু বা লঘু হইত। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র কেবলমাত্র এই গুরু ও লঘু স্বরের সহিত পরিচিত। প্রাতিশাখ্যে লঘু স্বরের এক মাত্রা ও গুরু স্বরের দ্বিমাত্রা বিহিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার স্বর প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, তাহার তিন মাত্রা। এই স্বরকে প্লুত স্বর বলা হয়। বৈদিক ভাষাতেই প্লুত স্বর ছিল; সুতরাং ছন্দোগ্রন্থে ইহার নাম নাই। মাত্রা অনুসারে বেদের ভাষায় স্বরের আরও এক প্রকার বিভাগ হইত। তাহাতে মাত্রার ভগ্নাংশ হইত। উদাহরণ-স্বরূপ স্বরভক্তির উল্লেখ করা যায়। গুরুচ্চার্য্য যুক্তবর্ণের মধ্যে স্বরমাত্রার ভগ্নাংশ-বিশেষের উচ্চারণ দ্বারা যুক্তবর্ণের সরলতা সম্পাদন প্রাতিশাখ্যে অনুমোদিত। ঋক্-প্রাতিশাখ্যের মতে এই আগম স্বর বা স্বরভক্তির অর্দ্ধ বা এক-চতুর্থ মাত্রা। এই উপায়ে 'ইন্দ্র' শব্দ 'ইন্দর' হয়।

মাত্রা ব্যতীতও স্বরের উচ্চাবচ অনুসারে অপর এক প্রকার বিভাগ আছে। হারমোনিয়মে যে সপ্ত স্বর লইয়া স্বরগ্রাম, তাহার প্রত্যেক পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ব স্বর অপেক্ষা উচ্চ। যথা—'সা—রে—গ—ম—প—ধ—নি'। আমরা সাধারণ কথায় বলি, পুরুষের গলা মোটা ও স্ত্রীলোকের গলা মিহি। বস্তুতঃ পক্ষে মিহি স্বরই উচ্চ স্বর এবং রমণীকণ্ঠ পুরুষকণ্ঠ অপেক্ষা স্বভাবতঃ উচ্চ। স্বর উচ্চ হইলেই ক্ষীণ হয়, মোটা হয় না। ক্রোধ-ব্যঞ্জক সানুনাসিক স্বরও উচ্চ স্বর; সেই জন্য কেহ চটিলে আমরা বলি 'গলা সপ্তমে উঠিয়াছে,' অর্থাৎ খুব উচ্চ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে কতিপয় স্বর স্বভাবতঃই উচ্চ এবং কতিপয় স্বর স্বভাবতঃই নিম্ন। স্বভাবতঃ 'ই' সর্ব্বোচ্চ, 'উ' সর্ব্বনিম্ন, এবং 'অ' মধ্যবর্ত্তী স্বর। পার্শ্বের চিত্রে স্বাভাবিক স্বরের উচ্চাবচ প্রদর্শিত হইল। চিত্রে প্রদর্শিত সাতটী স্বরকে প্রাথমিক স্বর বা Primary vowels বলা হয়। এই প্রাথমিক স্বর-বিভাগের সহিত প্রসিদ্ধ শাব্দিক হেনরী সুইটের (Henry Sweet) নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। সম্মুখ, পশ্চাৎ ও মধ্য হিসাবে তিনি ৩৬টী স্বরের নামকরণ করিয়াছেন। আমরা এক্ষেত্রে সে আলোচনা



করিব না। তবে ü ও ö স্বরের কথা বাদ দিলে চলে না। জর্ম্মন ভাষায় এই দুই স্বরের উচ্চারণ আছে। জর্ম্মন ভাষায় যে Müller লেখা হয়, তাহার উচ্চারণ কেহ কেহ করেন

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

'মুলর', কেহ কেহ করেন 'মেলর'। প্রকৃত উচ্চারণ 'উ' এবং 'এ'র মধ্যবর্ত্তী। এইরূপ জর্ম্মন schön শব্দের ö বর্ণের উচ্চারণ না-'ও', না-'এ'। স্বাভাবিক হিসাবে যে উচ্চ-নিম্ন উচ্চারণ, তাহার আপেক্ষিকভাবে বিভিন্নতা আছে। যে ব্যক্তির স্বাভাবিক উচ্চারণ স্বরগ্রামের তৃতীয় পর্দায় আরম্ভ হয়, তাহার স্বরের উচ্চতা পঞ্চম পর্দা পর্য্যন্ত উঠে। সুতরাং তৃতীয় হইতে পঞ্চম পর্দা পর্য্যন্ত তাহার স্বরের মাত্রা বা standard. সুতরাং স্বাভাবিকভাবে উচ্চ-নিম্ন স্বর ও আপেক্ষিক ভাবের উচ্চ-নিম্ন স্বরে প্রভেদ আছে। সঙ্গীতের স্বরও সাধারণতঃ-আপেক্ষিকভাবে উচ্চ। বেদে যে স্বরের উচ্চ-নিম্নতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এই আপেক্ষিক উচ্চতা।

উচ্চ নিম্ন ক্রমে বেদে ত্রিবিধ স্বর—উচ্চৈর্ উদাত্তঃ, নীচৈর্ অনুদাত্তঃ, সমাহারঃ স্বরিতঃ। অর্থাৎ উচ্চ স্বর উদাত্ত, নিম্ন স্বর অনুদাত্ত এবং উচ্চ ও নিম্ন স্বর একত্র হইলে স্বরিত। প্রাচীন গ্রীক্ ভাষায় স্বরিত স্বরের অনুরূপ এক প্রকার tonic accent ছিল; তাহাকে circumflex accent বলা হইত। আধুনিক গ্রীকভাষায় বা অন্য কোনও আর্য্য ভাষায় বেদের স্বরের ন্যায় সুর বা tone নাই। আমেরিকার আদিম নিবাসিগণের ভাষায় ও চীনদেশের ভাষায় এখনও এই সুর বা pitch-accent আছে। আধুনিক আর্য্য ভাষাসমূহে stress-accent বা অক্ষর-যতি আছে। যেমন ইংরাজী cònduct (noun) ও condùct (verb)। বাঙ্গালাতে এই অক্ষর-যতি আছে; যেমন,—আটা (ময়দা), আটা (গঁদ); কড়ি (shell), কড়ি (beam); ছোঁড়া (যুবক), ছোঁড়া (নিক্ষেপ করা); গান (গান করুন), গান (গীত); বিয়ে (বিবাহ), বিয়ে (B. A.); ইত্যাদি।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রত্যেক ভাষায় পর্য্যায়ক্রমে স্বরের সুর ও অক্ষর-যতির অধিকার হয়। অর্থাৎ এককালে যে ভাষায় স্বরের সুরের প্রাধান্য থাকে, পরবর্ত্তিকালে সেই ভাষায় অক্ষর-যতির প্রাধান্য ঘটে। প্রাচীন গ্রীকভাষায় স্বরের সুর ছিল; তৎপরে তাহার স্থানে অক্ষর-যতি আসিয়াছে। ফরাসী ভাষায় অক্ষর-যতির পরিণামে কোনও কোনও সামান্য সুরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, আদিম আর্য্যভাষায় (Primitive Indo-European) এককালে প্রবল অক্ষর-যতি ছিল; তৎপরে সুরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই সুর বৈদিক ভাষায় অক্ষতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে।

যে ভাষায় সুরের ব্যবহার হয়, সে ভাষায় অক্ষরের লোপ সহজে হয় না; কিন্তু যতিপ্রধান ভাষায় যতি-বিশিষ্ট অক্ষর ব্যতীত অন্য অক্ষর বহু স্থলে লোপ পায়। এই জন্য প্রাচীন গ্রীক ভাষায় যেরূপ শব্দসমূহ অক্ষতদেহে সংরক্ষিত থাকিত, লাটিন ভাষায় তাহা হয় নাই।

এই স্থানে প্রাচীন ভাষার স্বর আলোচনায় ইতিহাসের একটু আভাস দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জেকব গ্রীম (Jacob Grimm) তদীয় বিখ্যাত জর্ম্মন ব্যাকরণে যে ধ্বন্যপচয়-বিধি প্রণয়ন করেন, তাহাতে বহু ব্যতিক্রম ছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—গ্রীমের ধ্বন্যপচয়-বিধি অনুসারে আদি আর্য্যভাষায় প্রথম বর্ণ স্থানে গথিক ও ইংরাজী ভাষায়

দ্বিতীয় বর্ণ হয়, যেমন—সংস্কৃত 'ত্রয়ঃ' = গথিক 'থ্রেইস্' = ইং three ; সংস্কৃত 'তৃণ' = গথিক 'থোউর্ণুস্' = ইং thorn ; সংস্কৃত 'পিতর্' = গথিক 'ফাদর্' = ইং father ; ইত্যাদি। গ্রীমের এই ঐন্দ্রজালিক বিধি আবিষ্কারের পর, ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা আলোচনা চলিতে থাকে। তাঁহার বিধির অনেক ব্যতিরেক ছিল। সর্ব্বত্র সমভাবে তাঁহার বিধির প্রভাব দেখা যায় নাই। নানা পণ্ডিতের আলোচনায় ক্রমে ক্রমে এই সকল ব্যতিরেকের কারণ নির্ণয় হইয়া যায়। তাহার মধ্যে স্বরপ্রভাব এক প্রকার ব্যতিরেকের কারণ বলিয়া আবিষ্কৃত হয়। এই বিধি বা উপবিধির আবিষ্কর্তা বর্ণর (Verner)। ইনি দেখিলেন যে, মূল আর্য্যভাষার শব্দে যে-সকল স্পর্শবর্ণের পূর্ব্বস্বর স্বরবান্ ছিল, সেই সকল স্পর্শবর্ণই (ক, ত, প) গ্রীমের বিধির প্রভাবের অধীন, অর্থাৎ সেই সকল স্থলেই গ্রীমের বিধি অনুসারে প্রথম বর্ণ স্থানে দ্বিতীয় বর্ণ ও দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ ও তৃতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়। এই জন্য সংস্কৃত 'পিতা' = গথিক fadar, কিন্তু সংস্কৃত 'ভ্রাতা' = (brother). প্রথম উদাহরণে স্বরপ্রভাবে 'ত' স্থানে 'দ' ও দ্বিতীয় উদাহরণে পূর্ব্বস্বর প্রভাবে 'ত' স্থানে 'থ' হইয়াছে।

স্বরিত স্বর

স্বরিত স্বরের প্রকৃতি লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ঋক্-প্রাতিশাখ্যের মতে স্বরিতের আশ্রয়-স্বরূপ অক্ষরের প্রথমার্দ্ধ উদাত্ততর অর্থাৎ উদাত্তস্বর অপেক্ষাও উচ্চ, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ অনুদাত্ত। অন্য প্রাতিশাখ্যের মতে প্রথমার্দ্ধ উদাত্ত ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ অনুদাত্ত ; উভয়ের সমাহার বা একত্র মিলনে স্বরিত স্বর। অন্য কথায় বলিতে গেলে আশ্রয়াক্ষরের মাত্রা যদি এক হয়, তবে প্রথম অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত (বা ঋক্প্রাতিশাখ্যে উদাত্ততর), এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধমাত্রা অনুদাত্ত। অক্ষর দ্বিমাত্র বা ত্রিমাত্র হইলেও বিশ্লেষণে সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। সুতরাং স্বরিত স্বরকে স্বাধীন স্বর বলা যায় না। উদাত্ত ও অনুদাত্তের একত্র সমাবেশেই সাধারণতঃ স্বরিতের উৎপত্তি। উৎপত্তির ক্রম অনুসারে স্বরিত স্বর চতুর্ব্বিধ :—ক্ষৈপ্র, জাত্য বা নিত্য, প্রশ্লিষ্ট ও অভিনিহিত।

১। উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট ই ঈ বা উ ঊ স্থানে সন্ধিতে য বা ব হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের একত্র সমাবেশে **ক্ষৈপ্র স্বরিত** উৎপন্ন হয়। বি + আপ্ত = ব্যাপ্ত ; অপ্সু + অন্তর্ = অপ্স্বন্তর্।

২। যদি ঐ প্রকার সন্ধিতে উৎপন্ন য বা ব কোনও শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়, অর্থাৎ সন্ধি যদি নিত্য সন্ধি হয়, তাহা হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের একত্র সমাবেশে জাত স্বরিতকে **'জাত্য'** বা **'নিত্য'** স্বরিত বলা হয়। ক্ব (কুঅ), স্বর্ (সুঅর্), ন্যক্ (নিঅক্), বুধ্ন্যা, (বুধ্নিআ, কন্যা (কনিআ), নদ্যঃ (নদীঅঃ), তন্বা (তনুআ)। এই সকল স্থলে সন্ধির বিচ্ছেদ হয় না। ছন্দোরক্ষার জন্য বেদের বহু স্থলে **ক্ষৈপ্র** ও **জাত্য** স্বরিতের উভয় অর্দ্ধেরই উচ্চারণ হয়।

৩। সন্ধিতে সবর্ণ পরে থাকিলে যখন পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তবান্ স্বরের দীর্ঘতা হয়, অথবা যখন সন্ধির ফল এ, ঐ, ও, ঔ হয়, তখন উদাত্ত ও অনুদাত্তের মিলনে জাত দীর্ঘস্বর বা সন্ধ্যক্ষরের স্বরিতকে 'প্রশ্লিষ্ট' স্বরিত বলা হয়।

দিবি+ইব=দিবীব, সু+উদ্গাতা=সূদ্গাতা, ন+এব+অস্মীয়াৎ=নৈবাস্মীয়াৎ।

৪। উদাত্তবান্ একার বা ওকারের পর যখন অনুদাত্ত অকারের লোপ হয়, তখন লোপের পর অবশিষ্ট একার বা ওকারের উদাত্তস্বর স্বরিতে পরিণত হয়। ইহাকে 'অভিনিহিত' স্বরিত বলা হয়। তেঽব্রুবন্ (তে+অব্রুবন্), সোঽব্রবীৎ।

এই চতুর্বিধ স্বরিত 'স্বাধীন' স্বরিত নামে বিদিত। আর এক প্রকার স্বরিত আছে; তাহাকে 'পরাধীন' স্বরিত বলা যায়। উদাত্ত স্বরের পর উপর্য্যুপরি দুইটী অনুদাত্ত স্বর থাকিলে প্রথমটীর স্বরিত উচ্চারণ হয়। উদাত্ত স্বরের উচ্চারণের পর, অকস্মাৎ অনুদাত্ত স্তরে স্বর নামাইয়া ফেলা স্বভাবতঃ আয়াস-সাধ্য। তাই বোধ হয়, এই ব্যবস্থা। কিন্তু যদি উদাত্ত স্বরের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের পর পুনরায় উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত থাকে, তবে মধ্যবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয় না। আর যদি উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত স্বরের পর আর কোনও স্বরই না থাকে, তাহা হইলেও অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয়। তেন, তেচ। কিন্তু, তেন তে, তেন স্বর্।

স্বাধীন ও অধীন স্বরিতের প্রভেদ লক্ষ্য করা আবশ্যক। স্বাধীন স্বরিত শব্দস্থিত উদাত্ত স্বরের লোপ করিয়া তাহার স্থানে শব্দের প্রধান স্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার আভিজাত্য-মর্য্যাদা আছে। আর অধীন স্বরিত পদস্থিত উদাত্তের ছায়ামাত্র; সেই জন্য পরবর্ত্তী পদের আদিস্থিত অনুদাত্ত স্বরেও ইহার সত্তা পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন স্বরিতের বিনাশ নাই; কিন্তু অধীন স্বরিতের বিনাশ আছে। পরবর্ত্তী উদাত্ত স্বর বা স্বাধীন স্বরিতের প্রভাবে ইহার অস্তিত্ব মুছিয়া যায়। যেমন—তেন, কিন্তু তেন তে। অনেক বৈদিক গ্রন্থে স্বাধীন ও অধীন স্বরিত সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে চিহ্নিত হয়।

সন্ধি স্বর

সন্ধির নিয়ম অনুসারে যখন দুইটী স্বর একত্র হয়, তখন সুরের প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়। (১) উদাত্তে উদাত্তে মিলিয়া উদাত্ত হয়। (২) অনুদাত্তে অনুদাত্তে মিলিয়া অনুদাত্ত হয়। (৩) স্বরিতে স্বরিতে মিলন অসম্ভব। (৪) স্বরিতের পর উদাত্ত থাকিলে উভয়ের মিলনে উদাত্ত হয়। এখানে স্বরিতের নিম্নাংশটী চড়িয়া যায়। (৫) অনুদাত্তের পর উদাত্ত থাকিলে উভয়ে মিলিয়া উদাত্ত হয়। এক অক্ষরের সীমানার মধ্যে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ রীতি-বিরুদ্ধ, ঊর্দ্ধ হইতে অবরোহণ স্বাভাবিক। (৬) উদাত্তের পর অনুদাত্ত থাকিলে হওয়া উচিত স্বরিত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উদাত্ত হয়। উদাহরণ—(১) ন+অন্তরঃ=নান্তরঃ

(৪) ক+ইৎ=কেৎ। (৫) তব+ইৎ=তবেৎ। (৬) পিতা+ইব=পিতেব; দিবি+ইব=দিবীব।

(৭) ই বা উ স্থানে য বা ব হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের মিলনে স্বরিত হয়। বি+আনট্=ব্যানট্; সু+ইষ্টঃ=স্বিষ্টঃ, বি+উষ্টিঃ=ব্যুষ্টিঃ, (তনু অঃ=) তন্বঃ।

(৮) উদাত্তবান্ অকারের লোপ হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী এ বা ওকারে উদাত্ত স্বর অপসারিত হয়। সূনবে+অগ্নে=সূনবেঽগ্নে; বো+অবসঃ=বোঽবসঃ। (৯) অনুদাত্ত অকারের লোপে পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্ত স্বর স্বরিত হয়। সো+অধমঃ=সোঽধমঃ।

বাক্যস্বর বা SENTENCE ACCENT.

সাধারণ নিয়মে প্রত্যেক শব্দ বা পদে একটীমাত্র প্রধান স্বর। সাধারণতঃ সেটী উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত। কিন্তু এই সকল পদ লইয়া যখন বাক্য গঠিত হয়, তখন ইহাদের স্বরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কোনও কোনও পদের স্বর লোপ পায়, আর কোনও কোনও পদের স্বর স্থানান্তরিত হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তের প্রভাবে পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয়। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থল উল্লেখযোগ্য।

১। সম্বোধন পদ বাক্যারম্ভে না থাকিলে তাহার সুর থাকে না।

২। প্রধান বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যারম্ভে না থাকিলে সুরবিহীন।

৩। কতকগুলি শব্দ স্বভাবতঃই স্বরবিহীন :—

(ক) চ, বা, উ, স্ম, ইব, চিদ্, স্বিদ্, হ, কম্, ঘ, ভল, সমহ, ঈম্, সীম্, পদান্তে যথা (ইবার্থে) প্রভৃতি কতিপয় অব্যয়ের সুর নাই।

(খ) মা, মে, ত্বা, তে, নৌ, নঃ, বাম্, বঃ, এন—, ত্ব—, সম প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বনাম।

(গ) 'ইদম্' শব্দ কখনও কখনও স্বরবান্, কখনও কখনও স্বরহীন। অস্য জন্মনি; কিন্তু অস্যা উষসঃ।

(ঘ) হি পরে পূর্ব্ববর্ত্তী 'ন' শব্দে স্বর থাকে না—উভয় শব্দ মিলিয়া এক শব্দ হয়। ন হি ত্বা ইষতঃ (ঋ° ১।১০।৮)। এইরূপ 'নু' শব্দের সহযোগে—নন্থ। অন্য 'ন' শব্দ উদাত্তবান্।

৪। কতকগুলি শব্দে দুইটী করিয়া স্বর :—

(ক) কতকগুলি দ্বিবচন দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় শব্দ দ্বিবচনান্ত ও স্বরবান্। মিত্রাবরুণা, দ্যাবাপৃথিবী। আরও কতিপয় বৈদিক সমাসে দুই স্বর—বৃহস্পতি, তনূনপাৎ। পুনরায় প্রত্যয়যোগে বা সমাসে এই সকল শব্দের কলেবর বর্দ্ধিত হইলেও দুই দুইটী স্বরই থাকে। দ্যাবাপৃথিবী বন্ত, বৃহস্পতিপ্রসূতঃ।

(খ) '—তবৈ' যুক্ত অসমাপিকা (নিমিত্তার্থক) ক্রিয়ার দুই স্বর। এতবৈ, অপভর্তবৈ।

(গ) অন্ত্য অনুদাত্ত স্বরের প্লুতত্ব প্রাপ্তি হইলে তাহা যখন উদাত্ত হয়, তখন একপদে দুই স্বর হয়। অ গ্নৈ ৩ পত্নী বাঃ ৩ সোমং পিব।

(ঘ) ব্রাহ্মণাদিতে প্রযুক্ত 'বা ব' এই অব্যয় দ্বি-স্বর-বিশিষ্ট।

(ঙ) কতিপয় সংখ্যাবাচক শব্দ একাধিক স্বর-বিশিষ্ট। একচত্বারিংশৎ।

এই স্থলে **সম্বোধন পদে** স্বরের প্রকৃতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

১। বাক্যাদিতে ব্যবহার না হইলে সম্বোধন পদের স্বর নাই। সম্বোধনের প্রথম অক্ষরে উদাত্ত স্বর।

২। য বা ব-কারের যখন বিশ্লেষিত উচ্চারণ হয়, তখন বিশ্লেষিত স্বরদ্বয়ের প্রথমটীতে উদাত্ত স্বর হয়; আর য বা ব-কারের সমগ্র উচ্চারণ হইলে স্বরিত স্বর হয়। দ্যৌঃ (দি ঔঃ) দ্ব্যক্ষর পদ; কিন্তু 'দ্যৌঃ' একাক্ষর পদ।

৩। বৈদিক স্বর-প্রক্রিয়ার জন্য ছন্দের 'পাদ' বা 'চরণ' বাক্য-স্থানীয়। পাদের আদিস্থিত সম্বোধন পদ, বাক্যাদিস্থিত সম্বোধন পদের ন্যায় প্রথম অক্ষরে স্বর প্রাপ্ত হয়। অগ্নে যং যজ্ঞং পরিভূর্ অসি ('হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞকে রক্ষা করিতেছ' ঋ°); উপ ত্বাগ্নে এ মসি ('হে অগ্নি! আমরা তোমার নিকটে আসিলাম')।

৪। সম্বোধন পদের বিশেষণ, বা তাহার সহিত উদ্দেশ্য-বিধেয়-সম্পর্কে সম্পর্কবান্ বিশেষ্য শব্দ, বা ষষ্ঠ্যন্ত সম্বন্ধপদ, ঐ সম্বোধন পদের সহিত মিশিয়া (স্বর-প্রকরণের জন্য) এক পদের ন্যায় হইয়া যায়। অর্থাৎ ইহাদের প্রথম অক্ষরে স্বর থাকে। ইন্দ্র ভ্রাতঃ (হে ভ্রাতঃ ইন্দ্র!), রাজন্ সোম (হে সোম রাজা!), ঊর্জো নপাৎ সহস্বন্ (হে শক্তির শক্তিমান্ পুত্র!), তাবশ্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী (ভো শোভন ও মঙ্গলহস্তবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়!)।

৫। আবার বাক্যাদিতে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন পদ থাকিলে, তাহাদের প্রত্যেকেই স্বরবান্ হইবে। তাহাদের বিশেষণ পদ-সমূহে কোনও স্বর থাকিবে না। পিতর্ মাতঃ (হে পিতঃ! হে মাতঃ!), অগ্ন ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবাঃ (হে অগ্নি, হে ইন্দ্র, হে বরুণ, হে মিত্র, হে দেবগণ)।

৬। বাক্যাদি বা বাক্যমধ্যে সম্বোধন পদ থাকায় বাক্যস্থিত অন্যান্য পদের স্বরে কোনও প্রকার প্রভাব বর্ত্তে না। দেবা জীবত (অথ° ১৯।৭০।১)।

অতঃপর (ক) **সমাপিকা ক্রিয়ার** স্বরের কথা।

১। বাক্যাদিতে অবস্থিত না হইলে প্রধান বাক্যের (Principal Clauseএর) সমাপিকা ক্রিয়ার কোনও স্বর নাই। এ ক্ষেত্রে পাদ বা চরণের আদিও বাক্যাদি বলিয়া গণ্য। স্বরহীন

সমাপিকা ক্রিয়া :—অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্ ; স ইদ্ দেবেষু গচ্ছতি ; অগ্নে সূপায়নো ভব ; ইদমিন্দ্র শৃণুহি সোমপ ; নমস্তে রুদ্র কৃণ্মঃ ; যজমানস্য পশূন্ পাহি।

২। এই কারণে দুইটী মাত্র স্থানে সমাপিকা ক্রিয়ার স্বর বজায় থাকে।

(ক) বাক্যাদি বা পাদাদিতে, এবং (খ) অধীন বাক্যে (in a subordinate clause.)

(ক) বাক্যাদি বা পাদাদিতে স-স্বর সমাপিকা ক্রিয়াপদ :—আপ্নোতীমং লোকম্ (তিনি ইহলোক প্রাপ্ত হইতেছেন) ; স্যামেদ্ ইন্দ্রস্য শর্মণি (যেন আমরা ইন্দ্রের রক্ষায় থাকি) ; দর্শয় মা যাতুধানান্ (আমাকে যাতুধানগুলোকে দেখাও)। গমদ্ বাজেভির্ আ স নঃ (তিনি যেন আমাদের নিকট অন্ন লহ আসেন)। এই সকল স্থানে পাদাদি ও বাক্যাদি অভিন্ন। কিন্তু নিম্নের উদাহরণে পাদ মধ্যে বাক্যারম্ভ :—তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্ (তাহা পান কর ও আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর) ; সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্‌পতিঃ (মাতা সুপ্ত থাকুন, পিতা সুপ্ত থাকুন, কুকুর সুপ্ত থাকুক, বিশ্‌পতি সুপ্ত থাকুন) ; বিশ্বকর্মন্ নমস্তে পাহ্যস্মান্ (হে বিশ্বকর্ম্মন্ ! তোমাকে নমস্কার ; আমাদিগকে রক্ষা কর)।

২। নিম্নের উদাহরণে বাক্যাদিতে ক্রিয়াপদ না থাকিলেও পাদাদিতে অবস্থিত হওয়ায়, স্বরবান্ হইয়াছে :—অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্ (অতঃপর আমরা যেন তোমার ঘনিষ্ঠ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই) ; যাতুধানস্য সোমপ জহি প্রজাম্ (হে সোমপ ! তুমি যাতুধানের সন্তান নাশ কর)।

৩। বাক্যের স্বর সংস্থানের উপর সম্বোধন পদের কোনও প্রভাব না থাকায়, বাক্যাদি বা পাদাদিতে এক বা একাধিক সম্বোধন পদ থাকিলেও তৎপরবর্ত্তী সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যাদি বা পাদাদিতে অবস্থিত বলিয়া গণ্য হয় এবং সেই জন্য স্বরবান্ হয়। আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্ (হে শ্রবণশীলকর্ণবিশিষ্ট ! আহ্বান শ্রবণ কর) ; সীতে বন্দামহে ত্বা (হে সীতে ! আমরা তোমার বন্দনা করি) ; বিশ্বেদেবা বসবো রক্ষতেমম্ (হে বিশ্বেদেবগণ ! হে বসুগণ ! আপনারা ইহাকে রক্ষা করুন)।

৪। কোনও পদের পর তাহার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট একাধিক ক্রিয়া থাকিলে, কেবলমাত্র প্রথম ক্রিয়াই স্বর-বিহীন হয় ; অন্য ক্রিয়া বা ক্রিয়াগুলিতে স্বর থাকে ; কারণ, সেরূপক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্রিয়াপদই পৃথক্ পৃথক্ অধীন বাক্যের (subordinate clause এর) আদি বলিয়া গণ্য হয়। তরণির্ ইজ্ জয়তি ক্ষেতি পুষ্যতি (কৃতকার্য্য ব্যক্তিই জয়লাভ করে, শাসন করে ও উন্নতি লাভ করে) ; অস্মভ্যং জেষি যোৎসি চ (আমাদের জন্য জয়লাভ কর ও যুদ্ধ কর)।

৫। দুই ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট পদ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত হইলে পরবর্তী ক্রিয়া অধীন বাক্যের আদি বলিয়া গণ্য হইয়া স্বরবান্ হয়।

জহি প্রজাম্ নয়স্ব চ (সন্তানকে বিনাশ কর ও এখানে আনয়ন কর); শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা (সুভগা যেন আমাদিগের (কথা) শ্রবণ করেন এবং স্নেহচক্ষে দেখেন)।

৬। এই প্রকারে সাধারণ নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে যে, একটি সমাপিকা ক্রিয়ার পর যে সকল ক্রিয়া থাকিবে, তাঁহারা সকলেই স্বরবান্ হইবে।

স য এতম্ এবম্ উপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ (যে ইঁহার এই প্রকারে উপাসনা করে, সে পশু ও প্রজায় পূর্ণ হয়)।

(খ) অধীন বাক্য বা অসমগ্র বাক্য

যৎ-শব্দ বা যৎ-শব্দের অর্থবিশিষ্ট কোনও শব্দ অথবা সেই প্রকার কোনও শব্দ হইতে নিষ্পন্ন শব্দ যে বাক্যে থাকে, তাহাই সাধারণতঃ অধীন বাক্য বলিয়া পরিগণিত। অধীন বাক্যের ক্রিয়াপদ যে স্থানেই অবস্থিত হউক-না-কেন, স্বরবান্ হইবে। যং যজ্ঞং পরিভূর্ অসি (যে যজ্ঞকে তুমি রক্ষা করিতেছ) সহ যন্ মে অস্তি তেন (যাহা আমার আছে, তাহার সহিত); যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ (যেখানে আমাদের পিতৃগণ গিয়াছেন); অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি (যদি আমি যাতুধান হই, তাহা হইলে যেন এক্ষণেই মরি); যথাহহান্য নু পূর্বং ভবন্তি (যেমন একের পর এক দিন আসে); যাবদ্ ইদং ভুবনং বিশ্বম্ অস্তি (এই সমগ্র ভুবন যত বড়); যৎকামাস্ তে জুহুমস্ তন্ নো অস্তু (যাহা কামনা করিয়া তোমার হোম করি, তাহা আমাদের হউক); যত্তমস্ তিতৃপ্সাৎ (যেটীতে কামনার তৃপ্তি হয়)।

২। যৎ শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয় না; কেবলমাত্র অধীন বাক্যে অম্বিত সমাপিকা ক্রিয়াই স্বরবান্। অপ ত্যে তায়বো যথা যন্তি (তাহারা চোরের ন্যায় পলাইতেছে); যথাকামং নি পদ্যতে (সে ইচ্ছাসুখে শুইয়া আছে)।

৩। 'যদি' অর্থ বুঝাইলে 'চ' ও 'চেদ্' এই দুই অব্যয়ের যোগে ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয়। ব্রহ্মা চেদ্ ধস্তম্ অগ্রহীৎ (যদি একজন ব্রাহ্মণ (রমণীর) হস্ত ধারণ করিয়াছেন); ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুম্ ন মরামহে (হে সোম! তুমি যদি আমাদিগকে বাঁচাইতে চাও, তবে আমরা মরিব না); আ চ গচ্ছান্ মিত্রম্ এনা দধাম (যদি তাহারা আসে, তবে আমরা তাহাকে মিত্র করিব)।

৪। কোনও অব্যয় বা যৎ শব্দাদি না থাকিলেও স্বায়তঃ সম্পর্কবিশিষ্ট গমাণ্বয় অধীন বাক্যের ক্রিয়া স্বরবান্ হয়। সম্ অশ্ব পর্ণাশ্ চরন্তি নো নরোঽস্মাকম্ ইন্দ্র রথিনো জয়ন্ত (যখন অশ্বের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট আমাদের নরগণ (যুদ্ধে) যান, তখন, হে ইন্দ্র ! আমাদের রথিগণ যেন জয়লাভ করেন); তূয়ম্ আ গহি কণ্বেষু সু সচা পিব (শীঘ্র আইস, কণ্বদিগের সহিত সোম পান কর)।

৫। 'যেহেতু' অর্থবাচক 'হি' 'নহি' প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় পদের যোগে সামান্য একটু অধীনতার ভাব বুঝাইতে ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয়। বি তে মুঞ্চন্তাং বিমুচো হি সন্তি (তাঁহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিউন্, যেহেতু তাঁহারাই মুক্তিদাতা); নেৎ ত্বা তপাতি সূরো অর্চিষা (সূর্য্য যেন রশ্মি দ্বারা তোমায় তাপিত না করেন); বিরাজং নেদ্ বিচ্ছিনদানীতি ('আমি যেন বিরাজকে ছিন্ন না করি'—এই বলিয়া) উক্থেভিঃ কুবিদ্ আগমৎ ? (আমাদের স্তবের জন্য কি তিনি আসিবেন ?)।

(গ) বিরোধী বাক্য

১। পরস্পর বিরোধী বাক্যে অনেক সময় প্রথম ক্রিয়াই স্বরযুক্ত হয়। এই প্রকার বাক্যে 'অন্য—অন্য,' 'বা—বা,' 'এক—এক,' 'চ—চ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ হয়। প্র প্রান্যে যন্তি পর্যন্য আসতে (কেহ কেহ যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, অন্য কেহ কেহ তেমনই বসিয়া আছে); উদ্ বা সিঞ্চধ্বম্ উপ বা পৃণধ্বম্ (হয় সেচন করিয়া ফেলিয়া দাও, না হয় পূর্ণ করিয়া ফেল); সং চে ধ্যস্বাঽগ্নে প্র চবর্দ্ধয়েমম্ (তুমি নিজেই প্রজ্বলিত হও, হে অগ্নি ! এবং ইহাকে বর্দ্ধিত কর)। 'অন্য—অন্য,' 'বা—বা' প্রভৃতির প্রয়োগ ব্যতিরেকেও বিরোধিতা প্রকাশ পায়। প্রাঽজাতাঃ প্রজা জনয়তি পরি প্রজাতা গৃহ্ণাতি (তিনি অজাত প্রজার জন্মদান করেন, জাত প্রজাকে পরিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ আলিঙ্গন করেন, বুকে করেন); অপ যুয়দ্ অক্রমীন্ নাঽস্মান্ উপাবর্ততে (যদিও সেই রমণী তোমাদের নিকট হইতে অপগত হইয়াছে, তথাপি সে আমাদের নিকটে আইসে নাই); নাঽন্ধোঽধ্বর্য্যুর্ভবতি ন যজ্ঞং রক্ষাংসি ঘ্নন্তি (অধ্বর্য্যু অন্ধ হয়েন না, রক্ষোগণ যজ্ঞনাশ করে না); কেন সোমা গৃহ্যন্তে কেন হূয়ন্তে (কে সোম গ্রহণ করে, অর্থাৎ নিষ্পেষণ করে ? আর কেই বা হবন করে ?)।

২। দুই বিরোধী বাক্যের এক ক্রিয়া হইলে, প্রায় দ্বিতীয় ক্রিয়া উহ্য থাকে। অগ্নিরমুষ্মিন্ লোক আসীদ্ যমোঽস্মিন্ (অগ্নি ঐ লোকে ছিলেন এবং যম এই লোকে ছিলেন); অহ্নাঽস্তাঃ

প্রজাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি মাংসেনাহন্যাঃ (কোনও কোনও জীব অস্থির সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়, আর কোনও কোনও জীব মাংসের সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়); দ্বিপাচ্চ সর্ব্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ (আমাদের দ্বিপদ যাহা আছে, তাহা রক্ষা কর, এবং চতুষ্পাদ যাহা আমাদের, তাহা রক্ষা কর)।

৩। কিল, অঙ্গ, এব, হন্ত, চন প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় যোগেও (সম্ভবতঃ মুখ্যার্থবোধে for the sake of emphasis) ক্রিয়াপদ স্বরযুক্ত হয়। হন্তে মাং পৃথিবীং বিভজামহৈ (এস, আমরা এই পৃথিবী ভাগ করিয়া লই)।

৪। বিরোধী বাক্যদ্বয়ের প্রথম ক্রিয়ার স্বর ব্রাহ্মণের যুগে অকাট্য বিধি; কিন্তু মন্ত্রযুগে ইহার ব্যতিক্রমও হইত। অভি দ্যাম্ মহিনা ভুবম্ অভী মাং পৃথিবীং মহীং (আমি মহান্ দ্যুলোক বা আকাশ অপেক্ষা মহান্, এবং এই মহতী পৃথিবী অপেক্ষাও মহান্—ঋ°); ইন্দ্রো বিদুর অঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ (ইন্দ্র জানেন এবং ঘোর অঙ্গিরোগণ জানেন—ঋ°)।

(ঘ) ক্রিয়াপদ ও উপসর্গ

১। বেদের ভাষায় উপসর্গসমূহ সাধারণতঃ স্বাধীনভাবে ও ক্রিয়াপদ হইতে দূরে প্রযুক্ত হইত; ব্রাহ্মণের যুগে উপসর্গের স্বাধীনতা কিঞ্চিৎপরিমাণে খর্ব্ব হয়, এবং সর্ব্বশেষে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে ক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত উপসর্গের ব্যবহার হয় না। সুতরাং বেদের ভাষায় যাবতীয় স্বাধীন উপসর্গই স্বরযুক্ত হইত।

২। ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল উপসর্গের প্রয়োগ হইত, সেইখানেই উপসর্গের স্বর থাকিবে কি না বিবেচ্য, নতুবা অন্যত্র উপসর্গ ও ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ পদ।

৩। যে সকল ক্রিয়ার স্বর থাকিত না, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী উপসর্গের স্বর থাকিত। একাধিক উপসর্গ ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্তী হইলে কেবলমাত্র অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী উপসর্গেরই স্বর বজায় থাকিত; অন্যগুলির স্বর থাকিত না।

৪। ক্রিয়াপদ স্বরযুক্ত হইলে তৎপূর্ব্ববর্তী উপসর্গসমূহের স্বর থাকে না।

পরে হি নারি পুনরেহি ক্ষিপ্রম্ (দূর হও নারি! আবার শীঘ্র ফিরিয়া আইস—অথ°); অথাস্তং বিপরেতন (অতঃপর তোমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গৃহে গমন কর—ঋ°); সমাচিনুষ্বানু সম্প্রযাহি (প্রথমে একত্র হও, পরে যাও—অথ°); যদ্ গৃহানুপোদৈতি (যেন সে গৃহ পর্য্যন্ত গমন করে—অথ°); এবা চ ত্বং সরম আজগন্থ (এইরূপে হে সরমে, তুমি এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছ—ঋ°); যে না বিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাহপঃ (যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া তুমি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে—ঋ°)।

৫। অধীন বাক্যে উপসর্গ সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের অঙ্গীভূত হয় ও আপনার স্বর হারায়।

৬। কৃদন্তের সহিত যোগ হইলে উপসর্গ তাহার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে এবং আপনার স্বর হারায়। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তের পূর্ব্বে কখনও কখনও উপসর্গের স্বর বজায় থাকে। পরেত (স্বর্গত), অন্তর্হিত অব-পন্ন, সম্-পূর্ণ, নি-চিত্ত, নিষ্কৃত, প্রশস্ত, নিষত্ত, অপক্রীত,—'-তু'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন নিমিত্তার্থক বা অন্য অসমাপিকা ক্রিয়ার (infinitive) সর্ব্ববিভক্তিতেই উপসর্গে স্বর থাকে। সং হর্তুম্ অপি-ধাতবে, অব-গন্তোঃ। চতুর্থীর '-তবৈ' যোগে উভয়ত্র স্বর থাকে। অবেতবৈ, অপভর্তবৈ।

৭। নিম্নলিখিত অধীন বাক্যটীতে দুইটী উপসর্গ ক্রিয়াপদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বরবান্ হইয়াছে। এরূপ উদাহরণ বিরল। প্র যৎ স্তোতা…উপ গীর্ভি রীট্টে (ঋ° ৩।৫২ ৫) (স্তোতা যখন গানের দ্বারা স্তোত্র প্রেরণ করে)।

৮। নিম্নলিখিত বাক্যটীতে ছয়টীমাত্র পদ, তিনটী সম্বোধন, তিনটী সমাপিকা ক্রিয়া; সবগুলিই স্বরবান্। ইন্দ্র জীব, সূর্য জীব, দেবা জীবত (অথ° ১৯।৭০ ১)।

কোনও স্বরবিহীন পদ বাক্যাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বেদের যুগে এইটী বাক্যবিন্যাসপ্রণালীর প্রবল বিধি ছিল। এই জন্য ইহার প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতেও সংক্রমিত হইয়াছে। অবশ্য অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে স্বর নাই। সুতরাং সস্বর বা অস্বর পদও নাই। কিন্তু বেদে যে সকল শব্দ স্বরবিহীন ছিল, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে তাহারা বাক্যাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেই জন্য নিম্নলিখিত অব্যয় বা সর্ব্বনাম পদসমূহ বাক্যের প্রথম স্থানে প্রযুক্ত হয় না। চ, চেৎ *, মে, তে, মা, ত্বা, নঃ, বঃ, নৌ, বাম্, বা, ইব, চিৎ, হ, স্ম ইত্যাদি পদের বাক্যাদিতে স্থান নাই।

তিঙন্ত স্বর

তিঙন্ত স্বরের প্রথম লক্ষণ এই যে, বাক্যাদিতে অবস্থিত না হইলে প্রধান বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার স্বর থাকে না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়াপদে স্বর পাওয়া যায় না। যেখানে স্বর বজায় থাকিবে, সেখানে স্বরের যেরূপ প্রকৃতি হইবে, তাহাই এ স্থলে আলোচ্য।

সংস্কৃত ধাতুসমূহ দশগণে বিভক্ত। গণ অনুসারে স্বরস্থিতির বিভিন্নতা ঘটে বলিয়া, আমাদিগকে এস্থলে গণ অনুসারে স্বরের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তিঙন্ত পদ-সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—প্রবল শ্রেণী (strong forms) ও অপ্রবল শ্রেণী (weak forms)। ধাতুর প্রবল রূপে ধাতু-স্বর বজায় থাকে এবং তাহার প্রভাবে সাধারণতঃ ধাতু-স্বরের গুণ হয়। ধাতুর অপ্রবল রূপে ধাতুর গুণ হয় না এবং প্রত্যয়-স্বর বজায় থাকে। চতুর্লকারে (লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙে)

---

* চ+ইৎ=চেৎ স্বরহীন ছিল না; তবে দুইটীর যোগে উৎপন্ন সন্ধিস্বর।

নিম্নলিখিত প্রত্যয়-সমূহের পূর্ব্বে ধাতুর প্রবল রূপ হয় :—তি, সি, মি, তু, আনি, আব, আম, ঐ, আবহৈ, আমহৈ, দ্‌, স্‌, অম্‌,—এই তেরটী। পরোক্ষায় (লিটে) পরস্মৈপদের একবচনগুলি সমস্তই প্রবল। এই সকল বিভক্তিতে স্বর বা স্বর ধাতুতে অবস্থিত হয়, অন্যত্র প্রত্যয়ে স্বরের অবস্থিতি হয়। স্থানে স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও হয়; ক্রমে ক্রমে তাহা লক্ষ্য করা যাইবে। লঙ্‌ ও লুঙ্‌ বিভক্তিতে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, আগমভূত অকারে স্বর অবস্থিত হয়; ইহার অন্যথা হয় না। কিন্তু যখন লঙ্‌ বা লুঙের আগম থাকে না, তখন স্বরের অবস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটে। প্রবল রূপ হইলে (দ্‌, স্‌, অম্‌) ধাতুতেই স্বর থাকে; অন্যত্র প্রত্যয়ে।

পাশ্চাত্য মত অনুসরণ করিয়া আমরা ধাতুর গণ-সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিব। (১) যে সকল গণে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে (চতুর্লকারে) অকারের আগম হয় না; এবং (২) যে সকল গণে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে অকারের (বা যকারের) আগম হয়। এই বিভাগ-ক্রমে নিয়ে একটী তালিকা প্রস্তুত করিলাম। এই তালিকায় গণ অনুসারে স্বরের স্থান সূচিত হইল।

গণ অনুসারে স্বরপ্রকৃতি

ক। ১। ধাতু-গণ (২। অদাদিগণ)—ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগ—প্রবল রূপে ধাতু-স্বর ও তাহার গুণ; অপ্রবল রূপে প্রত্যয়-স্বর, ধাতু সংক্ষিপ্ত—লঙ্‌ বিভক্তিতে আগম-স্বর।

২। অভ্যস্ত-গণ (৩। জুহোত্যাদি)—ধাতু অভ্যস্ত—প্রবল রূপে ধাত্বংশে (ধাত্বক্ষরে বা অভ্যাসাক্ষরে) স্বর; তাহার প্রভাবে গুণ; অপ্রবল রূপে প্রত্যয় স্বর; স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর প্রথম অক্ষরে প্রত্যয়-স্বর প্রত্যাবর্ত্তন করে—লঙ্‌ বিভক্তিতে আগম-স্বর।

৩। অনুনাসিক-গণ (৭। রুধাদি)—ধাতুর মধ্যে অনুনাসিক বর্ণ, প্রবল রূপে অনুনাসিক বর্ণের প্রবলতা হয়, অর্থাৎ তাহার স্থানে অকারান্ত 'ন' হয় এবং সেই ন-কারে স্বর থাকে, অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৪। '-নু'-গণ (৫। স্বাদি)—নুকারের আগম, প্রবল রূপে নুকারের গুণ ও স্বরপ্রাপ্তি (নো), অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৫। '-উ'-গণ (৮। তনাদি)—নুগণের ন্যায়, উ-কারাগম এবং প্রবল রূপে উকারের গুণ ও স্বর প্রাপ্তি (ও), অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৬। '-না'-গণ (৯। ক্র্যাদি)—প্রবল রূপে স্বরবান্‌ 'না' আগম, অপ্রবল রূপে স্বরবিহীন 'নী' আগম ও প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

খ। ১। অ-গণ (১। ভ্বাদি)—স্বরবিহীন অকার আগম, সর্ব্বত্র ধাতু-স্বর, সর্ব্বত্র ধাতুর গুণ—লঙে আগম-স্বর।

২। অ-গণ (৬। তুদাদি)—স্বরবান্‌ অকার আগম, সর্ব্বত্র অকারে স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৩। য-গণ (৪। দিবাদি)—স্বরবিহীন য-কারের আগম, সর্ব্বত্র ধাতু স্বর, কিন্তু ধাতুর গুণ হয় না—লঙে আগম-স্বর।

৪। য-গণ (কর্ম্ম ও ভাববাচ্য)—কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে স্বরবান্ য-কারের আগম হয়, অন্যত্র স্বরবিহীন য-গণের ন্যায় কার্য্য।

৫। কারণজ (causative)গণ বা ১০। চুরাদি-গণে '-অয়-'-আগম হয়—লঙে আগম স্বর।

লুঙ্—লুঙ্ বিভক্তিতে আগম-স্বর—আগমবিহীন হইলে প্রবল রূপে ধাতু-স্বর, অপ্রবল রূপে প্রত্যয়-স্বর—'স' (ষ) আগম হইলে, তাহাতেই স্বর বর্ত্তে।

লিট্—পরস্মৈপদের একবচন ভিন্ন সর্ব্বত্র প্রত্যয়-স্বর।

লৃট্—সর্ব্বত্র প্রত্যয়-স্বর, প্রত্যয়ের প্রথম অক্ষরে।

অতঃপর গণ অনুসারে এক একটী ধাতুর সমগ্র রূপ দিয়া স্বরস্থিতি লক্ষিত করিব।

ক। দুহ্ ধাতু, অদাদি বা ধাতুগণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	দোগ্ধি	ধোক্ষি	দোহ্মি	দুগ্ধে	ধুক্ষে	দুহে
	দুগ্ধঃ	দুগ্ধঃ	দুহ্বঃ	দুহাতে	দুহাথে	দুহ্বহে
	দুহন্তি	দুগ্ধ	দুহ্মঃ	দুহতে	ধুগ্ধ্বে	দুহ্মহে
লোট্	দোগ্ধু	দুগ্ধি	দোহানি	দুগ্ধাম্	ধুক্ষ্ব	দোহৈ
	দুগ্‌ধাম্	দুগ্ধম্	দোহাব	দুহাতাম্	দুহাথাম্	দোহাবহৈ
	দুহন্তু	দুগ্ধ	দোহাম	দুহতাম্	ধুগ্‌ধ্বম্	দোহামহৈ
লঙ্	অধোক্	অধোক্	অদোহম্	অদুগ্ধ	অদুগ্‌ধাঃ	অদুহি
	অদুগ্‌ধাম্	অদুগ্ধম	অদুহ্ব	অদুহাতাম্	অদুহাথাম্	অদুহ্বহি
	অদুহন্	অদুগ্ধ	অদুহ্ম	অদুহত	অধুগ্‌ধ্বম্	অদুহ্মহি
লিঙ্	দুহ্যাৎ	দুহ্যাঃ	দুহ্যাম্	দুহীত	দুহীথাঃ	দুহীয়
	দুহ্যাতাম্	দুহ্যাতম্	দুহ্যাব	দুহীয়াতাম্	দুহীয়াথাম্	দুহীবহি
	দুহ্যুঃ	দুহ্যাত	দুহ্যাম	দুহীরন্	দুহীধ্বম্	দুহীমহি

শতৃ—দুহন্ত্, দ্বিষন্ত্, লিহন্ত্; স্ত্রীলিঙ্গে—দুহতী, দ্বিষতী, লিহতী
শানচ্—দুহান, দ্বিষাণ, লিহান; „ — দুহানা, দ্বিষাণা, লিহানা

হু ধাতু, অভ্যস্ত বা জুহোত্যাদিগণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	জুহোতি	জুহোষি	জুহোমি	জুহুতে	জুহুষে	জুহ্বে
	জুহুতঃ	জুহুথঃ	জুহুবঃ	জুহ্বাতে	জুহ্বাথে	জুহুবহে
	জুহ্বতি	জুহুথ	জুহুমঃ	জুহ্বতে	জুহুধ্বে	জুহুমহে
লোট্	জুহোতু	জুহুধি	জুহবানি	জুহুতাম্	জুহুষ্ব	জুহবৈ
	জুহুতাম্	জুহুতম্	জুহবাব	জুহ্বাতাম্	জুহ্বাথাম্	জুহবাবহৈ
	জুহ্বতু	জুহুত	জুহবাম	জুহ্বতাম্	জুহুধ্বম্	জুহবামহৈ
লঙ্	অজুহোৎ	অজুহোঃ	অজুহবম্	অজুহুত	অজুহুথাঃ	অজুহ্বি
	অজুহুতাম্	অজুহুতম্	অজুহুব	অজুহ্বাতাম্	অজুহ্বাথাম্	অজুহুবহি
	অজুহবুঃ	অজুহুত	অজুহুম	অজুহ্বত	অজুহুধ্বম্	অজুহুমহি
লিঙ্	জুহুয়াৎ	জুহুয়াঃ	জুহুয়াম্	জুহ্বীত	জুহ্বীথাঃ	জুহ্বীয়
	জুহুয়াতাম্	জুহুয়াতম্	জুহুয়াব	জুহ্বীয়াতাম্	জুহ্বীয়াথাম্	জুহ্বীবহি
	জুহুয়ুঃ	জুহুয়াত	জুহুয়াম	জুহ্বীরন্	জুহ্বীধ্বম্	জুহ্বীমহি

হু, ভী, হ্রী, জন্, মদ, চি, যু ধাতুর ধাত্বক্ষরে স্বর; কিন্তু অন্যান্য ধাতুর অভ্যস্ত ভাগের প্রথমার্দ্ধে স্বর থাকে। স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে সর্ব্বত্র প্রথমাক্ষরে স্বর বর্ত্তে।

লট্	বিভর্ত্তি	বিভর্ষি	বিভর্ম্মি	বিভৃতে	বিভৃষে	বিভ্রে
	বিভৃতঃ	বিভৃথঃ	বিভৃবঃ	বিভ্রাতে	বিভ্রাথে	বিভৃবহে
	বিভ্রতি	বিভৃথ	বিভৃমঃ	বিভ্রতে	বিভৃধ্বে	বিভৃমহে

শতৃ-শানচ্—জুহ্বৎ, জুহ্বতী; বিভ্রৎ, বিভ্রতী; জুহ্বান, বিভ্রাণ।

যুজ্ ধাতু, অনুনাসিক বা রুধাদিগণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	যুনক্তি	যুনক্ষি	যুনজ্মি	যুঙ্ক্তে	যুঙ্ক্ষে	যুঞ্জে
	যুঙ্ক্তঃ	যুঙ্ক্থঃ	যুঞ্জ্বঃ	যুঞ্জাতে	যুঞ্জাথে	যুঞ্জ্বহে
	যুঞ্জন্তি	যুঙ্ক্থ	যুঞ্জ্মঃ	যুঞ্জতে	যুঙ্গ্ধ্বে	যুঞ্জ্মহে
লোট্	যুনক্তু	যুঙ্গ্ধি	যুনজানি	যুঙ্ক্তাম্	যুঙ্ক্ষ্ব	যুনজৈ
	যুঙ্ক্তাম্	যুঙ্ক্তম্	যুনজাব	যুঞ্জাতাম্	যুঞ্জাথাম্	যুনজাবহৈ
	যুঞ্জন্তু	যুঙ্ক্ত	যুনজাম	যুঞ্জতাম্	যুঙ্গ্ধ্বম্	যুনজামহৈ
লঙ্	অযুনক্	অযুনক্	অযুনজম্	অযুঙ্ক্ত	অযুঙ্ক্থাঃ	অযুঞ্জি
	অযুঙ্ক্তাম্	অযুঙ্ক্তম্	অযুঞ্জ্ব	অযুঞ্জাতাম্	অযুঞ্জাথাম্	অযুঞ্জ্বহি
	অযুঞ্জন্	অযুঙ্ক্ত	অযুঞ্জ্ম	অযুঞ্জত	অযুঙ্গ্ধ্বম্	অযুঞ্জ্মহি
লিঙ	যুঞ্জ্যাৎ	যুঞ্জ্যাঃ	যুঞ্জ্যাম্	যুঞ্জীত	যুঞ্জীথাঃ	যুঞ্জীয়
	যুঞ্জ্যাতাম্	যুঞ্জ্যাতম্	যুঞ্জ্যাব	যুঞ্জীয়াতাম্	যুঞ্জীয়াথাম্	যুঞ্জীবহি
	যুঞ্জ্যুঃ	যুঞ্জ্যাত	যুঞ্জ্যাম	যুঞ্জীরন্	যুঞ্জীধ্বম্	যুঞ্জীমহি

শতৃ শানচ্—যুঞ্জন্ত, যুঞ্জতী, যুঞ্জান।

‘নু’ (স্বাদি) ও ‘উ’ (তনাদি) গণ

লট্	সুনোতি	সুনোষি	সুনোমি	সুনুতে	সুনুষে	সুন্বে
	সুনুতঃ	সুনুথঃ	সুনুবঃ, সুন্বঃ	সুন্বাতে	সুন্বাথে	সুনুবহে, সুন্বহে
	সুন্বন্তি	সুনুথ	সুনুমঃ, সুন্মঃ	সুন্বতে	সুনুধ্বে	সুনুমহে, সুন্মহে
লোট্	সুনোতু	সুনু [কৃণুহি]	সুনবানি	সুনুতাম্	সুনুষ্ব	সুনবৈ
	সুনুতাম্	সুনুতম্	সুনবাব	সুন্বাতাম্	সুন্বাথাম্	সুনবামহৈ
	সুন্বন্তু	সুনুত	সুনবাম	সুন্বতাম্	[illegible]	[illegible]

লঙ্ ও লিঙের রূপ দিলাম না ; কারণ, উভয় বিভক্তিতেই স্বরস্থিতি নির্দ্দিষ্ট। লঙে আগম-স্বর (অসুনোৎ) এবং লিঙে প্রত্যয়-স্বর (সুনুয়াৎ, সুন্বীত)। তনাদিগণ ও স্বাদিগণে স্বরস্থিতির কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। সুতরাং তনাদি ধাতুর রূপ দিলাম না।

শতৃ-শানচ্—সুন্বন্ত্ (সুন্বতী), তন্বন্ত্ (তন্বতী), আপ্নুবন্ত্ (আপ্নুবতী), সুন্বান, তন্বান, আপ্নুবান।

ক্রী ধাতু, ক্র্যাদি বা 'না'-গণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	ক্রীণাতি	ক্রীণাসি	ক্রীণামি	ক্রীণীতে	ক্রীণীষে	ক্রীণে
	ক্রীণীতঃ	ক্রীণীথঃ	ক্রীণীবঃ	ক্রীণাতে	ক্রীণাথে	ক্রীণীবহে
	ক্রীণন্তি	ক্রীণীথ	ক্রীণীমঃ	ক্রীণতে	ক্রীণীধ্বে	ক্রীণীমহে
লোট্	ক্রীণাতু	ক্রীণীহি [গৃহাণ]	ক্রীণানি	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীষ্ব	ক্রীণৈ
	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীতম্	ক্রীণাব	ক্রীণাতাম্	ক্রীণাথাম্	ক্রীণাবহৈ
	ক্রীণন্তু	ক্রীণীত	ক্রীণাম	ক্রীণতাম্	ক্রীণীধ্বম্	ক্রীণামহৈ

লঙ্ লিঙের রূপ দিলাম না ; কারণ, স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য নাই।

শতৃ-শানচ্—ক্রীণন্ত্ ক্রীণতী, ক্রীণান।

খ। অকার বা য-কারাগ-বিশিষ্ট গণ-সমূহ। ভ্বাদি, তুদাদি, দিবাদি ও কর্ম্মবাচ্য গণ। এই সকল গণে স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য নাই। স্বরস্থিতি এই সকল গণে নির্দ্দিষ্ট ; কোনও ব্যতিক্রম নাই। ভ্বাদি ও দিবাদি গণে ধাতু-স্বর ; বৈশিষ্ট্য এই যে, ভ্বাদি গণে সর্ব্বত্র ধাতুর গুণ হয়, দিবাদি গণে হয় না ; যেমন ভবতি, দীব্যতি। তুদাদি ও কর্ম্মবাচ্য গণে সর্ব্বত্র অ বা য আগমে স্বরস্থিতি ; ধাতুর গুণ নাই। তুদতি, ক্রিয়তে। এই সকল গণেও লঙে আগম স্বর ; অভবৎ, অদীব্যৎ, অতুদৎ, অক্রিয়ত।

শতৃ শানচ্—ভবন্ত্ (ভবন্তী), ভবমান ; দীব্যন্ত্ (দীব্যন্তী), দীব্যমান ; তুদন্ত্ (তুদন্তী, তুদতী), তুদমান, ক্রিয়মাণ, (ক্রিয়মাণা) ।

গ। চুরাদিগণেরও নির্দ্দিষ্ট স্বরস্থিতি, যথা—চোরয়তি, চিন্তয়তি ; এবং লঙে আগম-স্বর, যথা—অচোরয়ৎ, অচিন্তয়ৎ।

বেদের ভাষায় লেট্ * বা Subjunctive moodএর একটী নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি ছিল ; উত্তরকালে ইহার উত্তম পুরুষের (পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ) রূপ লোটের উত্তম পুরুষের রূপে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ লোটের উত্তম পুরুষ প্রথমে ছিল না। এই বিভক্তির রূপ :—

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
সুন বৎ	সুনবঃ	সুনবানি	সুনবতে, সুনবাতৈ	সুনবসে	সুনবৈ
——	——	সুনবাব	——	সুনবৈথে	সুনবাবহৈ
সুনবন্	সুনবথ	সুনবাম	সুনবন্ত	——	সুনবামহৈ
ভবাৎ, ভবাতি	ভবাঃ, ভবাসি	ভবানি	ভবাতে ভবাতৈ	ভবাসে ভবাসৈ	ভবৈ
ভবাতঃ	ভবাথঃ	ভবাব	ভবৈতে	——	ভবাবহৈ
ভবান্	ভবাথ	ভবাম	ভবান্ত, ভবান্তৈ	ভবাধ্বৈ	ভবামহৈ

তিঙন্ত স্বরের অবস্থিতি-বিষয়ে কয়েকটী বিশেষ কথা

১। অদাদি-গণীয় দীর্ঘ স্বরাদি ধাতু ও অপর কয়েকটী ধাতুর সর্ব্বত্র ধাতু-স্বর বজায় থাকে। এই প্রকার কয়েকটী ধাতু—আস্, ঈড্, ঈর্, ঈশ্, চক্ষ্, তক্ষ্, ত্রা, নিন্স্, বস্ (পরিধানে), শিঞ্জ্, শী, সূ প্রভৃতি। স্বপ্, শ্বস্ ও অন্ ধাতুর উত্তর ইডাগম হইলে ধাতু-স্বর ; স্বপিমি, শ্বসিসি, অনিতি। অন্যত্র বিকল্পে ধাতু বা প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি :—স্বপন্ত, শ্বসন্ত ; বা স্বপন্ত, ইত্যাদি। স্বপিতু স্থানে স্বপ্তু (অথ°)। পাণিনি—স্বপাদিহিংসামচ্যনিটি। ৬।১।১৮৮॥ স্বপাদীনাং হিংসেশ্চা নিট্যজাদৌ ল-সার্বধাতুকে পরে আদিরুদাত্তো বা স্যাৎ॥ স্বপন্তি, শ্বসন্তি, হিংসন্তি। পক্ষে প্রত্যয়স্বরেণ মধ্যোদাত্ততা।

২। জুহোত্যাদি-গণীয় ধাতুর অভ্যাসের আদিভাগ উদাত্ত। অভ্যাসানামাদিঃ ।৬।১।১৮৯॥ কিন্তু ভী, হ্র প্রভৃতি কয়েকটী ধাতুর অভ্যাসের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ প্রত্যয়ের পূর্ব্বাংশ উদাত্ত। ভী-হ্রী-ভৃ-হু-মদ-জন-ধন-দরিদ্রা-জাগরাং প্রত্যয়াৎ পূর্বং পিতি। ৬।১। ৯২॥ যোঽগ্নি হোত্রং জুহোতি। মমত্তু নঃ পরিজ্মা। মাতা যদ্ বীরং দধনৎ। জাগর্ষি ত্বম্। এই গণের ধাতুর পর

* লিঙর্থে লেট্। পাণিনি ৩।৪।৭॥ লেটোঽডাটৌ। ৩।৪।৯৪॥ লেট্ বিভক্তিতে অট্ বা আট্ আগম হয়। তাহারা পিৎসংজ্ঞ। 'পতাতি বিদ্যুৎ'। 'প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়োঽগ্না ভবাতি'॥ আত ঐ। ৩,৪।৯৫॥ আকার স্থানে কখনও কখনও ঐ হয়, "মাদয়ৈতে।" উপসংবাদাশঙ্কয়োশ্চ। পণবন্ধ আশঙ্কায়াং চ লেট্ স্যাৎ। ৩.৪।৮। 'অহমেব পশূনামীশৈ'। 'নেজ্জিহ্মায়ন্তো নরকং পতাম'॥ ইত্যাদি পাণিনিতে উল্লেখমাত্র আছে। Macdonell ও Whitney ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

স্বরাদি প্রত্যয় থাকিলে ধাতুর আদিতে স্বরস্থিতি হয়। লোটের উত্তম পুরুষে হু প্রভৃতি ধাতুর দ্বিতীয়াক্ষরে স্বরস্থিতি, কিন্তু অন্য ধাতুসমূহে প্রথমাক্ষরে। ভৃ ধাতু পাণিনির মতে হু প্রভৃতি ধাতুর সহিত গণিত হইলেও এটী ঋগ্বেদাদিতে অন্যরূপ ছিল, অর্থাৎ প্রথমাক্ষরে উদাত্ত স্বর বহন করিত। পরে অন্যরূপ হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে এই গণীয় ধাতুর স্বর নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, স্বরলিপিযুক্ত বেদগ্রন্থের যে সকল পুথি পাওয়া যায়, তাহাতে কোনও একটা শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। আর তাহার উপর অসুবিধা এই যে, অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়াপদে স্বর থাকে না।

৩। জোষি (√ জুষ্), ধক্ষি, পর্ষি (√ পৃ গতৌ), ক্ষেষি (√ ক্ষি শাসনে), জেষি, দর্শি, নেষি, মৎসি, যক্ষি, যংসি, যোৎসি, বক্ষি (√বহ্), বেষি, শ্রোষি প্রভৃতি কতকগুলি লঙ্ বা লুঙের মধ্যম পুরুষ এক বচনের রূপ পাওয়া যায়। অর্থের হিসাবে ইহারা লোটের স্থানীয়।

৪। অডাগম-বিহীন লঙের কয়েকটী রূপ। জুহোত্যাদিগণ—জিগাৎ, জিহীত, শিশীত। রুধাদিগণ—ভিনৎ, পৃণক্, বৃণক্, পিণক্, ঋণক্। স্বাদি—মিন্বন্, ঋণুত। ক্র্যাদি—ঋণন্, গৃভ্ণত, বৃণত, অশ্নন্। ভ্বাদি—চাবম্, অবঃ দহঃ, বোধৎ, ভরৎ, চরন্, নশন্, বর্ধত, শোচন্ত। দিবাদি—গায়ৎ, পশ্যৎ, পশ্যন্ জায়থাঃ।

লিট্—লিটের স্বরস্থিতি লইয়া বিশেষ কোনও গোলযোগ নাই। পরস্মৈপদের একবচন ভিন্ন সর্ব্বত্রই প্রত্যয়-স্বর। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের একবচনে অভ্যস্ত স্বরের গুণ বা বৃদ্ধি হয় এবং গুণ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অক্ষরে স্বরস্থিতি হয়। যেমন, চকার, চকর্থ, চকার; বুবোধ, বুবোধিথ, বুবোধ। মধ্যম পুরুষের একবচনে একটু গোলযোগ আছে। '-থ' প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর গুণ বা বৃদ্ধি সর্ব্বত্রই হয়, সুতরাং স্বরস্থিতি সেই গুণ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অক্ষরেই হয়। কিন্তু (ইডাগম) ইকারের আগম হইলে যদি ধাতুর রূপ নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে প্রত্যয়ে অর্থাৎ 'থ'কারে স্বরস্থিতি হয়। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, লিটে ধাতুর তিন প্রকার রূপ হয়, যেমন, বচ্ ধাতুর উবাচ্, উবচ্, উচ্। ইহাদের মধ্যে একটী প্রবল রূপ, একটী মধ্যম ও একটী নিতান্ত দুর্ব্বল। ধাতু নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে স্বরহানি হয় না। লিটের স্বরস্থিতি অতি নিয়মিত; সুতরাং একটি ধাতুর রূপ দিলেই পরিস্ফুট হইবে।

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
ততান	ততন্থ, তেনিথ	ততান, ততন	তেনে	তেনিষে	তেনে
তেনতুঃ	তেনথুঃ	তেনিব	তেনাতে	তেনাথে	তেনিবহে
তেনুঃ	তেন	তেনিম	তেনিরে	তেনিধ্বে	তেনিমহে

আরও দুই একটি মধ্যম পুরুষের একবচনে রূপ :—বুধ ধাতু—'বুবোধিথ' প্রবল রূপ, ইহার দুর্ব্বল রূপ 'বুবুধে' পদে আছে। নী ধাতু—নিনেথ, নিনয়িথ, উভয়টাই প্রবল রূপ, দুর্ব্বল রূপ 'নিন্যুঃ', দদ ধাতু—দদাথ, দদিথ; দ্বিতীয়টী দুর্ব্বল, 'দদে', 'দদুঃ'। বচ্ ধাতু—উবক্থ, উবচিথ মধ্যম রূপ; প্রবল রূপ—'উবাচ'; দুর্ব্বল—'উচুঃ'। অস্ ধাতুর পরোক্ষার রূপ—আস, আসতুঃ, আসুঃ; আসিথ, আসথুঃ, আস; আস, আসিব, আসিম॥ এখানে সর্ব্বত্র অস্ ধাতুর সমান রূপ হইলেও মধ্যমপুরুষের বহুবচনে প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি॥

ক্বসু-কানচ্—ইহাদের প্রত্যয়-স্বর। বুবুধ্বাংস্, চক্রবাংস্, জক্ষিবাংস্, আদিবাংস্, দদিবাংস, উচিবাংস্, দাশ্বাংস্, জগ্মিবাংস্, জঘ্নিবাংস্। দদান, তেতান, বুবুধান, নিন্নান, জজ্ঞান, উচান, বাবৃধান, বাবসান, দাদৃহাণ, তুতুজ্ঞান, শশয়ান, তিস্তিরাণ, সস্মাণ। নিম্নলিখিত কয়েকটী শব্দে অনিয়মিত স্বরস্থিতি দেখা যায় :— তুতুজ্ঞান (এবং তুতুজ্ঞান), বাবুধান, শাশদান, শূশুজ্ঞান, শূশুবান।

পরোক্ষায় বিধি নিষেধ-সম্ভাবনাদি-বাচক ভাব বা mood। আমরা অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে কেবল লিটের সত্তা বাচক ভাব বা indicative mood পাই; কিন্তু বেদে subjunctive, imperative ও optative সর্ব্ববিধ ভাব বা mood প্রকাশের রীতি ছিল। সম্ভাবনা-বাচক subjunctive moodএর কতিপয় পদ :— পপ্রথঃ, চাকনঃ, মামহঃ, পিপ্রয়ঃ, রারণঃ (মধ্যম পুং একব°); চাকনৎ, জভরৎ, রারণৎ, সাসহৎ, পিপ্রয়ৎ, (প্রথম পুং একব°); চাকনাম, ততনাম, শূশবাম (উত্তমপুং বহুব°); ততনন্, পপ্রথন্ (প্রথম পুং বহুবচন)। আত্মনেপদী— ততপতে, শশমতে, যুযোজতে, জুজোষতে (প্র° একবচন); চাকনন্ত, ততনন্ত (প্র° পুং বহু°)। স্বরস্থিতির স্থিরতা নাই— জুজোষতি, জুজোষসি, জুজোষথঃ, জুজোষথ, চক্রমন্ত, দধৃষন্ত, রুরুচন্ত; বাবৃধন্ত, চক্লপন্ত।

বিধি-বাচক বা Optative moodএর উদাহরণ :— শুশ্রূয়াঃ, তুতুজ্যাৎ, বভূয়াৎ, শুশ্রূয়াতম্, ববৃজ্যুঃ; বাবৃধীথাঃ, শুশ্রূয়াঃ, শিশ্রীত।

অনুজ্ঞা-বাচক বা Imperative moodএর উদাহরণ :— মুমোচত, পিপ্রয়স্ব। অন্যত্র স্বরলিপি লক্ষিত হয় নাই।

অডাগমযুক্ত লিট্ বা Plu-perfectএর উদাহরণ :— অজগন্, অজগন্ত, অবুভোজীঃ,

অজগ্রভীৎ, অপিপ্রত, অপস্পৃধেথাম্, অদদৃহন্ত্। অডাগমবিহীন রূপ— চাকন্, রারন্, চিকেতম্, জিহিংসীঃ।

লুঙ্—লুঙ্ বিভক্তিতে অডাগম হইলে নিয়মিতভাবে অকারেই স্বরস্থিতি হয়। কিন্তু অডাগম না হইলেই স্বরস্থিতির বিষয়ে চিন্তা। আগমবিহীন লুঙেও সাধারণতঃ দ্, স্, অম্—এই তিনটী প্রবল রূপে ধাতু-স্বর এবং অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর বজায় থাকে। এই সাধারণ নিয়ম। লুঙ্ বিভক্তিতে ধাতুরূপের সাত প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। (১) যে সকল রূপে ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগ হয়। (২) যে সকল রূপে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে অকার আগম হয়। (৩) যে সকল রূপে ধাতু অভ্যস্ত হয়। (৪) যে সকল স্থলে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে 'স্' আগম হয়। (৫) যে সকল স্থলে 'ইষ্' আগম হয়। (৬) যে সকল স্থলে 'সিষ্' আগম হয়। (৭) যে সকল স্থলে স্+অ আগম হয়।

(১) অদাৎ, অগাৎ, অধাৎ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। আগমবিহীন স-স্বর পদ অতি অল্পই পাওয়া যায়ঃ— দভূঃ, মন্দুঃ, সীমহি, নংশি, গন্মহি, নুথাঃ। কর্ম্মবাচ্যে— ধায়ি, শ্রাবি, বেদি, জনি, পাদি, সাদি। কর্ম্মবাচ্যে সর্ব্বত্রই আগমবিহীন পদে ধাত্বক্ষরে স্বরস্থিতি। সামবেদে 'ধায়ি' সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ।

(২) অসিচৎ, অসিচন্, অবিদম্, অগমৎ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপ। আগমবিহীন পদ— রুহম্, ভুজৎ, বিদৎ, ব্যত (প্রথম পু° একব°), বিদন্ত, বুধন্ত।

(৩) অভ্যস্ত লুঙ্। অজীজনৎ, অজীজনন্, অচিক্ষিপম্, অচুক্রুধম্, অতিত্রসম্, অপিস্পৃশম্। দীধরঃ, নীনশঃ, জীজনৎ, পীপরৎ, শিশ্রথৎ, চুদ্রবৎ, তুষ্টবৎ।

(৪) 'স্' আগম। অনৈষীৎ, অনৈষুঃ, অচ্ছৈৎসীৎ, অকার্ষ্ম, অতাংস্তম্, অভ্রাষ্টম্, অবাৎসীৎ ইত্যাদি।

(৫) 'ইষ্' আগম। অপাবিষম্, অপাবিষুঃ (√পূ) অবোধিষম্, অরোচিষম্।

(৬) 'সিষ্' আগম। অযাসিষম্, অনংসিষম্, অয়াসিষুঃ যাসিষ্টম্।

(৭) 'স' আগম। অদিক্ষম্, অদিক্ষন্। ধুক্ষন্, দুক্ষন্, ধুক্ষত, ধুক্ষন্ত।

লুঙের ভাব বা mood। লুঙ দ্বারা চারি প্রকার ভাব প্রকাশই হইত। সত্তা—(Indicative) অভূৎ। সম্ভাবনা—(Subjunctive) করাণি, করসি, ভোজতে, বর্জতে, গমামহৈ, পর্চ্চ, জোষৎ, শ্রবৎ, বিদাৎ, বিদাসি, শিষাতৈ, পর্ষথঃ, পর্ষথ, মৎসথ, জেষঃ, বক্ষঃ, নেষৎ, শংসিষম্, জনিষ্টাম্, মন্দিষ্ট, কানিষঃ, নিন্দিষৎ।

বিধি বা ইচ্ছা (Optative & Precative)—ভূয়াম, অশ্যাম্, আশীয়, অশীমহি, ভূয়াঃ, গম্যাঃ, বিদেয়ম, সনেয়ম্, শকেম, ভক্ষীয়, ধুক্ষীমহি, মংসীমহি, এধিষীয়, এধিষীমহি, বর্ধিষীমহি।

অনুজ্ঞা (Imperative)—কৃষ্ব, যুক্ষ্ব, কৃধি, শগ্ধি, শ্রুধি, শ্রোতু, সোতু, শ্রুতম্, সুতম্ বোঢ়াম্, গাত, ভূত, কর্ত, গংত, যংত, (গংত) সন, সর, বিদ, কৃণুতম্, বিদতম্, ধাত, জিগৃতম জিগৃত, জজস্তম্, সুষূদত, অবিষ্টি, অবিষ্টম্, অবিত, চনিষ্টম্, তারিষ্টম্, যশিষ্টন, ধুক্ষস্ব॥

আশীর্লিঙ্—একটী (ভূ) ধাতুর স্বরযুক্ত রূপ দিলাম।

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
ভূয়াৎ	ভূয়াঃ	ভূয়াসম্	ভবিষীষ্ট	ভবিষীষ্ঠাঃ	ভবিষীয়
ভূয়াস্তাম্	ভূয়াস্তম্	ভূয়াস্ব	ভবিষীয়াস্তাম্	ভবিষীয়াস্থাম্	ভবিষীবহি
ভূয়াসুঃ	ভূয়াস্ত	ভূয়াস্ম	ভবিষীরন্	ভবিষীঢ্বম্	ভবিষীমহি

লৃট—একটী (দা) ধাতুর স্বরযুক্ত রূপ দিলাম।

দাস্যতি	দাস্যসি	দাস্যামি	দাস্যতে	দাস্যসে	দাস্যে
দাস্যতঃ	দাস্যথঃ	দাস্যাব	দাস্যেতে	দাস্যেথে	দাস্যাবহে
দাস্যন্তি	দাস্যথ	দাস্যাম	দাস্যন্তে	দাস্যধ্বে	দাস্যামহে

লৃঙ্—সম্ভাবনাবাচক (Conditional) ভবিষ্যৎ। অডাগমে স্বর।

অদাস্যৎ, অদাস্যতাম্ অদাস্যন্, অদাস্যঃ, অদাস্যতম্, অদাস্যত, অদাস্যম্, অদাস্যাব, অদাস্যাম; অদাস্যত, অদাস্যেতাম্, অদাস্যন্ত অদাস্যথাঃ, অদাস্যেথাম্, অদাস্যধ্বম্, অদাস্যে, অদাস্যাবহি, অদাস্যামহি।

লুট্—

	পরস্মৈপদ	
দাতা	দাতাসি	দাতাস্মি
দাতারৌ	দাতাস্থঃ	দাতাস্বঃ
দাতারঃ	দাতাস্থ	দাতাস্মঃ

আত্মনেপদ

⊥	⊥	⊥
দাতা	দাতাসে	দাতাহে
⊥	⊥	⊥
দাতারৌ	দাতাসাথে	দাতাস্বহে
⊥	⊥	⊥
দাতারঃ	দাতাধ্বে	দাতাস্মহে

কৃদন্ত স্বর

যে সকল কৃদন্ত পদে কেবলমাত্র ধাত্বর্থপ্রকাশ্য ভাবটী নির্লিপ্তভাবে প্রকাশ পায়, তাহাতে ধাতু-স্বর, অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর। যে সকল পদ বিশেষণ বা বস্তু বা ব্যক্তিবাচক অথবা কোনও বস্তুর সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাদের প্রত্যয়-স্বর। ফলতঃ প্রত্যয়-স্বর-বিশিষ্ট কৃদন্ত-পদের সংখ্যাই অধিক; কারণ, সম্পর্কবিহীন ভাবমাত্র ভাষায় স্থিতিশীল হয় না। এইটীকে সাধারণ নিয়ম বলা যায়। কিন্তু ব্যতিরেকও যথেষ্ট। বহু-অক্ষর-বিশিষ্ট (Pollysyllabic) কৃদন্ত-পদের আদ্যাক্ষর বা অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি; কোথাও কোথাও উপধা স্বরে, কোথাও কোথাও সামান্য একটু স্থানান্তরিত। * অভিন্ন পদে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম দ্বারা অর্থ-বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। প্রথমাক্ষরে (ধাত্বক্ষরে) স্বরবিশিষ্ট পদ যদি অনন্বিত ভাব মাত্র প্রকাশ করে, সেই পদ প্রত্যয়-স্বরবিশিষ্ট হইলে বস্তু বা ব্যক্তির বাচক, অথবা বিশেষণ হয়। নপুংসক লিঙ্গের ভাব সম্ভবতঃ নির্লিপ্ত ভাব। তাই ধাতুস্বর দ্বারা সময়ে সময়ে নপুংসক লিঙ্গ শব্দ সাধিত হয়; আবার সেই শব্দই প্রত্যয়-স্বর পাইলে পুংলিঙ্গ হয়। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের স্বরও সাধারণতঃ প্রত্যয়ে অবস্থিত হয়। অতঃপর আমরা নানাবিধ কৃদন্ত পদের উল্লেখপূর্ব্বক তাহাদের স্বর প্রদর্শন করিব।

১। প্রত্যয়বিহীন কৃদন্ত পদ। ধাতু অভ্যস্ত বা উপসর্গবিশিষ্ট। সস্তদ্, চিকিৎ, দদৃহ্,

---

* No general laws governing the place of the accent are to be recognized: each suffix must in this respect be considered by itself.

In connection with a very few suffixes is to be recognised a certain degree of tendency to accent the root in case of a *nomen actionis* or infinitival derivative, and the ending in the case of a *nomen agentis* or participial derivative: * * *. Differences of accent in words made by the same suffix are also occasionally connected with differences of gender. * * * *

1145. As regards their signification, the primary derivatives fall in general into two great classes, the one indicating the action expressed by the verbal root, the other the person or thing in which the action appears, the agent or actor—the latter, either substantively or adjectively. The one class in more abstract, infinitival; the other is more concrete, participal. Other meanings may in the main be viewed as modifications or specializations of these two.

—Whitney, Sanskrit Grammar—1144-45.

দিহ্য, দিহ্যৎ, জুহ্, নেনী, যবীযুধ্ জগৎ, শ্রুৎ (শ্রুৎকর্ণ), অবদা, উপস্তুৎ, পরিজ্রী, উপস্থ, উপরিষ্ঠ।

২। অ প্রত্যয়। এই প্রত্যয় দ্বারা অসংখ্য কৃদন্ত (ও তদ্ধিত) পদ সাধিত হয় এবং নানারূপ অর্থ প্রকাশ করে। কখনও কখনও ধাতু-স্বরের গুণ (কচিৎ বৃদ্ধি) হয়।

নির্লিপ্ত ভাব-প্রকাশ—শ্রম, গ্রহ, অয় (গতি), বেদ, (জ্ঞান), হব, (আহ্বান), ক্রোধ, জোষ, (উপভোগ), তর (পার হওয়া) সর্গ (সৃষ্টি)।

অন্বিতার্থ প্রকাশ—ক্ষম (সহিষ্ণু), স্বজ (শক্ত), জীব (প্রাণী), মেঘ, প্লব (নৌকা), সর (সরিৎ), সর্প (সরীসৃপ), ভোজ (বস্তুবাচক), খাদ (ভোজনকারী)।

স্বরস্থিতির ব্যতিক্রমে অর্থবিভিন্নতা—এষ (ত্বরা), এষ (ত্বরান্বিত); শাস (আদেশ), শাস (আদেশকর্ত্তা); শোক (দুঃখ), শোক (হতভাগ্য); শাক (শক্তি), শাক (শক্তিমান্)। [করণ (কার্য্য), করণ (তৎপর); কৃপণ (কষ্ট), কৃপণ (হতভাগ্য); অপস্ (কর্ম্ম), অপস্ (পটু); যশস্ (সৌন্দর্য্য), যশস্ (শোভন); তরস্ (ত্বরা), তরস্ (সত্বর); তবস্ (শক্তি), তবস্ (শক্তিমান্); মহস্ (মহত্ত্ব) মহস্ (মহান্); রক্ষস্ (নপুংসক), রক্ষস্ (পুংলিঙ্গ); ত্যজস্ (ত্যাগ নপুং), ত্যজস্ (অপত্য পুং); ব্রহ্মন্ (নির্লিপ্ত ভাবমাত্র, নপুং), ব্রহ্মন্ (পুরোহিত, পুং); দামন্ (দান, নপুং), দামন্ (দাতা, পুং); ধর্মন্ (নিয়ম, নপুং), ধর্মন্ (আদেশকর্ত্তা, পুং); সদ্মন্ (আসন, নপুং), সদ্মন্ (উপবিষ্ট পুং)।]

জয়, জব, স্মর সম্ভবতঃ অন্বিত বস্তুবাচক *। শ্রব, মোঘ, স্তব সম্ভবতঃ ভাবমাত্র বাচক।

ভাববাচক (আদিস্বরের বৃদ্ধি)। কাম (ইচ্ছা)। বস্তুবাচক—ভাগ (অংশ),† নাদ (গোলমাল),† দাব (অগ্নি),† তার (তরণ),† গ্রাভ (আক্রমণকারী), বাহ (বহনকারী), নায় (নেতা), জার (প্রণয়ী)। এইরূপ, জেষ নেষ, পর্ষ, পৃক্ষ।

---

* হুইটনি এইগুলিকে exception বলিয়াছেন। "But exceptions are numerous—* * *—and the subject calls for a much wider and deeper investigation than it has yet received, before the accentuation referred to can be set up as a law of the language in derivation.

† Whitney-র মতে ভাববাচক।

অভ্যস্ত ধাতু—চচর, দৃধ্র, দধৃষ, বভ্র, শিশয়, শিশ্রথ, সস্র, মুমুর, মরীমৃশ, মলীম্লুচ, চলাচল, চরাচর, কনিক্রদ, বরীবৃত, সরীসৃপ, পনিস্পদ, সনিষ্যদ, সনিস্রস, ঘনাঘন।

উপসর্গসহ। সঙ্গম (সভা), নিমেষ, অভিদ্রোহ (শত্রুতাচরণ), অনুকর (সাহায্য), উদান (উৎসাহ), প্রত্যাশ্রাব (প্রত্যুক্তি), পরিচর (ভ্রমণশীল), সংজয় (বিজয়ী), বিবোধ (জাগরণশীল), অভিমাজ (অভিভক্তিমান্), উদার (উন্নত), উদ্বুধ (প্রবোধনকারী), সংগির (যাহাতে গিলে), আদর্দির (ছেদনশীল), অভিচংক্রম (আরোহণশীল)।

পদমধ্যে বা উপসর্গে স্বর—উৎপাত (আপদ), আশ্রেষ (সংক্রামক রোগ), ব্যোষ-(বি + ওষ = দাহ), প্রতিবেশ (প্রতিবেশী), আভগ (অংশী), সংকাশ (মূর্তি, দর্শন)।

আ-প্রত্যয়। ঈশা (প্রভুত্ব), ক্রীড়া, দয়া, নিন্দা, শঙ্কা, হিংসা,* ক্ষমা,* ক্ষুধা,* ভাষা,* সেবা,* স্পৃহা,* জিগীষা, ভিক্ষা, বীর্ৎসা, বীভৎসা, অশ্বয়া, সুক্রতূয়া, অপস্যা, উরুষ্যা, অসূয়া, অশনয়া, জীবনস্যা, মৃগয়া,* সূষা, জিহ্বা, জঙ্ঘা, ইচ্ছা,* মূর্চ্ছা *।

অন-প্রত্যয়। সদন, রক্ষণ, দান, চয়ন, বেদন (প্রাপ্তি, অর্থ), হবন, ভোজন, করণ, বর্ধন, তপন, চেতন, চোদন; চাতন, নাশন, মাদন, বাচন, বাসন, বাহন, সাদন, স্পাশন, স্বাদন, আয়ন, যাবন, পারণ। **উপসর্গ সহ।** আক্রমণ, উদ্যান, নিধান, প্রাণন, বিমোচন, সঙ্গমন, (সভা, মেলন, মিলনকারী), অধিবিকর্তন (কাটিয়া ফেলা), অবপ্রভ্রংশন (পড়িয়া যাওয়া)। **স্ত্রীলিঙ্গে।** চোদনী, পেশনী, স্পরণী, জম্ভনী, প্রোক্ষণী, সংগ্রহণী, অভিষবনী, বিধরণী। **আকারান্ত হইলে অন্ত্যস্বর।** দুপসর্পণা (অনায়াসগম্যা), অনপবাচনা (অপবাচনের অযোগ্যা, দূর করিয়া দিবার আদেশের অযোগ্যা); কিন্তু ষড়্বিধানা (ষড়বিধ); স্বরণা, স্পন্দনা, অশনা, অসনা, মননা, দ্যোতনা, রোধনা, শ্বেতনা, হসনা, রণনা, কপনা; **অনী-প্রত্যয়ের কয়েকটী পদ।** অর্ষণী, চেতনী, তপনী, পৃশনী, বৃজনী, রজনী (স্বরবিহীন), তেদনী। **অন্ত্যপূর্ব্ব অক্ষরে স্বর।** দোহন, মনন (বিজ্ঞ), ভন্দন (সানন্দ), মন্দন (উৎফুল্ল), সক্ষণ (বিজয়ী),

---

* সস্বর রূপ পাওয়া যায় নাই। 'জঙ্ঘা' বোধ হয়, ব্যতিক্রম অথবা অর্থান্তরপ্রাপ্তি। এই সমস্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। বোধ হয়, সেইজন্য প্রত্যয়-স্বর। অর্থ ভাববাচক। জিহ্বা, সূষা, জঙ্ঘা বস্তুবাচক।

দংসন (শোভন কর্ম্ম), বৃজন, (বেষ্টন, নগর), বেষণ (সেবা, দাস্য), কিরণ (রজঃ, অংশু)। তুরণা, অর্হণা, জরণা, বর্হণা, ভন্দনা, মংহনা, মেহনা, বধনা, বননা, বক্ষণা, উশনা, প্রভৃতি কয়েকটী শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম নাই। **আদ্যক্ষরে স্বর।** উরণ, ধুবন, পৃশন, ভুবন, বৃজন, বৃষণ, সুবন, যোষনা, ধোষন্ (যোষা), পৃতনা।

অস্ প্রত্যয়। অধিকাংশই ক্লীবলিঙ্গ ও ভাবপ্রকাশক। অবস্ (অনুগ্রহ), তপস্ (উষ্মা), প্রয়স্ (আনন্দ), তেজস্, শ্রবস্ (সুনাম), দোহস্ (দোহন), করস্ (কর্ম্ম) প্রথস্ (স্থূলতা), চেতস্, মনস্, চক্ষস্ (নয়ন), সরস্ (পুষ্করিণী), বচস্ (বাক্য), যুবস্ (ত্বরা) জবস্ (ত্বরা), উরস্ (বক্ষঃ), মৃধস্ (অবজ্ঞা), শিরস্; বাচস্, বাসস্, বাহস্, পাজস্, পাথস্, হেষস্ (অস্ত্র), পীবস্, ধায়স্, গায়স্, ভাস্, জ্ঞাস্, মাস্। **বিশেষণ বা বস্তুবাচক।** তোশস্ (দানশীল), যজস্ (যাগশীল), বেধস্ (পুণ্যপ্রাণ), আহনস্ (অগ্রসর), বেশস্, ধ্বরস্, মৃগয়স্ (বন্যমৃগ), জরস্ (শেষজীবন), ভিয়স্ (ভীতি), হবস্ (আহ্বান), ত্বেষস্ (উত্তেজনা), উষস্ (উষা), দোষস্ (রাত্রি), উপস্ (উৎসঙ্গ), অপ্সরস্ (স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন)। **সহস্ (নপুং), জরস্ (স্ত্রী°)।**

তস্, নস্, সস্ প্রত্যয়। রেতস্ (বীজ), স্রোতস্, অপ্নস্ (প্রাপ্তি), অর্ণস্ (বীচি), ভর্ণস্ (উপহার), রেক্নস্ (অর্ঘ, সম্পত্তি), দ্রবিণস্ (ধন), পরীণস্ (পূর্ণতা), দমূনস্ (গৃহের বন্ধু), বপ্সস্ (সৌন্দর্য্য), তরূষস্।

ইস্ প্রত্যয়। জ্যোতিস্ (আলোক), ব্যথিস্, আমিস্ (মাংস), অর্চিস্, রোচিস্, শোচিস্ (দীপ্তি); ছদিস্, ছর্দিস্ (আচ্ছাদন); বর্হিস্ (কুশ), বর্তিস্ (পথ), হবিস্ (আজ্য), দ্যোতিস্, ক্রবিস্ (আমমাংস)। পাথিস্, মহিস্, তুবিস্।

উস্ প্রত্যয়। তপুস্ (তাপ, তপ্ত), অরুস্ (বেদনা, ক্ষত), আয়ুস্, তরুস্, পুরুস্, মুহুস্, মিথুস্, যজুস্, শাসুস্। জনুস্ (জন্ম), মনুস্ (মানব), নহুস্ (নাম), জয়ুস্, বনুস্, দক্ষুস্ (দাহ)।

ই প্রত্যয়। ভাববাচক স্ত্রীলিঙ্গ। রুচি (দীপ্তি), ত্বিষি (দীপ্তি), কৃষি, নৃতি (নৃত্য), রোপি (যাতনা), শোচি (দীপ্তি), বনি ও সনি (প্রাপ্তি), গ্রাহি (আক্রমণ), ধ্রাজি (গতি), আজি (ধাবন), দূষি (দোষ), শুচি (উজ্জ্বল), ভূমি (চঞ্চল), গৃভি (আধার), অরি (শত্রু),

মহি (বৃহৎ), অর্চি (রশ্মি), গ্রন্থি (বন্ধন), ক্রীড়ি (খেলা), কার্ষি, জানি, শারি, সাচি, দ্রাপি (আবরণ), রাশি, পাণি। * **অভ্যস্ত ধাতু।** চক্রি, জঘ্রি (√ঘৃ), পপ্রি, সস্রি, বভ্রি, ববি। জগ্মি, জজ্ঞি (√জন্), জঘ্নি, সস্নি, সুষ্বি, দদি, পপি, যযি, দধি, জগুরি, ততুরি, পপুরি, (পুপুরি) চিকিতি, যুযুধি, বিবিচি, তাতৃপি, দাধৃষি, বাবহি সাসহি, তুতুজি, (তূতুজি), যুযুবি, যুযুধি, জর্ভুরি, বম্ভারি, কর্করি (বীণা), দুন্দুভি, (ঢক্কা)। **উপসর্গ সহিত।** আযজি, ব্যানশি, রিজষি, পরাদদি, বৃষসহি, আজানি, আমুরি, বিবব্রি। অন্তর্ধি, উদধি, নিধি, পরিধি, [এই সকল স্থানে 'ধি' প্রত্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত] আদি (√দা) প্রতিষ্ঠি (√স্থা) †। অক্ষি, অস্থি, দধি প্রভৃতি নপুংসকলিঙ্গ। নপুংসকলিঙ্গের সংখ্যা অল্প।

ঈ প্রত্যয়। নদী, নন্দী, পেষী, বক্ষী, বেশী, শাকী, শচী, শমী, শিমী। অন্যান্য প্রত্যয়ের স্ত্রীলিঙ্গে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। ঈ প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ—রথী, প্রাবী, স্তরী, অহী, অপথী। স্বরস্থিতির ব্যত্যয়ে লিঙ্গপরিবর্ত্তন। পুং কল্যাণ, স্ত্রী° কল্যাণী ; পুং পুরুষ, স্ত্রী° পুরুষী। কিন্তু পুং যম, স্ত্রী° যমী। নদী, লক্ষ্মী, সূর্মী প্রভৃতির পুংলিঙ্গ নাই।

তি প্রত্যয়। স্ত্রীলিঙ্গ। [পুংলিঙ্গ ও বিশেষণ পদের উদাহরণ বিরল হইলেও আছে।] অধিকাংশ পদেই স্বরস্থিতি ধাতুতে ; তবে কতকগুলি উদাহরণে প্রত্যয়-স্বরও দেখা যায়। হুইটনী 'ত' (ক্ত) প্রত্যয়ের ন্যায় এই প্রত্যয়েও স্বরস্থিতি স্বাভাবিক মনে করিয়াছিলেন। ৬০ পদে ধাতু-স্বর ও ৪০ পদে প্রত্যয়-স্বর পাইয়াছেন, এবং ১৪০ পদে স্বরস্থিতির নির্ণয় হয় নাই। ইতি, ঋতি, চিত্তি, তৃপ্তি, পক্তি, পুষ্টি, ভূতি, ভৃতি, বৃষ্টি, শক্তি, শ্রুষ্টি, সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি শব্দে উভয়বিধ স্বরস্থিতি তিনি পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ সে সকল স্থলে অর্থবিভিন্নতা ছিল। তি প্রত্যয় ভাববাচক। ধাত্বংশে স্বরস্থিতিই স্বাভাবিক। তবে 'বৃষ্টি' শব্দে 'জল' বুঝাইলে ধাতু-স্বর থাকিবে কেন ? এরূপ অর্থ বিরল নহে। ভাববাচক শব্দ প্রায়ই বস্তুবাচক হইয়া পড়ে। কিন্তু বস্তুবাচক শব্দ প্রায় ভাববাচক হয় না।

রাতি (দান), উতি (সাহায্য), রীতি (প্রবাহ), স্তুতি (স্তব), ভক্তি (বিভাগ), বিষ্টি (সেবা, দাসত্ব), কীর্তি (যশঃ), পূর্তি (দান), মতি (চিন্তা), পীতি (√পা, পান বা পেয়),

---

* "The variety of accent—reducible to no rule."—Whitney.

† "Opinions are at variance as to whether such forms are to be regarded as made with the suffix -i, displacing the radical syllable (আ) ā, or with weakening of ā to i".— Whitney.

ধৌতি (সরিৎ √ধাব্),* গতি, শান্তি, দিতি (অংশ, ছেদ √দা), দৃষ্টি, ইষ্টি (√যজ্), উক্তি (√বচ্), বৃদ্ধি। গুপ্তি, রতি, তন্তি (√তন্), রন্তি (√রন্)। নঞর্থক অ পূর্ব্বে থাকিলে তাহাতেই স্বরস্থিতি হয়। অহতি, অহন্তি (√হন্)। দা (=দান বা ছেদন) ধাতুর উত্তর তি যোগে '-ত্তি' হয়, পূর্ব্বে অন্য শব্দের সমাস হইলে। সম্প্রাত্তি, পরিত্তি, বসুত্তি, ভগত্তি, মঘত্তি (ক্ত যোগে '-ত্ত' হয়,—আত্ত, অনুত্ত, পরীত্ত, প্রত্ত, প্রতীত্ত, দেবত্ত†)। **অভ্যস্ত ধাতু হইতে।** চর্ক্তি, দীধিতি, দীদিতি, জিগতি, যযাতি (নাম, পুংলিঙ্গ), জগ্ধি (√জক্ষ্)। **উপসর্গ সহ।** অনুমতি, অভীতি, আহুতি, নির্ঋতি, ব্যাপ্তি, সংগতি [এই সকল শব্দে ক্ত প্রত্যয়ের অনুরূপ স্বরস্থিতি।] আসক্তি, আসুতি, অভিষ্টি, অভিষ্টি। **বিশেষণ বা বস্তুবাচক শব্দ।** পূতি (পলিত, পচা), বষ্টি (বাস্ত), ধূতি (কম্পন), জ্ঞাতি (বান্ধব), পত্তি (পাদচারী সৈন্য), পতি। **ইকার প্রভৃতি স্বরাগম সহ।** সনিতি, ঋজীতি, স্রীহিতী, স্রেহিতী, অংহতি, দৃশতি, পক্তি, মিথতি, বসতি, রমতি, ব্রততি, অমতি ও অমতি, অরতি, খলতি, বৃকতি, রমতি। কতি, ততি, যতি প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ ও দশতি, বিংশতি, ষষ্টি, পঙক্তি (পঞ্চন্ হইতে) প্রভৃতি শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয়।

নি প্রত্যয়। জ্যানি (ক্ষতি, জীর্ণতা), জূর্ণি (তাপ), হানি, ঘৃণি, জীর্ণি, বহ্নি (বহন), জূর্ণি (গান), তূর্ণি (ত্বরা), ভূর্ণি (উত্তেজনা), ধর্ণি (ধারণ), প্রোণি (প্রিয়), বৃষ্ণি ও বৃষ্ণি (পৌংস্য), পৃশ্নি (চিহ্নিত), যোনি, মেনি, শ্রেণি, শ্রোণি। হ্রাদুনি (হ্লাদুনি)।

অনি প্রত্যয়। ইষণি (ইচ্ছা), শরণি (ক্ষতি), দ্যোতনি (দীপ্তি), ক্ষিপণি (আঘাত), অশনি (অস্ত্র), বর্তনি (পথ), অরণি (অগ্নিযষ্টি match stick), চরণি (গতি), চক্ষণি (দ্যোতক), তরণি (সত্বর), ধমনি (নল), ধ্বসনি (বিক্ষেপণ), বক্ষণি (তেজোবর্দ্ধন), সরণি (পথ), রুরুক্ষণি, সিষাসনি, আশুশুক্ষণি, পর্ষণি, সক্ষণি, চর্ষণি।

অন্ প্রত্যয়। মহন্ (মহত্ব), রাজন্ (প্রভুত্ব), [রাজন্, রাজা, স্বরস্থিতি বিপরীত অর্থের অনুকূল] গম্ভন্ (গভীরতা); উক্ষন্ (বৃষ), চক্ষন্ (চক্ষু), তক্ষন্ (সূত্রধর), ধ্বসন্

* হুইটনী প্রথমগুলিকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ এগুলির অধিকাংশই বস্তুবাচক।

† বাঙ্গালা 'দেবোত্তর,' 'ব্রহ্মোত্তর,' 'শিবোত্তর' প্রভৃতি শব্দের বোধ হয়, এই মূল।

(নাম), পূষন্ (নাম), মজ্জন্ (মজ্জা), বৃষন্ (বীর, বৃষ), সধন্, প্লীহন্, জ্মন্, শ্বন্, যুবন্, যোষন্, অহন্, উধন্।

তু প্রত্যয়। এই প্রত্যয় যোগে বহু অসমাপিকা বা infinitive সাধিত হয়। দাতু (অংশ), জাতু (জন্ম), ধাতু (উপাদান), তন্তু (সূত্র), মন্তু (মন্ত্রণা), ওতু (বস্ত্রের বিস্তার অংশ), সেতু (বন্ধন), সোতু (চাপ), ক্রতু (শক্তি), সক্তু (দৃঢ়তা), এইগুলি **পুংলিঙ্গ।** **স্ত্রীলিঙ্গে**—বস্তু (প্রাতঃকাল)। **নপুংসকলিঙ্গে**—বাস্তু (গৃহ)। অক্তু (রশ্মি), জন্তু (জীব), গাতু (গান, পথ), যাতু (রাক্ষস), হেতু (কারণ), কেতু (পতাকা), **পুংলিঙ্গ।** ঋতু, পিতু (পানীয়, খাদ্য), সূতু (প্রসব)। এধতু, বহতু, তম্যতু, তপ্যতু, সিষাসতু, জীবাতু।

নু প্রত্যয়। ক্ষেপ্নু (কম্পন), ভানু (কিরণ, সূর্য্য), বগ্নু (শব্দ), সূনু (পুত্র), দানু (দানব, পুং ও স্ত্রী° ; নপুংসক লিঙ্গে বিন্দু, শিশির), ধেনু, গৃধ্নু (সত্বর), তপ্নু (তাপন), ধৃষ্ণু, বিষ্ণু, স্থানু (স্তম্ভ), ক্ষিপ্নু (অস্ত্র), ক্রন্দনু, নবনু (নাদনশীল), নভনু (-নূ, প্রস্রবণ), বিভঞ্জনু (ভঞ্জকর) কৃশানু।

থ প্রত্যয়। ভাববাচক বিশেষ্য পদ। অর্থ, গাথ (গান), ভৃথ (উপহার), যথ, রথ,—এই শব্দগুলি পুংলিঙ্গ। উক্থ (কথা), তীর্থ, নীথ (গান), রিক্থ (উত্তরাধিকার, সম্পত্তি), পৃষ্ঠ,—ক্লীবলিঙ্গ। গাথা, নীথা, (পথ),—স্ত্রীলিঙ্গ। নির্ঋথ (ধ্বংস), সংগথ (মিলন), বিজিগীথ (বিজয়ী)। অনথ (শ্বাস), অয়থ (চরণ), চরথ (বিচরণ), ত্বেষথ (তেজঃ), প্রোথথ, যজথ, রবথ, বক্ষথ, উচথ, বিদথ, শংসথ, শপথ, শয়থ, শ্বয়থ, শ্বসথ, সচথ, স্তনথ, স্তবথ, স্রবথ, রুবথ, আবসথ, (বাস), প্রবসথ (প্রবাস, অনুপস্থিতি), প্রাণথ (শ্বাস), বরূথ (রক্ষা), জরূথ (ক্ষয়)।

থু বা অথু প্রত্যয়। এজথু (কম্পন), বেপথু, স্তনথু, (গর্জন), নন্দথু, নদথু।

যু প্রত্যয়। মন্যু (ক্রোধ), মৃত্যু, (দ্রুহ্যু), ভুজ্যু (শুন্ধ্যু) (পবিত্র), যজ্যু (পুণ্যপ্রাণ), সহ্যু (ক্ষম), দস্যু (শত্রু), জায়ু (বিজয়ী)।

ম প্রত্যয়। অজ্‌ম (গতি), ঘর্ম (তাপ), এম (অগ্রগতি), ভাম (উজ্জ্বলতা), সর্ম (প্রবাহ), স্তোম (স্তব), তিগ্ম (তীক্ষ্ণ), ভীম (ভয়ঙ্কর), শগ্‌ম, (শক্তিমান্), ইধ্ম (ইন্ধন), যুধ্ম (যোদ্ধা), তুতুম (ক্ষমতাবান্), সরমা। তোক্ম, দম, ধর্ম, নর্ম, যাম, সোম, হোম।

মি প্রত্যয়। ঊর্মি, সূর্মী (নল), জামি (বান্ধব), ভূমি, (-মী), লক্ষ্মি (চিহ্ন), রশ্মি (কিরণ, গুণ), ক্রূমি।

মন্ প্রত্যয়। অধিকাংশই ভাববাচক নপুংসক, ধাতুস্বর-বিশিষ্ট। অল্প কতকগুলি পুংলিঙ্গ ও অন্ত্যস্বর-বিশিষ্ট। কর্মন্, জন্মন্, নামন্, বর্ত্মন্, বেশ্মন্ (গৃহ), হোমন্, দোত্মন্।

পুংলিঙ্গ অথচ ভাববাচক—ওমন্ (অনুগ্রহ), ওজ্মন্ (শক্তি), জেমন্ (জয়), স্বাদ্মন্ (স্বাদুতা), হেমন্ (উত্তেজনা)। ব্রহ্মন্ (পূজা) ও ব্রহ্মন্ (পুরোহিত) ইত্যাদি স্বরস্থিতি অনুসারে অর্থ ও লিঙ্গ পরিবর্তনের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অশ্মন্ (প্রস্তর)* নপুংসক। উদ্মন্, উষ্মন্, উষ্মন্, ভূমন্ (পৃথিবী), ভূমন্ (প্রাচুর্য্য), স্যমন্, সীমন্, ভুজ্মন্, বিদ্মন্ শিক্মন্, কার্ষ্মন্, ভার্মন্, শাক্মন্। **উপসর্গসহ**। প্রভর্মন্ (উৎপাদন), প্রযামন্ (প্রস্থান), অনুবর্ত্মন্ (অনুবর্তন)। ব্যতিক্রম :— প্রতিবর্ত্মন্, বিসর্মন্, বিজামন্।

জনিমন্, বরিমন্ (বরিমন্), দরীমন্, ধরীমন্, পরীমন্ (পরেমন্), ভরীমন্, বরীমন্, সরীমন্, স্তরীমন্, সবীমন্, হবীমন্—**নপুংসক লিঙ্গ।** ঈমন্ প্রত্যয়ান্ত পদগুলি ঋগ্বেদে মাত্র পাওয়া যায়; উত্তরকালে ইমন্ প্রত্যয় প্রায় পুংলিঙ্গ। বেদে নপুংসক লিঙ্গেরই অধিক প্রয়োগ। তনিমন্, জরিমন্, প্রথিমন, মহিমন্, বরিমন্, (বরিমন্, বরীমন্), বর্ষিমন্ (বর্ষমন্, বর্ষমন্) হরিমন্, দ্রাঘিমন্ (দ্রাঘ্মন্)—**পুংলিঙ্গ**। এই ইমন্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দসমূহকে বিশেষণ হইতে সিদ্ধ ভাববাচক বিশেষ্য বলিয়া ধরা হয়। যথা,—'দীর্ঘ' হইতে 'দ্রাঘিমন্', 'উরু' হইতে 'বরিমন্' ইত্যাদি। ইষ্ঠ ও ঈয়স্ প্রত্যয়ও এই প্রকার বিশেষণের উত্তর বিহিত বলিয়া ধরা হয়। 'ক্ষিপ্' ধাতু হইতে 'ক্ষেপিষ্ঠ' না বলিয়া 'ক্ষিপ্র' হইতে 'ক্ষেপিষ্ঠ'। বৃ ধাতু হইতে 'বরিষ্ঠ', বা শ্রি ধাতু হইতে 'শ্রেষ্ঠ' বা কণ্ ধাতু হইতে 'কণিষ্ঠ' না হইয়া 'উরু', 'প্রশস্য' ও 'অল্প' হইতে নিষ্পন্ন হয়। এই প্রকার 'দীর্ঘ' হইতে 'দ্রাঘিমন্'। কিন্তু বেদে ধাতু হইতেই এই প্রকার ইষ্ঠ, ইমন্ প্রভৃতি প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ গঠিত হইত। ব্রাহ্মণে ধূম্রীমন্, দ্রঢিমন্, অণিমন্, স্থেমন্ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আরম্ভ হয় এবং উত্তরকালে বিশেষণমাত্রে এই প্রত্যয় প্রযোজ্য হইয়াছে। যথা, লোহিতিমন্, মধুরিমন্, পূর্ণিমন্, কৃষ্ণীমন্, শোণীমন্। এই সকল ক্ষেত্রে ইমন্ তদ্ধিত-প্রত্যয়।

---

* Whitney বলেন, পুংলিঙ্গ। "Though masculine, is accented on the radical syllable.

বন্ প্রত্যয়। যজ্বন্ (যাজ্ঞিক), দ্রুহ্বন্ (অনিষ্টকর), শক্বন্ (সমর্থ), রিক্বন্ (ত্যাগী), জিত্বন্ (জয়শীল), সুত্বন্ (সবনশীল), কৃত্বন্ (কর্ম্মঠ), গত্বন্ (গমনশীল), সত্বন্ (যোদ্ধা, √সন্)—পুংলিঙ্গ। পর্বন্ (গ্রন্থি), ধন্বন্ (ধনুক),—**নপুংসক।** অর্বন্ (দ্রুতগতিশীল অশ্ব)। **উপসর্গ সহ।** উপহস্বন্ (বয়স্ত), সংভৃত্বন্ (সংগ্রহকারী), বিবস্বন্ (উজ্জ্বল)। মৃষীবন্ (দস্যু), সনিত্বন্, ররাবন্, চিকিত্বন্। **বন, বনি, বনু প্রত্যয়।** বগ্নন (বাচাল), সত্বন (যোদ্ধা), শুশুক্বন (উজ্জ্বল)। তুর্বণি (অতিক্রমী), ভুর্বণি (চঞ্চল), শুশুক্বনি, দধৃষ্বণি (সাহসিক), তুতুর্বণি (সচেষ্ট), জুগুর্বণি (প্রশংসাকারী), অর্হরিষ্বণি। বগ্নু (স্বর, কোলাহল)।

বর প্রত্যয়। পুংলিঙ্গ বিশেষণ—ইত্বর (গতিশীল), অদ্বর (ভোজনশীল), ঈশ্বর, ফর্বর, ভাবর, ভাস্বর, ব্যধ্বর, স্থাবর, বিদ্বল, যাযাবর। **স্ত্রীলিঙ্গ**—যজ্বরী, সৃত্বরী, জিত্বরী, শীবরী ; বন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গেও '-বরী' হয়। **ক্লীবলিঙ্গ**—কর্বর (কর্ম) গহ্বর (গুহা)। উর্বরা, উর্বরী (রজ্জু)—স্ত্রীলিঙ্গ

অতঃপর কেবল বিশেষণ, বস্তুবাচক ও ব্যক্তিবাচক কৃদন্তের প্রত্যয়ঃ—

অৎ (অন্ত্) প্রত্যয়। বৃহন্ত্, মহন্ত্, পৃষন্ত্ (চিহ্নিত), রুশন্ত্ (উজ্জ্বল), জগৎ, ঋহন্ত্ (ক্ষুদ্র), দন্ত্ (দশন), জুহ্বৎ, চক্ষৎ, ভবন্ত্ [শতৃ।]

বস্ প্রত্যয়। শিক্বস্ (কৌশলী), বরিবস্ (বিস্তার, স্থান)।

মান, আন প্রত্যয়। অপ্নবান, পৃথবান, চ্যবান, চ্যবতান, পর্শান (গর্ত্ত)।

ত, ন প্রত্যয় (ক্ত)। সর্ব্বত্র প্রত্যয়-স্বর। ন প্রত্যয়ে ব্যতিক্রম। তৃষ্ট (অমসৃণ), শীত, দৃঢ়, দূত, সূত (সারথি), ঋত, ঘৃত, জাত, দ্যূত (জুআ খেলা), নৃত্ত, জীবিত, চরিত, [অস্ত (গৃহ), মর্ত, বাত, গর্ত, নক্ত, হস্ত প্রভৃতি কতিপয় শব্দে ব্যতিক্রম], ব্রত। পচত, দর্শত ও পশ্যত (দৃষ্ট, দর্শনীয়), যজত, হর্ষত, ভরত, রজত, পলিত, অসিত (কৃষ্ণ), [রোহিত, লোহিত, হরিত], শ্বেত। **স্ত্রীলিঙ্গে** এনী, শ্যেনী, রোহিণী, লোহিনী, হরিণী, অসিক্নী, পলিক্নী, হরিক্নী। উষ্ণ, শুন (ভাগ্যবান্), শ্বিত্র (শুভ্র)। **পুংলিঙ্গ**—প্রশ্ন, যজ্ঞ, ঘৃণ, বর্ণ, স্বপ্ন। **নপুংসক**—পর্ণ, রত্ন। স্ত্রীলিঙ্গে—তৃষ্ণা, যাচ্ঞা।

অমিন (ভয়ঙ্কর), বৃজিন (বক্র), দক্ষিণ, দ্রবিণ, হরিণ, কনীন। অর্জুন, করুণ, তরুণ, দারুণ, ধরুণ, নরুণ, পিশুন, মিথুন, বরুণ। যমুনা। ভ্রূণ।

উ প্রত্যয়। উরু, ঋজু, পৃথু, মৃদু, সাধু, স্বাদু, তপু, বসু, জায়ু (বিজয়ী), দারু, শয়ু (শয়নশীল), রেকু (শূন্য), ধায়ু (তৃষার্ত), পায়ু (রক্ষক), আখু, সুষ্ঠু, অসুষ্ঠু। অংশু, রিপু (প্রতারক), বায়ু, অসু, মনু (মানব), ইষু। সিন্ধু, তনু (তনু), ক্ষু (খাদ্য)। চিকিতু, জগ্মু, জিগ্যু, তিতউ, বভ্রু উপায়ু (নিকটবর্তী), প্রময়ু (ধ্বংসোন্মুখ)। তন্যু (গর্জনশীল), ভিন্দু (ভেদকারী), বিন্দু (প্রাপ্তিশীল), দক্ষু, ধক্ষু। দিৎসু, দিপ্স, চিকিৎসু, মুমুক্ষু, দিদৃক্ষু। [অদ্যায়ু, অরাতীয়ু, ঋজূয়ু, চরণ্যু, মনস্যু, সনিষ্যু, উরুষ্যু, সপর্যু প্রভৃতি নামধাতু-সিদ্ধ শব্দ বেদের প্রাচীন ভাগেই পাওয়া যায়। সর্বনাম হইতে ত্বায়ু, যুবয়ু, যুবায়ু, অস্ময়ু, স্বয়ু, অহংযু ও কিংযু (?), যবয়ু (যবান্বেষী), বরাহয়ু, স্তনস্যু (স্তন্যপানেচ্ছু), ভীমযু (ভয়ঙ্কর), ঊর্ণায়ু (পশমী), যুবন্যু (যুবক)।

উ প্রত্যয়। স্ত্রীলিঙ্গ। কর্ষূ (গহ্বর), [পুংশ্চ-] চলূ, [প্র-] জনু, শুন্ধু।

উক প্রত্যয়। বেদে নাই বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণে আরম্ভ। সম্ভবতঃ উ প্রত্যয়ান্ত শব্দে '-ক' যোগে উৎপন্ন। ব্রাহ্মণের ভাষায়—বাদুক, নাশুক, উপক্রামুক, প্রপাদুক, বেদুক, ভাবুক, ক্রোধুক, হারুক, বর্ষুক, সমর্ধুক দংশুক, প্রমায়ুক। নির্মার্গুক, বাতুক, বিকসুক, সংকসুক। জাগরূক, দন্দশূক, যাবজূক (সললূক)—এই গুলিতে উক।

অক প্রত্যয়। এখানেও বোধ হয়, অতিরিক্ত 'ক' যোগ। পাবক, সায়ক, পীয়ক, বধক, অভিক্রোশক। প্রাচীন ভাষায় এ প্রত্যয়টীও দুর্লভ।

তৃ বা তর্ প্রত্যয়। ভুরি প্রয়োগ। উক্ষ্টৃ (উক্ষ্+তৃ, হালের বলদ), গ্রহীতৃ, তরীতৃ, পবীতৃ, মন্থীতৃ, তরুতৃ, (তরুতৃ), ধন্ধৃতৃ, সন্তৃ, বরূতৃ, মনোতৃ (মনোতৃ)। জেতা ধনানি; যূয়ং মর্ত্তং শ্রোতারঃ; যন্তা বসূনি বিধতে (সাধুকে ধন দানকারী); জেতা জনানাম্। কর্মে ষষ্ঠী ও দ্বিতীয়া দুই হয়। পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ, যাতৃ, দুহিতৃ, নপ্তৃ, জামাতৃ, উস্তৃ, সব্যষ্টৃ, ননান্দৃ, দেবৃ।

ইন্ তদ্ধিত প্রত্যয় হইলেও স্থানে স্থানে কৃৎ স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে। কেবলাদিন্, ভদ্রবাদিন্, সক্ষিন্, নিষদিন্।

ঈয়স্ ও ইষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ (জ্যেষ্ঠ), কনিষ্ঠ, পর্ষিষ্ঠ। স্থেয়স্, যেষ্ঠ, যেষ্ঠ। √ প্রী—প্রেষ্ঠ, প্রেয়স্। √ শ্রী—শ্রেয়স্, শ্রেষ্ঠ। ভবীয়স্, তবীয়স্।

ত্র প্রত্যয়। গাত্র, পত্র (পক্ষ), পাত্র (√ পা, যাহাতে পান করা যায়), বস্ত্র, যোক্ত্র (বন্ধন), শ্রোত্র, অস্ত্র, স্তোত্র, পোত্র (পাত্র), দত্র (দান), ক্ষেত্র, মূত্র, হোত্র (হোম), ক্ষত্র, রাষ্ট্র, শাস্ত্র, সত্র (যজ্ঞকাল), জ্ঞাত্র (জ্ঞান)। **নপুংসক।** দংষ্ট্র, মন্ত্র, অত্র (√ অদ্), উষ্ট্র (মহিষ, উট), মিত্র, পুত্র, বৃত্র—**পুংলিঙ্গ।** অষ্ট্রা (অঙ্কুশ, goad), মাত্রা, হোত্রা, দংষ্ট্রা, নাষ্ট্রা—**স্ত্রীলিঙ্গ।** অরিত্র, খনিত্র পবিত্র, জনিত্র, সনিত্র (দান), অশিত্র, চরিত্র, ধবিত্র, ভবিত্র, ভরিত্র। যজত্র (পূজ্য), গায়ত্র (স্ত্রী°—ত্রী, গান), পতত্র (পক্ষ), অমত্র (ভয়ঙ্কর), বধত্র (অস্ত্র), বরত্রা (স্ত্রী° রজ্জু), তরুত্র (পরাভবকারী), নক্ষত্র, [সংস্কৃতত্র], জোহুত্র (চীৎকার)। অত্রি (ভোজনকারী), অর্চত্রি (উজ্জ্বল), রাত্রি, রাত্রী, শত্রু (শৎত্রু), প্রভৃতি ত্র প্রত্যয়ের প্রতিপ্রসব।

ক প্রত্যয়। শুষ্ক, শ্লোক (√ শ্রু), স্তোক, (বিন্দু) রাকা, স্তুকা, (স্তর), বৃশ্চিক (√ ব্রশ্চ্), অনীক (মুখ), দৃশীক (দর্শন), দৃভীক (নাম), মৃচীক (লাবণ্য), বৃধীক (বর্দ্ধক)।

য প্রত্যয়। ভূরি প্রয়োগ। তদ্ধিতেই অধিক প্রয়োগ। সুতরাং একত্র আলোচ্য।

র প্রত্যয়। প্রত্যয়-স্বর। ক্ষিপ্র, ছিদ্র, তুর (শক্ত), ভদ্র, শক্র, শুক্র, হিংস্র। গৃধ্র (লোভী), তুম্র (স্থূল), ধীর, বিপ্র, তুগ্র (নাম)। নিচির (মনোযোগী), মিমৃগ্র (সংযোগশীল)। অজ্র (ক্ষেত্র, English 'acre'), বীর (নর), বজ্র, শূর। অগ্র, ক্ষীর, রন্ধ্র, রিপ্র (অপবিত্রীকরণ)—**নপুংসক।** ধারা, শিপ্রা (চুয়াল), সুরা (মদ্য)—**স্ত্রীলিঙ্গ।** স্রবর (দ্রুতগতিশীল), পতর (উৎপতনশীল), ম্রোচর (যুক্ত)। গম্ভর (গভীরতা), তসর ও ত্রসর (মাকু)। সনর (লাভ)। অজির (ত্বরাশীল), খদির, ধ্বসির (উত্তেজক), মদির (আনন্দদায়ক), বধির, ইষির, (ব্যগ্র), অসির (অস্ত্র), স্থবির (শক্ত), স্ফির (স্থূল), সরির (সলিল), গভীর, শবীর (শক্তিমান্), শরীর। অসুর। ভঙ্গুর,—উর প্রত্যয়। স্থুর (স্থূল), খর্জুর, ময়ূর—উর প্রত্যয়।

ল প্রত্যয়। রলয়োরভেদঃ। শুক্ল, স্থূল, শিথিল, সলিল, পাদ (বৃক্ষক), অনিল অনিল), তৃপল (হর্ষযুক্ত)।

ব প্রত্যয়। ঋক (প্রশংসাশীল, ঋচ্ হইতে), ঋষ (উচ্চ), তক (সত্বর), ধ্রুব, পক্ব, হ্রস্ব, শিক্ব (কুশল), রণ্ব (হৃষ্ট) উর্দ্ধ, এব (সত্বর), অশ্ব।

রি প্রত্যয়। অঙ্ঘ্রি, অশ্রি (প্রান্ত), উস্রি (উষা) ভূরি, সূরি (patron), বধ্রি (নপুংসক মল্ল), শুভ্রি (শোভন), জসুরি (ক্ষীণ), দাশুরি (পুণ্যাত্মা), সহুরি (ক্ষমতাবান্) অঙ্গুরি (-লি)।

রু প্রত্যয়। অশ্রু, চারু, ধারু (স্তন্যপায়ী), ভীরু, অররু (শত্রুতাশীল) পতরু (উৎপতনশীল), বন্দারু (বন্দনাশীল), মদেরু (উৎফুল্ল), সনেরু (লাভবান্)। পতয়ালু (উৎপতনশীল), স্পৃহয়ালু—এই পর্য্যায়ভুক্ত।

বি প্রত্যয়। জাগৃবি (জাগরিত), দাধৃবি (ধারণাশীল), দীদিবি (প্রোজ্জ্বল), ঘৃষ্বি (চঞ্চল), ধ্রুবি (দৃঢ়), জির্বি (জীর্ণ)।

স্নু প্রত্যয়। ক্ষেষ্ণু (ক্ষয়শীল), জিষ্ণু (জিগীষু, বিজয়ী), দঙ্ক্ষ্ণু (দংশনকারী), নিষৎস্নু (উপবিষ্ট), গমিষ্ণু, চরিষ্ণু, চ্যাবয়িষ্ণু, যিষ্ণু, পারয়িষ্ণু, যময়িষ্ণু, শোচয়িষ্ণু। নিষৎস্নু, প্রজনিষ্ণু, অভিশোচয়িষ্ণু। ক্রবিষ্ণু (মাংসাশী, ক্রবিস্=মাংস), বধস্নু বৃধস্নু।

ক্ষ প্রত্যয়। তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, রুক্ষ, দেক্ষ (দান), বধস (অস্ত্র), কক্ষ (অগ্রবাহু)।

ত্নু প্রত্যয়। কৃত্নু (কর্ম্মঠ), গত্নু, হত্নু (মারণ), জিগত্নু (সত্বর), জিঘত্নু (বিনাশক), দত্নু (দারণশীল), দ্রবিত্নু (ধাবিষ্ণু)। দ্রাবয়িত্নু (ত্বরায়মান), পোষয়িত্নু (পুষ্টিকারক), মাদয়িত্নু (মাদক), তনয়িত্নু ও স্তনয়িত্নু (বজ্রগর্জনশীল), স্যদয়িত্নু (প্রবহমান), আময়িত্নু (রোগদায়ক)। মেহত্নু (নদীবিশেষ), অরুজত্নু (হঠপ্রবেশকারী), কবত্নু (কৃপণস্বভাব)।

স প্রত্যয়। জেষ (জিত্বর), রুক্ষ (উজ্জ্বল), উৎস (প্রস্রবণ), ভীষা (ভয়), তবিষ (প্রবল), মহিষ (স্ত্রী° মহিষী, প্রতাপযুক্ত), পুরীষ (জঞ্জাল), মনীষা, অরুষ (রক্তবর্ণ), অশুষ (রাক্ষস), পুরুষ, মনুষ (মানব), পীযূষ (বৎস জন্মের পর প্রথম দুগ্ধ)।

অসি প্রত্যয়। অতসি (যাযাবর), ধর্ণসি (দৃঢ়), সানসি (লাভবান্), ধাসি (পান, স্থান), সরসি (সরোবর)।

অভ প্রত্যয়। বৃষভ, ঋষভ, শরভ, গর্দভ, রাসভ, স্থূলভ (স্থূল)।

আরও কতিপয় প্রত্যয়। পুষ্প, স্তূপ, স্তুপ—প প্রত্যয় ; মৎসর, পুষ্কর, স্মর, বরণ্ড প্রভৃতির প্রত্যয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সভাপতির অভিভাষণ

রীতি আছে, বার্ষিক অধিবেশনের দিন সভাপতিকে একটা বক্তৃতা করিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে কাজ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, সে দিন আর সভাপতির অভিভাষণ কিছুতেই হইতে পারে না। তাই গত বৎসর আমার বক্তৃতা হয় নাই। বৎসরের মধ্যে বক্তৃতার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, কখন আপনারা সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কখন আমি পারি নাই। সুতরাং হয় নাই। আমার সে দেনাটা শোধ করা দরকার। তাই আজকার আয়োজন।

কিন্তু বলিব কি? গত বৎসরে ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিব। আপনাদেরও তাই ইচ্ছা ছিল। সুধু সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিতে গেলেই জাতির কথা বলিতে হয়। জাতির উপর এখন বড় রাগ। ওটা একটা পুরাণ জিনিস; কখন হয় ত উহাতে কিছু উপকার হইয়াছিল, এখন কেবল অপকার—কেবল অপকার; ভারতের সর্ব্বনাশের কারণই জাতি। জাত ভাঙ্গ—সব একত্রে খাও—পরস্পর বিয়ে কর—অনাচরণীয়দের আচরণীয় করে নাও, তাদের সঙ্গে খাও দাও, তাদের সঙ্গে বিয়ে-থা দাও—সব একাকার হয়ে যাক—সব ডিমক্রাসি হয়ে যাক। এ সব ত বেশ কথা—ভাল কথা, উন্নতির কথা। কিন্তু জাতির কথা উঠিলেই সবাই চটিয়া যায়। এমন চটা নয়—একেবারে চটিয়া লাল। সে বার বাঙ্গালার গৌরবের কথা বলিতে গিয়া, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কিছু সুখ্যাতি করিয়াছিলাম। তাই বৈদ্য মহাশয়েরা আমার উপর চাবুকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাল একজন জাতি-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক আমায় লিখিয়াছেন, "আমি" অমুকের জাতিকে তাঁহার মনের মত করিয়া বড় করিতে পারি নাই, তাই তাঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই আমি আর ও গোলযোগের ভিতরে যাইতে চাহি না। আর একটা কিছু বলিতে চাই। কি বলিব? এক বৎসর ধরিয়া ভাবিলাম। শেষ স্থির করিলাম, বাঙ্গালার গৌরবের আর একটা অধ্যায় বাড়াইয়া দিব। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একটা অতি প্রাচীন পাত উল্টাইয়া দিব। বাঙ্গালার একটা পুরাণ কাহিনী বলি।

নগেন বাবু ও দীনেশ বাবু দুজনেই মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি ১১ শতকে আরম্ভ। তাঁহাদের প্রমাণ শূন্যপুরাণ আর ধর্ম্মমঙ্গল। শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিতের লেখা। নিরঞ্জনের উষ্মা নামে রামাই পণ্ডিতের একটি ছড়া আছে। সে ছড়ায় রামাই পণ্ডিতের ভণিতা দেওয়া আছে। সুতরাং সেটি যে রামাই পণ্ডিতের, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সে ছড়াটি কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কোন জায়গায় মুসলমান আক্রমণের ছড়া। সুতরাং মুসলমান-আক্রমণের অনেক পরে লেখা। অনেক পরে বলি কেন? যেহেতু সে ত নবদ্বীপ অধিকারের কথা নয়, গৌড় অধিকারেরও কথা নয়। একটা কোন ছোট গ্রাম, নগর বা জায়গা অধিকারের কথা। এটা এখন স্থির যে, মুসলমানেরা একেবারে সারা বাঙ্গালাটা দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এ "উষ্মা" গৌড় ও মালদহ অধিকারের বেশ

---

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮শ বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বদিবস (১১।৩।২৯) পঠিত।

একটু পরে হইয়াছিল। শ খানেক বৎসর বলিলে বোধ হয়, বেশীও বলা হয় না, কমও বলা হয় না। কারণ, প্রথম এক শ বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুসলমানেরা আপনা আপনি লড়াই-ঝগড়া করিতেছেন। সুতরাং "উম্মাটা" ইংরাজী ১৪ শতকের লেখা বলিয়াই বোধ হয়। ১১ শতকের নহে। উহাকে ও শূন্যপুরাণকে ১১ শতকের লেখা বলিলে একটু বেশী পুরাণ বলা হয়।

ধর্ম্মমঙ্গলের গল্পটা একটু পুরাণ বটে। ধর্ম্মপালের ছেলে—নাম দেওয়া নাই, গৌড়ের রাজা। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল বইখানা তত পুরাণ নহে। "হাকন্দপুরাণমতে ময়ুর ভট্টের পথে" উহা রচিত হইয়াছে। হাকন্দপুরাণ খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। ময়ুরভট্টের পুথি পাওয়া গিয়াছিল। ময়ুর-ভট্ট যে বেশী পুরাণ লোক, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার পুথিতে বর্দ্ধমান মঙ্গলকোট রাঢ়দেশের প্রধান জায়গা। সেটা ১৪ শতকের বেশী আগে হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং শূন্যপুরাণে ও ধর্ম্মমঙ্গলে প্রমাণ হয় না যে, বাঙ্গালা সাহিত্য ১১ শতকে আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি কতকগুলি বৌদ্ধ গান ও দোহা ছাপাইয়াছিলাম। সেগুলি খৃষ্টের ১০ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ১২র শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল বোধ হয়। সেগুলি সিদ্ধাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গান। লুই আদি সিদ্ধাচার্য্য। লুই ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দুইজনে "লুই অভিসময়" নামে একখানি সংস্কৃত বই লিখিয়াছিলেন। হীনযানে যাহাকে "অভিধর্ম্ম" বলে, মহাযানে তাহাকে "অভিসময়" বলে—অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র। লুই যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, লুই ও শ্রীজ্ঞান দুজনে মিলিয়া তাহার দর্শনশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। লুইয়ের সময় জানা নাই। শ্রীজ্ঞানের সময় জানা আছে। তিনি ৯৮০ সালে জন্মান, ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ সালে ভোটের রাজার অনুরোধে ভোটদেশে যান। সেখানে ১৪ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ১০৫২ সালে মরেন। সুতরাং লুই যখন একটা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা গান লেখা হইয়াছে, তখনই শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব। শ্রীজ্ঞান নাড় পণ্ডিতের শিষ্য এবং লুইএরও শিষ্য। কাজেই লুইএর যখন অনেক বয়স হইয়াছে, তখন শ্রীজ্ঞানের বয়স অল্প। "লুই অভিসময়" যদি ১১ শতকের প্রথম ভাগে লেখা হয়, তাহা হইলে লুইএর গানগুলি তার আগে লেখা হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি ১০ম শতকে আরম্ভ হইয়া ১২শ শতকে শেষ হইয়াছে।

অনেকে বলেন যে, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি বাঙ্গালা নয়। কেহ বলেন, উহা অপভ্রংশ ভাষা, কেহ বলেন, উহা প্রাকৃত, কেহ বলেন, উহা বৌদ্ধ-প্রাকৃত; আবার একজন আছেন; তিনি বলেন, উহা ভাষাই নয়; নানা ভাষা হইতে কথা সংগ্রহ করিয়া কোন রকমে সাজাইয়া দিয়াছে মাত্র। আরংজীবের সময় যেমন একটা তৈরী ভাষায় কোরান লেখা হইয়াছিল, সে ভাষাটাই তৈয়ারী; এও সেই রকম। আমি বলি, তা হয় হউক; আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু লুই বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহার চেলারাও অনেকে বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই কালে বাঙ্গালা দেশে চলিত ভাষায় গান লেখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ভাষাকে বৌদ্ধ-প্রাকৃতই বল, প্রাকৃতই বল, অপভ্রংশই বল, আর যা-ই বল; ওটা ত নাম দেওয়া মাত্র। আমি না হয়, বাঙ্গালা দেশের ভাষাকে বাঙ্গালা নাম দিলাম, তাহাতেই বা দোষ কি?

কিন্তু এ বিষয়ে কাশীদাস আমার বড় সাহায্য করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের গোড়াতেই বলিয়াছেন,—

শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত রচিলেন ব্যাসে।
গীতচ্ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে॥

এখানে "গীতি" শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। তাহার উল্টা—সংস্কৃত কবিতা অর্থে "শ্লোক" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। শ্লোক ও গীতি যখন এক জায়গায়ই ব্যবহার হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, একটা সংস্কৃত ও একটা বাঙ্গালা ছন্দ। তাহা হইলে গীতি শব্দটার অর্থ—বাঙ্গালা ছন্দ। গীতি শব্দ কাশীরাম দাস এই অর্থে অনেক জায়গায় ব্যবহার করিয়াছেন। যে পুথিখানি হইতে আমরা এ কথা বলিতেছি, সে পুথিখানি বাঙ্গালা ৯৮৫ সালে লেখা, অর্থাৎ খৃঃ ১৫৭৯। তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে হইবে, ১৬ শতে বাঙ্গালায় "গীতি" শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইত। সিদ্ধাচার্য্যদের গানের বইএর নাম—গীতি। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের নাম চর্য্যাগীতি। অনেকগুলি সিদ্ধাচার্য্যের "গীতি" আছে। সুতরাং আমরা এই "গীতি"কে বাঙ্গালা গান বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন?

যাহা হউক, এতক্ষণ যাহা বলিলাম, সবই পুরাণ কথা। পাঁচ বৎসর আগে বলিয়াছি, তাহাই আবার আপনাদের মনে করিয়া দিবার জন্য বলিলাম। বৌদ্ধ গান ও দোহায় ৫০টি গান আছে, ২টি দোহা-সংগ্রহ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বৌদ্ধদের মূল তন্ত্রের বই-ই হউক, তাহার টীকাই হউক বা তাহাদের তন্ত্রসংগ্রহই হউক, পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে এই ভাষায় এইরূপ গান, এইরূপ দোহা বা এইরূপ গাথা পাওয়া যায়। যেখানে পাইয়াছি, আমি টুকিয়া টুকিয়া রাখিয়াছি। এবার নেপালে গিয়া দেখিলাম ও শুনিলাম যে, প্রত্যেক বিহারেই ২।৪টি করিয়া এই ভাষায় এইরূপ গান হয়। একজন বলিলেন, ৩০০।৪০০ গান এখনও চলিত আছে। আমি যখন গানগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা বলিলেন, পাইবেন না। কারণ, ওগুলি গুহ্য আমরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরা অতি অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহাকেও শুনাই না যেখানে একটিও শিবমার্গী থাকে, সেখানে গাই না। কেবল তান্ত্রিক পূজায় এ সকল গানের ব্যবহার হয়। আমি বলিলাম—সে কথা ত সত্য। আমি ত ৫০টা গান ছাপাইয়া দিয়াছি। আর তোমাদের অতি গুহ্য যে হেবজ্রতন্ত্র, তাহাতে ২।৪টি গান পাইয়াছি। একটি যথা,—

রাগ ভৈরবী।

শূন্ত নিরঞ্জন পরম প্রভু শূন্তমায় সহাবে
ভাব চিত্ত সহাব উ।
সো জো ভাবই মন ভাবই সো পর সোহই কজ্জ॥
ন উত্তবউ নির্ব্বাণ অহি এহ সো মহাসুখবজ্জ।
জো ভাবই মন ভাবই সো পর সো হই কজ্জ॥

অক্খরু মন্ত নিবদ্ধ জো নো সোধিন্দু ন চিত্ত ॥
এহু সো পরম মহাসুহনো জো ভেদি ন চিত্ত ॥
জিম পদি বিন্দু সহাবউ তিমি ভাবই মন ভাবে।
শূন্য নিরঞ্জন পরম প্রভু নো তই পুণ্য ন পাউ ॥
জিম জল মাঝে চন্দ্র সহি নো সোছ ন মিচ্ছ।
তিমি সো মণ্ডল চক্র উ তণয় সহাবে সচ্চ ॥

আরও একটি দিলাম।—

রাগ বলাড়ি।

কল্লই রে টি্ঠঅ বোলা মুম্মুনি রে কক্কোলা।
ঘণ কি পি দিহো কজ্জই করুণো কিঅনে রোলা ॥
এহি বলু খাজ্জই নাটৈমঅ না পিজ্জই।
হলে একা লিঞ্জন পণি অহি ইন্দু রুতহি বজ্জিঅই ॥
চউ সম কস্তুরি সিহ্লা কপূর লাই।
অই মা লেই ইন্ধন সালি অতহি মরু খাই ॥
অহি পেখনে খেট্ট করন্তে সুদ্ধাসুদ্ধ মুনি অই।
নিরংসুঅ অঙ্গ চউবিম্বই জসরাব শনিআই ॥
মলয়াজ কুণ্ডুর বাটে্টই ডিণ্ডিম তহি ন বজ্জিঅই ॥

এই দুইটি গান হেবজ্রতন্ত্রে আছে। হেবজ্রতন্ত্রখানি বুদ্ধবচন। বুদ্ধ ত নিজে কোন বই লেখেন নাই। সুতরাং বুদ্ধবচনের বইগুলি তাঁর কোন চেলায় লিখিয়াছে। এখন যেমন চেলারা গুরুর বই চুরি করিয়া নিজ নামে প্রকাশ করে, তখনকার চেলারা তত সেয়ানা ছিল না। তাই তারা বই লিখিতে হইলেই গুরুর দোহাই দিত; বলিত,—"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম জেতবনে অনাথপিণ্ডদস্যারামে সার্দ্ধত্রয়োদশভিঃ ভিক্ষুশতৈঃ" ইত্যাদি। তারা গুরুর মুখ দিয়াই বলাইত। ইদানীং যখন তন্ত্র আরম্ভ হইল, ক্রমে মহাযান, তন্ত্রযান, সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযানে আসিয়া পড়িল, তখনও ঐ এক কথা—একটু বিশেষ আছে। তখন লিখিত,—"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ কায়বাক্চিত্তযোগযোগিনীভগেষু বিজহার।"

যে হেতু হেবজ্রতন্ত্র বুদ্ধ-বচন, সেই জন্য ঐ দুইটি গানে কোন কবির ভণিতা নাই। দুটিই বাঙ্গালা। শূন্য নিরঞ্জন বেশ বোঝা যায়। "কল্লই রে টি্ঠঅ" মোটেই বোঝা যায় না। কিন্তু না বোঝা যাওয়ার দোষ আমারও নয়, এখনকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও নয়, দোষ পুথি-লেখকের। পুথি-লেখকেরা বৌদ্ধ, তারা জানে না—এটা কি ভাষা। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—ঐ এক রকম সংস্কৃত। তাহাদের যে গুরুপুস্তক, তাহাও অশুদ্ধ কথা। তালপাতার পুরাণ বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা

পুথি পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহার যে কোন কালে উদ্ধার হইবে, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু "কল্লই রে টিঠঅ" অনেক বিহারে প্রায়ই গায়। আমাদের সামগানের মতন হইয়া গিয়াছে,—মানে বোঝা যায় না, কিন্তু হাত নাড়াটি ঠিক আছে, সুর দেওয়া ঠিক আছে, স্তোভ দেওয়া ঠিক আছে।

আমি হেবজ্রতন্ত্রের এই দুইটি গান তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে একজন ৫।৭টি গান আমায় লিখিয়া আনিয়া দিল কিন্তু বড় সাবধান, অন্য কোন বৌদ্ধ যেন টের না পায়। কিন্তু অতি নির্জ্জনে একটি গান ঠিক রাগ-রাগিণী দিয়া, সকলরূপ মুদ্রা দেখাইয়া, গাইয়াও দিল। এবং আশা দিল যে, ডাকের চিঠিতে এক আধটি গান আমি ঢাকায় বসিয়া পাইব।

যে ৫০টি গান ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি একজন গান করিল। "তিঅড্ডা চাপি যে অঙ্কবালি," কিন্তু তারা "তিঅড্ডা" বলিল না—"তিঅণ্ডা" বলিল। ভণিতায় আমাদেরই গানের ভণিতা দিল।

একজন বলিল,—প্রত্যেক বিহারেই একটা করিয়া বংশাবলী আছে এবং বংশাবলীর অনেকগুলি এক একজন সিদ্ধাচার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি কিন্তু কোন বংশাবলীই দেখিবার সময় পাই নাই। তাহারা বলে,—যে প্রসিদ্ধ ৮৪ জন সিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের বংশ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিতর পাওয়া যায়। এখন ভিক্ষু বলিতে গেলে সন্ন্যাসী একেবারেই বুঝায় না—সকলেই "প্রব্রজ্যা" লয় অর্থাৎ বিবাহ করে। তাহাদের ছেলেপিলেদের ৫ বছরে একটা দীক্ষা হয়, দীক্ষা হইলেই তাহারা ভিক্ষু হয়। ১৭ বছরে আর একটা দীক্ষা লয়, এ দীক্ষা লইলে তাহারা পূর্ণমাত্রায় পুরুতের কাজ করিতে পারে। তাহাদের বংশাবলীগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের অনেকে বাঙ্গালা দেশ হইতে নেপালের ললিতপত্তনে গিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা এই ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্য ছাড়া আরও কয়েকজন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করে। তাহারা বলে,—৮৪ সিদ্ধা ১০০০ বছরের লোক; বাকী সিদ্ধারা ৫০০ বছরের লোক। এই সব নূতন সিদ্ধাদের নামে বজ্র শব্দ প্রায়ই আছে;—বাগ্‌বজ্র, সুরত-বজ্র ইত্যাদি। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বজ্রনামধারী সিদ্ধ পুরুষ কাঠমুণ্ডা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে শাঁখু সহরের দুই মাইল দূরে একটু উঁচু পাহাড়ের উপর বজ্রযোগিনীর মন্দির স্থাপনা করেন।

৮৪ সিদ্ধা নাম লইয়া খুব গোলে পড়িয়াছি। ১৩২৫ সালে মিথিলার রাজা হরিসিংহের সভাপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য তাঁহার বর্ণনরত্নাকর নামক গ্রন্থে ৮৪ সিদ্ধার নাম দিয়াছেন। গণিয়া ৮৪টি পাইলাম না—৭৬টি পাইলাম। সংপ্রতি হল্যাণ্ড হইতে যাভা দ্বীপের ৮৪ সিদ্ধার নাম বাহির হইয়াছে। মিলাইয়া দেখিলাম, ১৬টি কি ১৭টি মিলিল। শ্রীযুক্ত ভন ম্যানন সাহেব এই হল্যাণ্ডের বইখানি এবং ইহা হইতে তিনি যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমি যে টেঙ্গুর হইতে ৩৩ জন গীতিকারের নাম দিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ২৪টি মিলিল, বাকী মিলে না।

যাভা দ্বীপের সিদ্ধগণের নাম

১। লুইপাদ, ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে।

২। লীলাপাদ – ইনি বিকল্পপরিহারগীতি লিখিয়াছেন।

৩। বিরূপা—ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নাম বর্ণনরত্নাকরে আছে। নং ১০।

৪। ডোম্বী—ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।

৫। শবরী—ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানে তাঁহার নাম শবর।

৬। সরহ—অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। ১খানি দোহাকোষও পাওয়া গিয়াছে, অদ্বয়বজ্র তাহার টীকা করিয়াছেন।

৭। কঙ্করী।

৮। মীনপাদ—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ১।

৯। গোরক্ষ—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ২।

১০। চৌরঙ্গী—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৩।

১১। বীণাপাদ—ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।

১২। শান্তিপাদ—ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার আর এক নাম রত্নাকর শান্তি। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৪৪। কিন্তু সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। শুধু শান্তি বলিলে শান্তিদেবও বুঝাইতে পারে।

১৩। তান্তীপাদ—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৫।

১৪। চামার—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৪। সেখানে তাঁর নাম চমরীপাদ।

১৫। খড়্গা।

১৬। নাগার্জ্জুন—ইঁহার নাগার্জ্জুনগীতিকা আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ২২।

১৭। কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নু—ইঁহার ১২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নং ১৩। ইঁহার একখানি দোহাকোষ পাওয়া গিয়াছে। ইনিই যোগরত্নমালা নামে হেবজ্রতন্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছেন।

১৮। কর্ণারি।

১৯। স্থগন—ইঁহার একখানি বই আছে—দোহাকোষতত্ত্বগীতিকা।

২০। নাড় পণ্ডিত—ইঁহার আরও নাম আছে—জ্ঞানসিদ্ধি, জ্ঞানসিংহ, যশোভদ্র। ইঁহার স্ত্রীর নাম নিগু ও জ্ঞানডাকিনী। ইঁহার একখানি বই আছে বজ্রগীতিকা, আর একখানি নাড়পণ্ডিতগীতিকা।

২১। শালি।

২২। তিলোপা বা তেলিপো।

২৩। ছত্র—ইঁহার আর এক নাম কমল। কমল কঙ্গারি নামে বর্ণনরত্নাকরে ৬৯।

২৪। ভাদে অথবা ভদ্র—ভাদেপাদের ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ণনরত্নাকরে ভাদে ৩২, ভদ্র ৩৭, আবার ভদ্র ৭৪।

২৫। খণ্ডী অথবা ধোখণ্ডী।

২৬। অযোগী।

২৭। কাল।

২৮। ডোম্বী—৪ নম্বরে একবার গিয়াছে। ডোম্বী হেরুক নামে মগধ দেশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি কি ?

২৯। কঙ্কণ—একটি গান পাওয়া গিয়াছে।

৩০। কম্বল—আমরা কম্বলাম্বরপাদের ১টি গান পাইয়াছি।

৩১। দিঙ্ক।

৩২। ভান্ধে অথবা ভাণ্ডারী।

৩৩। তান্ধে বা তন্ত্রপাদ।

৩৪। কুকুরী—২টি গান পাইয়াছি।

৩৫। কুশী।

৩৬। ধাম—আর এক নাম গুণ্ডরী। ২টি গান পাইয়াছি।

৩৭। মহী—১টি গান পাইয়াছি।

৩৮। অচিন্ত্য—বর্ণনরত্নাকরে ৩৫এ আছে অচিন্তি, ১০তে আছে অচিত।

৩৯। ভবহি—বর্ণনরত্নাকরের ২১এ মবহ।

৪০। মলিন।

৪১। ভুসুকু—আর এক নাম শান্তিদেব ও আর এক নাম রাউতু। ৮টি গান পাইয়াছি। বর্ণনরত্নাকরে ৪৪ নম্বরের নামে একটু সন্দেহ আছে।

৪২। ইন্দ্রভূতি—ইনি উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক-মহলে ইঁহার খুব খাতির।

৪৩। মেক বা মেব।

৪৪। কোটলি বা উদ্দালিপাদ।

৪৫। কম্পরি।

৪৬। জালন্ধরী—বর্ণনরত্নাকরে ইনি ১৯।

৪৭। রাহুল।

৪৮। ধর্ম্ম—বর্ণনরত্নাকরে ইনি ধর্ম্মপা প৩জ হইতে পারেন। আমাদের ধর্ম্মপা কি ইনি ?

৪৯। ধোকড়ি।

৫০। মেধিন বা মেদিনী।

৫১। শঙ্কজ বা পঙ্কজ।

৫২। ঘণ্টাপাদ।

৫৩। যোগী।

৫৪। চলুকি।

৫৫। গোরুড় বা বাগুরি।

৫৬। লুচিক বা লুঙ্কক।

৫৭। নগুণ।

৫৮। জয়ানন্দ। আমরা জয়নন্দীর ১টি গান পাইয়াছি।

৫৯। পচরি।

৬০। চম্পক।—ইনি বর্ণনরত্নাকরে ২৬।

৬১। ভিক্ষণ বা বিষাণ।—বর্ণনরত্নাকরে ১৪এ আছে ভিষাণ, ৪৬এ আছে ভীষণ।

৬২। তেলি।

৬৩। কুমারি বা কুম্ভকার। বর্ণনরত্নাকরে ১২ কমারি, ৫১ কুমারি।

৬৪। চপড়ি বা চর্পটি।

৬৫। মণিভদ্র।

৬৬। মেখলা। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৫।

৬৭। কনখলা—ইনি বর্ণনরত্নাকরের ১৪।

৬৮। কল কল।

৬৯। কন্থলি, কন্দলি বা কন্থারি। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৭।

৭০। ধহুতি।

৭১। উধিতি।

৭২। কপালী। ইনি বর্ণনরত্নাকরের ১১।

৭৩। কিরব (কিলপাদ)। ইঁহার এক পুস্তক আছে—দোহচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টি।

৭৪। সকর, সাগর, পুষ্কর বা সরোরুহ।

৭৫। সর্ব্বভক্ষ।

৭৬। নাগবোধি। ইনি কি বর্ণনরত্নাকরের ৫৬ নাগবলি ?

৭৭। দারিক—ইঁহার ১টি পদ আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইনি দারিপা।

৭৮। পটলি বা পুত্তলি—ইনি বোধ হয়, বর্ণনরত্নাকরের ৩৮ পাত্তলি-ভদ্র।

৭৯। পনহ বা উপানহী।

৮০। কঙ্কিলী।

৮১। অনঙ্গ।

৮২। লক্ষ্মীঙ্করা শ্রীমতী। ইনি ইন্দ্রভূতির কন্যা। ইনি 'অদ্বয়সিদ্ধি' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

৮৩। সমুদ, সমুদ্র বা সিংহল।

৮৪। ব্যালি।

বর্ণনরত্নাকরের বেশী নাম

৬। হালিপা। ৭। কেদারিপা ৮। ধোঙ্গপা ১১। উন্মন। ১৮। গোবী। ২০। টোঙ্গী। ২৩। দৌলি। ২৭। ঢেণ্ঢণ। ইঁহারই নাম ধেতন। ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। ২৮। ডুম্বরি। ২৯। বাকলি। ৩০। টুঙ্গী। ৩৩। চান্দন। ৩৪। কামরি। ৩৫। করবৎ। ৩৯। পলিহীহ। ৪০। ভান্থু। ৪১। মীন। ৪২। নির্দ্দয়। ৪৫। ভর্ত্তৃহরি। ৪৭। ভটি। ৪৮। গগনপা। ৪৯। গমার। ৫০। মেন্থুরা। ৫২। জীবন। ৫৩। অঘোসাধব। ৫৪। গিরিবর। ৫৫। সিয়ারি। ৫৭। বিভবৎ। ৫৮। সারঙ্গ। ৫৯। বিবিকিবজ্র। ৬০। মগরধ্বজ। ৬২। বিচিত। ৬৩। নেচক। ৬৪। চাটল। ইনি চাটিলও হইতে পারেন। চাটিলের ১টি গান পাইয়াছি। ৬৫। নাচন। ৬৬। ভীলো। ৬৭। পাহিল। ৬৮। পাশল। ৭০। চিপিল। ৭১। গোবিন্দ। ৭২। ভীম। ৭৩। ভৈরব। ৭৫। ভমরি। ৭৬। ভুরুকুটি।

আমি যে সকল গীতিকারের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এইগুলি ৮৪ সিদ্ধার নামের মধ্যে নাই।

৩। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ইঁহার পুস্তক বজ্রাসনবজ্রগীতি, চর্য্যাগীতি, ধর্ম্মগীতিকা।

১৬। আর্য্যদেব বা আয়দেব বা বৈরাগী নাথ। ইঁহার ১টি গান আমরা ছাপাইয়াছি।

১৯। তাড়ক পাদ।

২৪। অদ্বয়বজ্র—ইঁহার চতুরবজ্রগীতিকা নামে এক গীতিপুস্তক আছে। ইনি সরোরুহবজ্রের দোহাকোষের টীকা করিয়াছেন। ইঁহার ছোট ছোট ২১খানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

২৭। মৈত্রীপাদ—ইঁহার গীতিকার নাম—গুরুমৈত্রীগীতিকা।

২৮। ধৃষ্টিজ্ঞান—ইঁহার ১খানি গীতিকা আছে, ১খানি বজ্রগীতিকা আছে।

২৯। মাতৃচেট—ইঁহার গীতিকার নাম—মাতৃচেটগীতিকা।

৩০। বৈরোচন—ইঁহার গীতিকার নাম—বৈরোচনগীতিকা।

৩২। মহাসুখতাবজ্র।

আমার বোধ হয় অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়েই বহুসংখ্যক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। নাথপন্থ যোগীদিগের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি সিদ্ধ পুরুষের নাম পাইয়াছি। তাই মনে হয় যে, ৮৪ সিদ্ধা একটা পুরাণ কথা মাত্র। কোন সম্প্রদায়েই এত সিদ্ধ পুরুষ থাকা সম্ভব নয়, সকল সিদ্ধ পুরুষের তালিকায়ই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া জুটিয়াছে। তাই একটি তালিকা আর একটি

তালিকার সঙ্গে মেলে না। এই সব তালিকা সংশোধন অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। কখন হইয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমি নেপালে একটি ভুটিয়া ছবি দেখিয়াছিলাম। উহাতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি আছে এবং আরও কিছু বেশী আছে। ছবির ফটোগ্রাফ আনিয়াছি। বড় জিনিস ছোট করিতে গিয়া ফটোগ্রাফ বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই। নামগুলি ভুটিয়া অক্ষরে ভুটিয়া ভাষায় লেখা, সংস্কৃত তর্জ্জমা এখন করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথমেই লুইপাদের চিত্র। লুইপাদের আর এক নাম মৎস্যান্ত্রাদপাদ। তিনি একটি বড় মাছের পেট চিরিয়া, তাহাতে একটা পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আবার তাঁহার নেওয়ারি ছবিও আনিয়াছি। তাঁহার পাশে অনেকগুলি বড় বড় রুই মাছ পড়িয়া আছে। উহার একটির পেট চিরিয়া তিনি কাঁচা নাড়ী খাইতেছেন। দুটিই কল্পনার চিত্র। নামের মানে হইতে চিত্র কল্পনা করা হইয়াছে। মৎস্যান্ত্রাদপাদ, সুতরাং মাছের পোটায় পা দেওয়া হইয়াছে। অথবা পা দিয়া মাছের পোটা খাইতেছেন। নেওয়ারীরা মৎস্যান্ত্রাদ মানে করিয়াছে, মাছের আঁতরি কাঁচা খায়। দুটি দেশই পাহাড়ের উপরে, মাছের সঙ্গে লোকের বড় সম্পর্ক নাই; মাছ কেমন করিয়া খাইতে হয়, জানে না। নামের ব্যাখ্যায় এক অদ্ভুত চিত্র তৈয়ার করিয়াছে। আমরা মাছ খাই, আমাদের দেশে মাছ অনেক আছে। আমরা মৎস্যান্ত্রাদের অর্থ করিয়াছি—মাছের পোটা এবং মাছের পোটায় তৈরী তরকারী খাইতে ভালবাসিতেন।

কুক্কুরীপাদ—একটা কুকুর লইয়া বসিয়া আছেন। এটাও নামের মানে হইতে ছবির কল্পনা করা মাত্র। কিন্তু কুক্কুরীপাদের মুখের চেহারাটা ঠিক উড়েদের মত। টেঙ্গুরে বলে, তিনি উড়ে ছিলেন। তাঁহার গানের শব্দ দেখিয়া আমার ত বোধ হয়, তিনি উড়ে ছিলেন।

নেওয়ারীতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি পাইলাম না—অষ্টসিদ্ধার ছবি আনিয়া দিল। তাহার মধ্যে ৪ জন সিদ্ধ পুরুষ ঠিক। কিন্তু আর ৪ জন মহারাজিকগণের মহারাজা। বৈশ্রবণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরূপাক্ষ, বিরূঢ়ক। সুতরাং এ সিদ্ধের ছবি আমরা পরিত্যাগ করিলাম। আবার আর এক সেট আনিয়া দিল। এবার সবগুলিই সিদ্ধ পুরুষ। আমরা সবগুলিরই ফটোগ্রাফ লইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ছাপাইয়া উঠিতে পারি নাই। ছাপাইলেও তাহাতে চারিজনের নাম আছে, আর চারিজনের নাম নাই। এ সব ফটোগ্রাফ ছবি হইতে হইয়াছে। একখানি মাত্র ফটোগ্রাফ পাথর হইতে আনিয়াছি—সেখানি দারিক সিদ্ধার। ফটোগ্রাফ লইতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে দারিক বসিয়া আছেন। মূর্ত্তিও খুব পুরাণ। দারিকের একটি গান আমাদের ছাপা আছে। আর একটি দিতেছি,—

কোই রে বংশা বাজি রে বীণা।
অনুহত সর্ব্বদেব তিহুঅন রিণা॥
অনুপম বুজি রে দারক লইআ।
ভেদি রে রিদ্ধি সিদ্ধি রোহি প্রসাদা॥

গঙ্গা যমুনাএ দইরন্তি সখি রে
রবি শশি গগন দুআরে ।
উদি গের চন্দ্রা রবি অষ্টাঙ্গে
গগন শেখর মাঝে পবন হেগুারে ॥
পবন পঞ্চাশত একুরে বন্ধা ;
বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা ॥

আপনারা দেখিবেন, কোন কাজটাই পুরা হয় নাই। বহুসংখ্যক গানও সংগ্রহ হয় নাই। বংশাবলীও সংগ্রহ হয় নাই, ছবিও সংগ্রহ হয় নাই। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ হইবার আশা আছে। তবে আমার এইমাত্র বলার কথা যে, খৃঃ ১০ম ১১শ শতে বাঙ্গালা সাহিত্যটা খুব বিস্তৃত ছিল। লেখকদের জীবনচরিত লেখার রীতি ছিল। তাঁহাদের চিত্র রক্ষার রীতি ছিল। কিন্তু আমরা সে সব ভুলিয়া গিয়াছি। নেপালে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের নিকট খুজিলে সবটাই মিলিতে পারে। খোজাটা বড় দরকার। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সাহিত্যের ইতিহাস এখন নেওয়ারদিগের হাতেই বেশী আছে। নেওয়ারী ভাষায় কি আছে, জানি না। কারণ, নেওয়ারী শিখি নাই। সংস্কৃত ভাষাতেই অনেক আছে। কৃষ্ণাচার্য্য হেবজ্রতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন, হেবজ্রতন্ত্রেই বাঙ্গালা গান অনেক রহিয়াছে। সুতরাং সেগুলি কৃষ্ণাচার্য্য এবং হেবজ্রতন্ত্র, দুইএরই আগে;— কত আগে, জানি না; অন্ততঃ ১০০ বছর আগে ত হবে। তাহা হইলেই সাহিত্যটা গিয়া খ্রীঃ নবম শতে পড়িল। এইরূপ অভয়াকর গুপ্ত বুদ্ধকপালতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন। তিনি যখন টীকা লেখেন, তখন পালবংশের রামপালদের ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২৫ বৎসরে পড়িয়াছেন। তিনি অনেকগুলি বাঙ্গালা গান তুলিয়াছেন। এক জায়গায় খানিকটা বাঙ্গালা তুলিয়া সংস্কৃতে তাহার টীকা করিয়াছেন। সুতরাং এটা বুদ্ধকপালতন্ত্রেরই বাঙ্গালা। তাহা হইলে বুদ্ধকপালতন্ত্র লেখার পূর্ব্বেই সেটা ছিল নহিলে যে তন্ত্রটা লিখিয়াছে, সে বুদ্ধের মুখে সে কথা দিতে পারিত না।

আর একটা কথা। মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয় নামে একখানি বই আছে। বইখানি মৎস্যেন্দ্র-পাদাবতারিত। শিব পার্ব্বতীকে অতি গোপনে সম্ভোগকালে যে সব গূঢ় কথা বলিয়াছিলেন, সে ত আর কেহ শুনিতে পায় নাই। কেবল উভয়ের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই শুনিয়াছিলেন। তাঁহারাই ইহা অবতারিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্র-নাথ তাঁদেরই একজন। মৎস্যেন্দ্রনাথের আর একটা নাম মচ্ছয়নাথ। আমি ভাবিলাম—তবে কি তিনি কৈবর্ত্ত? শেষ পড়িতে পড়িতে দেখি, তিনি সত্য সত্যই কৈবর্ত্ত ছিলেন—তাঁহাকে অনেক জায়গায় কেবট পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, ধীবরও বলা হইয়াছে। পার্ব্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— তুমি কেওটের বাড়ী কেন গেলে? বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল, কোনও ব্রাহ্মণের ছেলে যতই মূর্খ হউক, এরূপ সংস্কৃত লিখিবে না। শেষ দাঁড়াইল যে, উহা কেওটের লেখা। তার পর আবার দেখি, মৎস্যেন্দ্রের বাড়ী চন্দ্রদ্বীপে ছিল। চন্দ্রদ্বীপ হইতে সাগর বেশী দূর নয়। এ সব কথাই পুথিতে লেখা আছে। এ চন্দ্রদ্বীপ যে বরিশালের চেঁদো, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার

কারণ নাই। ইঁহাদের গ্রন্থেও অনেক সময় বাঙ্গালা পাওয়া যায়। সে বাঙ্গালাও সিদ্ধাচার্য্যদের আগে, বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিরও আগে; কত আগে, জানা যায় না। নাথদের তারিখ ওয়াশীলজ্ ৮০০ খৃঃ বলিয়া গিয়াছেন। আমি বলি, বরং আগে হইবে ত পরে নয়। কারণ, চন্দ্রদ্বীপ অনেক কাল হইতে তান্ত্রিকদের একটা বড় আড্ডা এবং উহারই নিকটে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামকে গ্রাম লইয়া নাথপন্থী যোগীরা বাস করে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী



লুইপাদ



কুক্কুরীপাদ

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৯শ ভাগ, ১ম সংখ্যা—৫১ পৃষ্ঠা)



কঙ্করীপাদ



নাগার্জ্জুনপাদ

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৯শ ভাগ, ১ম সংখ্যা—৪৮ পৃষ্ঠা)

চিত্র-লক্ষণ *

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে প্রাচীন ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিল্প লইয়া চতুর্দ্দিকে আলোচনা হইতেছে। এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিল্পশাস্ত্রাদির দিকে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে শিল্পশাস্ত্রের অনুসন্ধান এবং তন্নিহিত তথ্যের সহিত মিলাইয়া চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অধুনাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি বিচার করিবার দিকে একটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত শিল্পশাস্ত্র লইয়া এদেশে আলোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পসম্বন্ধে যত তথ্য পাওয়া যায়, চিত্র-শিল্প-সম্বন্ধে তত পাওয়া যায় না। কিন্তু ৯ বৎসর পূর্ব্বে বের্টোল্ড লাউফের (Berthold Laufer)নামক এক জন জার্ম্মান পণ্ডিত তিব্বতীয় তাঞ্জুর-গ্রন্থমালা হইতে "রিমোঙ্গশান্থি" বা "চিত্র-লক্ষণ"নামক একখানি শিল্পশাস্ত্র জার্ম্মান অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। মূলগ্রন্থখানি তিব্বতী ভাষায় এবং অনুবাদ জার্ম্মান ভাষায় আবদ্ধ হওয়াতে, আমাদের দেশে গ্রন্থখানি এখনও সেরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ নানা দিক্ দিয়া ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান্। গ্রন্থখানির প্রতি বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্রন্থনিবিষ্ট বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এবং তৎসম্পর্কীয় কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দিয়াই আমি ক্ষান্ত থাকিব। ইহার ফলে যদি বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজে গ্রন্থখানির সম্যক্ আলোচনা হয় এবং গ্রন্থ-সম্পর্কীয় প্রশ্ন ও সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব।

এ কথা সকলেই জানেন যে, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর, বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তকের তিব্বতী অনুবাদ প্রস্তুত হয় এবং এই সকল পুস্তক লইয়া কাঃ জুর এবং তাঞ্জুর নামক দুইটি বৃহৎ গ্রন্থমালা গ্রথিত হয়। আমাদের আলোচ্য "চিত্র-লক্ষণ" পুস্তকখানি তাঞ্জুর গ্রন্থমালা-ভুক্ত। উক্ত গ্রন্থমালার সূত্র-বিভাগের ১২৩ খণ্ডে চারিখানি শিল্প-শাস্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে,—

১। দশতলন্যগ্রোধপরিমণ্ডলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণনাম।

২। সম্বুদ্ধভাষিতপ্রতিমালক্ষণবিবরণনাম।

৩। চিত্রলক্ষণম্।

৪। প্রতিমামানলক্ষণনাম।

চারিখানি গ্রন্থই সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লাউফের সাহেব Dokumente der Indischen Kunst" অর্থাৎ "ভারত-শিল্পের লিপিপ্রমাণ" গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে "চিত্র লক্ষণ" গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন।

---

* ১৩২৯ বৈশাখ মাসে মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনের ইতিহাস শাখায় পঠিত।

"চিত্রলক্ষণ" তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মূল গ্রন্থে আরও অধ্যায় ছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে নানা পরিমাপ ও নানা আকৃতির চক্ষু উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, ৩৬ প্রকার নয়নভঙ্গী আছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই নয়নভঙ্গী বিবৃত হইবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সংস্করণে সেরূপ কোন অধ্যায় পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থ মূল গ্রন্থের অংশমাত্র ধরিয়া লইতে হইবে।

তিন অধ্যায়ের মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়েই চিত্রশিল্পের রীতি-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায় ভূমিকামাত্র। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যা ও "চিত্র-লক্ষণ" গ্রন্থের পার্থিব উৎপত্তি আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার দৈব উৎপত্তির কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায়ের শেষে "নগ্নজিৎ-কৃত চিত্র-লক্ষণ" বলিয়া গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে নগ্নজিতের নাম নাই, কেবল "চিত্র-লক্ষণের তৃতীয় অধ্যায়" এই কয়টি কথা আছে।

প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার পার্থিব-উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে, তাহার প্রধান পাত্র রাজা নগ্নজিৎ এবং তিনিই প্রথম পৃথিবীতে চিত্রবিদ্যার প্রবর্ত্তন করেন। চিত্রলক্ষণকার এই নগ্নজিৎ কে?—এ প্রশ্ন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উপরোক্ত উপাখ্যানটি জানা আবশ্যক। পুরাকালে ভয়জিৎ নামক একজন যশস্বী ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা তপশ্চর্য্যা দ্বারা দেবগণ অপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। একদা এক ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনার রাজত্বে অকালমৃত্যুর উদ্ভব হইল কিরূপে? নিশ্চয় আপনি অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়াছেন। নতুবা আমার বালকপুত্র আজ অকালে প্রাণত্যাগ করিবে কেন? আপনার যদি ব্রাহ্মণে অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার প্রিয় পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনুন।"

রাজা তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে যমকে সম্মুখে আনিলেন ও ব্রাহ্মণতনয়কে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। যম অস্বীকার করিলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শেষে যম যখন পরাজিতপ্রায়, তখন ব্রহ্মা আসিয়া বিরোধ মিটাইয়া দিলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইলেন যে, জীবন মৃত্যু কর্ম্মফল অনুসরণ করে। যম এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তবে রাজার তৃপ্ত্যর্থ তিনি বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ-তনয়ের আকৃতি অনুসারে বর্ণসহকারে একটি চিত্র অঙ্কিত কর। রাজা তাহাই করিলেন ও ব্রহ্মা সেই চিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মা তখন রাজাকে বলিলেন,—"তুমি অদ্য যেরূপ নগ্নপ্রেতদিগকে জয় করিলে, চিরকাল সেইরূপ নগ্নজিৎ হইয়া থাক। তোমার নাম আজ হইতে নগ্নজিৎ হইল। আজ হইতে যমলোকের কোন অধিবাসী সূর্য্যালোকে আসিতে পারিবে না।" লাউফের সাহেব এই স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিব্বত ও চীনদেশের চিত্রবিদ্যায় এটি একটি মূলতত্ত্ব যে, চিত্রকর দেব-দৈত্যাদির চিত্রাঙ্কন করিয়া তাহাদিগকে বশ করিতে পারেন।

ব্রহ্মা আরও বলিলেন,—"আমার প্রভাবে তুমি ব্রাহ্মণতনয়ের চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলে। জীবলোকে ইহাই প্রথম চিত্র। এই চিত্রবিদ্যার দ্বারা জগতের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে তদ্দ্বারা তুমি জগতে পূজার্হ হইলে।"

এই উপাখ্যান হইতে জানা গেল, নগ্নজিৎ একজন রাজা ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে একাধিক স্থলে নগ্নজিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণে (৮ম কাণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ) এক গান্ধাররাজ নগ্নজিতের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণকার যজ্ঞবিধি সম্বন্ধে নগ্নজিতের একটি মত উদ্ধৃত করিয়া অবজ্ঞার সহিত বলিতেছেন,—"এ মত একজন রাজন্যবন্ধুর মত মাত্র।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৭ম কাণ্ডে আছে যে, গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ পর্ব্বত ও নারদ ঋষি কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। জৈনসূত্রে গান্ধাররাজ নগ্গতি বা নগ্নজিতের উল্লেখ আছে। যে সকল রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রমণ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। জৈনশাস্ত্রে তিনি চারি জন প্রত্যেকবুদ্ধের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। এ পর্য্যন্ত কিন্তু এই গান্ধাররাজ নগ্নজিতের সহিত চিত্রলক্ষণকার নগ্নজিতের কোন সম্পর্ক পাওয়া গেল না। মহাভারতেও দুই স্থলে নগ্নজিতের উল্লেখ আছে। আদিপর্ব্বের ৬৭ অধ্যায়ে আছে,—

ইষুপান্নাম যস্তেষামসুরাণাং বলাধিকঃ ॥
নগ্নজিন্নাম রাজাসীদ্ভুবি বিখ্যাতবিক্রমঃ।

অর্থাৎ মহাভারতবর্ণিত যুগে যে সমস্ত অসুররাজ পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়রাজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইষুপ নামক দানব বিখ্যাতবিক্রম রাজা নগ্নজিৎরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্বের ৬৩ অধ্যায়ে এই নগ্নজিতের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়,—

প্রহ্লাদশিষ্যো নগ্নজিৎ সুবলশ্চাভবত্ততঃ।
তস্য প্রজাধর্ম্মহন্ত্রী জজ্ঞে দেবপ্রকোপনাৎ ॥
গান্ধাররাজপুত্রোঽভূচ্ছকুনিঃ সৌবলস্তথা।
দুর্য্যোধনস্য জননী জজ্ঞাতেঽর্থবিশারদৌ ॥

অর্থাৎ গান্ধারী ও শকুনির পিতা গান্ধাররাজ সুবলই নগ্নজিৎ। তাঁহাকে "প্রহ্লাদশিষ্য" বলা হইয়াছে। চিত্রলক্ষণসঙ্কলয়িতা প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের পরই বলিতেছেন যে, এই গ্রন্থে বিশ্বকর্ম্মা, প্রহ্লাদ ও নগ্নজিৎ—এই তিন জনের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ একত্র করিয়া সংক্ষেপে চিত্রলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। লাউফের সাহেব অনুমান করেন, এই তিন জন তিনটি বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। অন্ততঃ তিন জনের নামে তিনটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির ধারা চলিয়া আসিয়াছে। এ অনুমানের কোন যথার্থ ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে নগ্নজিৎ ও বিশ্বকর্ম্মা, উভয়েরই বিবৃত উল্লেখ আছে। কিন্তু উপরোক্ত স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও প্রহ্লাদের নাম নাই। নগ্নজিতের সহিত বিশ্বকর্ম্মার সম্পর্ক যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দুইজনকে দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির প্রবর্ত্তয়িতা মনে করিবার কোন হেতু নাই। চিত্রবিদ্যার যে উৎপত্তিকাহিনী উপরে প্রদত্ত হইল, তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও নগ্নজিৎই প্রধান পাত্র। নগ্নজিৎ ব্রহ্মার আদেশে ও

অনুপ্রেরণায় প্রথম চিত্র অঙ্কিত করিলেন। নগ্নজিৎ কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইলেন ও প্রশ্ন করিলেন,—"চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি কিরূপে হইল ? বিভিন্ন চিত্রের লক্ষণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ কিরূপ ?" ব্রহ্মা বলিলেন,—"সর্ব্বপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছিল। চৈত্য নির্ম্মাণ করিতে হইলেই চিত্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। এই জন্য চিত্রবিদ্যা বেদস্বরূপ পরিগণিত হয়। আমিই প্রথম মনুষ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি এবং আমিই মানুষকে প্রথম এই বিদ্যা শিখাইয়াছি।" ব্রহ্মার এই উক্তির সম্যক্ তাৎপর্য্য ও মূল্য পরে আলোচনা করিব, আপাততঃ বিশ্বকর্ম্মার সহিত চিত্রলক্ষণের কি সম্বন্ধ, দেখা যাউক। ব্রহ্মা চিত্রবিদ্যার নানারূপ স্তুতি করিয়া ও চিত্র-শিল্পকে সকল শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া বলিলেন,—"তুমি এখন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন কর। সেই দেবলোকের নগ্নজিৎ তোমাকে চিত্রের লক্ষণ, নিয়মাবলী ও পরিমাণ শিখাইয়া দিবেন।" এখানে দেখা যায়, "নগ্নজিৎ" শব্দ চিত্রশিল্পী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, নগ্নজিৎ তখন বিশ্বকর্ম্মার নিকট গিয়া উপদেশ লইলেন। চিত্রলক্ষণ-গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ মূলগ্রন্থ নগ্নজিতের প্রতি বিশ্বকর্ম্মার উপদেশরূপে রচিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের গ্রন্থানুসারে নগ্নজিৎ বিশ্বকর্ম্মার শিষ্যমাত্র, উভয়কে দুইটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির মুখপাত্র বলিয়া মনে করা যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থের সূচনা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রহ্লাদের কোন উল্লেখ নাই। এখন মহাভারতের শ্লোকে পাইতেছি, গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ প্রহ্লাদের শিষ্য। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে, প্রাচীন ঐতিহ্যের গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ এবং চিত্রলক্ষণোক্ত নগ্নজিৎ একই ব্যক্তি। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে চিত্রলক্ষণোক্ত শিল্পধারা অতি প্রাচীনকালেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, মনে করা যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত কিন্তু গান্ধাররাজ নগ্নজিতের সম্পর্কে চিত্রবিদ্যার কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। চিত্রলক্ষণের নগ্নজিৎ একজন বিখ্যাত রাজা, গান্ধাররাজ নগ্নজিৎও একজন বিখ্যাত রাজা। চিত্রলক্ষণের নগ্নজিৎ প্রহ্লাদের সহিত একত্র উল্লিখিত, মহাভারতোক্ত গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ প্রহ্লাদশিষ্য বলিয়া অভিহিত। এই পর্য্যন্ত যোগসূত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু নগ্নজিতের চিত্রলক্ষণ যে অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতায় অন্ততঃ দুই স্থলে নগ্নজিতের শিল্পমতের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতার ৫৮ অধ্যায়ে এক স্থলে আছে,—

"নগ্নজিতা তু চতুর্দ্দশদৈর্ঘ্যেণ দ্রাবিড়ং কথিতম্।"

অন্য স্থলে আছে,—

"আস্যং সকেশনিচয়ং ষোড়শদৈর্ঘ্যেণ নগ্নজিৎপ্রোক্তম্।"

চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে মুখমণ্ডলকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—চিবুক ৪ অঙ্গুলি, নাসিকা ৪ অঙ্গুলি, কপাল ৪ অঙ্গুলি—মোট ১২ অঙ্গুলি। ইহা ব্যতীত চক্রবর্ত্তীর মস্তকোপরি উষ্ণীষ বলিয়া যে

কেশগুচ্ছ থাকে, তাহার মাপ ৪ অঙ্গুলি। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ অঙ্গুলিই হইল। অতএব বরাহ-মিহিরধৃত নগ্নজিৎ এবং চিত্রলক্ষণকার নগ্নজিৎ এক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। বৃহৎসংহিতার উক্তি হইতে বুঝা যায় না—নগ্নজিৎ ভাস্কর্য্যবিৎ ছিলেন, কি চিত্রবিৎ ছিলেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তিনি চিত্রবিৎ ছিলেন।

এখন চিত্রলক্ষণ গ্রন্থের কয়েকটি বিশেষত্বের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। গ্রন্থখানি তিব্বতী বৌদ্ধদিগের ব্যবহারের জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রপিটক তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট। উক্ত গ্রন্থমালাভুক্ত অন্য তিনখানি শিল্পশাস্ত্র বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ, বুদ্ধপ্রতিমা-লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। ইহা সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগ্রন্থ। গ্রন্থের সূচনায় যে সমস্ত দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য দেবতা। প্রথমেই যথাক্রমে মহাদেব, ব্রহ্মা, নারায়ণ ও তাঁহাদের শক্তি পার্ব্বতী, সরস্বতী ও পদ্মাবতীকে নমস্কার করা হইয়াছে। পরে পুনরায় বিশেষভাবে সর্ব্ববিদ্যার আকর মহাদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। দশম হইতে উনত্রিংশ শ্লোকে চন্দ্র, মহাদেব, বিষ্ণু ও ইন্দ্র, সূর্য্য ও বরুণ, অগ্নি ও পবন, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা, নগ্নজিৎ ও চিত্রবিদ্যার অন্যান্য সমস্ত আচার্য্যগণকে নমস্কার করা হইয়াছে। মহাদেবকে বারংবার নমস্কার করায় অনুমান হয়, আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা শৈব ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে মহাদেবের কোন উল্লেখ না থাকায় এবং ব্রহ্মারই প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয়, নগ্নজিৎ-শিল্পপদ্ধতির মূলে শৈব প্রভাব ছিল না। গ্রন্থমধ্যে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আছে, তাহার কতক অংশ পূর্ব্বেই দিয়াছি। তাহাতে প্রধান পাত্র একজন হিন্দু রাজা, একজন ব্রাহ্মণ, যম, ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মা। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরই ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মার একটি উক্তি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন,—"সর্ব্বপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টি হয়। চৈত্যনির্ম্মাণ করিতে হইলেই চিত্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। অতএব চিত্রবিদ্যা বেদ বলিয়াই পরিগণিত।" এস্থলে বৈদিক যজ্ঞবিধির সহিত চিত্রবিদ্যার যোগস্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন ভারতীয় গ্রন্থে বৈদিক যজ্ঞ-বিধির সহিত চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর্য্যের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায় নাই। আমরা সকলেই জানি, বৈদিক যজ্ঞে বিগ্রহাদির স্থান নাই। কিরূপে ও ঠিক কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দেবদেবীর মূর্ত্তি-গঠন বা প্রতিমা-চিত্রণ আরম্ভ হইল, তাহা জানা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যে ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, জাতক ও ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হ্যাবেল সাহেব তাঁহার (Ideals of Indian Art) গ্রন্থে বৈদিক যুগেই ভারত-শিল্পের মূলতত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, বৈদিক মন্ত্রে ঋষিগণ যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের কল্পনার অভাব ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এই কল্পনাকে তাঁহারা রূপদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তথাপি বৈদিক যজ্ঞবেদীর পরিকল্পনায় ও যূপস্তম্ভাদি নির্ম্মাণে তাঁহাদের শিল্পকল্পনা কতকপরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চিত্র-

লক্ষণকার বৈদিক যজ্ঞের সম্পর্কে চৈত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে চৈত্য-শব্দের উল্লেখ বিরল। আমরা বৌদ্ধ চৈত্যের সহিতই বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞসম্পর্কে এক প্রকার চৈত্যের উল্লেখ চিত্রলক্ষণ ব্যতীত অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৯৪ অধ্যায়ে এক সুহোত্র রাজার বর্ণনা আছে,—

তেষাং জ্যেষ্ঠঃ সুহোত্রস্তু রাজ্যমাপ মহীক্ষিতাম্॥
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যৈঃ সোঽযজদ্বহুভিঃ সবৈঃ।
* * * *
সুহোত্রে রাজনি তদা ধর্ম্মতঃ শাসতি প্রজাঃ॥
চৈত্য যূপাঙ্কিতা চাসীদ্ভূমিঃ শতসহস্রশঃ।
প্রবৃদ্ধজনশস্যা চ সর্ব্বদৈব ব্যরোচত॥

রাজা সুহোত্র রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবী শত-সহস্র চৈত্য-যূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। এস্থলেও বৈদিক যজ্ঞের সম্পর্কে চৈত্য ও যূপের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। হাবেল বলেন, বৈদিক কাষ্ঠযূপই ভবিষ্যৎকালের স্তম্ভাদির মূল। বৈদিক চৈত্য সেইরূপ ভবিষ্যৎকালের চৈত্যাদির মূল কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্রলক্ষণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবলোকে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা নগ্নজিতের নিকট এই কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টির পর ব্রহ্মা সৃষ্টির কল্যাণ-কামনায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যানপ্রভাবে মহাদেব, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ দিব্য প্রভাবসম্পন্ন হইলেন। তাঁহারা তখন স্বীয় প্রভাববলে দিব্যশ্রীসম্পন্ন সুলক্ষণাক্রান্ত, সুবিভক্তাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপবান্ মূর্ত্তি বিকসিত করিলেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি নানারূপ ধারণ করিল এবং বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন হস্তে ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন গুণ চিত্রমধ্যে প্রকটিত হইল, এবং এইরূপে দেবতারা নিজেই নিজেদের মূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব চিত্র দেখিয়া আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত হইলেন এবং ব্রহ্মা বলিলেন, "সুন্দর হইয়াছে। এখন হইতে এই সকল মূর্ত্তির নিকটেই লোকে পূজোপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবে।" দেবগণ "তথাস্তু" বলিয়া সানন্দে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপে পূজা ও বলিবিধি উৎপন্ন হইল। এই কাহিনীর মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ছাপ। এখানেও বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্মের কোন চিহ্নমাত্র নাই; প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার পার্থিব উৎপত্তির কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার দৈব উৎপত্তির কথা। প্রথম অধ্যায়ে মানুষ স্বাভাবিক স্নেহপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে মনুষ্যচিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল, তাহার কথা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বের কল্যাণের জন্য জীবলোকের পক্ষে দেবোপাসনার পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মপ্রণোদিত হইয়া দেবগণ কিরূপে স্ব স্ব মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন, তাহার কথা। দুই কথাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দিক্ দিয়া আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যেও বিশেষভাবে কোন বৌদ্ধ নিদর্শন নাই। সূচনায় বিশ্বকর্ম্মা বলিতেছেন, রাজা ও অন্যান্য নরগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

দেওয়া যাইতেছে। পরে আরও বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন,—"দেবতা, অসুর, নাগেন্দ্র, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, বাদন, জরিতৃ, পিশাচ, প্রেত, কবন্ধ, বিদ্যাধর—সকলের পক্ষেই নিম্নলিখিত মানগুলি খাটিবে।" বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু রাজা ও চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ ও মান লইয়াই গ্রন্থকার ব্যস্ত। কোন কোন স্থলে বিশেষ করিয়া দেবতা বা সাধারণ লোক বা যোগী বা নারীচিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা আছে। গ্রন্থের শেষে বিশ্বকর্ম্মা বলিতেছেন,—"চক্রবর্ত্তিলক্ষণ ও রাজ-লক্ষণ বিশেষভাবে বলা হইল। অন্যান্য সমস্ত মানুষের চিত্রলক্ষণ সম্বলিত ১২০০০ শাস্ত্র আছে। ব্রহ্মা এই সমগ্র শাস্ত্রকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সে সমস্ত পঞ্চশ্রেণীর চিত্রশাস্ত্র বলিতে গেলে অসংখ্য গ্রন্থের প্রয়োজন। তবে তোমাকে চক্রবর্ত্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতেই মোটামুটিভাবে সর্ব্বপ্রকার মহাপুরুষের ও দেবনরের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে যথানুপাতে অন্যান্য চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-মান স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।"

অতএব বুঝা গেল, চক্রবর্ত্তি-চিত্রলক্ষণই চিত্রলক্ষণ গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য বিষয়। এখন বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ্যভাবপ্রণোদিত চিত্রলক্ষণ কিরূপে বৌদ্ধ তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইল। বুদ্ধ একজন চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং চিত্রলক্ষণে চক্রবর্ত্তি-চিত্র সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই বুদ্ধচিত্রপক্ষে প্রযোজ্য। শিল্প-রচনা-পদ্ধতি ও শিল্পের নিয়ম সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না। শিল্পিগণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডী দ্বারা বদ্ধ ছিলেন, এরূপ মনে হয় না; তাঁহারা পুরুষপরম্পরাগত শিল্পবিদ্যার সাহায্যে সকল সম্প্রদায়ের জন্যই স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্রশিল্পাদি রচনা করিতেন, এইরূপই অনুমান হয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজের চিত্রলক্ষণ এই জন্যই বৌদ্ধ তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছে।

লাউফের সাহেব মনে করেন, গ্রন্থখানি অংশতঃ জৈনপ্রভাবান্বিত। এরূপ মনে করিবার প্রধান কারণ—নগ্নজিৎ নাম। নাম হইতে তিনি অনুমান করেন, নগ্নজিৎ-কৃত চিত্রলক্ষণ এমন কোন শিল্প-সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত, যাঁহারা নগ্নমূর্ত্তি চিত্রিত করিতেন। দিগম্বর জৈনেরা যে নগ্ন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। অন্য কোন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে নগ্নমূর্ত্তি চিত্রিত হইত, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন মধ্যপ্রদেশের রামগড়গিরিস্থ যোগিমারা গুহায় পাওয়া গিয়াছে। ঐ গুহায় একটি শিলালিপি আছে, যাহা হইতে জানা যায় যে, গুহাটি সুতনুকা নাম্নী একজন দেবদাসী কর্ত্তৃক নটীদিগের বিশ্রামাগার-স্বরূপে নির্ম্মিত ও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই গুহার প্রাচীরগাত্রে কতকগুলি চিত্র আছে। চিত্রের বিষয়গুলি ভাল করিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে চিত্রের প্রধান পাত্রগুলি নগ্নভাবে চিত্রিত হইয়াছে। নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন, চিত্রগুলি জৈনধর্ম্মসম্পৃক্ত হইতে পারে। চিত্রলক্ষণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন কতকগুলি লক্ষণ ও মান দেওয়া হইয়াছে, যাহা নগ্নচিত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহাও লাউফের সাহেবের মতের পরিপোষক বলিয়া গণিত হইতে পারে।

এই অনুমান সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিতে চাই। প্রথম কথা, সমগ্র গ্রন্থমধ্যে কোথাও জৈনধর্ম্মের বা জৈনতীর্থঙ্করাদির উল্লেখ নাই। সমগ্র গ্রন্থখানি ব্রাহ্মণ্যভাবে অনুপ্রাণিত। যদিও গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ জৈনশাস্ত্রে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তথাপি ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ ও মহাভারতভুক্ত ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে নগ্নজিৎ সুপরিচিত ছিলেন। চিত্রলক্ষণে যে নগ্নমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াই সমস্ত উপদেশাদি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে স্থলে দেবমূর্ত্তির উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, মূর্ত্তিগুলি শস্ত্রপ্রহরণধারী ও বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত। তৃতীয় অধ্যায়ের যে অংশ দেখিয়া নগ্নচিত্রের কল্পনা মনে আসে, তাহার পার্শ্বেই বলা হইয়াছে— "যে সকল মূর্ত্তির অধোভাগ বস্ত্রাবৃত ও কটিবন্ধবেষ্টিত, তাহাদিগের নাভিনিম্নস্থ উদরাংশ চারি অঙ্গুলপরিমিত।" পুনরায় এক স্থলে বলিতেছেন, "চক্রবর্ত্তীর পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ ও শিথিল হইবে।" ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চিত্রলক্ষণের যে দুই অধ্যায়ে নগ্নজিতের নাম আছে, সেই দুই অধ্যায়ই সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্যভাবপূর্ণ। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে নগ্নজিতের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

লাউফের সাহেব আর একটি কথা তুলিয়াছেন। সে কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ ও চিত্রলক্ষণ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাহা হইতে গান্ধাররাজ্যে একটা প্রাচীন চিত্রশিল্পের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। গান্ধার-রাজ্যে যে একটা প্রাচীন চিত্রশিল্প ছিল, এবং সেই শিল্পের ভিত্তির উপর গ্রীক শিল্পিগণের প্রভাবে যে গান্ধারের ভাস্কর্য্য শিল্পের অভ্যুত্থান, এইরূপ অনুমান পূর্ব্বেই গ্রীন্‌বেডেল্ সাহেব তাঁহার "ভারতে বৌদ্ধ-শিল্প" গ্রন্থের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গান্ধারের ভাস্কর্য্য শিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই তিনি এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই,—

"In many sculptures of the *Gandhara* School, the pictorial element is so strongly in evidence that one might imagine that an early school of painting had existed in Gandhara whose extreme offshoot is represented to some extent in the Tibetan ecclesiastical painting; for examples, the nimbus, and the reliefs of "the flight of the Bodhisattva," "the birth of Gautama."

অর্থাৎ গান্ধারের অনেক ভাস্কর্য্য-নিদর্শনে চিত্রশিল্পসুলভ লক্ষণের এরূপ প্রাচুর্য্য যে, এ কথা কল্পনা করা যাইতে পারে যে, গান্ধারে একটা প্রাচীন চিত্রকলা ছিল। তিব্বতীয় ধর্ম্মচিত্রগুলি সেই চিত্রকলার একটা প্রত্যন্তশাখা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

খোটান ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কতক-পরিমাণে গান্ধার ভাস্কর্য্য-শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে একটি ঐতিহ্য আছে

যে, বাজ্-না ও ওয়াই-চি-ই-সোঙ নামক দুই জন খোটানী চিত্রকর ভারতীয় চিত্রশিল্পের আদর্শ কোরিয়া ও চীনদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমাদের কল্পিত গান্ধার চিত্রকলাই খোটানী চিত্রকর কর্তৃক কোরিয়া ও চীনে নীত হইয়াছিল—এ কল্পনা অমূলক না হইতে পারে। অবশ্য এ সকল কথা কল্পনা ও অনুমান মাত্র। এ কল্পনা সিদ্ধান্তে পরিণত নাও হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের পক্ষে এরূপ কল্পনার মূল্য আছে বলিয়াই, এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম।

এখন চিত্রলক্ষণের মূল বিষয়ের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তৃতীয় অধ্যায়ে মানবচিত্রের বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তি-চিত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ও পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে।

পরিমাপগুলি বরাবর অঙ্গুল-হিসাবে পরিমিত। যাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তাহারই অঙ্গুলি দ্বারা মাপ লইতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন পরিমাপ হইতে পারে, কিন্তু একটি চিত্রমধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর অনুপাত ঠিক থাকা চাই। এই মানগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না। শিল্পতত্ত্বালোচনার পক্ষে সে গুলি অতি মূল্যবান্ তথ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল গ্রন্থখানির সামান্য পরিচয় দিয়া তৎপ্রতি পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রথমে চক্রবর্ত্তী পুরুষের সমগ্র শরীরের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ন্যগ্রোধবৃক্ষের ন্যায় সুবিন্যস্ত। গ্রন্থের শেষভাগে চক্রবর্ত্তী পুরুষের একটি সুদীর্ঘ রূপবর্ণনা আছে। তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র অতি সুন্দর। যদি তাহার সেই প্রভামণ্ডলপরিবৃত রূপের সহিত কোন বস্তুর তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী ভূপতির সহিতই তাহার তুলনা হয়। সেই জন্যই তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া প্রভামণ্ডল চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রপ্রভার ন্যায় শুভ্র। সেই জন্য চক্রবর্ত্তি-শাসিত নরসমাজ দ্বিচন্দ্রবিশিষ্ট শুক্লসন্ধ্যার ন্যায় শোভা পায়। তাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর, তাঁহার গ্রীবা সুন্দর, তাঁহার কপাল সুন্দর। তাঁহার কেশের বর্ণ সুন্দর, উজ্জ্বল ও কোমল, তাঁহার কেশাগ্র কুঞ্চিত। তাঁহার নাসিকা উন্নত ও ঋজু, তাঁহার ওষ্ঠাধর রক্তিম। তাঁহার দন্তরাজি মুক্তাধবল, তাঁহার চক্ষুদ্বয় আকাশের ন্যায় নীলাভ, সুদীর্ঘবিশ্রান্ত। তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে তেজঃপুঞ্জ ঊর্ণা শোভমান। তাঁহার শুভ্রকায় অতি সুন্দররূপেই চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কর্ণদ্বয় সমভাবে চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায়। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পরিপুষ্ট। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সুসংযুক্ত। হস্তপদ সুপুষ্ট ও সুগোল এবং শরীর মাংসল। নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত ও গভীর। তাঁহার শরীর সকলদিকেই সুগোল, সুতরাং সন্ধিস্থলগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার উরুযুগল হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগোল। তাঁহার জানু বা গুল্ফগ্রন্থি দৃষ্টিগোচর হইবে না। তাঁহার নখর অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়। তাঁহার পদতল চক্র-চিহ্নিত। তাঁহার অঙ্গুলি দীর্ঘ ও সুগোল। তাঁহার বর্ণ চম্পকপুষ্পের ন্যায়।"

গ্রন্থমধ্যে নানাস্থানে যে সমস্ত উপদেশ ও নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে এই কয়টি কথার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ পুরুষের শরীর মাংসল হইবে বটে, কিন্তু চিত্রমধ্যে কোথাও বন্ধুর মাংসপেশী, শিরা বা গ্রন্থি দেখান হইবে না। বক্ষঃস্থল সুপুষ্ট হইবে, অথচ সমতলভাবে চিত্রিত হইবে। চক্রবর্ত্তী বা দেবতার মূর্ত্তিতে গুম্ফ-শ্মশ্রু আদৌ থাকিবে না। তাঁহাদিগকে ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় চিত্রিত করিতে হইবে। তাঁহাদের শরীর সিংহোদরের ন্যায় দীর্ঘবিস্তৃত। এই সকল লক্ষণ ভারতীয় ও তিব্বতীয় চিত্রে সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রলক্ষণকার নয়ন-চিত্রণ সম্বন্ধে যত বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন, সেরূপ আর কোন অঙ্গ সম্বন্ধে দেন নাই। কারণ, চক্ষুই ভাব-ব্যঞ্জনার প্রধান সহায়। তিনি আকারভেদে পঞ্চপ্রকার চক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন;—(১) ধনুরাকৃতি; (২) উৎপলপত্রাকৃতি; (৩) মৎস্যোদরাকৃতি; (৪) পদ্মপত্রাকৃতি; (৫) কড়ি-সদৃশাকৃতি। প্রত্যেক আকারের চক্ষুর দৈর্ঘ্য-বিস্তারের পরিমাপ দেওয়া হইল। ধনুরাকৃতি চক্ষু নিমীলিতপ্রায়, ইহার বিস্তার ৩ যব মাত্র। ধনু হইতে উৎপলাদিক্রমে বিস্তার ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। কড়িচক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ফারিত। ইহার বিস্তার ১০ যব। ধ্যানস্থ যোগীদিগের চক্ষু ধনুরাকৃতি। সাধারণ লোকের চক্ষু উৎপলাকৃতি। রাজা, রমণী ও প্রেমিকের চক্ষু মৎস্যোদরাকৃতি। ভয় বা ক্রন্দনসূচক চক্ষু পদ্মপত্রাকৃতি। যাতনা ও ক্রোধব্যঞ্জক চক্ষু কড়ির ন্যায় বিস্ফারিত। দেবতাদিগের চক্ষু চিত্রিত করিলে রাজা প্রজার কল্যাণ বৃদ্ধি হয়। দেবনেত্র দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র ও স্নিগ্ধ, নয়নপল্লবে কোন কর্কশতা নাই, আভা পদ্মপত্রের ন্যায় এবং নীলবর্ণ মণির মধ্যে নানা বর্ণলীলায় সুচঞ্চল, চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ। এই স্থলে গ্রন্থকার ৩৬ প্রকার নয়নভঙ্গীর উল্লেখমাত্র করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করিবেন, বলিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ কোন অধ্যায় পাওয়া যায় নাই।

চক্ষুর ন্যায় ভ্রূরও প্রকারভেদ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা প্রশান্ত ব্যক্তির ভ্রূ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, নর্ত্তনশীল; ক্রোধাবিষ্ট ও ক্রন্দনশীল ব্যক্তির ভ্রূ ধনুরাকৃতি; ভীতিগ্রস্ত ও বিলাপকারী ব্যক্তির ভ্রূ নাসাসন্ধি হইতে উত্থিত হইয়া অর্দ্ধকপাল জুড়িয়া থাকে।

চিত্রলক্ষণে শুধু যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নহে। অনেক স্থলে বর্ণসম্বন্ধেও উপদেশ আছে। যে কয় প্রকার বর্ণের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল। চিত্র-শিল্পবিদ্‌গণ ইহার সহিত ভারতীয় চিত্র-শিল্পের অধুনাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

১। লাল—উৎপলাকৃতি চক্ষুর ধারবর্ত্তীভাগে; ওষ্ঠাধরপ্রান্ত (বিম্বফলের ন্যায়); নখর (লালাভ); নখের ভিতর দিক্ (উৎপলবৎ, নাগরাজ-ফণাবৎ); করতল (রক্তপদ্মবৎ, শশাসৃজ-বৎ); জিহ্বা (রক্তবৎ); পদপ্রান্তে অলক্তরাগ।

২। শুক্ল—দেবতাদিগের চক্ষু (দুগ্ধবৎ); দন্ত (মুক্তাবৎ) দুগ্ধবৎ, পদ্মবীজবৎ, কুন্দবৎ, সুমন (জাতি)-পুষ্পবৎ; চক্রবর্ত্তীর পরিচ্ছদ।

* বৃহদ্ভট্টের রত্নপরীক্ষায় পদ্মরাগমণির সহিত শশরক্তের তুলনা করা হইয়াছে।

৩। নীল—চক্ষুতারকা (আকাশবৎ); কেশ (ইন্দ্রনীলমণিবৎ, ভ্রমরবৎ, অঞ্জনবৎ, ময়ুর-কণ্ঠবৎ, কোকিলকায়বৎ, আকাশবৎ)।

৪। কৃষ্ণ—চক্ষুর মণি।

৫। জাফরাণ—কররথপ্রসাধনে ব্যবহৃত।

৬। সুবর্ণ—চক্রবর্ত্তীর গাত্রবর্ণ (জাম্বুনদসুবর্ণবৎ, প্রস্ফুটিত পদ্মবীজবৎ, চম্পকবৎ)।

এই ছয়টি বর্ণের মধ্যে লাল, শুক্ল, নীল ও সুবর্ণ, এই কয়টি বর্ণেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন আপনাদের সম্মুখে চিত্রলক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করিলাম। গ্রন্থখানির সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন মনে উদয় হয়। তন্মধ্যে প্রবন্ধমধ্যে কয়েকটি নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। আশা করি, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল প্রশ্নের যথাযথ বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

সমতটের পূর্ব্বে

(প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য)

গত ১৩২৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-লিখিত "সমতটের পূর্ব্বে"-শীর্ষক প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদী পূর্ণ বাবু যদি প্রতিবাদের পূর্ব্বে ঐ প্রবন্ধটি মনোযোগসহকারে পাঠ করিতেন এবং তন্মোল্লেখিত * বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে তাঁহাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইত না, যে গুলির উত্তরে ঐ সকল প্রবন্ধে লিখিত বহু কথার এস্থলে পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে। সে যাহা হউক, পূর্ণ বাবু প্রথমেই বলিয়াছেন্ যে, "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধলেখক (বিদ্যাবিনোদ মহাশয়) দেশবৎসলতা-প্রণোদিত হইয়াই 'শিহলিচটলো'কে শ্রীহট্ট বলিয়াছেন। উত্তরে বক্তব্য যে, এ কথা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ই যে বলিয়াছেন, এমন নহে। তাঁহার বহু পূর্ব্বে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহোদয় ইহা বলিয়া গিয়াছেন। [রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩১৯, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮০ পৃ° দ্রষ্টব্য]। "বিজয়া" (আষাঢ়, ১৩২০) পত্রিকায়ও ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন আলোচনা-প্রসঙ্গে ৺রাজকৃষ্ণ বাবু ও ৺কৈলাস বাবুর কথা আছে এবং তাহাতে শ্রীহট্টের ৭ম শতাব্দীতে স্ব-নামে ও স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ ঐ সময়কার এক প্রাচীন লিপিতে "শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ" এই শব্দটি যে রহিয়াছে, এ কথাও উল্লেখিত হইয়াছে। [ঐ সংখ্যার "বিজয়া", ৬৩১ পৃ° অথবা এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ১নং ভলিউম—১ম ভাগ, ১০ পৃ° দ্রষ্টব্য।] অতএব শিহলিচটল "শ্রীহট্ট" না হইলেও শ্রীহট্টের কোনও ক্ষতির কারণ যখন দেখা যায় না এবং যখন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বহুপূর্ব্বেই বঙ্গের বিখ্যাত দুই জন প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীহট্টকেই শিহলিচটল দ্বারা সূচিত মনে করিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিবাদী পূর্ণ বাবুর এরূপ উক্তি সমীচীন কি না, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পূর্ণ বাবু সাহসিকতা-সহকারে বলিতেছেন, "আমরা বলিতেছি, সিলেট শব্দই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতে বৈষ্ণব পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া "শ্রীহট্ট" হইয়াছে।" তিনি "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধেই (৪র্থ পৃ°—২৪ পঙ্‌ক্তি হইতে) দেখিতে পাইবেন, ভাটেরার তাম্রশাসনে (যাহা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ১৮৮০ অব্দে এসিয়াটিক জর্ণেলে আলোচিত হইয়াছে) "শ্রীহট্টনাথ" শিবের উল্লেখ আছে এবং এই শাসন ত্রয়োদশ শতাব্দীর (অন্ততঃ) বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (৫ পৃ°, ৩—৪ পঙ্‌ক্তি)।

---

* "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধের ৪র্থ পৃষ্ঠা ফুটনোট দ্রষ্টব্য (১৩২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১ম সংখ্যা); তাহাতে আছে, "এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীহট্ট এত প্রাচীন কি না? তদুত্তরে যাহা বক্তব্য, তাহা ইতঃপূর্ব্বে ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্রশাসন সমালোচনা স্থলে বলিয়াছি" ইত্যাদি।

প্রতিবাদী আরও সাহসিকতা-প্রণোদিত হইয়া বলিয়াছেন, "শ্রীহট্ট শব্দ কোন্ পুরাণে বা প্রাচীন তন্ত্রে আছে, তাহা পদ্মনাথ বাবু দেখাইয়া দিতে পারেন কি?" "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধের ৩য় পৃষ্ঠার ফুটনোটে "শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ" এই একটি তন্ত্রোক্ত বচন রহিয়াছে। তন্ত্রান্তরে (অর্থাৎ অপর এক তন্ত্রে) যে উহার পাঠান্তর আছে, তাহাও বলা হইয়াছে; কিন্তু ঐ স্থলে তন্ত্রের নাম নাই। "চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য" (যাহা হয় ত প্রতিবাদী পড়িয়া থাকিবেন) তৃতীয় সংস্করণ, ১০০ পৃষ্ঠার ৪র্থ পঙ্ক্তিতে ঐ বাক্যটি আছে এবং তাহা মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রের বচন। চট্টলের প্রাচীনত্ব-খ্যাপনে যে "যোগিনী-তন্ত্রের" নাম সর্ব্বাদৌ প্রতিবাদী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও বহুশঃ শ্রীহট্টের নাম আছে ["বিজয়া"র ঐ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৩২০, আষাঢ়—৬২৯পৃঃ; অথবা যোগিনীতন্ত্র দ্বিতীয়ার্দ্ধ, প্রথম পটল—১৪।১৫ শ্লোক; ঐ ২য় ভাগ, দ্বিতীয় পটল—৪২।৪৩ শ্লোক—ঐ ঐ; ৬ষ্ঠ পটল, ১৪৬ শ্লোক; ঐ ঐ—৯ম পটল, ৯০.শ্লোক দ্রষ্টব্য।]

এ ছাড়া চট্টলের প্রাচীনত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি আবার দুই একটি পুরাণ ও তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল পুরাণ, "উপপুরাণ"—এ গুলি অত্যন্ত আধুনিক; তন্ত্রের তো কথাই নাই। যে যোগিনীতন্ত্রের কথা সর্ব্বাদৌ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কোচবিহার রাজবংশের বীজী পুরুষ বিশ্বসিংহের নাম আছে। বিশ্বসিংহ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। অপিচ যে "চৈত্র-মাহাত্ম্য" পুরাণের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যে তাহা দেবীপুরাণের অন্তর্গত বলা হইয়াছে, অথচ বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত দেবীপুরাণে ঐ চৈত্র-মাহাত্ম্যের নামগন্ধও নাই। *

মহাপীঠ এবং অনাদিলিঙ্গগুলি অবশ্যই শাস্ত্রবিশ্বাসীর নিকটে সত্যযুগ হইতেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রকাশ এই কলিযুগের দুর্ব্বলাধিকারীদের হিতার্থে এ যুগেই হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় তন্ত্র ও উপপুরাণের বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া কোনও ফল নাই। ইহার উপর আবার প্রক্ষিপ্তাংশও বহু আছে। পদ্মপুরাণ মহাপুরাণের মধ্যে পরিগণিত—ইহাতে শকুন্তলোপাখ্যান (কালিদাসের লেখানুরূপ) প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। †

প্রতিবাদী মহাশয় তন্ত্রাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কুত্রাপি চট্টলের পূর্ব্বে "শ্রী" নাই। অবশ্য চট্টলবাসী পণ্ডিত বা লেখকগণ স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বীয় জন্মভূমির পূর্ব্বে 'শ্রী' বসাইতে পারেন। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতেও দেখা যায়, রাজধানীগুলির নামের পূর্ব্বে কখন কখন

---

* চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যের লেখক চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী মহাশয় বলেন যে, তাঁহার নিকট হস্তলিখিত দেবীপুরাণের অংশ "চৈত্র-মাহাত্ম্য" আছে। হস্তলিখিত কোন কিছু যদি অন্যত্র মুদ্রিত বা উদ্ধৃত না হয়, তবে উহার প্রামাণিকতা কতদূর, ভাবিয়া দেখা উচিত।

† বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণে শকুন্তলার উপাখ্যানটি পাই নাই, অথচ বঙ্গবাসি-সম্পাদক রায় সাহেব ৺বিহারিলাল সরকার মহাশয় অন্যত্র প্রকাশিত পদ্মপুরাণ দেখিয়াই বোধ হয়, শকুন্তলা-রহস্যে পদ্মপুরাণকেই শকুন্তলা নাটকের পদ্যাংশের মূল বলিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ততা এইরূপ বিভিন্ন পাঠ হইতেই ধরা পড়ে।

শ্রী বসিত, যেমন, "শ্রীবিক্রমপুর", "শ্রীচুর্জ্জয়া" ইত্যাদি। তবে বৌদ্ধ পরিব্রাজক য়ুয়নচোয়াং কেন যে 'চট্টল'কে এমন সম্মান দেখাইবেন, তাহার উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। প্রতিবাদী বলেন, উহা বৌদ্ধ তীর্থ বলিয়াই "শ্রী"পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। যদি তাহা হয়, তবে য়ুয়নচোয়াং তো সুবহু বৌদ্ধ তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, অন্যত্র কুত্রাপি 'শ্রী' প্রয়োগ করিলেন না, এখানে—যে জায়গায় তিনি পদার্পণও করেন নাই *—তাহা করিতে গেলেন কেন? ভাল কথা, "শ্রীচট্টল" তো পূর্ণ বাবুর মতে বৌদ্ধ-জগতে খ্যাতিপন্নই ছিল; বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে উহার নাম পাওয়া গিয়াছে কি? তিনি তো বৌদ্ধশাস্ত্র-পারদর্শী রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরকে আমোলেই আনেন নাই † স্বয়ং এদিকে একটু গবেষণা প্রয়োগ করুন না?

'শ্রীহট্ট' নামটির ব্যাখ্যা বিষয়েও তাঁহার আপত্তি এই যে, যদি ইহা 'লক্ষ্মীর' (বা মহালক্ষ্মীর) হট্টই হইত, তবে 'লক্ষ্মীহট্ট' হইল না কেন? 'লক্ষ্মী' ও 'শ্রী' উভয় শব্দই একার্থবাচক, তাই লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহারে দোষ কি? বিল্ববৃক্ষকে 'শ্রীবৃক্ষ' বলে—কেন না, "তত্রাসৌ বসতে লক্ষ্মীঃ শ্রীবৃক্ষস্তেন উচ্যতে।"—(শব্দকল্পদ্রুমধৃতবহ্নিপুরাণবচনম্।) এ স্থলেও তো "লক্ষ্মীবৃক্ষ" হইতে পারিত?

শ্রীহট্টে কোন বৌদ্ধ চৈত্যের পরিচিহ্ন নাই—চট্টলে আছে। ইহাও শ্রীহট্টের বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করান হইয়াছে। দুর্ভাগ্য (বা সৌভাগ্য)-বশতঃ শ্রীহট্টে সম্প্রতি বহুশতাব্দী যাবৎ কোনও বৌদ্ধ নাই, তাই চৈত্যও নাই। বৌদ্ধ মগেরা যে যে স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল, তথায়ই অধুনা বৌদ্ধ চৈত্যাদি দেখার সম্ভাবনা। শ্রীহট্ট কোনও দিন যে "মগরাজ্যের অন্তর্গত" ছিল এ কথা (প্রতিবাদী মহাশয় কুক সাহেবের বার্ম্মিজ্ হিস্টরীর পত্রাঙ্ক প্রদর্শন করিলেও) আমাদের জানা নাই—আমরা মাত্র জানি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকে মণিপুর ও কাছাড় রাজ্য এবং ব্রহ্মপুত্রোপকণ্ঠে আসাম রাজ্য মগদের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিল। এই উপদ্রবের ফলেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই বাধে, পরিশেষে আসাম ও কাছাড় ইংরেজের অধীন হইয়া পড়ে।

এখন বাকী রহিল শ্রীহট্টের কাছে সমুদ্রের কথা। এ সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধে (৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আলোচিত হইয়াছে। শ্রীহট্টবাসীর 'সমুদ্র' দেখার সৌভাগ্য না হইতে পারে, কিন্তু একজন ইংরেজ—যিনি সাত সমুদ্র ডিঙাইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন—

---

* পূর্ণ বাবু প্রবন্ধে যেন বোধ হয়, তিনি মনে করেন, য়ুয়নচোয়াং চট্টলে গিয়াছিলেন এবং ঐ দিক্ দিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।।

† রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও চট্টগ্রাম চাটিগাঁ বলিয়াই বৌদ্ধজগতে খ্যাত ছিল। বিবঃকাবেও আছে, চট্টগ্রাম পূর্ব্বে বঙ্গ ও ত্রিপুরার হিন্দুরাজার ও আরাকাণের বৌদ্ধ রাজগণের অধীন ছিল। প্রবাদ আছে, খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে শেষোক্ত বৌদ্ধরাজ বঙ্গ আক্রমণ করিয়া বর্ত্তমান চট্টগ্রামে এক জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন; (Anderson's Archaelogical Catalogue of Indian Museum, Vol. II, p. 162) সেই ৎসিৎ-তং-গোঁ হইতে দেশীয়েরা চট্টগ্রাম বা চট্টল নাম দিয়াছেন।

তিনি মাত্র পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে শ্রীহট্টে আগমনকালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই পুনশ্চ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet I had recourse to my compass—the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent.'—(Extracts from the Lives of Lindsays). এক শত মাইল বিস্তৃত হ্রদ—যাহাতে কোম্পাস্ দ্বারা নৌচালনের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাহা প্রতিবাদী মহাশয় "ডেবা, ডোবা বা হাওর" বলিয়া উল্লেখিত করিলেন ! তাম্রশাসনে যে "সাগর পশ্চিমে" বলিয়া সীমা-নির্দ্দেশ আছে, "নৌবাটক" শব্দেই বা কি বুঝায়, এ সকল তো পূর্ণ বাবু গ্রাহ্য বলিয়াই মনে করিলেন না !

'শিহলিচটল'কে 'চট্টল' ধরিয়া য়ুয়নচোয়াং কর্ত্তৃক উল্লেখিত অপরাপর রাজ্যের সংস্থান করা উচিত ছিল ; প্রতিবাদী মহাশয় ততটা মাথা ঘামাইতে চান নাই। তিনি 'কমোলংক' প্রভৃতি অপর পাঁচটি রাজ্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে নির্দ্দেশিত স্থানেই রাখিতে চান এবং তজ্জন্য য়ুয়নচোয়াঙের আর একটি ভুল আবিষ্কৃত করিয়াছেন—যাহা এ যাবৎ ইউরোপীয় বা এসিয়ার অধিবাসী কোনও প্রত্নতত্ত্বিক ধরিতে পারেন নাই। এ যাবৎ চীনীয় পর্য্যটকের একটি মাত্র ভুল প্রদর্শিত হইত—অর্থাৎ শিহলিচটল সমতটের 'উত্তর-পূর্ব্বে, না হইয়া 'দক্ষিণ-পূর্ব্বে' হইবে—এইটুকু মাত্র। পূর্ণ বাবু সেই ভুলটি ছাড়া আর একটি ভুল বাহির করিয়াছেন, তাহা এই,—'কমোলাংক' শিহলিচটলের 'দক্ষিণ-পূর্ব্বে' না হইয়া 'উত্তর-পূর্ব্বে' হইবে। তাহা হইলেই 'কমোলংক' 'কোমিল্লা' হইবে (এবং অন্যান্যগুলি ঠিক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-প্রদর্শিতানুরূপই হইবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বোধ হয়)। কিন্তু তিনি সংশোধনেও একটু ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। কোমিল্লা (ত্রিপুরা অর্থাৎ বর্ত্তমান হিল্ টিপারা নহে—ইহা তখন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল) চট্টলের উত্তর-পূর্ব্বে নহে, উত্তরে—বরং উত্তর-পশ্চিমে বলিলেও পারিতেন। ফলকথা, বেচারা য়ুয়নচোয়াঙের উপর অবিচারের মাত্রাটা প্রতিবাদী মহাশয় বাড়াইয়াছেন মাত্র। সংস্কৃতজ (রাজ্যাদির নামসূচক) শব্দ চীনদেশীয় অক্ষর (letter নহে, syllable) দ্বারা প্রকাশ করিতে গিয়া অবশ্যই য়ুয়নচোয়াং (বা অন্যান্য চীনীয় পরিব্রাজক) নানা বিড়ম্বনা ঘটাইয়াছেন, তাহাতে সংস্কার বা সংশোধনের অবসর আছে ; কিন্তু দিক্‌সূচক শব্দ তদানীং অতি সভ্য চীনদেশীয়দের অভিধানে অবশ্যই সুস্পষ্ট ছিল ; ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বিকগণ দিগ্বাচক শব্দের তরজমায় সকলেই একমত। এ অবস্থায় য়ুয়নচোয়াঙের বিবরণীতে উল্লেখিত দিগ্বাচক শব্দগুলিকে উলট-পালট করা নিতান্তই অসমীচীন। চীনদেশের প্রত্নতত্ত্বালোচনায় ওয়াটার্স সাহেবের স্থান অতি উচ্চে—তিনি 'উত্তর পূর্ব্ব'কে (সমতটের 'উত্তর-পূর্ব্বে' শিহলিচটল—এই স্থলে) 'দক্ষিণ-পূর্ব্ব' করা সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন—"which (i. e. North-east) is the reading of all the texts of the Life and of the Fangchi." (Watters' Yuan Chwang, Vol. ii, pp. 188-9)

অর্থাৎ বিভিন্ন দুইখানি গ্রন্থের নানা প্রতিলিপিতে একই পাঠ "উত্তর-পূর্ব্ব" পাওয়া যাইতেছে। এই পাঠ অব্যাহত রাখিয়া যুয়নচোয়াং যে সকল রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সে গুলির সংস্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গালা প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩২৬ সালের প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধরূপে এবং ইংরেজী প্রবন্ধ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেলের ১৯২০ সালের প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে একটু সাবধান হইয়া করাই আবশ্যক ছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ঈদৃশ একটা প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সমালোচনা, প্রতিবাদ ইত্যাদি হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কেন না বাদ বিতর্ক দ্বারাই সত্যের আবিষ্ক্রিয়া হয়—এবং আবিষ্কৃত সত্যেরও ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধেরও একটা প্রতিবাদ ফরাসী প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ মুসো ফিনো ঐ জর্ণেলেই প্রকাশিত করিয়াছেন—তবে উহাও সারবান্ বলিয়া প্রতীত হইল না। ইনিও কিন্তু শিহলি-চটলকে 'শ্রীচট্টল' বলেন না—পূর্ব্বেকার মত শ্রীক্ষেত্র বা প্রোমই বলেন, পরন্তু তৎপক্ষে যুক্তির মূল বড়ই শিথিল।

শ্রীসাতকড়ি মিত্র

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব

বুদ্ধদেব তপস্যা-বলে সম্বোধি লাভ করিয়া অর্হৎত্ব বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন ও স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালপ্রচলিত ছয়টি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছয় জন প্রধান গুরু—পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত ও সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত—আপনাদের শিষ্যবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে দেখিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। এই ছয় জন বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী ধর্ম্মগুরু তীর্থিক বা তীর্থ্য নামে পরিচিত; পালি ভাষায় তাঁহাদের তিত্থিয় বলা হইত।

এই তীর্থিকদিগের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, আচার্য্য ম্যাক্‌স্‌মূলার ষড়্‌দর্শনের ইতিহাসে এই তীর্থিকদিগের স্থান নির্ণয় করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ষড়্‌দর্শনে তীর্থিকদিগের স্থান ও জৈন বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর তাঁহাদের প্রভাব সম্বন্ধে কোন সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; কারণ, তখন প্রমাণ ও উপকরণগুলি অধিকপরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই।

মহাবীর (নিগণ্ঠ নাথপুত্ত)-প্রমুখ ছয় তিত্থিয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত রক্‌হিল সাহেব-প্রণীত বুদ্ধজীবনীতে আছে; এখানি সামঞ্‌ঞফলসুত্ত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। রক্‌হিল তাঁহার পুস্তকের পরিশিষ্টে জৈন ভগবতী গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া মহাবীর (নিগণ্ঠ নাথপুত্ত) ও গোসাল মঙ্খলিপুত্ত মধ্যে আলাপের এবং সামঞ্‌ঞফলসুত্তের দুইটি চীন সংস্করণ অনুসারে ছয় তীর্থিকের মতবাদের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনিও কিন্তু প্রকৃত সমস্যার মীমাংসা করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

স্পেন্স হার্ডি, আচার্য্য ওল্‌ডেন্‌বার্গ এবং অন্যান্য লেখকেরা, যাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তীর্থিকদের সম্বন্ধে কিংবদন্তীমূলক বিবরণমাত্র দিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন।

অধ্যাপক য়াকবি সর্ব্বপ্রথমে জৈনসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার ২৭ পৃষ্ঠায় এই ছয় জন ধর্ম্মপ্রচারক তীর্থিকদের বিবরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন,—

"বুদ্ধদেব ও মহাবীরের সময়ে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন ইতিবৃত্ত যথেষ্ট ও পর্য্যাপ্ত না হইলেও যতটুকু আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই অমূল্য; কারণ, এই সকল বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, ঐ দুই প্রধান ধর্ম্ম-সংস্কারক তাঁহাদের ধর্ম্মমত কোন্ ভিত্তির উপর কোন্ উপকরণে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। জৈন-বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিরোধী ছয় তীর্থিকের ধর্ম্মমত ও জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম্মমত কোন কোন অংশে এমন সুসদৃশ যে, আমরা অনুমান

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করিতে পারি যে, বুদ্ধদেব ও মহাবীর তাঁহাদের ধর্ম্মবিরোধী ছয় ধর্ম্মগুরুর নিকট নিজেদের মতবাদের জন্ত কতকাংশে ঋণী ছিলেন। আর এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নয়।"

অধ্যাপক য়াকবির এই উক্তির উল্লেখ করিয়া আচার্য্য রীস্ ডেভিড্স্ বলিয়াছেন,—"বৌদ্ধ ও জৈন ইতিবৃত্তে যে দার্শনিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত মতবাদের আলোচনা ও মীমাংসা আছে, তাহাতে বেদান্ত বা বৌদ্ধধর্ম্মের ন্তায় মৌলিকতা বা মূলগত মূল্য না থাকিতে পারে, তথাপি সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্টই আছে; কারণ, তাহারা সমাজের এমন একটি আদিম অবস্থার পরিচয় দেয়, যখন সমাজ ছিল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও ধর্ম্ম ছিল উদার, উন্নত—সর্ব্বদেববাদ। আর যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন কালের ভৌগোলিক সংস্থান, রাষ্ট্রবিভাগ ও ব্যবস্থা, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ভারতের অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয়ের আবশুক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।"

অধ্যাপক য়াকবি ছাড়া শ্রীমতী রীস্ ডেভিড্স্ বিশেষ যত্নের সহিত আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ সব তীর্থিক তাঁহাদের কুতর্ক ও কুযুক্তি দ্বারাও কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সকল প্রকার বৌদ্ধ-ইতিবৃত্তে প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি ধর্ম্মোপদেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁহাদের সকলকেই ছয় তীর্থিক বা তিত্থিয় নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। এই সব ইতিবৃত্তের সকলগুলিই নির্ভরযোগ্য ও বিচারসহ নহে; যেহেতু কোন কোন ইতিবৃত্ত নানা প্রকারে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে যে, ঐ সব ধর্ম্মগুরুর যশ বুদ্ধদেবের আচরণের মহিমায় ও প্রভাবে একেবারে আচ্ছন্ন ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল। জাতকের মধ্যে এই সব ধর্ম্মগুরুকে বুদ্ধের তুলনায়—ময়ূরের তুলনায় কাকের ন্তায়—অপকৃষ্ট বলা হইয়াছে।

মিলিন্দ-প্রশ্ন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের রচনা। এই পুস্তকে ছয় তিত্থিয়ের একটি কৃত্রিম বৃত্তান্ত আছে। এই বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই সামঞ্ঞফলসুত্তের বিবরণ স্মরণপথে উদিত হয়। সামঞ্ঞফলসুত্তের বিবরণ অনেকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে তীর্থিকদের বিবরণ যৎসামান্তই আছে। বৌদ্ধ লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতবাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিরুদ্ধ ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া, আমরা কেবলমাত্র সামঞ্ঞফলসুত্ত অবলম্বনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করি না। যেখানে ইহার সাক্ষ্য অপর সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গত হইবে, কেবল সেইটুকু বিবরণ সত্য অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। জৈন অঙ্গ ছয় তীর্থিকের মধ্যে কেবলমাত্র মক্খলি গোসালপুত্ত ও নিগণ্ঠ নাথপুত্তের উল্লেখ করিয়াছে; নিগণ্ঠ নাথপুত্ত যে মহাবীরের নামান্তর, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। অন্তান্ত তীর্থিকের নামোল্লেখ না থাকিলেও মাঝে মাঝে তাঁহাদের মতবাদের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সামঞ্ঞফলসুত্ত ও অন্তান্ত পুরাতন বৌদ্ধসুত্তে এই ছয় তীর্থিককে ধর্ম্মগুরু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; তাঁহাদের বহু শিষ্য ছিল; তাঁহারা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; তাঁহাদের তার্কিক বলিয়া খ্যাতি ও যশ ছিল। তাঁহারা লোকমান্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত মহাসকুলদায়ীসুত্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সব তিত্থিয়ের তর্কালোচনায় মগধ পরিপূর্ণ থাকিত; ইহাদের শিষ্যেরাও অদম্য উৎসাহ ও সাহস-সহকারে দার্শনিক তর্ক করিতেন। জৈন গ্রন্থগুলিতে গোসাল তীর্থিককে সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণে চিত্র করিবার প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও, জৈন ভগবতী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, গোসাল, জিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মহাবীরের দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রাবস্তীতে শিক্ষকগুরু বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। সুত্তনিপাতের অন্তর্গত সভিয়-সুত্ত পাঠে জানা যায় যে, সভিয় নামে একজন পরিব্রাজক বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি ছয় তীর্থিকের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ ও সন্ন্যাসে অর্ব্বাচীন কি না। সমণ গোতম এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবল বলিয়াছিলেন যে, বয়সে কেহ বড় হয় না—বড় হয় জ্ঞানে। কিন্তু অন্যত্র স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমণ গোতম এই ছয় তীর্থিকের সমসাময়িক হইলেও, বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন।

মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত সামগামসুত্ত ও দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত পাটিকসুত্ত হইতে পাওয়া যায় যে, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত অর্থাৎ মহাবীর বুদ্ধদেবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। আচার্য্য হর্ণ্‌লে অনুমান করেন যে, বুদ্ধদেবের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর দেহত্যাগ করেন। মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত অভয়রাজকুমার-সুত্তে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব ও দেবদত্তের মধ্যে যে বিবাদ ছিল, তাহার সংবাদ মহাবীর অবগত ছিলেন। অধ্যাপক কার্ণের মতে বুদ্ধদেবের ৭২ বৎসর বয়সে রাজা বিম্বিসারের মৃত্যু হয় এবং বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে বুদ্ধদত্তের আন্দোলন বিম্বিসারের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রমাণ-সমর্থিত অনুমানগুলি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই মনে হয়। মহাবীর ৭২ বৎসর ও বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। সুতরাং মহাবীরের জীবনের অধিকাংশই বুদ্ধদেবের জীবনের সমসাময়িক ছিল। ডাক্তার হর্ণ্‌লে জৈন ইতিবৃত্তের প্রমাণগুলি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহাবীরের দুই বৎসর পূর্ব্বেই গোসাল মখ্খলিপুত্ত বহুযশস্বী শিক্ষাগুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গোসাল, মখ্খলিপুত্তের মৃত্যুর পরও মহাবীর ষোল বৎসর জীবিত ছিলেন।

গোসাল যে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন ও তিনি গুরুর সহিত বিবাদ করিয়া স্বতন্ত্র হন, এ কথা বৌদ্ধ-সাহিত্যে বহুবার উল্লিখিত হইলেও, গোসাল যে মহাবীরের শিষ্যত্ব কখনও স্বীকার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়। জৈন ইতিবৃত্ত এই দুই ধর্ম্মশিক্ষকের সম্পর্ক রহস্যাবৃত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য বৌদ্ধ ইতিবৃত্তের শরণাপন্ন হইতে হয়। বৌদ্ধ খণ্ড রচনা যত পাওয়া যায়, সকলগুলিতেই ঐ দুইজনকে তৎকালের অতি প্রসিদ্ধ তার্কিক, মীমাংসক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। গোসাল-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম আজীবক বা মস্করী এবং মহাবীর-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম নিগণ্ঠ বা জৈন।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে এইটুকু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, মখ্খলি গোসাল ছিলেন মহাবীরের চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক। অপর তীর্থিকদের সময় নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। বৌদ্ধ সুত্তগুলির সাক্ষ্য অনুসারে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁহারা সকলেই গোতম বুদ্ধ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন ও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধ শীলশাস্ত্রে এমন কিছু কিছু বিবরণ আছে, যাহা হইতে বেলট্‌ঠি বংশের সঞ্জয়ের সময়ের একটু সূত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সুত্তগুলিতে সঞ্জয় বেলটঠিপুত্ত ও একজন পরিব্রাজক সঞ্জয়ের নাম উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছয় তীর্থিকদের অন্যতম অঞ্‌ঞতিত্থিয় পরিব্বাজক অর্থাৎ অন্যতীর্থিক পরিব্রাজক অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক ধর্ম্মোপদেশক; এবং শেষোক্ত পরিব্রাজক সঞ্জয় প্রথমে সারিপুত্ত ও মগ্‌গল্লানের শিক্ষক ছিলেন; সারিপুত্ত ও মগ্‌গল্লান পরে বুদ্ধ গোতমের প্রধান শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হন। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের কোন কোন অংশ বিচার করিয়া দেখিলে সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত ও সঞ্জয় পরিব্রাজক একই ব্যক্তি। কার্ণ্‌ ও য়াকবি এই সম্বন্ধে একমত হইয়া এই অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, বুদ্ধদেবের ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় বর্ষে যখন সঞ্জয়ের অন্যান্য বহু শিষ্যের সহিত সারিপুত্ত ও মগ্‌গল্লান বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহার অল্প দিন পরেই সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। যদিও বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে সঞ্জয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় রাজা অশোকের কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব ইহা দেখা গেল যে, সঞ্জয় যে কেবল বুদ্ধদেবের চেয়ে বয়সে বড় সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নয়; তিনি মহাবীর ও মখ্খলি গোসাল অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠ অথচ সমসাময়িক ছিলেন।

প্রশ্নোপনিষদে এক কবন্ধী কাত্যায়নের উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্ত্তক পিপ্পলাদ অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও সমসাময়িক ছিলেন। কাত্যায়নের উপনাম কবন্ধী বা কুকুদ কাত্যায়ন নামের অন্যান্য ধর্ম্মোপদেষ্টাদের হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। যদি অনুমান করা যায় যে, কুকুদ কাত্যায়ন বা কবন্ধী কাত্যায়ন পিপ্পলাদের সমসাময়িক ও বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং বুদ্ধদেব কাত্যায়নের বয়ঃকনিষ্ঠ ও সমসাময়িক ছিলেন, তবে ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, কাত্যায়ন ও সঞ্জয় সমবয়স্ক ও সমসাময়িক ছিলেন। অধ্যাপক কার্ণ্‌ একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, পুরণ কস্‌সপ বুদ্ধদেবের ৪২ বৎসর বয়সে গলায় একটি বড় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, কুকুদ কাত্যায়ন ও অজিত কেশকম্বলী সমবয়স্ক ছিলেন। এই যে কাল-নির্দ্দেশ—এগুলি সবই আপাতত-গ্রাহ্য ও বিরুদ্ধ প্রমাণে পরিত্যক্তব্য। ছয় তীর্থিকের মতবাদের পরস্পর সংযোগসূত্রের সমর্থক প্রমাণ দ্বারা ঐ কালনির্দ্দেশের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একজন অপরের চেয়ে কয়েক বৎসর আগে বা পরে জন্মিয়াছেন বা মরিয়াছেন প্রমাণ হইলেও, সেই সামান্য পৌর্ব্বাপর্য্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ছয় তীর্থিকের পরস্পরের

মতবাদে পার্থক্য থাকা সত্বেও তাঁহারা একই কালে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতের চিন্তাধারার পুষ্টি ও বুদ্ধদেবের মতবাদ প্রবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহাবীরের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থিকদের মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদিগের যত বিরোধ ও বিরাগ, মহাবীরের প্রতি ও তাঁহার মতবাদের প্রতি বৌদ্ধদের সেরূপ বিরাগ ও বিরুদ্ধতা ছিল না। এমন কি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, চাতুর্যাম-সম্বর অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ সংযম সম্বন্ধে মহাবীরের মতবাদের মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট উপাদেয়তা আছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন যে, ডাক্তার এফ্, ডব্লিউ টমাস মহাবীর ও অপর পঞ্চ পরিব্রাজকের সম্পর্কের সঙ্গে গ্রীক সোফিষ্ট্‌দের সহিত সক্রেটিসের সম্পর্ক-তুলনা করিতে চাহেন। মহাবীরকে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য তীর্থিকদের হইতে পৃথক্ করা যায় কি না, এই প্রশ্ন-মীমাংসা না করিয়াও বলা যায় যে, বৌদ্ধরা ছয় তীর্থিককেই অপরাপর সমসাময়িক পরিব্রাজক হইতে পৃথক্ করিতেন, যথা – ব্রাহ্মণ পরিব্বাজক ও অঞ্ঞ-তিত্থিয় পরিব্বাজক।

বৌদ্ধ শব্দ পরুসবাচা দ্বারা দুই শ্রেণীর পরিব্রাজকদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব ও তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা ছয় তীর্থিক সম্প্রদায়কে পরুসবাচা বলিয়া এই বুঝাইতে চাহিতেন যে, দার্শনিক তর্কের সময় তাঁহারা পরুষ বাক্য ব্যবহার করিয়া বিতণ্ডা করিতেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—"তোমরা এই মতবাদ ও সংযম বুঝিতে পারিবে না। আমি পারি। কেমন করিয়া তোমরা উহা বুঝিবে? তোমরা ভ্রমে পতিত। আমিই সত্যে প্রতিষ্ঠিত।" এই ছয় তীর্থিকের জীবনকথার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলা চলে। এই মাত্র জানি যে, তাঁহারা সকলেই ছিলেন—সমণ (শ্রমণ, সন্ন্যাসী), মুণ্ডক (নেড়া মাথা) ও পরিব্বাজক (পরিব্রাজক, অটনশীল)। তাঁহারা নিজেদের একদিকে সন্ন্যাসী ও অপর দিকে ব্রাহ্মণ গৃহী হইতে পৃথক্ মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহারা অরণ্যবাসী কৃচ্ছ্রব্রতাবলম্বী তপস্বী সন্ন্যাসী ও সংসারাসক্ত ব্রাহ্মণ গৃহীদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের সংযোগ-শৃঙ্খলের মতন কাজ করিতেন। তীর্থিকগণ সকলেই অদার ও অনাগারিক ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদের ন্যায় একেবারে সংসারত্যাগী লোকসংস্রবশূন্য ছিলেন না; তাঁহারা পৌর কর্ত্তব্য জনহিত হইতে বিরত থাকিতেন না। প্রায়ই তাঁহারা রাজধানীর প্রাচীর-বহির্ভাগে আপনাদের আশ্রম স্থাপন করিতেন। তাঁহাদের বুদ্ধি, প্রকৃতি, চরিত্র ও জীবনের উদ্দেশ্য সাধারণের হইতে স্বতন্ত্র ছিল। এক দিকে সন্ন্যাসী ও অপর দিকে গৃহী এবং মধ্যস্থলে তীর্থিকদের স্থান ছিল উচ্চে বা নীচে, দুই বলা চলে; তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সংযমে গৃহী হইতে উচ্চ ছিলেন এবং তপঃকৃচ্ছ্রতার শিথিলতায় সন্ন্যাসী হইতে নিম্নে ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাবীরের জৈন সম্প্রদায় তপঃকৃচ্ছ্রতায় বৌদ্ধদের অপেক্ষা এক কাঠি বাড়া ছিল এবং আজিবক বা মস্করীরা জৈনদিগের অপেক্ষা আরও কঠিনব্রতী ছিল। অন্য দিকে আবার ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা সাংসারিক আসক্তিতে ও ইন্দ্রিয়সুখবিলাসিতায় বৌদ্ধদিগের এক ধাপ নিম্নে ছিলেন; ব্রাহ্মণ মহাশালগণ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক অপেক্ষা আরও এক ধাপ নীচে; অর্থ-কামগণ (অর্থশাস্ত্র-রচয়িতারা) ধর্ম্মকারগণ হইতে এক পৈঠা নীচে ছিলেন, এই সমস্ত ঘটনা হইতে

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপর তীর্থিকদের ও মহাবীরের সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার পূর্ব্বগামী অর্হৎ জিনদের প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমরা বুদ্ধদেবের একটি উক্তির অর্থ আবিষ্কার করিতে পারি যে, কেন বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—তিনি দুই চয়ের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, পৌর জীবনের আদর্শ ও ত্যাগী সন্ন্যাসি-জীবনের আদর্শ।

সামঞ্ঞফলসুত্তে একটি বিবরণ আছে যে, মহাবীর আত্মসংযমের চতুর্ব্বিধ উপায় চাতুর্যাম সংবর সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব চতুয়ম-সংবর বাক্যের সংজ্ঞা দুই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এক, মহাবীর-সম্পর্কে, অন্য, স্ব-সম্পর্কে। মহাবীর-সম্পর্কে সংজ্ঞা এই,—নিগণ্ঠ জল হইতে সংবৃত থাকে, পাপ হইতে সংবৃত থাকে; সমস্ত পাপ ক্ষালন করিয়া পাপপ্রতিরোধের বোধে পরিপূর্ণ থাকে—ইহাই তাহার চাতুর্যাম সংবর; সে এই চতুর্গ্রন্থিতে বদ্ধ থাকে বলিয়া সে নিগ্‌গন্থো (নির্গ্রন্থি, বন্ধনবিহীন), গতত্তো (অভিলষিত-উদ্দেশ্য-সিদ্ধ), যতত্তো (বশী, সংযমী, দমী), থিতত্তো (স্থিরচিত্ত)। বুদ্ধদেব স্ব-সম্পর্কে চাতুর্যাম সংবর অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—চাতুর্যাম সংবর মানে শীল পালনের চারিটি নীতি, প্রত্যেককে চতুর্দ্দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখা।

মজ্‌ঝিম নিকায়ের চুলসকুলদায়ীসুত্ত পাঠে জানা যায় যে, মহাবীরের মতে চাতুর্যাম সংবর ও আত্মবঞ্চনা আত্মার শান্তিলাভের পথ। চাতুর্যাম সংবরের প্রথম সংবর সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, জৈনরা শীতল জল পান করিত না, এই ভয়ে যে, জলে প্রাণ ও আত্মা আছে। জৈনদের জীবহিংসা সম্বন্ধে সতর্কতা মক্খলি গোসালের প্রভাবের ফল; তিনি বহু ধর্ম্মমূলক সমস্যা উত্থাপন করিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে একটি এই—প্রাণধারণের জন্যও প্রাণিহিংসা করা সঙ্গত কি না? সূত্রকৃতাঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, হত্থিতাপস-সম্প্রদায় বৎসরে এক দিন একটি হস্তী বধ করিয়া সম্বৎসর তাহার মাংস আহার করিতেন এবং এইরূপে প্রাণিবধের সংখ্যা বৎসরে মাত্র একটির বেশী করিতে না হওয়ায় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেন। ব্রাহ্মণ-সংহিতাকার-ব্যবস্থাপকেরা স্মৃতিতে কোন কোন পশু ও মৎস্যের মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু যতী সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্মভাবে সর্ব্ববিধ অহিংসার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মজ্‌ঝিম নিকায়ের উপালিসুত্তে এই বিষয়ে একটি মনোরম আলোচনা আছে। জৈন গৃহী উপালি বলিলেন,—তাঁহার ধর্ম্মগুরু মহাবীরের মতে প্রাণিহিংসামাত্রই পাপ—সেই হিংসা ইচ্ছাকৃতই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক। বুদ্ধদেব বলিলেন,—অনিচ্ছাকৃত কোন কর্ম্মে মানুষ পাপভাগী হইতে পারে না; প্রাণিবধ নিবারণ করা অসাধ্য; কারণ, চলিতে ফিরিতেও মানুষ বহু প্রাণ নষ্ট করিতে বাধ্য হয়। জৈনগণ এই বৌদ্ধ মতবাদের বিরোধী। সূত্রকৃতাঙ্গ পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে মনোরম বৃত্তান্ত জানা যায়।

দীঘনিকায়ের অন্তর্গত কস্সপসীহনাদসুত্তে বুদ্ধদেব অচেলক (বিবস্ত্র, দিগম্বর) সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, সেই বিবরণ অপরিবর্ত্তিতভাবে অঙ্গুত্তরনিকায়, পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি ও অন্যান্য পুস্তকে আছে। এই বিবরণ মধ্যে সেই সময়কার বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অবলম্বিত নিয়ম ও আচার প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই ব্রহ্ম-

পরিধায়ী। এই বিবরণের সহিত অধুনা লুপ্ত ও প্রাচীনতর ধর্ম্মসূত্রগুলিতে উল্লিখিত বৈখানস-ধর্ম্মসূত্র বা শ্রামণক সূত্রের তুলনা করা যাইতে পারে। এই বৌদ্ধ বিবরণ হইতে যে সমস্ত আচারের কথা জানিতে পারা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসূত্রে বানপ্রস্থী ও যতীদের পালনীয় নিয়ম ও আচারের মত। বৌদ্ধ বিবরণের বিশেষ মূল্য এই যে তাহার মধ্যে তীর্থিক-সম্প্রদায়ের বহু উল্লেখ আছে। কেশকম্বলি-সম্প্রদায় কেশ দ্বারা প্রস্তুত কম্বল পরিধান করিত। আজীবিক সম্প্রদায় নন্দবচ্ছ, কিস্‌স সংকিচ্চ, মক্‌খলি গোসাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; বুদ্ধদেব ইহাদের বিবরণ মজ্‌ঝিম নিকায়ের মহাসচ্চকসুত্তে পৃথগ্‌ভাবে দিয়াছেন; এই বিবরণ বস্তুতপক্ষে অচেলক সম্প্রদায়ের বিবরণেরই একাংশ। সেই বিবরণের প্রধান বিষয় এই,—আজীবিকেরা বস্ত্র পরিধান করিত না। তাহারা প্রাণিমাত্রেরই প্রতি সদয় আচরণ করিত। তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বিবেচনা করিত ও কাহারও আদেশ মান্য করিত না। তাহারা বহুদিন বা বহু সপ্তাহ একাদিক্রমে উপবাস করা অভ্যাস করিয়াছিল। মজ্‌ঝিম নিকায়ের মহ-সচ্চকসুত্তে আছে যে, সচ্চক নামে এক জৈন বুদ্ধদেবকে জানাইয়াছিলেন যে, আজীবিকেরা নৈতিক জীবন যাপন না করিয়া উত্তম খাদ্য ও পানীয় দ্বারা দৈহিক বল ও মেদ বৃদ্ধির চেষ্টা করিত। সূত্রকৃতাঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, একজন জৈন মক্‌খলি গোসালকে কুচরিত্রতার জন্য নিন্দা করিতে-ছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব আজীবিকদিগের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগকে কুচরিত্র বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া মনে হয় না। যদিও জৈনদের কাছে আজীবিক শব্দ সংসারানুরক্তির প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, তাহারা আধ্যাত্মিক জীবনের অনুকূল নীতি সম্মা আজীবো (সম্যক্ জীবন) পালন করিত। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধশাস্ত্র আজীবিকদের যে সামান্য বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে, আজীবিকেরা জৈন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পালনীয় প্রায় সকল প্রকার নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিত। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আজীবিকদের নিকট হইতেই জৈন ও বৌদ্ধদের 'সম্মা আজীবো' নীতি পাওয়া গিয়াছে। তীর্থিকদের প্রভাব যে কেবল জৈন ও বৌদ্ধদের আচরণেই পড়িয়াছিল, তাহা নয়, তাহাদের ধর্ম্মমতও উহাদের মতবাদে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

আমাদের এই আনুমানিক উক্তির সমর্থক প্রমাণ তীর্থিকদের মতবাদ পর্য্যালোচনা করিলে পাওয়া যাইবে। পকুধ কচ্চায়ন (কুকুধ কাত্যায়ন) যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে—সস্‌সতবাদ (শাশ্বতবাদ।—ব্রহ্মজালসুত্ত, দীঘ-নিকায়, Vol. I, P. 1); অঞ্ঞ্‌ঞজীবো (অন্যজীব—দ্বৈতবাদ), অন্নংশরীরোবাদো, সক্কারবাদো, আত্মষষ্ঠবাদো, অনিক্যবাদো, অকিরিয়াবাদো (অক্রিয়াবাদ)। কবন্ধী কাত্যায়নের দার্শনিক তত্ত্ব নাস্ত্যস্তিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়—নোয় উপজ্জএ অসম্—অসৎ বা অনস্তিত্ব হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না; সতো নচ্চি বিনাসো—যাহা সৎ বা অস্তি, তাহার বিনাশ বা নাস্তি নাই; অসতো নত্থি সম্ভবো—অসৎ বা নাস্তি হইতে কিছুর সম্ভব বা উদ্ভব হইতে পারে না। (সূত্রকৃতাঙ্গ, ২, ১, ২২)। এই সকল বৌদ্ধ খণ্ডিত রচনাগুলির মধ্যে, দার্শনিক তত্ত্বের,

বা তর্কন্যায়ের উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা সুবিদিত যে, এই সৎকার্য্যবাদ ভারতীয় প্রধান দার্শনিক মতগুলির মধ্যে ভগবদ্গীতায় সাংখ্যে, বৈশেষিক দর্শনে, বেদান্তে অনুসৃত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মের মধ্যেও এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়,—জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে এবং উপনিষদের ধর্ম্মে ; বিশেষ করিয়া কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে এই তত্ত্ব আলোচিত হইতে দেখা যায়। এই কারণে জৈন টীকাকার শিলাঙ্ক প্রভৃতি এই তত্ত্বকে ভগবদ্গীতা, সাংখ্য ও শৈব দর্শনের তত্ত্বের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। বস্তুর শাশ্বত অস্তিত্ব মহাবীর ও বুদ্ধদেব এই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্মা ও জগৎ (অত্তা চ লোকো চ)—উভয়ই শাশ্বত—চিরন্তন, উহা হইতে পূর্ব্বে ছিল না, এমনতর নূতন কিছু উৎপন্ন বা সৃষ্টি হইতে পারে না ; উহারা শৈলশিখরের ন্যায় অবিচল ও স্থিরপ্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় সুস্থির। এই তত্ত্ব চিরন্তনকালে এক ও সত্য।

কচ্চায়ন জ্ঞানকে সাত বা ছয় উপায়ে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে এই সাত উপায়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, আনন্দ, বেদনা ও আত্মা। জৈন মতে এই ছয় উপায়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা। জৈন ও বৌদ্ধ বিবরণে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে ঐক্যও আছে। কাত্যায়নের মতে বস্তুর স্থূল অস্তিত্ব ছয় বা সাত তত্ত্বের ক্রমান্বয় সংযোগ বিয়োগ ছাড়া আর কিছু নহে ; বস্তু-তত্ত্ব আনন্দে সংযুক্ত হয়, বেদনায় বিচ্ছিন্ন হয়। এইরূপে কত্তকটা নচিকেতার মতানুসরণ করিয়া ও ভগবদ্গীতা অনুসরণ করিয়া কাত্যায়ন জন্মমৃত্যুকে বিজ্ঞান-জগতের সাধারণ ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কচ্চায়নের বহুত্ববাদ প্রশ্নোপনিষদে অর্থাৎ সাংখ্যে পিপ্পলাদের দ্বৈতবাদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পিপ্পলাদ বলিয়াছেন যে, প্রাণ ও রয়ি (পুরুষ ও প্রকৃতি) সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির নিদান। পিপ্পলাদের মতবাদ আধুনিক দার্শনিক তত্ত্বের বিরোধী। যদি বস্তু অসৃষ্ট, অকারণ ও চিরন্তন হয়, তবে সৎ অসৎ ও ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে নৈতিক পার্থক্য করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অকিরিয়াবাদ শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। কাত্যায়ন চিন্তা ও প্রাণকে এক বলিয়াছেন। ফলে তিনি সামান্য জ্ঞান দিয়া বিশেষকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাবীর ও বুদ্ধদেব—উভয়েই কাত্যায়নের মত মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহার এই মত প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। কারণ, উভয়েরই মতে বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্পূর্ণ অনধিগম্য ও কোন প্রতীক দ্বারা উহার প্রকাশ অসম্ভব। এইরূপে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর কাত্যায়নের প্রভাব বিরুদ্ধতামূলক বলিয়া বোধ হয়।

অজিতকেশকম্বলীও তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়া মহাবীর ও বুদ্ধের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের বিরোধী। ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক ব্যাপারমাত্রেরই সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট তাচ্ছিল্য দেখা যায়। তিনি জন্মান্তরবাদ ও পাপ-পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগৎ চতুর্ভূতের সমষ্টি—আকাশ ইন্দ্রিয়ানুভূতির আধারমাত্র এবং আত্মা বস্তুর বিকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তিনি কচ্চায়নের বহুত্ববাদ বা দ্বৈতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন,—তং জীবো তং শরীরং—যাহা জীবন, তাহাই শরীর।

মহাবীর ও বুদ্ধ অজিতের এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, এই বলিয়া যে, অজিত আত্মা ও শরীরকে—মূর্ত্ত অমূর্ত্তকে বাস্তবিক এক বলেন নাই, তিনি এই বলিতে চাহিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের বস্তুকে বাস্তবিক এক অখণ্ডরূপে দেখা ছাড়া আর উপায় নাই।

পায়াসি তাঁহার পূর্ব্বজ অজিতের মতবাদ স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পায়াসিসুত্তন্ত, দীঘনিকায়, Vol. II.)। স্থানঙ্গ এই মতবাদকে বলিয়াছেন—ন, সন্তি পরলোকবাদা। মহাবীর ও বুদ্ধ অজিতের মতবাদকে বলিয়াছেন, অকিরিয়াবাদো; কারণ, এই মত অনুসরণ করিলে ক্রিয়াতে অপ্রবৃত্তি ও জীবনে অবসাদ জন্মে। যাহাই হউক, মহাবীর ও বুদ্ধ তাঁহার নিকটে যথেষ্ট উপকৃত—(১) তিনি বস্তুকে অখণ্ডরূপে দেখিতে শিখাইয়াছেন, ও (২) ক্রিয়ার ন্যায়ান্যায় বিচারে ইচ্ছার প্রবর্ত্তনা সন্ধান করিতে হইবে—ইহাও তাঁহারই শিক্ষা।

বৌদ্ধ সামঞ্ঞফলসুত্ত হইতে পূরণ কস্‌সপের দার্শনিক মতবাদের বিকৃত ও খণ্ডিত বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ কেবল কস্‌সপের দার্শনিক তত্ত্বের নৈতিক দিকের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কস্‌সপ নৈতিক জীবনে ইচ্ছার অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধগণ কস্‌সপের মতকেও অকিরিয়াবাদা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণ অজিতের দর্শন-তত্ত্বকে প্রাধান্য দেন নাই। জৈন সূত্রকৃতাঙ্গ স্পষ্ট বলিয়াছে যে, অজিতের মতে আত্মার উদাসীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। যখন ব্যক্তি কর্ম্ম করে বা অপরকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তখন সেই কর্ম্মকর্ত্তা তাহার আত্মা নহে (এবম্ অকারয়ু অপ্পা)। জৈন টীকাকারেরাও এই মতকে সাংখ্যমতের সহিত এক বলিয়াছেন। কারণ, সাংখ্যমতেও আত্মা উদাসীন। কস্‌সপ-লিখিত কোন প্রমাণ না পাওয়াতে আমরা জানিতে পারি না—তিনি ব্যক্তির সজ্ঞান অভিজ্ঞতায় আত্মার কার্য্য সম্বন্ধে কি ধারণা করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতে আত্মা বা পুরুষ নিষ্ক্রিয় উদাসীন দ্রষ্টামাত্র এবং প্রকৃতিই শরীর-মনের সকল কর্ম্মচেষ্টা সম্পাদন করিয়া থাকে। কস্‌সপের মতে নিষ্ক্রিয় উদাসীন দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মাই প্রকৃতিকে কর্ম্ম প্রবর্ত্তনা দান করে। শরীর-মনকে উপাধি আত্মার সহিত যোগযুক্ত করে। এইরূপে কস্‌সপের মত পিপ্পলাদ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত অপুষ্ট সাংখ্যমতকে পরিপুষ্টি দানে সাহায্য করিয়াছিল এবং কস্‌সপের মতের প্রভাব জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপরও বিপরীতভাবে পড়িয়াছিল—তাহারা কস্‌সপের আত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদ অসম্ভাব্য বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিল।

ইহা বোধ হয় অসম্ভব নয় যে, বুদ্ধদেব শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের অকারণবাদ যদৃচ্ছাবাদ হইতে ষেদ-উপনিষদের দার্শনিকতত্ত্বের সহিত পূরণ কস্‌সপের অধীচ্ছাসমুৎপাদ ও অহেতুঅপ্পচ্চয়বাদো এক ধরিয়া বুঝিয়াছিলেন—অহুত্বা অহোসি—না থাকিয়াও কিছু হইতে পারা, নাস্তি হইতে অস্তি হওয়া—পূরণ কস্‌সপের মূল মত বলিয়া বুদ্ধদেব বুঝিয়াছিলেন; বুদ্ধদেবের পতিচ্চসমুপ্পাদ—কারণ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তির তত্ত্ব—কস্‌সপের অধিচ্চসমুপ্পাদ তত্ত্বের বিপরীত। পূরণ কস্‌সপের মতবাদ বুদ্ধদেব নীতির দিক্ দিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিয়াছিলেন—নাস্তি হইতে অস্তি মানে অ-কারণ আত্মা হইতেই আনন্দ ও বেদনা, ন্যায় অন্যায়, শুভ অশুভ ইত্যাদির ধারণা জন্মে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সামঞ্ঞফলসুত্তের মতে, মক্‌খলি গোসাল কর্তৃক অহেতুকবাদ বা অকারণবাদ প্রবর্ত্তিত

হইয়াছিল ; কিন্তু গোসালের চিন্তাধারার সঙ্গে এই মতবাদের মিল পাওয়া যায় না। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের একটি পদে আনন্দ কস্‌সপ ও গোসালের মতবাদ মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আনন্দ অ-কারণবাদের প্রচারক বলিয়া কস্‌সপের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই সব গোলমালের জন্যই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, গোসালের মতবাদ সর্ব্বাপেক্ষা হীন। শ্রীমতী রীস্ ডেভিড্‌স্ দেখাইয়াছেন যে, এই উক্তি করিবার সময় বুদ্ধদেব গোসালকে অজিতকেশকম্বলী মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—কেশকম্বল গ্রীষ্মকালে গরম ও শীতকালে শীতল থাকে, অতএব উহা অহেতুক। মোক্‌খলি গোসালের চিন্তার ধারা অনুসরণ করিলে তাঁহাকে অদৃষ্টবাদী বলিয়াই বোধ হয় ; তিনি কিছুতেই অকারণবাদী ছিলেন না। জৈন ভগবতীতে দেখিতে পাই, মোক্‌খলি গোসালের মতে সমস্ত বস্তু অপরিবর্ত্তনীয় স্থির। বুদ্ধঘোষও বলিয়াছেন যে, গোসালের মতে যাহা হইবার, তাহাই হয় ; যাহা হইবার নয়, তাঁহা কিছুতেই হয় না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গোসালের মতে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মেই সমস্ত ঘটে, অর্থাৎ তিনি ঘটনার ক্ষেত্র হইতে অহেতুকত্ব একেবারে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,—(১) নিয়তি, (২) জাতি, (৩) প্রকৃতি। গোসালের মতে জীব যে আনন্দ ও বেদনা বোধ করে, তাহার কারণ—নিয়তি-সঙ্গতি-ভাবপরিণতা, অর্থাৎ স্বকৃত কর্ম্ম, জন্মপরিবেষ্টন ও স্বভাব (সামঞ্‌ঞফলসুত্ত, সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র)। গোসালের মতে পদার্থ স্বভাবে পরিবর্ত্তিত হয় - পরিণত পরিণামের সূচনা করে। ইহা এক রকম বিবর্ত্তনবাদ। সামঞ্‌ঞফলসুত্ত গোসালের মূল মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে—মূর্খ পণ্ডিত সকলেই জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া দুঃখ ক্ষয় করে (সন্ধাবিত্বা সংসরিত্বা দুক্‌খস্‌সন্তং করিস্‌সন্তি)। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু এই তত্ত্বকে গোসালের মূল মত বলিলে তাঁহার মূল মতকে খর্ব্ব করা হয়। তাঁহার মত এই যে, সর্ব্বপ্রকার জীব ও জীবিতবস্তু সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে এবং প্রত্যেক জন্মের বিশেষ প্রকারের সুখ দুঃখ ও আনন্দ বেদনা ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। এইরূপ করিতে করিতে চরম অবস্থায় জীব, জিনি (সর্ব্বজয়ী সম্পূর্ণ জীব) হইয়া থাকে। গোসালের এই বিবর্ত্তনবাদ ও ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—গোসালের মতে ব্যক্তি ক্রমোন্নত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, উপজাতি হয় না ; নিম্নস্তরের উপজাতির ব্যক্তি উচ্চস্তরের উপজাতিতে উন্নীত হয়। এইরূপ জন্মান্তর পরিগ্রহে বিবর্ত্তনবাদ বুঝাইবার জন্য গোসাল জীব-সমূহকে ক্রমোন্নত শ্রেণীতে বিভক্ত ও সজ্জিত করিয়াছেন এবং মোটামুটি তাহার ভিতর হইতে দুইটি শ্রেণী পাওয়া যায়—মনস্তত্ত্বমূলক ও শরীরতত্ত্বমূলক। কিন্তু তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা যায় যে, শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই মনেরও পরিপুষ্টি হইতে থাকে। তিনি কাল অনন্ত বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন এবং অনন্ত কালকে কল্প, অন্তরকল্প প্রভৃতি বিভাগ ও উপ-বিভাগ দ্বারা সময়শৃঙ্খলা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তির কাছে কাল সীমাবদ্ধ। যেমন, একগুলি সূতার প্রসারের শেষ সীমায় পৌঁছিলে গুলি আর ঘুরাইয়া খোলা যায় না। জীবের অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন-

স্তর সম্বন্ধ; মানুষের জীবনের পরিণতিতে আটটি স্তর আছে এবং প্রত্যেক স্তরে তাহার শারীরিক গঠনের পরিপুষ্টির অনুপাতে মানসিক গঠন পরিপুষ্টি লাভ করে এবং আবার মানসিক গঠনের অনুপাতে তাহার শরীর পরিপুষ্টি লাভ করে। আত্মার ক্রমোন্নতিবাদের দ্বারা গোসাল পূর্ব্বের আরণ্যকদের (ঐতরেয় আরণ্যক) এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্মদর্শন-প্রবর্ত্তক মহাবীর ও বুদ্ধদেবের মধ্যে সংযোগ-শৃঙ্খলের মধ্যবলয় হইয়া আছেন। গোসালের জীবতত্ত্ব তাঁহার পরগামীদিগকে চিন্তার প্রচুর সুযোগ দান করিয়াছে এবং তাঁহারই যুক্তি লইয়া তাঁহারা নৈতিক, সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। সুত্তনিপাতের অন্তর্গত বাসেট্ঠ সুত্ত জীবতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি দেখাইয়া জাতিভেদপ্রথা খণ্ডন করিয়াছে, জাতিভেদ অচল, এই কারণে যে তাহাতে প্রথমতঃ অনেক উপজাতি আছে—আবার মানুষের ভিতরও অনেক উপজাতি বিভাগ করিতে হয়। বুদ্ধদেব বহুবিধ জীব, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতির উপজাতি নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন,—মানুষের মধ্যে এত রকম উপজাতি দেখা যায় না (১১৫ পৃষ্ঠা, ১৪ শ্লোক), অতএব মানুষের জাতিবিভাগ কৃত্রিম, সুতরাং অসঙ্গত। জাতিভেদের মিথ্যা বিভাগ তখনই জানা যায়, যখনই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উভয়ের শরীরগত পার্থক্য কিছু নাই এবং একে অপর জাতীয় কন্যা হইতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারে।

সামঞ্ঞফলসুত্তের এক অংশে আছে যে, গোসাল কর্ম্মকে তিন স্তরে ভাগ করিয়াছেন—চিন্তা, বাক্য, ক্রিয়া; চিন্তা অর্দ্ধকর্ম্ম। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কর্ম্মের এই ত্রিভাগ জেন্দ-আবেস্তা হইতে গৃহীত। কিন্তু এ অনুমান যথার্থ নহে; ইহা ভারতেরই চিন্তার ফল এবং জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে ইহার বিশেষ আলোচনা আছে। জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়া গোসাল কর্ম্মের অঙ্গের মধ্যে বাক্য ও ক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়াছেন; বুদ্ধদেব মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়া চিন্তা বা চেতনার উপর জোর দিয়াছেন; মহাবীর উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মন ও শরীরের পরস্পরাপেক্ষিতা স্বীকার করিয়া মনোকম্ম ও কায়কম্ম, উভয়কেই তুল্য মূল্য মনে করিয়াছেন—চিত্তংবয়ো কায়ো হোতি, কায়ংবয়ম চিত্তম্ হোতি। মোক্খলি গোসালের নির্দ্দিষ্ট নিয়তিবাদ মানিতে গেলে নৈতিক বিপত্তি উপস্থিত হয়। যদি জীব নিয়তির দ্বারাই পরিচালিত হয়, তবে তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্ম্মের জন্য দায়ী করা অন্যায়। মহাবীর ও বুদ্ধদেব উভয়েই বলিয়াছেন যে, গোসালের নিয়তিবাদ মানিলে জীবের স্বেচ্ছার স্বাধীনতার অবকাশ থাকে না। অতএব তাঁহার মতবাদকে অকিরিয়া-বাদো বা অক্রিয়াবাদ বলা যায়—তাহাতে কর্ম্মপ্রেরণার কোন প্রবর্ত্তক পাওয়া যায় না কিন্তু বস্তুতঃ গোসালের নির্দ্দিষ্টবাদ মানবের নৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী নহে; গোসাল তাঁহার মতবাদে এই দার্শনিক তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন যে, জাগতিক ব্যাপারে জড় ও মানস সমস্ত ক্ষেত্রেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগতাই প্রবল। এইরূপে তিনি লোককে সাবধান করিতে চাহিয়াছেন যে, নৈতিক ও চারিত্রিক স্বাধীনতা যদি থাকে, তবে তাহা নিয়মানুগত স্বাধীনতাতেই প্রকাশ পায়; যদি স্বেচ্ছা কার্য্যকরী হইতে চায়, তবে তাহাকে সাধারণ বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা মানিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্তো ও বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্তের শিক্ষক পরিব্রাজক সঞ্জয় এক কি না, তাহা এখনও নিশ্চিত জানা যায় নাই। অধ্যাপক যাকবি দুইজনকে অভিন্ন বলিয়াছেন। বেলট্ঠিপুত্তো তাঁহার কালের একজন প্রথিতযশা পরিব্রাজক শিক্ষক ছিলেন। জৈন উত্ত অধ্যায়নকম্পিল্লরাজে এক সঞ্জয়ের উল্লেখ আছে; তাঁহার মতে নাস্তিক্যবাদের আভাস পাওয়া যায়; তিনি গর্দ্দবালি কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বেলট্ঠিপুত্তোই ঐ পরিব্রাজক সঞ্জয় এবং তাঁহার পূর্ব্বতন ছাত্র সারিপুত্ত পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়া উভয় শিক্ষকের মিলনের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, তবে ইহা বুঝা যায় যে, কেমন করিয়া নাস্তিক্যবাদ ক্রমে যুক্তি-তর্কসঙ্গত বিশ্বাসের স্থান করিয়া দিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ ঘটে নাই। ভারতীয় দর্শনে সঞ্জয়ের দান গ্রীক ঐতিহ্যে পিরহো'র দানের তুল্য বলা যাইতে পারে; ঐ পিরহো খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকে ভারতে আসিয়া ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন। তিনি অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসের মূলচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, জীবন ও বস্তুর নিশ্চয়তা ও বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে মানবীয় জ্ঞান কখনও স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে না। তিনি প্রথম বৃথা তত্ত্বালোচনা ছাড়িয়া সমাহিত শান্ত মানসিক অবস্থা লাভকেই শান্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে তিনি চরিত্র ও নীতির দ্বারা শাসিত যুক্তিমার্গ প্রবর্ত্তন করিয়া মিথ্যা জল্পনার পথ রুদ্ধ করেন। সঞ্জয় দার্শনিক-হিসাবে তার্কিক পর্য্যায়ভুক্ত, এবং তাঁহার শিক্ষা পকুধ কচ্চায়ন ও অজিত কেশকম্বলীর শিক্ষার সিহিত মিলাইয়া না বুঝিলে দুর্ব্বোধ মনে হয়।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

---

* এই প্রবন্ধপ্রণয়ন কালে আমি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি,—

১। Life of the Buddha ... ... Rockhill
২। Buddhist India ... ... Rhys Davids
৩। Jātaka ... ... Fausboll
৪। Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics—Ajivikas.
৫। Majjhima Nikāya. ... ... P. T. S. Edition
৬। Indian Buddhism ... ... Kern
৭। Uvāsagadasāo. ... ... Hoernle
৮। Jaina Sutras. ... ... S. B. E.
৯। Sutrakritānga ... ... S. B. E.
১০। Buddhah ... ... Oldenberg.
১১। Anguttara Nikāya (Siamese Edition)
১২। Sumangala Vilāsint ... ... P. T. S. Edition.
১৩। 'A short account of the wandering teachers at the time of the Buddha.'—B. C. Law. (J. A. S. B. Vol. XIV, 1918, No. 7.)
১৪। প্রশ্নোপনিষৎ।

—লেখক

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা *

গত বৎসর যখন আমি জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় পদার্থবিদ্যা পড়াইতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অভাবে বড়ই বিব্রত হইয়াছিলাম। আমাকে গোড়ায় ইংরেজি বাঙ্গালায় মিশাইয়া একটা খিচুড়ি ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। যদিও বাঙ্গালা ভাষায় তখনও বহু বৈজ্ঞানিক শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি বহুপুস্তকে ও প্রবন্ধে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্য আমি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। আমার সঙ্কলিত পরিভাষার কিয়দংশমাত্র এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়-প্রণীত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলি, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'পদার্থবিদ্যা' রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের 'রসায়নসূত্র,' শ্রীযুক্ত জগদিন্দুনাথ রায়ের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, স্বর্গীয় ব্রহ্মমোহন মল্লিক-লিখিত জ্যামিতি ও নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে প্রচারিত 'গণিত কী পরিভাষা' হইতে অধিকাংশ শব্দই সংগৃহীত হইয়াছে। যে পরিভাষাগুলি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করিয়াছি। আবার যেখানে পরিভাষা লইয়া মতদ্বৈধ আছে, সেখানে যে শব্দটি আমার নিকট ঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। পরিভাষা সঙ্কলন-বিষয়ে স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় যে মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। তিনি লিখিয়াছিলেন, —"জ্ঞানের ভাষা বা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি উচ্চারণ করিবে, তাহার যেন একটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, হেঁয়ালিত্বহীন অর্থ থাকে। একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূলসূত্র।" চলিত ভাষায় যে সকল পরিভাষা সাধারণ লোকের মধ্যে বিকৃতভাবে চলিয়া আসিতেছে, সেগুলিকেও কিছু মার্জ্জিত করিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা সেই সকল শব্দ সাধুভাষানুমোদিত নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করি, তবে সেগুলি পুঁথিগতই থাকিয়া যাইবে, তাহার প্রচলন হইবে না। যে সকল ইংরেজি শব্দের পরিভাষা বাঙ্গালায় নাই, সেগুলির পরিভাষা প্রথমে সংস্কৃত ভাষা হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা উচিত। সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া না যাইলে, সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে নূতন সুখপাঠ্য পরিভাষা গঠন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার সহায়তায়ও সুন্দর পরিভাষা সংগঠন দুঃসাধ্য হইতেছে, তখন ইংরেজি পারিভাষিক শব্দগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে হইবে।

---

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এইরূপে এবং এবম্বিধপ্রকারে আমাদিগকে পরিভাষা-সঙ্কলন-কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। পরিভাষা-সঙ্কলনের সময় যথেষ্ট সাবধানতার আবশ্যক। পরিভাষা-সঙ্কলন কিরূপভাবে করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। এই দৃষ্টান্তগুলির অনুশীলন করিলে বিষয়টির গুরুত্ব বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

ধরুন 'cone' শব্দটির বাঙ্গালা পরিভাষা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই, ইহার পরিভাষায় কোন কোন পুস্তকে 'সূচী' লিখিত হইয়াছে। 'cone'এর পরিভাষা 'সূচী' হইলে pyramidএর পরিভাষা কি হইবে? 'হিন্দী গণিত কী পরিভাষা' পুস্তিকায় pyramidএর পরিভাষা 'সূচী' শব্দটি গৃহীত হইয়াছে। ইহাই খুব যুক্তিসঙ্গত। pyramid এক শ্রেণীর solidএর সাধারণ নাম বই আর কিছুই নহে। Octagonal বা অষ্টকোণ pyramid hexagonal বা ষট্‌কোণ pyramid প্রভৃতি solidগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যখন এই অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ pyramid অনন্তকোণবিশিষ্ট হয়, তখন pyramid 'cone'এ পরিণত হয়। ক্ষিতিজতলস্থ অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ pyramidকে ক্ষিতিজতলের দ্বারা ছিন্ন করিলে, ছেদক্ষেত্রটি একটি অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ হয়। সেইরূপ ক্ষিতিজতলস্থ coneকেও ক্ষিতিজতলের দ্বারা ছিন্ন করিলে ছেদক্ষেত্রটি একটি বৃত্ত হয়। অতএব pyramidএর পরিভাষা 'সূচী' করিয়া, cone, octagonal pyramid, hexagonal pyramid প্রভৃতির পরিভাষা যথাক্রমে 'বৃত্তসূচী', 'অষ্টকোণ সূচী', 'ষট্‌কোণ সূচী' ইত্যাদি করিলে বড়ই সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয়।

Conjugate :—হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষায় 'সম্বন্ধ' conjugateএর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'সম্বন্ধ' শব্দটি খুবই সাধারণ। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের মূলসূত্রানুসারে এই শব্দটি conjugateএর পরিভাষারূপে গ্রহণ করা চলে না। আমি ইহার পরিবর্ত্তে 'যুতক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি; 'যুতক' শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দ নহে এবং 'conjugate' ও 'যুতক' শব্দদ্বয়ের ধাত্বর্থ একই।

Convergent ও divergent :—'অন্তর্মুখী' ও 'বহির্মুখী' convergent ও divergentএর পরিভাষারূপে ব্যবহার করিয়াছি। 'কেন্দ্রাভিমুখী' ও 'কেন্দ্রাপসারী' করিলে আরও ভাল হইত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু শেষোল্লিখিত শব্দদ্বয়কে convergent ও divergentএর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিলে centripetal ও centrifugalএর পরিভাষা কি হইবে? এইজন্য আমাকে 'অন্তর্মুখী' ও 'বহির্মুখী' শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

Corpuscle :—আমরা শারীর-বিজ্ঞানে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে 'corpuscle' শব্দটি পাই। শারীর-বিজ্ঞানে রক্তকণার ইংরেজী নাম 'blood corpuscle'। পদার্থ-বিজ্ঞানে Newtonএর 'corpuscular theory'তে 'corpuscle' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'blood corpuscle'কে অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। কিন্তু Newtonএর 'corpuscle' অতীন্দ্রিয় পদার্থ; ইহাকে অণুবীক্ষণের সহায়তায় দেখা যায় না। সেই জন্য শারীর-বিজ্ঞানের 'corpuscle'

এর পরিভাষা 'কণা' করিয়া, Newtonএর 'corpuscle' এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ 'কণীকা' করিয়াছি।

Focus :—স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় 'নাভি' (umbilicus=নাভি) focusএর পরিভাষা করিয়াছেন। স্বর্গীয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় 'অধিশ্রয়ণী' focusএর (focus=অগ্নিকুণ্ড) পরিভাষা করিয়াছেন। 'অধিশ্রয়ণী' শব্দ গ্রহণ করা উচিত কি 'নাভি' শব্দ গ্রহণ করা উচিত, এই লইয়া শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত ও স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিচার চলিয়াছিল। অপূর্ব্ব বাবু 'নাভি'র পক্ষপাতী ও রামেন্দ্র বাবু "অধিশ্রয়ণী" বা "অধিশ্রয়"এর পক্ষপাতী ছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমরা 'focus' শব্দটি গণিত-শাস্ত্রে ও পদার্থবিজ্ঞানে (বিশেষভাবে আলোক-বিজ্ঞানে) ব্যবহৃত হইতে দেখি। গাণিতিক-focus ও পদার্থ-বিজ্ঞানের focusএর ধর্ম্ম একজাতীয় নহে। আলোক-বিজ্ঞানের focusএর একটি ধর্ম্ম এই যে, এখানে রশ্মিপুঞ্জ কেন্দ্রীভূত হইয়া আলোকের *প্রাখর্য্য* বৃদ্ধি করে বা করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সেইজন্যই ইংরেজিতে focus শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমিও এই জন্য 'অধিশ্রয়' শব্দটি পদার্থ-বিজ্ঞানের focus শব্দের পরিভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছি। গণিতশাস্ত্রের focusএর পরিভাষা 'নাভি'ই রাখিয়াছি। আমরা যদি focusএর এই দুইটি পরিভাষা দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি, তাহা হইলে সব গোলমাল চুকিয়া যায় এবং পরিভাষাও সম্পূর্ণরূপে হেঁয়ালিত্ববিহীন হয়। *

Iris ও pupil :—অগ্নিপুরাণে 'তারা' ও 'দৃক্‌তারা' শব্দ দুইটি Iris ও pupil অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। † আমি 'দৃক্‌তারা' শব্দটি শ্রুতিকটুবোধে পরিবর্ত্তন করিয়া 'তারা' ও Irisএর পরিভাষা 'তারামণ্ডল' করিয়াছি। 'মুখ' ও 'মুখমণ্ডল' শব্দদ্বয়ের সাদৃশ্যে পরিভাষা দুইটি রচিত হইয়াছে। 'মুখ' যেমন 'মুখমণ্ডলের' ছিদ্রবিশেষ, pupilও সেইরূপ Iris-মধ্যস্থ ছিদ্রবিশেষ।

Parabola :—বাঙ্গালায় 'ক্ষেপণী' শব্দ parabolaর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিরূপে 'ক্ষেপণী' শব্দ 'parabola'র পরিভাষা করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, 'ক্ষেপণীপথ'কে কাটিয়া ছাঁটিয়া 'ক্ষেপণী' করা হইয়া থাকিবে। ক্ষিপ্ ধাতু হইতে 'ক্ষেপণী' শব্দ হইয়াছে। ক্ষিপ্ ধাতুর অর্থ 'নিক্ষেপ করা'; তাহা হইলে 'projectile'এর পরিভাষা 'ক্ষেপণী' করা উচিত। আর 'path of a projectile'এর প্রতিশব্দ 'ক্ষেপণীপথ' করা যাইতে পারে। Parabolaর জন্য নূতন শব্দ সৃষ্টি করা উচিত। হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষা'য় 'পরবলয়' শব্দ parabolaর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। এখানে ইংরেজি

---

* শুক্রনীতিতে চক্রের কেন্দ্রস্থানকে নাভি বলা হইয়াছে।

† যাঙ্গুলকাক্ষিকোণঞ্চ যাঙ্গুলকান্তরং ভ্রুবোঃ।
তারা নেত্রত্রিভাগেন দৃক্তারা পঞ্চমাংশিকা।—অগ্নিপুরাণ, ৪৪।২১।

parabolaকে সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া সুখপাঠ্য সংস্কৃত শব্দে পরিণত করা হইয়াছে। আমিও সমীচীনবোধে "পরবলয়" শব্দটি parabolaর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Sphere :—সংস্কৃত জ্যোতিষে 'গোল' sphere অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বাঙ্গালায় 'গোল' 'sphere' ও 'circular' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সেই জন্য sphereএর পরিভাষা 'বর্ত্তুল' এবং spherometerএর পরিভাষা 'বর্ত্তুলমান' করিয়াছি।

Truncated pyramid :—হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষা'য় 'সূচীখণ্ড' truncated pyramidএর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। যদি একটি সূচীকে এমনভাবে দ্বিখণ্ড করা যায় যে, একখণ্ড শীর্ষবিশিষ্ট ও অপর খণ্ড শীর্ষবিহীন হয়, তাহা হইলে খণ্ড দুইটিকেই কি 'সূচীখণ্ড' বলা যায় না? কিন্তু আমরা শীর্ষবিহীন খণ্ডকেই truncated pyramid বলি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'সূচীখণ্ড' নির্দ্দোষ পরিভাষা নহে। আমি truncated pyramidএর পরিভাষা কবন্ধ-সূচী' করিয়াছি। ঠিক এই যুক্তি বলেই frustrum of a coneএর পরিভাষা 'কবন্ধ বৃত্ত-সূচী' করিয়াছি।

Vitreous humour :—'সান্দ্ররস' vitreous humourএর পরিভাষা করিয়াছি। 'সান্দ্র' শব্দের অর্থ 'গাঢ়', কিন্তু এই শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণতঃ প্রচলিত নহে। এই জন্যই এইটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে geometrical optics বা জ্যামিতিক দৃষ্টি-বিজ্ঞানের পরিভাষাই বিশেষভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। Physical optics বা আলোক-মীমাংসার কতিপয় পরিভাষা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে মাত্র। আলোক-মীমাংসার সম্পূর্ণ পরিভাষা সঙ্কলন গণিতশাস্ত্রের পরিভাষার উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে। সেই জন্য গণিতের পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া পরে আলোক-মীমাংসার পরিভাষা সঙ্কলন করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিম্নে সঙ্কলিত পরিভাষার তালিকা দেওয়া গেল। যে পরিভাষাগুলি আমি গঠন করিয়াছি, সেগুলির পার্শ্বে তারকাচিহ্ন দিয়াছি।

A

Aberration—চ্যুতি *
————, chromatic—বর্ণচ্যুতি *
————, spherical—বর্ত্তুলচ্যুতি *
Accommodation—আধান *
Achromatic—বর্ণাপসারী
Achromatism—বর্ণাপসারিত্ব
Angle—কোণ
——, acute—সূক্ষ্মকোণ
Angle, critical—সঙ্কট-কোণ *
——of deviation—বিচলন-কোণ *
——of emergence—বহির্গমন-কোণ *
——of incidence—আপাত-কোণ
——of minimum deviation—ন্যূনতম বিচলন-কোণ *
——, obtuse—স্থূলকোণ
——of reflection—পরাবর্ত্তিক কোণ
——, refracting—বর্ত্তক কোণ *

Angle of refraction—বর্ত্তন-কোণ

——, solid—ঘন-কোণ

Angular distance—কৌণিক দূরত্ব *

Aperture of a mirror—দর্পণ-রন্ধ্র *

——of a lens—পরকলারন্ধ্র *

Aplanatic—চ্যুতিহীন *

Aphakia—আফাকিয়া *

Arrowhead—তীরফলা

Astigmatism—আস্তিগ্‌মতিজম্ বা অসমদৃষ্টি

Axis—অক্ষ .

B

Blind spot—অন্ধস্থান *

C

Camera—কেমেরা

Centre—কেন্দ্র

——of curvature—অনুবৃত্ত-কেন্দ্র *

——, optical—দৃষ্টিকেন্দ্র *

Chromosphere—বর্ণমণ্ডল

Circle—বৃত্ত

——of curvature—অনুবৃত্ত *

Circular measure—চাপীয়মান

Concave meniscus—কনকেভ মেনিস্কস্ *

Cone—বৃত্ত-সূচী *

——, frustrum of—কবন্ধ বৃত্তসূচী *

Constant—স্থির

—— quantity—স্থির পরিমাণ

Convex meniscus—কনভেক্স মেনিস্কস্ *

Co-ordinates—ভুজ-যুগ্ম

Cornea—শ্বেতমণ্ডল[১] *

Choroid—করয়েড *

Corona—ছটামুকুট

Corpuscle (physiological)—কণা

Corpuscle (Newton's)—কণীকা *

Corpuscular theory—কণীকাবাদ *

Cosine—কোটিজ্যা (কোজ্যা)

Crystal—স্ফটিক, দানা

——, biaxial—দ্ব্যক্ষ-স্ফটিক

——, negative uniaxial—ঋণাত্মক একাক্ষ-স্ফটিক

——, positive uniaxial—ধনাত্মক একাক্ষ-স্ফটিক

——, uniaxial—একাক্ষ স্ফটিক

Crystalline lens—অক্ষি-পরকলা *

Crystallise—দানা বাঁধা

Cubic system—ঘন-সম্প্রদায়

Concentric—এককেন্দ্রিক *

Curvature—বক্রতা

Curve—বক্র

——, caustic—কস্টিক বক্র *

D

Dark line—কৃষ্ণরেখা, কালদাগ

Decomposition—বিশ্লেষণ

Deviation—বিচলন *

Diameter—ব্যাস

Diffraction—ব্যাবর্ত্তন

Diffraction grating—ব্যাবর্ত্তন জাল *

১। অগ্নিপুরাণের ৩৭০ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে "শুক্লমণ্ডল" শব্দটি cornea অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

"তেষাং ভূতানুমানাচ্চ ভবতীন্দ্রিয়সম্ভবঃ।

নেত্রয়োর্মণ্ডলং শুক্লং কফাদ্ভবতি পৈতৃকম্॥"

Diffusion—বিক্ষেপণ *
Dispersion—প্রক্ষেপণ *
Dotted line—বিন্দুরেখা *
Double refraction—দ্বৈধবর্তন *

E

Ellipse—বৃত্তাভাস
Envelope—আবরণ
Equation—সমীকরণ
Eye piece—উপনেত্র
Ether—ঈথর
——, luminiferous—তেজোবাহী ঈথর

F

Far point (punctum
remotum)—অনন্তিক বিন্দু *
Finite—সান্ত, সসীম
Focal length—আধিশ্রয়িক দূরত্ব *
Focus (optical)—অধিশ্রয়
——(mathematical)—নাভি
——, conjugate(optical)—যুক্তাধিশ্রয়
——, principal „ —মুখ্যাধিশ্রয়
——, conjugate (mathematical)—
যুক্তক-নাভি
——, principal (mathematical)—
মুখ্য নাভি
Formula—সূত্র, সঙ্কেত, আর্য্যা

G

Gnomon—শঙ্কু
Goniometer—কোণমান *
Globe—গোলক

H

Harmonic motion—হরাত্মক গতি
Heliograph—হেলিগ্রাফ *
Heterogeneous—বিষমধর্ম্মী *
Homogeneous—সমধর্ম্মী *
Humour—রস *
——, aqueous—জলীয় রস *
——, vitreous—সান্দ্ররস *
Hyperbola—অতিপরবলয়

I

Image—প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব
Image, real—বাস্তব প্রতিবিম্ব *
——, virtual—অবাস্তব প্রতিবিম্ব *
Index arm—পট্টিকা *
Infinite—অনন্ত
Infinity—অনন্ততা
Intensity—প্রাখর্য্য *
Inverted—বিপরীত-মুখ *
Iris—তারামণ্ডল

K

Kaleidoscope—কালিদোস্কোপ বা বহুবীক্ষণ*

L

Laryngoscope—লেরিঙ্গোস্কোপ বা
কণ্ঠনালী-বীক্ষণ*
Lateral inversion—পার্শ্বিক বিপর্য্যয় *
Law—নিয়ম
Lens—পরকলা
——, concave—নতমধ্য, নতোদর, ক্ষীণমধ্য
——, convex—স্থূলমধ্য, উন্নতোদর
——, double concave, bi-concave—}—ডবল কনকেভ পরকলা *
——, double convex, biconvex—}—ডবল কনভেক্স পরকলা

Lens, plano concave, concavo plane—প্লেনো কনকেভ পরকলা, ক্ষীণমধ্য সমতল পরকলা *

——plano convex, convexo plane—প্লেনো কনভেক্স পরকলা, স্থূলমধ্যসমতল পরকলা *

Long sight (hypermetropia)—চালিশা

Luminous—তেজোময় *

M

Magnification—বর্দ্ধন

Maximum—মহত্তম

Medium—বাহক

——, optical—আলোক-বাহক

Micrometer screw—সূক্ষ্মতামান স্ক্রু *

Microscope—অণুবীক্ষণ

——, simple—সরল অণুবীক্ষণ *

——, compound—জটিল অণুবীক্ষণ *

Minimum—ন্যূনতম

Mirage—মরীচিকা

Mirror—দর্পণ

——,plane—সমতল দর্পণ

——,concave—নতমধ্য বা নতোদর দর্পণ

——,convex ক্ষীতমধ্য বা উন্নতোদর দর্পণ

Muscle—পেশী

——, ciliary—সিলিয়ারী পেশী

N

Near point (punctum proximum)—অন্তিকবিন্দু *

Nerve—নাড়ী

——, optic—দৃষ্টি নাড়ী

Non-luminous—তেজোহীন *

Normal—লম্ব

O

Objective—দৃশ্যাভিমুখী *

Opaque—অনচ্ছ

Opthalmoscope—অপ্থাল্মোস্কোপ বা অক্ষিবীক্ষণ *

Optical axis—দৃষ্ট্যক্ষ *

Optical centre of a lens—পরকলার দৃষ্টিকেন্দ্র *

Optical illusion—দৃষ্টিবিভ্রম *

Optical instrument—বীক্ষণযন্ত্র *

Optics—দৃষ্টিবিজ্ঞান *

—— ——, geometrical—জ্যামিতিক দৃষ্টিবিজ্ঞান *

——, physical—আলোক-মীমাংসা *

P

Parabola—পরবলয়

Parabolic—পরবলয়িক

Paraboloidal—পরবলয়াভাসিক

Parallel—সমান্তরাল

Parallax—লম্বন

Penumbra—উপচ্ছায়া

Phakoscope—ফেকস্কোপ *

Phosphorescence—দীপকালোক

Photograph—ফটোগ্রাফ

Photometry—ভামিতি

Photometer—ফটোমিটার বা ভামান *

Photosphere—আলোক মণ্ডল

Plate—ফলক

Point—বিন্দু

Point of intersection—সম্পাতবিন্দু, ছেদবিন্দু

——, nodal—নোদাল বিন্দু

——, principal—মুখ্য বিন্দু

——, cardinal—প্রধান বিন্দু

Polarisation—বিকৃতি *

Polarised—বিকৃত *

Pole—মেরু

—— of a mirror—দর্পণমেরু *

—— of lens—পরকলামেরু *

Polygon—বহুভুজ

Polyprism—বহুকলম *

Prism—কলম

Pupil—তারা

Pyramid—সূচী

——, truncated—কবন্ধ সূচী *

Principle—সিদ্ধান্ত

R

Radius—ব্যাসার্দ্ধ

Ray—রশ্মি

——, emergent—বহির্গামী রশ্মি *

——, incident—পতিত রশ্মি

——, reflected—পরাবর্ত্তিত রশ্মি

——, refracted—বর্ত্তিত রশ্মি

Rays, pencil of—রশ্মিপুঞ্জ

——, convergent pencil of—অন্তর্মুখী রশ্মিপুঞ্জ *

——, divergent pencil of—বহির্মুখী রশ্মিপুঞ্জ *

Reflecting surface—পরাবর্ত্তক তল *

Reflection—পরাবর্ত্তন

——, total—সমগ্র পরাবর্ত্তন *

Reflection, irregular—অনিয়ত পরাবর্ত্তন *

Refracting surface—বর্ত্তক তল *

Refraction—বর্ত্তন

Refractive index—বর্ত্তনাঙ্ক *

Refrangibility—বর্ত্তনীয়তা *

Retina—অক্ষি-যবনিকা

Right angle—সমকোণ

Ring—বলয় *

S

Stage (microscopic)—মঞ্চ *

Section—ছেদ

——, principal—মুখ্যচ্ছেদ *

Sextant—সেক্সট্যাণ্ট

——, pocket—পকেট সেক্সট্যাণ্ট

Shadow—ছায়া

Short sight (myopia)—মায়োপিয়া বা দৃষ্টিক্ষীণতা *

Sight, line of—বীক্ষণ-রেখা *

Sine—ভুজজ্যা (ভুজ্যা)

Slit—আয়ত-ছিদ্র *

Space—আকাশ

Spectrometer—বর্ণচ্ছত্রমান *

Spectroscope—বর্ণচ্ছত্রবীক্ষণ *

Spectrum—বর্ণচ্ছত্র

Spherometer—বর্ত্তুলতামান *

Square—সমচতুর্ভুজ

Surface of contact or separation—সন্ধিতল*

T

Tangent—স্পর্শরেখা, স্পর্শিনী

Tangent plane—স্পর্শসমতল *

Telescope—দূরবীক্ষণ
Term—পদ
Translucent—স্বচ্ছপ্রায় *
Transparent—স্বচ্ছ
Triangle—ত্রিভুজ
———, equilateral—সমবাহু ত্রিভুজ
———, isosceles—সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ
———, Right-angled—সমকোণী ত্রিভুজ
———, similar—সমজাতীয় ত্রিভুজ

U

Umbra—নিবিড়চ্ছায়া *

V

Velocity—বেগ
Vision, line of—দৃষ্টিরেখা[1] *

W

Wave theory—তরঙ্গবাদ

Y

Yellow spot—পীতস্থান *

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

—o—

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা-সম্বন্ধে মন্তব্য

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলিলেন,—"প্রবন্ধলেখক পরিভাষা সংকলন-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত একমত। প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যে কি পরিভাষা পাওয়া যায়, তাহা দেখা উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দ পাওয়া না যাইলে, ইংরাজি শব্দটিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার আমি পক্ষপাতী। ইহাতে বাঙ্গালার শব্দ-সম্ভার বাড়িবে ও শিক্ষার্থীদিগকে ইংরেজি পড়িবার সময় আবার নূতন করিয়া ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে না। নামবাচক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না। বর্ণনামূলক শব্দগুলির জন্যই বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ রচনা করা উচিত। আমি আমার রসায়ন-সূত্রে clorineএর বাঙ্গালা ক্লোরিন করিয়াছি। ইহার জন্য নূতন নাম রচনা করিবার চেষ্টা করি নাই।

১। সংস্কৃত জ্যোতিষে 'দৃক্‌সূত্র' আছে। শ্রুতিকটু বলিয়া এই শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর *

(২)

সুবন্ত-স্বর

স্বরস্থিতি অনুসারে সুবন্ত-প্রত্যয়-সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—প্রবল, মধ্যম ও দুর্ব্বল। ভাষাবিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রবল ও দুর্ব্বল (Strong and Weak)-ভেদে কারক দ্বিবিধ। যে সকল কারক অতি মৌলিক, অর্থাৎ যাহা না হইলে কোনও ভাষারই কাজ চলে না, তাহাদিগকে প্রবল কারক বলা হয়। সে হিসাবে কর্ত্তৃকারক ও কর্ম্মকারক প্রবল বলিয়া গণ্য। অন্য সকল কারকই দুর্ব্বল। প্রবল কারকে প্রাতিপদিকের কোনও অংশের ধ্বংস হয় না ; কিন্তু দুর্ব্বল কারকে প্রাতিপদিকের আকার ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ, স্বরস্থিতির চলাচল। প্রবল কারকের প্রত্যয় দুর্ব্বল, অর্থাৎ প্রত্যয়ে স্বর থাকে না। দুর্ব্বল কারকে প্রত্যয় প্রবল ও স্বরবান্। সংস্কৃত (বৈদিক ও লৌকিক) ভাষায় প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচন ও দ্বিবচন এবং প্রথমার বহুবচন প্রবল কারক ; অর্থাৎ এই সকল স্থানে প্রাতিপদিকে স্বরস্থিতি এবং প্রত্যয় স্বর-বিহীন। কিন্তু যে সকল স্থানে প্রাতিপদিকের অন্ত্য স্বরে সুর থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রাতি-পদিকের অন্ত্য স্বর ও প্রত্যয়ের স্বর একত্র হইয়া পড়ে ; সুতরাং প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি হইলে যাহা হইত, প্রাতিপদিকে স্বর থাকাতেও তাহাই হয়, কোনও প্রভেদ থাকে না। ব্যঞ্জনাদি সুবন্ত প্রত্যয়-সমূহকে মধ্যম কারক ও স্বরাদি প্রত্যয়সমূহকে দুর্ব্বল কারকের প্রত্যয় বলা হয়। সাধারণতঃ দুর্ব্বল কারকের স্বর প্রত্যয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থলেই প্রাতিপদিকের কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হয়। ভাষাবিজ্ঞানে এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিকে ablaut বা স্বরক্রম (vowel gradation) বলে। এই ablaut বা স্বরক্রম-প্রণালীর সংহারশীলতার অধিক উদাহরণ গ্রীক ভাষাতেই পাওয়া যায়। তবে আমাদের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার প্রভাব অল্প নহে। তিঙন্ত স্বরেও এই প্রকারের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে[১]। ধাতুস্বরের গুণ-বৃদ্ধি ও লোপ-প্রাপ্তির হেতুও এই স্বর-স্থিতি। লৌকিক সংস্কৃতে স্বরের সুর না থাকিলেও পদ-গঠনে স্বরপ্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে, অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় স্বর-প্রভাব-জন্য হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে যে পদের যে রূপ হইয়াছিল, লৌকিক ভাষায়ও তাহাই ছিল। সুবন্ত স্বরের স্থিতি-বিষয়ে দুই-চারিটী সাধারণ কথা ছাড়া আর বেশী কোনও বিধি প্রণয়ন করা যায় না। কারণ, এখানে স্বরস্থিতির বহু ব্যতিক্রম। সুতরাং সাধারণভাবে স্বরস্থিতির বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী কথাই বলিতে পারি। তার পর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য কথা বলিব।

---

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সা° প° পত্রিকা, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা—১৪ পৃ°।

ক। একাক্ষর (monosyllabic) প্রাতিপাদিকের দুর্ব্বল ও মধ্যম কারকে (in middle and weak cases) প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি। নাবা, নৌভিঃ, বাচি, বাচাম্, নৌভ্যাম্, ইত্যাদি।[1]

খ। কতিপয় একাক্ষর প্রাতিপদিকে সকল কারকেই প্রাতিপদিক স্বর। গোভিঃ, গবাম্, গোষু। দ্বিতীয়ার বহুবচনে কোথাও কোথাও (প্রাতিপদিক ও প্রত্যয়) উভয়ত্র স্বরস্থিতি।

গ। অনেকাক্ষর ব্যঞ্জনান্ত প্রাতিপদিকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকেরই দুর্ব্বলতম কারকে প্রত্যয়-স্বর। অন্যত্র প্রাতিপদিক স্বর। তুদতা, তুদতাম্, তুদতোঃ, তুদতে, মহতা, দাম্নঃ, মূর্ধ্নে; কিন্তু তুদদ্ভ্যাম্, তুদৎসু, মহৎসু, তুদদ্ভিঃ।

ঘ। অন্ত্যাক্ষরে স্বরবান্ অনেকাক্ষর প্রাতিপদিকের অন্ত্যাক্ষর বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, প্রাতিপদিকের স্বর স্বরাদি-প্রত্যয়ের প্রথম স্বরে অপসৃত হয়। মহিমন্ হইতে মহিম্না; অগ্নি—অগ্ন্যোঃ; ধেনু—ধেন্বা; পিতৃ—পিত্রা ইত্যাদি।

ঙ। ই, উ এবং ঋকারান্ত (এবং ঋগ্‌বেদে ঈকারান্ত) অনেকাক্ষর প্রাতিপদিকের ষষ্ঠীর বহুবচনে (আম্ বা নাম্) প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি হয়। অগ্নীনাম্, ধেনূনাম্, দাতৄণাম্, বহ্বীনাম্। সংখ্যাবাচক শব্দ অকারান্ত হইলেও এই নিয়ম। পঞ্চানাম্ দশানাম্। সপ্তানাম্। অষ্ট(ন্) শব্দের সর্ব্ববিভক্তিতেই প্রত্যয় স্বর অষ্টৌ, অষ্টাভিঃ, অষ্টাভ্যঃ; অষ্টানাম্। কিন্তু অষ্ট শব্দের দ্বিতীয় স্বরের বৃদ্ধি না হইলে, সেই স্বরেই স্বরস্থিতি হয়। অষ্ট, অষ্টভিঃ, অষ্টভ্যঃ, অষ্টসু।

চ। সম্বোধন পদের স্বরের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে[2]

ছ। অকারান্ত শব্দে স্বরস্থিতি সু-ব্যবস্থিত, অর্থাৎ সকল বিভক্তিতেই একস্থানে স্বর।

একবচন :—

	পুংলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	নপুংসকলিঙ্গ
প্রথমা	কামঃ	দেবঃ	আস্যম্
দ্বিতীয়া	কামম্	দেবম্	আস্যম্
তৃতীয়া	কামেন	দেবেন	আস্যেন
চতুর্থী	কামায়	দেবায়	আস্যায়

১। দ্যা (নারী), দ্যৌ (আকাশ), নৃ (নর), ক্ষম্ (পৃথিবী), ত্মন্ (বিস্তার) রন্ (আনন্দ), বন্ (জঙ্গল), স্বর্ (আলোক), স্তৃ (তারকা), ভ্রূ (অরণ্য), স্নু (পর্ব্বত-শিখর), যুন্ (যুবা) ইত্যাদি শব্দে এই নিয়ম।

২। সা° প° পত্রিকা, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা—১৪ পৃ°।

	পুংলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	নপুংসকলিঙ্গ
পঞ্চমী	⊥ কামাৎ	⊥ দেবাৎ	> আস্তাৎ
ষষ্ঠী	⊥ কামস্য	⊥ দেবস্য	> আস্তস্য
সপ্তমী	⊥ কামে	⊥ দেবে	> আস্তে
সম্বোধন	⊥ কাম	⊥ দেব	> আস্ত

দ্বিবচন ঃ—

কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-সম্বোধন	⊥ কামৌ	⊥ দেবৌ	> আস্তে
করণ-সম্প্রদান-অপাদান	⊥ কামাভ্যাম্	⊥ দেবাভ্যাম্	> আস্তাভ্যাম্
ষষ্ঠী-সপ্তমী	⊥ কাময়োঃ	⊥ দেবয়োঃ	> আস্তয়োঃ

বহুবচন ঃ—

প্রথমা	⊥ কামাঃ	⊥ দেবাঃ	> আস্তানি
দ্বিতীয়া	⊥ কামান্	⊥ দেবান্	> আস্তানি
তৃতীয়া	⊥ কামৈঃ	⊥ দেবৈঃ	> আস্তৈঃ
চতুর্থী-পঞ্চমী	⊥ কামেভ্যঃ	⊥ দেবেভ্যঃ	> আস্তেভ্যঃ
ষষ্ঠী	⊥ কামানাম্	⊥ দেবানাম্	> আস্তানাম্
সপ্তমী	⊥ কামেষু	⊥ দেবেষু	> আস্তেষু

অকারান্ত প্রাতিপদিকের কয়েকটী প্রাচীন (বৈদিক) সুবন্ত রূপ ;—

একবচন ঃ—তৃতীয়া ⊥রবথেনা, ⊥যজ্ঞা। ষষ্ঠী—⊥অশ্বসিআ।

দ্বিবচন ঃ—কর্ত্তৃ-কর্ম্ম—⊥দেবা। ষষ্ঠী-সপ্তমী—>পস্ত্যোঃ (>পস্ত্যা হইতে)।

বহুবচন ঃ—প্রথমা ও সম্বোধন (পুং)—⊥দেবাসঃ ; (নপুং) ⊥যুগা। তৃতীয়া—⊥দেবেভিঃ। ষষ্ঠী—⊥চরথাম্, ⊥দেবানঅম্।

স্ত্রীলিঙ্গে স্বরস্থিতির বৈশিষ্ট্য নাই,—⊥অমিত্র—⊥অমিত্রী ; ⊥মানুষ—⊥মানুষী ; ⊥নবদশ—⊥নবদশী। ⊥ত্রিংশত্তম—⊥মী। ⊥কেবলা—⊥কেবলী ; ⊥উগ্রা—⊥উগ্রী ; ⊥পাপা—⊥পাপী।

খ। ইকারান্ত ও উকারান্ত প্রাতিপদিক :—(স্বরস্থিতি বাবস্থিত)।

একবচন ঃ—

⊥অগ্নিঃ ⊥শক্রঃ ⊥গতিঃ ⊥ধেনুঃ ⊥বারি ⊥মধু

অগ্নিম্	শত্রুম্	গতিম	ধেনুম্	বারি	মধু
অগ্নিনা	শত্রুণা	গত্যা	ধেন্বা	বারিণা	মধুনা
অগ্নয়ে	শত্রবে	গতয়ে, গত্যৈ	ধেনবে, ধেন্বৈ	বারিণে	মধুনে
অগ্নেঃ	শত্রোঃ	গতেঃ, গত্যাঃ	ধেনোঃ, ধেন্বাঃ	বারিণঃ	মধুনঃ
অগ্নৌ	শত্রৌ	গতৌ, গত্যাম্	ধেনৌ, ধেন্বাম্	বারিণি	মধুনি
অগ্নে	শত্রো	গতে	ধেনো	বারি, বারে	মধো মধু

দ্বিবচন :—

প্র-দ্বি-সম্	অগ্নী	শত্রূ	গতী	ধেনূ	বারিণী	মধুনী
তৃ চ-প	অগ্নিভ্যাম্	শত্রুভ্যাম্	গতিভ্যাম্	ধেনুভ্যাম্	বারিভ্যাম্	মধুভ্যাম্
ষ-স	অগ্ন্যোঃ	শত্র্বোঃ	গত্যোঃ	ধেন্বোঃ	বারিণোঃ	মধুনোঃ

বহুবচন :—

অগ্নয়ঃ	শত্রবঃ	গতয়ঃ	ধেনবঃ	বারীণি	মধূনি
অগ্নীন্	শত্রূন্	গতীঃ	ধেনূঃ		
অগ্নিভিঃ	শত্রুভিঃ	গতিভিঃ	ধেনুভিঃ	বারিভিঃ	মধুভিঃ
অগ্নিভ্যঃ	শত্রুভ্যঃ	গতিভ্যঃ	ধেনুভ্যঃ	বারিভ্যঃ	মধুভ্যঃ
অগ্নীনাম্[1]	শত্রূণাম্	গতীনাম	ধেনূনাম্[1]	বারীণাম্	মধূনাম্
অগ্নিষু	শত্রুষু	গতিষু	ধেনুষু	বারিষু	মধুষু

কয়েকটী বিশিষ্ট রূপ :—**ইকারান্ত** ; **একবচন** তৃ (পুং) রশ্ম্যা (রশ্মি হইতে), ঊর্ম্যা। তৃ (স্ত্রী)—অচিত্তী, উতিআ, সুবৃক্তি। চ (স্ত্রী)—উতী ; (নপুং) শুচয়ে। প-ষ (পুং) অগ্নিঅঃ। প-ষ (স্ত্রী) ভূমিআঃ। প-ষ (নপুং) ভূরেঃ। স (পুং) অগ্না। (স্ত্রী) উদিতা, বেদী, ধনসাতয়ি, (নপুং) অপ্রতা। **দ্বিবচন** :—ষ-স (পুং)—হরিওঃ। (স্ত্রী) জামিওঃ। **বহুবচন** :—প্র (স্ত্রী) ভূমিঃ। (নপুং) শুচী, ভুরি, ভূরীণি। **উকারান্ত** **একবচন**—প্র (নপুং) উরু, উরূ। দ্বি (পুং) অভীরুঅম্, সুচেতুনম্। তৃ (পুং) পশ্বা,

১। ষষ্ঠীর বহুবচনে অন্ত্যাক্ষরে স্বরবান্ প্রাতিপদিকের স্বর প্রত্যয়ে চালিত হয়।

ক্রত্বআ। (স্ত্রী) অধেন্বআ, আশুয়া, পথ্বা। (নপুং) মধ্বা। চ (পুং) শিশ্বে। (স্ত্রী) ইষ্বৈ। (নপুং) পশ্বে, উরবে। প-ষ (পুং) পিত্বঃ, চারুণঃ। (স্ত্রী) ইষ্বাঃ। (নপুং) মধ্বঃ, মধুঅঃ, মধোঃ। স (পুং) সূনবি। (নপুং) সানবি, সানৌ, সানো, সানুনি। **দ্বিবচন**—প্র (নপুং) উর্বী। **বহুবচন**—প্র (পুং) মধুঅঃ, মধ্বঃ। (স্ত্রী) শতক্রত্বঃ। (নপুং) পুরু পুরূ, পুরূণি। দ্বি (পুং) পশ্বঃ। (স্ত্রী) মধ্বঃ। সথায় (প্র-দ্বি, দ্বিবচন, পুং) জম্ন্যাঃ (জনি হইতে ষষ্ঠী, একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ)। অর্যঃ (প্র-দ্বি, বহুবচন, পং-স্ত্রী)। অর্যম্ (দ্বিতীয়া একবচন)। বেঃ (ঋ°, পক্ষী, প্র° ১ব; অন্যথা বিঃ)। ষ (বহু) বীনাম্।

ঝ। (১) আ, ঈ ও উকারান্ত একাক্ষর প্রাতিপদিকের দুর্ব্বল কারকে প্রত্যয়-স্বর। কিন্তু দ্বিতীয়ার বহুবচনে নহে।

একবচন ঃ—

জাঃ (সন্ততি)	ধীঃ (বুদ্ধি)	ভূঃ (পৃথিবী)
জাম্	ধিয়ম্	ভুবম্
জা	ধিয়া	ভুবা
জে	ধিয়ে, ধিয়ৈ	ভুবে, ভুবৈ
জঃ	ধিয়ঃ, ধিয়াঃ	ভুবঃ, ভুবাঃ
জি	ধিয়ি, ধিয়াম্	ভুবি, ভুবাম্
জাঃ	ধীঃ	ভূঃ

দ্বিবচন ঃ—

জৌ	ধিয়ৌ	ভুবৌ
জাভ্যাম্	ধীভ্যাম্	ভূভ্যাম্
জোঃ	ধিয়োঃ	ভুবোঃ

বহুবচন ঃ—

জাঃ	ধিয়ঃ	ভুবঃ
জাঃ, (জঃ)	ধিয়ঃ	ভুবঃ

জাভিঃ	ধীভিঃ	ভূভিঃ
জাভ্যঃ	ধীভ্যঃ	ভূভ্যঃ
জানাম্, (জাম্)	ধিয়াম্, ধীনাম্	ভুবাম, ভূনাম্
জাসু[১]	ধীষু	ভূষু

(২) অন্য কোনও শব্দের শেষে সমাসে যুক্ত হইলে এই সকল শব্দের স্বরস্থিতি ব্যবস্থিত হয়, অর্থাৎ কোনও বিভক্তিতেই প্রত্যয়ে স্বর অপসৃত হয় না।

স্থিতধীঃ ; -ধিয়ম্, -ধ্যম্ (স্ত্রী) ; -ধিয়া, -ধ্যা ; -ধিয়ে -ধ্যে ; -ধিয়ঃ -ধ্যঃ ; -ধিয়ি, -ধ্যি ; -ধিয়ৌ, -ধ্যৌ ; -ধীভ্যাম্ ; -ধিয়োঃ -ধ্যোঃ ; -ধিয়ঃ, -ধ্যঃ ; -ধীভিঃ ; -ধীভ্যঃ ; -ধিয়াম্, -ধীনাম্, -ধ্যাম্ ; -ধীষু।

কয়েকটী অনেকাক্ষর সমস্ত পদ—অবদ্য-ভিয়া (ঋ°), আধিআ (অথ°), শৃতপান্, বয়োধৈঃ, রত্নধেভিঃ ধনসৈঃ (সব ঋগ্বেদে) ; বেষশ্রিঃ (তৈ° স°) অহ্রয়ঃ (ঋ°), গণ-শ্রিভিঃ (ঋ°), কর্মণি (শত°ব্রা°), ঋতনি-ভ্যঃ (ঋ°), সেনানিভ্যঃ (বাজ°) গ্রামণিভিঃ (তৈ° ব্রা°) সুপুনা (অথ°) শিতিভ্রবে (তৈ° স°)। প্রজ্ঞা, স্বধা, শ্রদ্ধা, প্রতিমা। আকারান্ত পুংলিঙ্গ—পন্থা, মন্থা, ঋভুক্ষা, উশনা (উশনা ১ম্যা ১ব° উশনে ৭।১) মহা আত্তা (কাঠামো), [আত্তাসু পাওয়া গিয়াছে।]

স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি[২] কল্যাণ—কল্যাণী ; পুরুষ—পুরুষী ; যমী, নদী, লক্ষ্মী, সূর্মী, চরণ্যু, চরিষ্ণু, জিঘাংসু, মধু, অগ্রা (অগ্রু), পৃদাকু (পৃদাকু), শ্বশ্রূ (শ্বশুর), নৃতু, তনু, বধূ, চমূ, প্রাশূ, কৃকদাশূ, মক্ষূ।

ঈকারান্ত পুংলিঙ্গ রথী, প্রাবী, স্তরী, অহী, আপথী। রথী, রথিআ, রথিঅঃ। রথিঅম্। রথিআ (রথীভ্যাম্), (রথীভিঃ), (রথীভ্যঃ)। রথিএ। রথিঅঃ (রথিওঃ) রথীনাম্। রথীষু রথী।

পন্থা প্রভৃতি ব্যঞ্জনান্ত বলিয়া পরিগণিত। প্রবলরূপ **পন্থন্**, মধ্যম—**পথি**—দুর্বল—**পথ**—। পন্থাঃ পন্থানম্ পন্থানৌ পন্থানঃ। পথিভ্যাম্ পথিভিঃ পথিভ্যঃ পথিষু। পথা

১। জা শব্দের সপ্তমীর একবচন ও ষষ্ঠী-সপ্তমীর দ্বিবচন ভিন্ন অন্য প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া আকারান্ত একাক্ষর শব্দ বেদে পাওয়া যায় নাই।

২। ব্যতিরেক—তবিষী, পরুষী, পলিক্নী, রোহিণী।

পথে পথঃ পথি, পথঃ (পথঃ) (২য়া বহু°) পথাম্ ॥ ঋগ্বেদে পন্থাম্ (২য়া ১ব°) পন্থাঃ (১মা বহু°)। পথি হইতে পথয়ঃ (১মা বহু°) পথীনাম্ (৬ষ্ঠী বহু°) ; পাথঃ (২য়া বহু°—একবার মাত্র ঋগ্বেদে) ॥ এইরূপ মথীনাম্, মন্থাম (২।১) ; ঋভুক্ষণম্ (২।১) ঋভুক্ষণঃ (১। বহু°)।

দ্বিতীয়া প্রভৃতিতে নদী প্রভৃতি শব্দের বিবিধ রূপ ও স্বরস্থিতি—নদিঅম্, নদিআ, নদিএ, নদিঅঃ ; তনুঅম্ তনুআ, তনুএ, তনুঅঃ, তনুই ; কিন্তু নদ্যম্, তন্বম্ ইত্যাদি। চমূ প্রভৃতির অন্ত্য উ প্রগৃহ্য বলিয়া গণ্য।

ঞ। বিশেষণে সাধারণতঃ অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি পাপ, পাপী, পাপা।

ট। ঋকারান্ত শব্দে ই-কারান্ত ও উকারান্ত শব্দের ন্যায় স্বরস্থিতি। অন্ত্য স্বরে সুর থাকিলে তাহা কেবলমাত্র ষষ্ঠীর বহুবচনে প্রত্যয়ে অপসৃত হয় (বা হইতে পারে)। স্বর প্রত্যয়ে অপসৃত হইলে কখনও কখনও (বৈদিক ভাষায় বহু স্থলেই) ঋ স্থানে র্ হয়। নৃ ও স্তৃ শব্দে একাক্ষর-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দেখা যায়— নৃভিঃ, নৃষু, নরি, নরে ; স্তৃভিঃ। ষষ্ঠীর বহুবচনে নরাম্, নৃণাম্, স্বস্রাম্ (ঋ°), স্বসৄণাম, ধাতৄণাম্। কতিপয় ঋকারান্ত শব্দঃ—দেবৃ (পুং), স্বসৃ (স্ত্রী), ননান্দৃ (স্ত্রী), নৃ (পুং), স্তৃ (পুং) (১মা বহু° তারঃ), উস্‌ৃ (স্ত্রী) (৬।১ উস্রঃ), মাতৃ, দুহিতৃ, যাতৃ, কর্তৃ (৭মী কর্তরি ও কর্তরী), ক্রোষ্টৃ (শৃগাল)। কর্তৃ-কর্ম্ম-দ্বিবচনে দাতারা স্বসারা, পিতরা ; ২য়া-বহু-বচনে পিতরঃ, মাতরঃ ; ২য়া-বহুবচনে মাতৄন্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বৈদিক প্রয়োগ। নপুংসক-লিঙ্গ ঋকারান্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ ব্রাহ্মণের যুগে। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবে নপুংসক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধাতৃ, ভ্রাতৃ, (পুং ভ্রাতৃ), জনয়িতৃ (অন্তরিক্ষম্ পদের বিশেষণরূপে এই দুইটী পদ তৈ° ব্রাহ্মণে প্রযুক্ত হইয়াছে ; সেইরূপ নক্ষত্রাণি পদের বিশেষণ ভ্রাতৄণি ও জনয়িতৄণি)।

ঠ। ব্যঞ্জনান্ত শব্দেই ত্রিবিধ (প্রবল, মধ্যম ও দুর্ব্বল) রূপের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

(অ) ধাতু প্রাতিপদিক—বাচ্, স্রজ্ মুষ্ ত্রিশ্ উষ্ গির্ আ-শির্, ত্বির্ জুর্ তুর্ ধুর্ পুর্ মুর্ স্তর্ স্ফুর্ স্পৃর্ ; চিকিৎ, যবীযুধ্ বনীবন্ সস্থদ্, অধ্বগৎ, দ্যুগৎ নবগৎ সংহৎ জগৎ ঋচ্ পথ্ হৃদ্ অপ্ বার্ দ্বার্ অস্ ককুভ্ ককুদ্। আবৎ উদ্‌বৎ সংবৎ। উপরতাৎ দেবতাৎ সত্যতাৎ সর্বতাৎ। স্রবৎ দশৎ বহৎ সশ্চৎ বাঘৎ। যকৃৎ শকৃৎ। ত্রিংশৎ। দৃষদ্ ভসদ্ বনদ্ শরদ্।

তৃষ্ণজ্, ধৃষজ্, সনজ্, ভিষজ্, উশিজ্, বণিজ্, অসৃজ্। জাস্ ভাস্ মাস্ ভীষ্। বিষ্টপ্, বিপাশ্। এই সকল শব্দে পুংলিঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রীলিঙ্গের সংখ্যা বেশী এবং নপুংসকলিঙ্গ সাধারণতঃ বিরল। কতিপয় নপুংসক শব্দ :—হৃদ্ দম্ বার্ স্বর্ মাস্ (মাংস) আস্ (মুখ) ভাস্ দোস্ শম্ যোস শকৃৎ যকৃৎ অসৃজ্।

প্রবল রূপ :—বাক্ পাৎ বাচম্ পাদম্ বাচঃ পাদঃ বাচৌ পাদৌ।

মধ্যম ও দুর্ব্বল রূপ :—বাচা বাচে বাচঃ বাচি বাচাম্ বাক্ষু। পদা পদে পদঃ পদোঃ পদি পৎসু ইত্যাদি।

কতিপয় বিচিত্র রূপ :—দন্ (১।১, দন্ত্ শব্দ, √দন্শ্ ধাতু হইতে), নাসা (১।২ নাসিকা পৃৎসু (৭।১), পৃৎসুষু (প্রত্যয়ের দুইবার প্রয়োগ ঋ° একবার)। প্রাঞ্চ্ প্রত্যঞ্চ্ বিষঞ্চ্ প্রভৃতি কতিপয় শব্দে স্বরস্থিতি অনিয়মিত।

(আ) -অস্,-ইস্,-উস্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। অধিকাংশই নপুংসকলিঙ্গ। স্বরস্থিতি ধাত্বক্ষরে। মনস্ চক্ষুস্। -হবিস্ -উষস্ তোশস্ প্রভৃতিতে ভাব-পরিবর্ত্তনের সহিত স্বরস্থিতির পরিবর্ত্তন। অপস্—অপস্, তবস্—তবস্, যশস্—যশস্, তরস্—তরস্, প্রভৃতিতে বিশেষণ-অর্থে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রমের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে[১]।

(ই) -অন্, -মন্, -বন্ ভাগান্ত শব্দ। প্রায় সকল শব্দই পুংলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নাই। এই সকল শব্দের ত্রিবিধ রূপ। প্রবল রূপে পুংলিঙ্গে অন্ত্য স্বরের বৃদ্ধি আ-কার হয়, দুর্ব্বল রূপে এ স্বর বিলুপ্ত হয় এবং মধ্যম রূপে কেবল অন্ত্য নকারের লোপ হয়। দুর্ব্বল রূপে প্রাতিপদিকের ঐ স্থেস্থিত স্বরবান্ অ-কারের লোপ হইলে স্বর প্রত্যয়ে সরিয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্যত্র স্বরস্থিতির কোনও গোলযোগ নাই। সর্ব্বত্র সুনিয়মিত অর্থাৎ এক স্থানেই স্বরস্থিতি। রাজা রাজানঃ রাজানম্ রাজ্ঞা রাজ্ঞঃ রাজসু। আত্মানম্ আত্মনি আত্মভিঃ আত্মসু। 'মূর্ধন্' শব্দের দুর্ব্বল রূপে স্বরস্থিতি—মূর্ধ্না, মূর্ধ্নে, মূর্ধ্নোঃ, মূর্ধ্নঃ, মূর্ধ্নি (বিকল্পে মূর্ধনি—এখানে অ-লোপ হয় নাই)। বেদে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের রূপে '-ঔ'কারের পরিবর্ত্তে অধিক স্থানেই আ-কার ছিল। যূনা, যুবানা (ঋ°)। ব্রহ্মা (বিকল্পে ব্রহ্মাণি) নপুংসক প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ।

১। সা° প° পত্রিকা, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা—১৪ পৃ°।

-অন্ ভাগান্ত ভিন্ন অন্ত প্রকৃতির বহু শব্দও অন্ ভাগান্ত শব্দের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়। অহন্ অহ্ন্; উধস্—উধস্—উধন্; অস্থি—অস্থন্; অক্ষি—অক্ষন্; দধি—দধন্; যকৃৎ—যকন্, শকৃৎ—শকন্; ইত্যাদি।

(উ) ইন্, মিন্ ও বিন্ ভাগান্ত তদ্ধিত শব্দ। এই সকল শব্দও অ-স্ত্রীলিঙ্গ। এই সকল শব্দে ইন্ বিন্ ও মিন্ প্রত্যয়ের ই-কারে স্বরস্থিতি।

(ঊ) (১) অৎ ও অন্ত্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। এই সকল শব্দে ধাতুর গণ অনুসারে স্বরস্থিতি। অনিয়মের উদাহরণ বেশী নাই। তিঙন্ত প্রকরণে এ বিষয় বলা হইয়াছে[১]। শেষ স্বরে স্বরবান্ কতিপয় শব্দের স্বর দুর্ব্বল রূপে প্রত্যয়-স্থ হইয়া যায়। অদন্ অদতে, অদতঃ, অদতি।

(২) মন্ত্ ও বন্ত্ ভাগান্ত তদ্ধিত শব্দ। ইহারা বিশেষণ। পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনে অকারের বৃদ্ধি (-মান্ -বান্) ভিন্ন পূর্ব্বশ্রেণীর সহিত ইহাদের কোনও বিশেষ নাই। ইহাদের স্বর কোনও অবস্থাতেই পরে সরিয়া যায় না। পশুমান্, পশুমতা, পশুমতী, পশুমতঃ পশুমৎসু, ইত্যাদি।

(ঋ) -বাংস্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। ইহাদের কৃৎ-প্রত্যয়ে (বাংস্, বৎ, বস্, উষ্) সুব্যবস্থিত স্বরস্থিতি। বিদ্বান্, বিদুষে, তস্থুষি, বিদ্বদ্ভিঃ।

(৯) ঈয়স্ (যাংস্ ও য়স্) প্রত্যয়ান্ত আতিশয্য-বাচক (comparative) বিশেষণ শব্দ। পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুতে সু-ব্যবস্থিত স্বরস্থিতি। শ্রেয়ান্, শ্রেয়সা, গরীয়ান্, গরীয়সি, ভূয়াংসি।

ঙ। সর্ব্বনাম শব্দ।

(অ) উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনাম। লিঙ্গ অনুসারে ইহাদের রূপের বিভিন্নতা নাই। স্বরস্থিতি সুব্যবস্থিতভাবে শব্দের মূল উপাদানে বর্ত্তমান।

একবচন :—		দ্বিবচন :—	
অহম্	ত্বম্	আবাম্	যুবাম্
মাম্, মা	ত্বাম্, ত্বা	আবাভ্যাম্	যুবাভ্যাম্
ময়া	ত্বয়া	আবয়োঃ	যুবয়োঃ
মহ্যম্, মে	তুভ্যম্, তে	নৌ	বাম্
মৎ	ত্বৎ		
মম, মে	তব, তে		
ময়ি	ত্বয়ি		

১। সা° প° পত্রিকা, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা—২০-২৯ পৃ°।

বহুবচন :—

বয়ম্	অস্মান্	অস্মাভিঃ	অস্মভ্যম্	অস্মৎ	অস্মাকম্	অস্মাসু	নঃ
যূয়ম্	যুষ্মান্	যুষ্মাভি	যুষ্মভ্যম্	যুষ্মৎ	যুষ্মাকম্	যুষ্মাসু	বঃ

একবচনে মা, মে, ত্বা, তে, দ্বিবচনে নৌ, বাম্, বহুবচনে নঃ, বঃ, এই কয়টী পদে স্বর নাই। বাক্যাদিতে ইহাদের প্রয়োগ নাই। এগুলি অপ্রধান পদ। তে জয়তঃ (জয়শীল তোমার), বো বৃতাভ্যঃ (আবদ্ধ তোমাদিগের জন্য) এবং নস্ ত্রিভ্যঃ (আমাদের তিন জনকে) প্রভৃতি স্থলে ঋগ্বেদে বিশেষণের ন্যায় ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায়। অথর্ববেদে 'মৎ' পদেও স্বরের অভাব দুই এক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

কয়েকটী প্রাচীন রূপ :—ত্বা (ঋ° তৃতীয়া একবচন); মে (ব্রা° সং চতুর্থী একবচন) ও ত্বে; চতুর্থী বা ৭মীর বহুবচনে অস্মে ও যুষ্মে; ইহাদের শেষ স্বর প্রগৃহ্য। যুষ্মান্ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে যুষ্মাঃ পদ দুইবার বাজসনেয়ি সংহিতায় আছে। '-ভ্যম্' (৪র্থী বহুবচন) স্থানে কয়েক স্থলে '-ভ্য' প্রত্যয় আছে ষষ্ঠীতে অস্মাক ও যুষ্মাক আছে। ত্বম্ স্থানে তুঅম্ আছে। **দ্বিবচনে** প্রথমায় আবম্ ও যুবম্ পদের প্রয়োগই প্রাচীন ভাষায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ায় হইত আবাম্ ও যুবাম্। তৃতীয়ায় যুবভ্যাম্ ও যুবাভ্যাম্ (ঋ°), পঞ্চমীতে যুবৎ (ঋ°) ও আবৎ (তৈ° স°), ষষ্ঠী-সপ্তমীতে যুবোঃ (ঋ°) আছে।

এই পদগুলির গঠনে নানা (অন্ততঃ ৫টী শব্দ ও অবশিষ্ট প্রত্যয়) উপাদানের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। একবচনের মকারাদি পদগুলির পূর্ব্বে 'অস্-' জুড়িয়াই বহুবচন হইয়াছে : অস্-মৎ, অস্-মভ্যম্। দ্বিবচনের পদগুলির সহিত একবচন বা বহুবচনের কোনও মিল নাই। প্রথমার সহিত অন্য বিভক্তি বিচ্ছিন্ন। ভাষার বিকাশ বিষয়ে চিন্তা করিবার বহু উপাদান এখানে আছে। অস্মাক ও যুষ্মাক শব্দের নপুংসক একবচন যেন অস্মাকম্ ও যুষ্মাকম্।

(আ) প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামেও স্বরস্থিতি ব্যবস্থিত। এখানে তিন লিঙ্গের ভেদ আছে।

একবচন	পুং°	সঃ	তম্					
			তেন	তস্মৈ	তস্মাৎ	তস্য	তস্মিন্	
	নপুং°	তৎ	তৎ					
	স্ত্রী°	সা	তাম্	তয়া	তস্যৈ	তস্যাঃ	তস্যাঃ	তস্যাম্

দ্বিবচন	পুং°	তৌ	
	নপুং°	তে তাভ্যাম্ তয়োঃ	
	স্ত্রী°	তে	
বহুবচন		তে তান্ তৈঃ তেভ্যঃ তেষাম্ তেষু	
		তানি তানি	
		তাঃ তাঃ তাভিঃ তাভ্যঃ তাসাম্ তাসু	

কয়েকটী প্রাচীন রূপ :—তেনা (তৃ° ১ ব°), তা (পুং—১মা ও ২য়া দ্বিবচন), তা (নপুং ১মা বহু°) তেভিঃ (তৃ° বহুবচন), সস্মিন্ (=তস্মিন্ ; ঋগ্বেদে বহু স্থলে প্রয়োগ আছে), ছান্দোগ্য উপনিষদে সস্মাৎ একবার আছে।

ত্যদ্ শব্দের ভূরি প্রয়োগ বেদে। ক্রমশঃ ইহার প্রয়োগ কমিয়াছে। অথর্ববেদে ইহার প্রয়োগ অতি অল্প এবং লৌকিক সংস্কৃতে ইহার প্রয়োগ নাই। স্যঃ (পুং), স্যা (স্ত্রী°) ত্যৎ (নপুং); ত্যম্, ত্যাম্, ত্যৎ ; ত্যা (=তায়া, ঋ°) ; ১মা ১ বচনে ত্যা (স্ত্রীং) পাওয়া যায়।

এষঃ, এষা, এতৎ। 'এন' শব্দের স্বর নাই, প্রসঙ্গান্তরে বা প্রধানভাবে ইহার প্রয়োগ নাই। কর্ম্মকারক (১ব° দ্বিব° বহুব°), করণ (১ব°) ও ষষ্ঠী-সপ্তমীর দ্বিবচন ভিন্ন ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এটী অসম্পূর্ণ বা 'পঙ্গু' শব্দ। এনম্ এনৎ এনাম্ এনেন এনয়া ; এনৌ এনে এনয়োঃ ; এনান্ এনানি এনাঃ। ঋগ্বেদে এনোঃ (=এনয়োঃ) এবং কচিৎ এনাম্ ও এনাঃ (স্বরবান্) আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথমায় এনৎ আছে। 'এন' শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় না। ইহা অপ্রধান প্রথম পুরুষের সর্ব্বনাম।

(ই) অদস্ শব্দ ও ইদম্ শব্দের সর্ব্বত্র দ্বিতীয় স্বরে সুর।

একবচন :—

অদস্	পুং	অসৌ	অমুম্					
			অমুনা	অমুষ্মৈ	অমুষ্মাৎ	অমুষ্য	অমুষ্মিন্	
	নপুং	অদঃ	অদঃ					
	স্ত্রী°	অসৌ	অমূম্	অমুয়া	অমুষ্যৈ	অমুষ্যাঃ	অমুষ্যাঃ	অমুষ্যাম্
ইদম্	পুং	অয়ম্	ইমম্					
			অনেন	অস্মৈ	অস্মাৎ	অস্য	অস্মিন্	
	নপুং	ইদম্	ইদম্					
	স্ত্রী°	ইয়ম্	ইমাম্	অনয়া	অস্যৈ	অস্যাঃ	অস্যাঃ	অস্যাম্

দ্বিবচন ঃ—অমূ অমূভ্যাম্ অমুয়োঃ। ইমৌ ইমে ইমে আভ্যাম্ অনয়োঃ।

বহুবচন ঃ—অমী অমূনি অমূঃ অমূন্ অমীভিঃ অমূভিঃ অমীভ্যঃ অমূভ্যঃ অমীষাম্
অমূষাম অমীষু অমূষু

ইমে ইমানি ইমাঃ ইমান্ এভিঃ আভিঃ এভ্যঃ আভ্যঃ এষাম্ আসাম্ এষু আসু

এখানেও নানা উপাদানের (বহু পঙ্গু শব্দের) একত্র সমাবেশ। অয়ম্, অস্য প্রভৃতিতে 'অ-' শব্দ। ইহার সহিত একবচনে -স্ম (স্ত্রী॰ -স্য) শব্দের যোগ দেখা যায়। ইহারা বিকল্পে স্বরবান্ অর্থাৎ ইহাদের স্বর না থাকিলে ক্ষতি নাই। অবশিষ্ট রূপগুলিতে স্বর অপরিহার্য্য অনেন অনয়া অনয়োঃ প্রভৃতিতে 'অন-' শব্দ ('এন' শব্দের ন্যায়)। ইমৌ, ইমে ইমানি প্রভৃতিতে 'ইম-' শব্দ। অয়ম্ ইয়ম ইদম্ প্রভৃতিতে 'ই' শব্দ। তদ্ শব্দের ন্যায় ইদ্ শব্দ (নপুং) আছে। সুতরাং ইদম্ (ইদ্+অম্) পদে দুইটী প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ। 'অ' শব্দ হইতে এনা, অয়া, অয়োঃ পদ আছে। 'ইম' শব্দ হইতে ইমস্য, ইমস্মৈ, ইমৈঃ, ইমেষু আছে। ঋগ্বেদে কয়েক স্থানে অস্মৈ, অস্য, আভিঃ (স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম) আছে। 'অ' শব্দ হইতে অতঃ, অত্র, অথ, অদ্ধা পদ হইয়াছে। 'ই' শব্দ হইতে ইতঃ, ইদ, ইদা, ইহ, ইতর, ঈম্ হইয়াছে। ঈদৃশ, এব, এবম্ প্রভৃতিও সম্ভবতঃ 'ই' হইতে। 'অমী' প্রগৃহ্য। অদস্, অদোময় প্রভৃতিতে অদ্ শব্দ আছে বটে, কিন্তু অমুম্ অমুষ্মিন্ প্রভৃতিতে 'অমু' শব্দ। অন্যত্র 'অমুত্র' অমুক, অমুতঃ, অমুথ, অমুর্হি, অমুবৎ, অমুদা প্রভৃতিতে 'অমু' শব্দ আছে। 'ত্যদ্' শব্দের ন্যায় স্বরবিহীন 'ত্ব' শব্দ বেদে ছিল। অমঃ (১মা ১ব॰) অবোঃ (৬।৭ দ্বিব॰) ইমা (=ইমৌ এবং ইমানি), অমূ (=অমূনি), অমুয়া (ক্রিয়াবিশেষণ), অসৌ (স্বরবিহীন, সম্বোধন), অমী (স্বরবিহীন, সম্বোধন)—এইগুলি প্রাচীন রূপ।

(ঈ) জিজ্ঞাসাবাচক কিম্ শব্দের প্রথম অক্ষরে নিয়মিত স্বর। নকিঃ, মাকিঃ বৈদিক অব্যয়।

(উ) যদ্ শব্দেও প্রথমাক্ষরে নিয়মিত স্বর।

(ঊ) স্বয়ম্ (স্বরহীন), সম (স্বরহীন), সিম (সর্ব্ব), আত্মনা, তনূ, তমন্ ও তন্বতী সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) সর্ব, বিশ্ব, এক, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, পর, নেম, উভয়, স্ব প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ সর্ব্বনামের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়।

(চ) সংখ্যাবাচক শব্দে স্বরস্থিতি অব্যবস্থিত। কারকবিভক্তি বা তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে সংখ্যা-স্বর পরে যাইতে পারে।

এক দ্ব ত্রি চতুর্ পঞ্চ ষষ্ সপ্ত অষ্ট নব দশ বিংশতি ষষ্টি অশীতি শত একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ সপ্তদশ অষ্টাত্রিংশৎ নবাশীতি একাশতম্ চতুঃসহস্রম্ ত্রয়ঃ ত্রীণি তিস্রঃ ত্রিভিঃ ত্রিভ্যঃ তিসৃভিঃ চত্বারঃ চতস্রঃ চতসৃভিঃ চতুর্ষু চতসৃষু পঞ্চ—পঞ্চভিঃ, নব—নবভ্যঃ, একাদশ—একাদশভ্যঃ পঞ্চদশানাম্ ষট্সু পঞ্চসু দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ, একষষ্ট, শততম সহস্রতম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র*

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পুস্তকাগারে যে বাঙ্গালা পুথি ও কাগজ-পত্র আছে, ১৯০৫ সালে শ্রীযুক্ত জে, এফ্, ব্লুমহার্ট্ মহাশয় তাহার এক বিবরণী † প্রকাশিত করেন। এই বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, এই সংগ্রহে প্রাচীন বা উল্লেখযোগ্য পুথি তেমন কিছুই নাই। সংখ্যাতেও এই সংগ্রহ নগণ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবন দাসের ভক্তিচিন্তামণি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য, কাশীরামের মহাভারত, অন্নদামঙ্গল—এই প্রধান বইগুলি এই সংগ্রহে আছে; কিন্তু কোন পুথি অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বের নহে। অধিকাংশ পুথি ও অন্য বাঙ্গালা কাগজ-পত্র বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-রচয়িতা হাল্‌হেডের সংগৃহীত। বাঙ্গালা সাহিত্যের পুথি ভিন্ন অন্য কতকগুলি বাঙ্গালা নথী-পত্র চিঠি প্রভৃতিও আছে। বিবরণীতে ব্লুমহার্ট্ সাহেব তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী মনে করিয়া এই সকল নথী-পত্র হইতে কতকগুলি নকল করিয়া আনিয়াছি। এই পত্রাদির সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার মত জ্ঞান ও অবসর আমার নাই, কিন্তু যাঁহারা অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালার ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে ইহার মূল্য থাকিতে পারে। (মূল কাগজে যেখানে পংক্তি শেষ হইয়াছে, সেই স্থল নির্দ্দেশের জন্য এই প্রবন্ধে মুদ্রিত পত্রাদিতে [/] চিহ্ন দেওয়া হইল।)

[১]

Sloane 3201. G. একখান্নি পত্র।

/৭শ্রীশ্রীহরিঃ

মহামহিম শ্রীযুত কাপতান / মেস্ত্রী ইস্টবিনসেন সাহেব জীউ মহোগ্রপ্রতাপেষু—

বন্দে খেদমতগার পরওরদে নমক শ্রীকৃষ্ণকান্ত / সর্ব্বণঃ কোরনিষ বন্দগি নিবেদনঞ্চ আগে সাহে/বের উমর দৌলত জেআদা হামেসা ৺স্থানে/চাহি তাহাতে এখানকার কুসল বিসেষ শ্রীযুত/সিবি ফতাজী কলিকাতা জাইতেছেন জে বিসএ/ সাহেবজী কহেন যুনেন গৌর করিবেন আর/ শ্রীযুত সিবি সাহেব জেমন সাহেবেরদিগের/কর্ম্মে তাহা জানিতে-ছেন অতএব জে বিহিত তাহা/ করিবেন নিবেদন ইতী—৪ শ্রাবণ।

---

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† Catalogue of the Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Pushtu & Sindhi Manuscripts in the Library of the British Museum by J. F. Blumhardt, M. A.

পত্রের শিরোদেশে পুনর্লিখন—

এ পত্রে শ্রীযুত রসিকলাল/জী সেলাম লিখিতে কহিলেন / সেলাম জাহির হবেক—

চিঠিখানি ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত। 'শ্রীযুত কাপতান মেস্ত্রী ইস্টবিনসেন সাহেব' (=কাপ্তেন মিস্টার স্টিভেন্সন?—ব্লুমহার্ট সাহেব এই নামটী কিন্তু Captain Wilson ধরিয়াছেন) কবে কোথায় ছিলেন, আর 'সিবি কত্তাজী' বা কে ছিলেন ও সাহেবদের কোন্ কর্ম্মে বা সহায়ক ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালায় কোম্পানীর দেশী ও ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের স্থিতি ও গতিবিধি আলোচনা করিলে, পত্রোল্লিখিত ব্যক্তিত্রয়ের পরিচয় মিলিতে পারে। দ্বিতীয় পত্রে এক স্টিভেন্সন্ সাহেবের কথা রহিয়াছে। এই দুই চিঠিতে উল্লিখিত ব্যক্তি একজন হইতে পারেন।

পত্রের মধ্যে এই ফারসী শব্দ কয়টী উল্লেখযোগ্য। বন্দে=বান্দা=বন্দহ্=দাস; খেদমতগার=আজ্ঞাকারী, সেবক; এখনকার বাঙ্গালায় 'খানসামা'; পরওয়েষে নমক=লবণ (অর্থাৎ অন্ন)-পুষ্ট; কোরনিষ=কুরনিশ্; গোর করা=প্রণিধান করা।

[২]

Sloane 4090. Fol. 19. একখানি পত্র। ১১৩৩ সাল=১৭২৭ খ্রীঃ

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ=

স্বরনং—

নকলপত্র মোকাম ভাগলপুরের—

শ্রীগুরুবক্স রোডার লিখন—

স্বস্তী সকলমঙ্গলালয় /

শ্রীযুত মেং হেমটেম সাহেব শ্রীযুত মে বরাডিন সাহেব / শ্রীযুত মেং কেটরেট সাহেব শ্রীযুত কাংরবলেষ সাহেব / আজ্ঞাকারী সদাপোষ্য শ্রীগরুবক্স রোডা ৵ সেলাম বহুত ২ / লিখনং নিবেদনঞ্চ। আগে সাহেবের দৌলত কী জেয়াদা হামেসা / ৵ স্থানে প্রার্থনা করিতেছী তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ—/ এখানকার চোপদারের সমাচার পূর্ব্বে নিবেদন পত্র লিখি / য়াছী পরে ২২ মাঘ রবিবারে মুরসীদাবাদ হইতে

শ্রীযুত নবাব / সাহেবের তরফ এক সওয়ার ও দস্তক এখানে আসীয়াছে কহে—/ মাল ইঙ্গরেজের নহে ইঙ্গরেজ মুরসীদাবাদে মুচলকা / দিয়াছেন তোমরা আপন মাল লইয়া ইঙ্গরেজের সঙ্গে বেবকাওতে / মহযুল মারিয়া আসীয়াছ। আমারদিগের সহিত রদবদল / অনেক জাইতেছে। পুনশ্চ করার হইল আমরা ইঙ্গরেজ সাহেবের / লিখন এবং শ্রীযুত নবাব সাহেবের লিখন আনাইয়া দিব / ইহা নিবেদন লিখি মাল সাহেবলোকের আমী চাকর / ইঙ্গরেজের। কাসীমবাজারে সাহেবের লিখন জায় মে° / ইষ্টীবিনশেন সাঁহেবেকে জতোউচীত লিখন করিয়া পাঠাইতে / আজ্ঞা হইবেক সেখান হইতে শ্রীযুত নবাব সাহেবের এক লিখন / আইযে জে ভাগলপুরে ইঙ্গরেজের নমক উতরিয়াছে গমাস্তা / লোক খাতিরজমাতে খরিদ ফোরক্ত করহ আমরা সওয়ার / চোপদারের আমদানীতে ভয় করি নাই আমল তেমত দি নাই / মাল ইঙ্গরেজের আমরা চাকর খামীন্দের বলেই সক্তি করিতেছী / খামীন্দের নামদরম্যান থাকীতে কোন পরয়া নাই মাল ইঙ্গরেজের / নহে এই ধোকাতে খরিদার বন্ধ করিয়াছে ইহ ধমকে আমী / ডরাই না সাহেবেলোকের ছায়া আমার সিরপর থাকীতে / কোন চীন্তা নাই মুরসীদাবাদের লিখন আইলে মাল খালাষ / হইবেক ইহা নিবেদন করিলাম ইতি—

তারিখ /২৫ মাঘ রোজ বুধবার সনে ১১৩৩ সাল—

পত্রের মধ্যে এই ফারসী শব্দগুলি প্রণিধানযোগ্য :— দস্তক = আজ্ঞাপত্র ; বেবকাওতে = বে-বকাবতহ্ = নিশ্চিন্তভাবে, কিছু গ্রাহ্য না করিয়া ; খাতির জমাতে = নিঃশঙ্কচিত্তে ; খরিদ্ ফোরক্ত = খরীদ্-ব-ফরোখ্‌ৎ = ক্রয়-বিক্রয় ; খামীন্দ = খাবিন্দ্ = স্বামী, প্রভু। দরম্যান = মধ্যে। ব্লুম্হার্ট্ সাহেব বিবরণীতে পত্রোল্লিখিত ইংরেজ কর্ম্মচারী চারিজনের নাম দিয়াছেন—Mr. C. Hampton, Mr. Braddon, Mr. E. Carteret ও Captain O. Borlace.

অন্তর্বাণিজ্য ও শুল্ক আদায় লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সুবাদার ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে যে গোলযোগ চলিতেছিল, ও নবাব-নাজিমের সরকার হইতে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইতেছিল, যাহার পরিণামে মীর-কাসিমের পতন, এই পত্র হইতে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

[৩]

Sloane 4090. Fol. 20. একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র।

১১০৩ সাল=১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণ

সাখি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল / মহাসহেযু

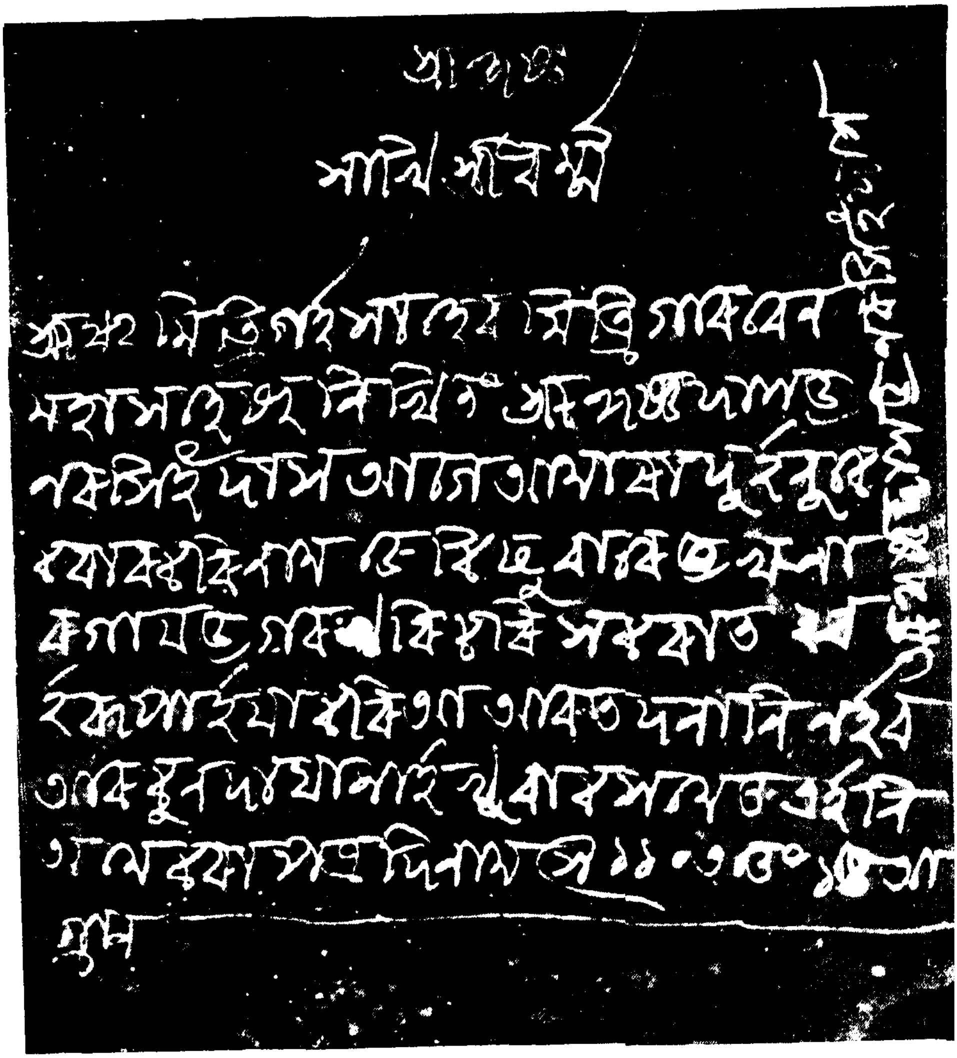
লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও / নরসিংহ দাস আগে আমারা দুই লুকে / করার করিলাম জে কিছু বারে (=কারে?) সুনা/রগায় ও গর খ (?) রিকরি সকরাত্ত ২ দ্ব (=দু)/ ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব / আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি/অ মে করা[র] পত্র দিলাম স ১১০৩ তেং ১৪ আ/গ্রান—

পত্রের দক্ষিণ ভাগে উপরে আড়াআড়ি নাম-স্বাক্ষর—

শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস

খ্রীঃ ১৬৯৬ সালের এই চুক্তিপত্রখানি বিশেষভাবে বিচারযোগ্য। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া একরার-পত্র দেওয়া হইতেছে। 'শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল', ব্লুমহার্ট্ সাহেবের মতে Mr. Gay ও Mr. Garbell. করার-পত্রের স্থান হইতেছে সোনারগাঁ; স্থানীয় উচ্চারণে 'সুনারগা' (তদ্রূপ, 'লুক'=লোক, 'কুন'=কোন, 'খুরাক'=খোরাক)। এই পত্রের মধ্যে কয়টা অক্ষরের সমাধান করিতে পারিলাম না; 'সুনারগায়'=সোণারগাঁয়ে—প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'সু' অনেক স্থলে 'খু' র মত লেখা দেখা যায়; কিন্তু তাহার পরের কথা কয়টা কি? 'গর' শব্দের পরের অক্ষরটা (='খ'?) কাটা বলিয়া মনে হয়। তাহার পরে 'রিকরি', না 'বিকরি'? 'সকরাত্ত'=শ'করাতে, শতকরাতে?='গড় বিক্রী শতকরা'? পুরাতন লেখা যাঁহারা পড়িতে পারেন, তাঁহারা যে অক্ষর কয়টা আমি ঠিক করিতে পারিলাম না, তাহার যথার্থ পাঠোদ্ধার করিবেন, এই আশায় দলিলখানির এক প্রতিলিপি দিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ অনুসারে 'আড়ত' শব্দ সোনারগাঁয়ের এই মহাজনদের লেখায় 'আরত' রূপ ধরিয়াছে। 'দায়া'=দাওয়া, দাবী। 'এই নিঅমে করা[র] পত্র দিলাম'—এই অংশটুকুর পাঠ মান্যবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

পত্রখানির পিছনে অতি পুরাতন ছাঁদের ইংরেজী হাতে লেখা আছে—The Bramanies Carackter / from Dacca the Metropolis of / Bengall in the East Indies. ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভের দিকে কোনও কৌতূহলী ইংরেজ প্রাচ্য লিপি-বিশেষের ('ব্রাহ্মণী' অর্থাৎ হিন্দু লিপির) নিদর্শন হিসাবে এটী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।



১১০৩ সালের একখানি বাঙ্গালা চুক্তিপত্র

(ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত।)

এই পত্রখণ্ড, বাঙ্গালী, কাশ্মীরী, আরমানী, তেলুগু, চীনা ও সংস্কৃতে (দেবনাগরীতে) লেখা অন্য কতকগুলি কাগজের সঙ্গে একত্র একখানি বহিতে বাঁধান আছে।

ইহা প্রায় ২৩০ বৎসর পূর্ব্বেকার অঙ্গীকার-পত্র। বাঙ্গালায় এত পুরাতন চিঠি বা দলিল সহজে মিলে না।

[৪]

5660 F. Various Papers in Bengali, Persian etc.

Instructions to the Aumeen & Gomasteh / at Hurrypaul (a true translation.—N. B. H.)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।—

শরণং—

মো° হরিপাল আমিন ও গোমাস্তা———

সে আড়ঙ্গের দালাল সকল কএক সন হইতে মোকরর/আছে ইহারা কুম্পানির কাজ অনেক খতরা করিয়াছে/তাতিরদিগের উপর একান্ত এক্তিয়ার পাইয়া তাহা/দিগের উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও গোমাস্তা ও/কোটীর দোসরা আমলাহায়ের সঙ্গে এক এতফাক হইয়া/মবলগ বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায়/করিতে পারে না। এ কারন আমি মুন্সর তজবিজ করিয়া/তাহারদিগেরে কাজ হইতে তগির করিলাম আমার/মনস্থ দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না/কিন্তু দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনির দফার /জামিন কেহ থাকে না একারন এই কএক জন ফলানা ২/সেখানকার নিকটাবস্তি ও মাতবরিও আছে ইহা/দিগের দালালিতে মোকরর করিলাম।———

নয়া দালালেরদিগের কর্ত্তব্য কাজ এই মধ্যে ২ তাঁত/নজর করিবেক ও কাপড়ের রকম বুনিবার সময়/তজবিজ করিয়া দেখিবেক খবরদারি করিবেক/জেম নমুনাসহি সরস রকম হয় ও জে কিছু দাদনি/তাঁতিদিগকে তুমি করিবা তাহার জামিন/ওই নয়া দালালরা হইবেক ওই জামিনির জন্যে /দালালি খরচ বদস্তুর সাবেক থানকরা জেমত ২ /মোকরর আছে তাহা পাইবেক নয়া দালালদিগকে/আপন একারিতে দাদনি কএক টাকা

হরগিজ/দিবা না কারন এই এমত ধারায় বেআন্দাজ বাকী/কদাচ হইতে পাইত না জদি মপশ্বল কুটীর আমলা/লোক করার কিস্তিবন্দিমাফিক কাপড় বুঝিয়া/লইত ও মপশ্বল তজবিজ করিয়া দাদনি করিত অতএব/এ হুকুম ও নাপচন্দ কাজের মহকুম হামেসগির জন্যে/লিখিতেছি।———

জদ্যাপি কারবারের আনওাল বদলির জন্যে /তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক জে ধারার /কাজ করিতে হবেক ভাল বুঝিয়া তাহার আনওাল/নসিয়ত মত লিখি ইহাতে মালুম করিবা ও বেহতর/জানিবা যে তোমার কাজ মুবিতামত ও খোলাসারূপে/ জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।———

তোমাকে বেগর হেম্মত ও এরাদতে ও নেহাইয়ত/চালাকিতে একাজ করিবা ইহা বেগর তোমাকে মোকরর/করি নাই আমি একান্ত মোস্তজর থাকীলাম তুমি/কাজ ভাল করিবা বিশেষত তোমাকে জেয়াদা মেহনত/আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক একারণ সাবেক বরাওর্দ্দ হইতে দুই মুহরির জেয়াদা মোকরর/করিলাম।———

সদর আড়ঙ্গ দ্বারহাটায় তুমি আপন দস্তে/দালাল কিম্বা দালালের গোমাস্তার মোকাবিলাতে/তাতিকে দাদনি করিবা ও জখন তাতি কুটীতে কাপড়/দাখিল করিবেক তখন দালাল কিম্বা দালালের/তরফ গোমাস্তা হাজির থাকীবেক এবং থান/[২] চুক্তির সময় তাতিসাক্ষাতে থাকিয়া চুক্তি করিবেক/জখন থান খামসোজ ধোলাই হইবেক সাবেক/দস্তুরমত সেই সময় চুক্তি হইবেক।

যে কাপড় ফেরত হবেক সে কাপড় তাবত কুটীতে কোরক/রাখিবা জাবত তাহার এওজ কাপড় সরকারি গোছ/মত দাখিল না করে জদি নমুনাসই কাপড় দাখিল/করিতে না পারে তাবত ঐ ফেরত কাপড় কুম্পানির / তরফ হইতে বিক্রি হইয়া তাতির নামে টাকা জমা হইবেক/ এ হুকুম হাজত আছে জদি সরবরাহ মুন্দরমত হয়/তবে বাকী হরগিজ পড়িবেক না জদি তাতি খবরদার / না হয় ও কাপড় সরস না করে ও সরবরাহে খতরা/করে গোমাস্তার নসিয়ত না মুনে ও এতো জেয়াদা/

কিস্মতেও বেগাফিল না হয় তবে তাহারদিগকে আনওাল/মত কথক সাজাই করিবা কিন্তু তুমি বেহুদা সাজাই জদি/ করহ তবে তাতি তোমার নামে মোক্তারের নিকট/নালিস করিতে পারিবেক এ হুকুম খুব তহকিক জানিয়া/কখনো বদল করিবা না পহিলা তাতি জে রকম কাপড় দিবার করার করিবেক তাহার হাতে হরগীজ/তাহার দুই থানের জেয়াদা দাদনি দিবে না তাঁতি/ এক থান দাখিল করিবার পুর্ব্বে আর এক থানের/দাদনি করিবে না থান দাখিল হইলে পর দাদনি করিবা/ মালুম হইল তাতি ফি তাঁত দুই থানের জেয়াদা কাপড়/দাখিল করিতে পারে না এই কারণ ফি মাহা একবার/সেওয়ায় দাদনি হইতে পারিবেক না।———

সংপ্রতি খাজনা পৌছিলে পর এই মত দাদনির/দস্তুরমাফিক করার বমৌজিব তুমি দিবা/ও নায়েবগোমাস্তাকে হুকুম করিয়া তাহার হাতে/ দেয়াবা এবং দাদনির দফায় তুমি ও তোমার /নাএব কিছু গৌন করিবা না অনেক লোক পূর্ব্বে/আপন মুনফার জন্যে তাতির খতরা করিয়া/ তাহাদিগকে আজিজ করিয়াছে জদি তুমি / সে ধারা কাজ করহ তবে জে তাগাদি কুর্দ্দ তোমার উপর বেজার হইব।———

একথা খুব এয়াদ রাখিবা তুমি ও নাএব ও আমলা/হায় জে কেহ সরকারে মাহিনা পায় হরগিজ কেহ/ আগামি মাহিনা খরচ করিবে না এবং খরিদের/ কারন দাদনি হইবে না।———

পেটার আড়ঙ্গের মধ্যে হরিপাল ও মোড়া দ্বার/হাটার নিকটে কারন সেখানকার আলাদা/কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা সেখান/কার তাতিলোক সদর কোটীতে সববরাহ করিবেক/কিন্তু দোসরা পেটার আড়ঙ্গ ধন্যাখালি মায়াপুর রাজবলহাট কৈকালা কলি জয়নগর ও সকল/জায়গার তাতিলোক সদর কোটীতে কাপড় দাখিল/ [৩] করিতে লাগিলে তাহারদিগের অনেক তছদিয়া হয়/একারন সে সকল আড়ঙ্গ মোকরর থাকীবেক নাএব/গোমাস্তা ও আমলাহায় দোসরা মাফিক তফসিল /মনস্ফুক এই সকল নাএবগোমাস্তা আপন/কাজে জায়গায় ২ মোকরর হইয়া মাফিক হুকুম/কী তোমাকে লিখিলাম এই মাফিক কাজ্য করিবেক—

তোমাকে উচিত জেহানেসা পেটার আড়ঙ্গের কাজ/ নজর করহ মোকামি গোমাস্তা ও দালালরা/ কি ধারায় কাজ করে এবং তাতি ও পেটার আমলা/ দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ হয়/ কিম্বা তাতি তাতিতে মোকর্দ্দমা হয় তাহাও। ফয়সল/ করিবা ফয়সল করিবার দফায় খুব সেতাবি ও আদালত করিবা ।———

বেগর তোমার নিতান্ত খবরদারি ও মোকামি গোমাস্তা/ দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না/আর অবস্থ কুম্পানির কাজে ভালমতে সরবরাহ/ হইবেক জদি তুমি এ দফার সাচা হইতে পারহ/ তবে তোমার নেকনামি হইবেক এবং জে উপযুক্ত তোমার দেনবরি করিব কিন্তু জদি তুমি কিম্বা/ আমলহায় দোসরা হুকুম ছাড়া কোন কাজ করহ/ তবে উপযুক্ত সাজাইতে পৌছিবা ।———

হুকুম জানিবা মাষকাবার কাগজ সদরকুটীর ও/ পেটার কুটীর মাষ ২ কলিকাতায় মোক্তারকারের/ নিকট পাঠাইবা সে কাগজের এই বেওরা লিখিবা/ মাষ ২ কতো দাদনি করহ তাহার আসামিওার/ নামনবিসি ও মজুত তহবিল এবং যে কাপড় দাখিল/তাহার আলাদা হিসাব পাঠাইবা কোন রকম/ কার কতো জাচাইসই কতো ফেরত তাহা লিখিবা করারের/ বাকি কাহার কতো তাহা লিখিবা কি কারন/ করারের বাকি পড়ে তাহারো বেওরা লিখিবা এ কাগজ/ হরেক মাষের ত্রিষা তইয়ার করিয়া দস্তখতি যুদে/ আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে/ চাহ জখন খাজানা তহবিল জেয়াদা হবেক তখন/ কতো টাকার দরকার তাহা দরজ দিয়া লিখিবা/ আইন্দায় জমাখরচী কাজ দুর করিবার কারন যে কিছু / বাকি দালালির জিম্মে আখেরি মৌষুমে হইবেক তাহা / আদায় করিয়া লইবা তাতিদিগের করার সাল /তমামি করারি কাপড় আখরি ফিবরিল নাগাদি / দাখিল করিবেক তবেই তজবিজ ও ফয়সল কারন / ত্রিষা আবরিল মুর্দ্দা তোমাকে আইয়ামের ফোরসত / খুব মিলিবেক জদি একাজে কোন বখেড়া রোয়দাদ / হয় সিত্র মোক্তারকারকে খবর লিখিবা ।

তাহার খোলাসা হইয়া আইলে ফয়সল হইবেক ও ওজর / ওহিনা (ওছিলা ?) জারি হইবেক না আর তাতিলোক জে মাফিক / করার করিয়াছে তাহার করারনামার নকল মনফুক/ [৪] করিয়া পাঠাই তাহাতেই হরেক পেটার আড়ঙ্গের / করার মালুম হইবেক তোমার কাজ এই খবরদার / হইয়া করার মাহফিক কাপড় / আদায় করিয়া লইবা।

জদি নয়ারকম কাপড় পেটার আড়ঙ্গে পয়দা হয় / তাহার নমুনা মোকতারকারের নিকট পাঠাইবা মোক্তার তজবিজ করিয়া দেখিবেক কুম্পানির / কাজের উপযুক্ত হয় কিনা ও বেওরা লিখিবা / কতো কাপড় ঐ নয়ারকমের সরবরাহ সালিয়ানা / হবেক তাহার মাফিক জবাব লিখিবে।—

ছোট ২ মোকদ্দমা জে রোদাদ হইবেক তাহা সুন জন্যে তাহাদিগকে সমঝাহ / সালিস দুরায় রফা করিয়া দিবেক জদি তাতিলোক / ইজারদারের নামে নালিষ করে বিম্বা ইজারদার তাতির / নামে নালিষ করে তবে ঐমত তাহাদিগকে সমঝাইয়া /১ সালিষ তুমি মোকরর করিয়া দিবা এক সালিষ সদর / ইজারদার করিয়া দিবেক জদি ইহাতে মোকদ্দমা রফা / না হয় তবে মোকদ্দমার তামাম হকিকত আরজি লিখিয়া / মোক্তারকারকে খবর জানাইবা তাতিলোক সকলে / গোল করিয়া নালিষ কারণ জদি কলিকাতা জাইতে / উদ্যতো হয় তবে খুব মোজাহেম হইবা কারন এই / তাহাদিগের জায়নে খরিদের কাজের খতরা এবং / মালগুজরিতে ও খতরা হয় অতএব জদি তাহাদিগের কোন ফরিয়াদী দফা সালিসিতে রফা / না হয় তবে কলিকাতায় তাহারা গোল করিয়া / না গিয়া আপন তরফ জনেক উকিল পাঠাইবেক / সেই উকিল সকল তাতির হইয়া মালিকের কাছে ফরিয়াদ করিবেক।—

দালালের মারফতের বাকী তিন সনের টানা (টাকা ?) হিসাবে / আন্দাজী ৯০০০ হাজার টাকা তাতিলোকের জিম্মে/ আছে এ বাকি উসুল করিবার জন্যে তুমি খুব / মুকেদা করিবা জে উসুল হইবেক তাহা সাবেক দালা/লেরদিগের বাকীর আন্দরে জমা করিয়া লইবা।—

সফেদ কাপড় একসা সুত না হওাতে অনেক কথা জন্মিয়াছে / ও একসা না হওন কেবল গোমাস্তার কম তরদুদি সংপ্রতি / হুকুম লিখি তুমি কিম্বা তোমার খাতির্জ্জমা মত জনেক / মাতবর লোক হপ্তা ২ তাত সকল ও তানা ভরনির সুত নজরা করিবা/তানা হাটাবার সময় বারিক ও একসা সুত তজবিজ / করিয়া দিবা জেনো ভারি সুত ও ফড্যা তানার মধ্যে / না থাকিতে পায় আর বুনিবার সময় ভরনির সুতে ও / কোন ফড্যা দিগর আএব না থাকে ভরনির সুতা / বারিক হয় খবরদারি করিবা তাতি জেন আপন / কেফাইতের জন্য ভারি সুত পড়্যানের মধ্যে আমেজ/ না করে সকল পাত একসা হয় এই / সকল জন্যে কাপড় বেআন্দাজ হয় ও সরবরাহে খতরা / হয় তুমি খুব খবরদারিতে হরেক থান কাপড় / তজবিজ করিয়া লইবা গজ ও বর ও গোছে হরগিজ.....................

[অসমাপ্ত—মূল কাগজ এইখানেই সাঙ্গ হইয়াছে ।]

উপরে মুদ্রিত কাগজখানির ইংরেজী শিরোলিখন হইতে বুঝা যায় যে ইহা ইংরেজীতে খসড়া-করা একখানি হুকুম-নামার বাঙ্গালা অনুবাদ। N. B. H. এই অক্ষরত্রয় নাথানিএল ব্রাসি হাল্‌হেডের নামের আদ্যক্ষর, ইহা নিঃসন্দেহ; হাল্‌হেড্ ইংরেজী-ভাষায় সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ লেখেন, খ্রীষ্টীয় ১৭৭৮ সালে হুগলীতে এই বই মুদ্রিত হয়; হাল্‌হেড্ বাঙ্গালা তর্জ্জমাটী দেখিয়া 'ঠিক অনুবাদ' বলিয়া দস্তখত করিয়া দিতেছেন। হাল্‌হেডের নামের আদ্যক্ষর হইতে বুঝা যায় যে কাগজখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বাঙ্গালা-দেশে বয়ন-শিল্প ও বস্ত্র-ব্যবসায়ের সহিত ঈস্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কি সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি তথ্য এই কাগজ হইতে পাওয়া যায়।

হরিপাল হুগলীজেলায়, তারকেশ্বরের নিকটস্থ বিখ্যাত গ্রাম। এখনও ঐ অঞ্চলের তাঁতের কাপড় সুপরিচিত।

মূল কাগজখানি বড় ফুলস্কাপ চারি পৃষ্ঠায়, লম্বে আধাআধি ভাঁজ করিয়া প্রতি পৃষ্ঠার অর্দ্ধ অংশ ধরিয়া লেখা। [২], [৩] ও [৪] পৃষ্ঠার আরম্ভ, উপরের মুদ্রিত পাঠে বন্ধনীদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কচিৎ দাঁড়ির ব্যবহার ভিন্ন মূলে আর কোনও বাক্য-চ্ছেদ-চিহ্ন নাই; একটানা পড়িয়া যাইলে প্রথমটায় দুই এক জায়গায় সহজে অর্থগ্রহণ হইবে না, কিন্তু তথাপিও মুদ্রিত পাঠে কমা দাঁড়ি প্রভৃতি দিবার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা বিবেচনা করি নাই, মূলের রীতিই বজায় রাখিয়াছি।

কাগজখানির ভাষা দেখিয়া মনে হয়, অনুবাদ-কারী বাঙ্গালা গদ্যে এতটা একটানা রচনা করিয়া যাইতে অনভ্যস্ত; ইহার বাক্য-রীতিতে স্থলে স্থলে অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে; যেমন

১১৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অংশে প্রথম প্যারার প্রথম বাক্যটী ; ও দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের গোড়ায় প্রথম পুরুষ হইতে বাক্যকে মধ্যম পুরুষে আনয়ন ; ১১৪ পৃষ্ঠায় ১০ ও ১১ র ছত্রে 'তোমাকে এ কাজ করিতে হইবে' স্থলে 'তোমাকে ⋯একাজ করিবা ;' ১২ ও ১৩ র ছত্রে 'তোমাকে জেয়াদা মেহনত আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক' ; ১১৫ পৃষ্ঠায় ১৯ ও ২০ র ছত্রে 'নিকটে কারণ' = নিকটে বলিয়া ; ইত্যাদি। তাঁতি পৌঁছ প্রভৃতি শব্দে লেখক বা অনুলেখক চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সর্ব্বত্র করেন নাই।

কাগজখানিতে ফারসী শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য উল্লেখযোগ্য। পুরাতন বাঙ্গালায় গদ্য রচনা নিতান্ত বিরল, অল্প স্বল্প গদ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা বেশীর ভাগ চিঠি পত্রে ও দলিল দস্তাবেজে, প্রায় সমস্তই বিষয় কর্ম্ম লইয়া ; এতৎসম্পৃক্ত শব্দ বাঙ্গালায় ভূরি পরিমাণে ফারসী হইতে গৃহীত ; তদ্ভিন্ন মুসলমান শাসকদের প্রভাবে বহু সাধারণ শব্দও ফারসী বাঙ্গালার মৌখিক ভাষার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। এই সকল শব্দের অনেকগুলি আজকালকার সাধারণ বাঙ্গালায় অপ্রচল হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়া গেল। ইহা ভিন্ন দুই চারিটি দেশী শব্দের ও টিপ্পনী আবশ্যক হইবে মনে করিয়া নীচে [বন্ধনীর মধ্যে] দেওয়া গেল।

১১২—১৩ পৃষ্ঠা :—[খতরা = হানি ; ক্ষতি-শব্দ হইতে] ; [কোটী = কুঠি]; আমলাহায় (= আমলাহ (?) = আরবী ∠ অমলহ্, ∠অমলৎ) = কর্ম্মচারিবৃন্দ ; এত্তফাক (= আ° ইত্তিফাক্) = একমত ; মবলগ (= আ° মুব্লঘ্) = আগমস্থান, পূর্ণতা, মোট টাকা, অনেক ; তজবিজ (= আ তয্বীজ্ = অনুসন্ধান, বিচার ; তগির = (উর্দু ও ফারসী তঘীর্, আ° তগ্যীর হইতে) = পরিবর্ত্তন, কর্ম্মচ্যুতি ; হরগিজ (= ফা° হরগিজ, হরগজ) = কখনও, সদা ; রকম (= আ রক্ম্) = প্রকার, কাজকরা বস্ত্র ;

১১৪ পৃষ্ঠা :—মহকুম (= আ° মুহ্কম) = পরিষ্কার, স্পষ্টীকৃত (নিয়ম) ; হামেসগি (= ফা° হমেশগী) = চিরকাল ; আনওয়াল (= আ° অন্বাল্) রীতি, পদ্ধতিসমূহ ; নসিয়ত (= আ° নস্বীহৎ) পরামর্শ, উপদেশ, বিধান, শাসন ; মালুম (= আ° ম∠লূম্) = জ্ঞাত ; বেহতর (= ফা° বিহ্তর্) = শ্রেষ্ঠ, অপেক্ষাকৃত ভাল ; [যুবিতা (= হিন্দী সুভীতা) = সুবিধা] ; বেগর (ফা° ব + ঘয়্র্) = ব্যতিরেকে ; হেম্মত (আ° হিম্মৎ) = চিন্তা, দুশ্চিন্তা ; এরাদত (= আ° ইরাদৎ) = ইচ্ছা, চেষ্টা, অভিসন্ধি ; নেহাইয়ত (= আ° নিহায়ৎ) = বৃদ্ধি, সীমা, বিশেষ ; মোস্তজর (= আ° মুস্তজির্) = প্রার্থী, অপেক্ষী ; বরাওর্দ (= ফা° বর্-আরবদ্) = বরাদ্দ, পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণ ; মুহরির (= আ° মুহ্বর্রর্) = মুহরী, কেরাণী ; দস্ত (= ফা° দস্ৎ) = হাত ; খামসোজ (= ফা° খাম্ শোয্ ?) = অর্দ্ধধৌত, কচলান ; এওজ (= আ° ∠ইবয্) = বদল ; হাজত (= আ° হাযৎ) = আবশ্যক ;

১১৫ পৃষ্ঠা :—কিম্মত (= আ° কীমৎ) = মূল্য ; বেগাফিল (= ফা° বে + আ° গাফিল) = সাবধান ; তহকিক (= আ° তহ্কীক) = সত্য, সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত ; সেওয়ায় (= ফা° সিবা-ই, আ° সিবা) = অধিক ; বমৌজিব (= ফা বহ্ + আ° মুযিব) = হেতু অনুসারে ; আজিজ (= আ°∠আযিজ) = অক্ষম, বলহীন, নিপীড়িত ; তাগাদি কুর্দ্দ (= আ° তকা∠উদ + ফা°

কয়্দহ্)=অমনোযোগিতা ক্রুতে ; এয়াদ (=ফা° য়াদ)=স্মরণ ; [পেটা (দক্ষিণী শব্দ)= দুর্গযুক্ত স্থান, সুদৃঢ় পল্লী, সুদৃঢ় স্থানের নিকটবর্ত্তী পল্লী, দেশীলোক কর্ত্তৃক অধ্যুষিত স্থান ; পল্লী অঞ্চল ;] তছদিয়া (=আ° তস্দ্দী∠)=ঝঞ্ঝাট, আপদ, শিরঃপীড়া, ক্লেশ ; মাফিক (=আ° মুৱাফিক্)=অনুসারে ; তফসিল (আ° তফ্সীল)=বর্ণনা ; মনফুক (=আ° মুন্ফক্)= আলাদা আলাদা ;

১১৬ পৃষ্ঠা :—রোয়দাদ (১১৭ পৃষ্ঠায় রোদাদ) (=ফা° রু-দাদ)=উপস্থাপিত, আদালতে আনীত ; ফয়সল (=আ° ফয়্সলহ্)=বিচার ; সেতাবি (=ফা° শিত্তাবী)=তাড়াতাড়ী, ত্বরিত, অগৌন ; আদালত (=আ° ∠অদালৎ)=ন্যায়বিচার ; খরদারী=খবর, খবরদারী ; তুলনীয়, পৃষ্ঠা ১১৮র শেষছত্রে, খর=খবর, বহর ; রেসয়ৎ (=আ° রিশ্রৎ)=ঘুষ ; নেকনামি (=ফা° -নামী)=সুনাম ; দেনবরি (=? হিন্দী দেনা—তুলনীয় দেন-হার্, দেনৱার্=দেনে-ৱালা)= পুরস্কার ; সাজাই (উর্দূ সজাঈ, ফা° সজা হইতে)=শাস্তি ; মোক্তার-কার (=আ° মুখ্তার+ফা° কার)=কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী ; আসামীওয়ার (=আ° অসামী+হিন্দী ৱার)=নাম ধরিয়া, লোকের নামানুক্রমিক ; নামনবিশি (=ফা° নাম্-নৱীসী)=নামলিখন ; [বেওরা=ব্যাপার, বিবরণী] ; দস্তখতি মুদে (=ফা° দস্ত-খত্তী (আ° খত্ত্)+শুদহ্)=সহী হইলে পর ; দরজ (আ° দর্জ্)=খাতায় লিখন ; আইন্দা (=ফা° -ন্দহ্)=আগামী ; মৌসুম (=আর মৱ্সিম্)=সময় ; [ফিব্রিল=ইংরেজী ফেব্রুয়ারী ; আবরিল=ইংরেজী এপ্রিল] ; মুদ্দা=শুদ্ধ ? পর্য্যন্ত ? আইয়াম (=আ° অয়্যাম)=দিনসমূহ ;

১১৭ পৃষ্ঠা :—মাহফিক=মাফিক ; সুন (=অ° স্ন∠)=প্রস্তুত করণ, করণ=নিষ্পত্তি ; [সালিস দুরায়=দরায়, দ্বারায়] ; হকিকৎ (=আ° হকীকৎ)=সারসত্য ; মোজাহেম (=আ° মুজাহিম্)=বিরোধী, বাধাদায়ক ; ফরিয়াদী দফা (=ফা°+আ° দফ্∠অ)=নালিস আনয়ন, পেশ করণ ; মুকেদ্দী (=আ° মুকয়্যদ্)= সচেষ্টভাব, আগ্রহপূর্ণতা ;

১১৮ পৃষ্ঠা :—তরদুদি (=আ° তরদ্দুদ্)=পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন ; খাতির্জ্জমা (=আ° খাত্বির্ যম∠)=নিঃসন্দেহ বিশ্বাস, দৃঢ় ধারণা, সন্তোষ ; বারিক (=ফা° বারীক্)=সরু, সূক্ষ্ম ; [ফড্যা =ফড়িয়া, ফোড়ে='নাল-ফোড়', পড়িয়ানের সুতা তানার সুতার সহিত জড়াইয়া যাওয়া] ; আএব (=আ° ∠অয়্ব্)=অসম্পূর্ণতা, দোষ ; কেফাইত (=আ° কিফায়ৎ)=প্রাচুর্য্য, সুবিধা ; আমেজ (ফা°)=মিশাল ।

উপরের আরবী [ও ফারসী] ; শব্দে নিম্নলিখিত রীতি অনুসারে আরবী [ও ফারসী] অক্ষরের বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর স্থির করা হইয়াছে :—অলিফ্, হম্জহ্=' ; বা=ব ; [পে=প] তা=ত ; থা=থ ; যীম=য ; [চেহ্=চ] ; হ্বা=হ্ব ; খা=খ ; দাল্=দ ; ধাল্=ধ ; রা=র ; জা=জ ; [ঝে=ঝ] ; সীন্=স ; শীন্=শ ; স্বাদ্=স্ব ; দ্বাদ্=দ্ব ; ত্বা=ত্ব ; ধ্বা=ধ্ব ; ∠অয়ন্=∠ ; ঘয়্ন্=ঘ ; ফা=ফ ; কাফ্=ক ; কাফ্=ক ; [গাফ্=গ] ; লাম্=ল ; মীম্=ম ; নূন্=ন ; ৱাৱ=ৱ ; হা=হ ; য়া=য় , [ফারসীর ৱাৱ-ই-ম∠দূলহ্ যুক্ত খে=খ্ৱ ।]

[৫]

5660. F. পদ্য গদ্য

৭ শ্রীশ্রীদুর্গাঃ—

শ্বহায়—

৮ মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র।—

সাং অবন্তিকে—

মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম / শ্রীমতি মৌনাবতি ষোড়ষ বরিস্যা বড় যুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য / কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ন্ন পয্যন্ত যুঙ্গ্য ভ্রূর ধনুকেং / নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন্ন হস্ত পদ্মের মৃনাল স্তন দাড়িম্ব/ফল রুপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন যুন্দরি / সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা / ভোজরাজা শুনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক / এক ২ রাজার পুত্রকে এক ২ দীন রাত্রের মধ্যে এক ২ জোন কে সয়ন / ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল / কন্যাঃ আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোয়েঃ এক খাটে রাজপুত্র / সোয়ে। জে রাজপুত্র জেমন গ্নানবান হয়। সেঃ সেইরূপ কথা / সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে নাঃ সকালে উঠেঃ / রাজপুত্রঃ ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপুত্র আইল / কেহো কথা কহাইতে পারিলেক নাঃ কতমৎ প্রকার করিলেক / তবুঃ কন্যাকেঃ কথা কহাইতে পারিলেক না। এইরূপে অনেক / দীন গেলঃ পরে রাজা বিক্রমাদিত্যঃ কন্যারঃ রুপগুন যুনে / বড়ই তুষ্টঃ হইলেনঃ কাহাকেওঃ কহিলেন নাঃ সঙ্গে এক জোন / মনস্যঃ লইলেন নাঃ কেবল আপুনি একাঃ বড় ঘোড়ায় আরোহন / হইয়াঃ সিকারেরঃ নাম করিয়াঃ দুই চারিঃ রোজের পরেঃ মোকামঃ ভোজপুরঃ শ্রীযুত ভোজরাজারঃ বাটীতেঃ উবিস্থীত /

হইলেন ঃ রাজার লোক জিঙ্গাষা ঃ করিলেক ঃ কে তুমি ঃ কোথা ঃ / হইতে ঃ আইলে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ আপনার ঃ পরিচয় ঃ /দীলেন না ঃ কহিলেন ঃ আমি ঃ আতিত ঃ একথা স্থনে ঃ / শ্রীযুত ভোজরাজার ঃ লোক ঃ অপূর্ব্ব ঃ আষন ঃ বশীতে ঃ / দীলেন ঃ রাজা বসিলেন ঃ খাওানের ঃ অপূর্ব্ব ২ ঃ সামিগ্র ঃ /আনিয়া দীলেন ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ খাইলেন ঃ পরে ঃ / সয়ন ঃ করিলেন ঃ / বৈকালে ঃ শ্রীযুত ভোজরাজা ঃ স্থনিলেন ঃ / এক ঃ আতিত ঃ আসিয়াছে ঃ লোক ঃ পাঠাইয়া ঃ ডাকাইগা ঃ / আনিলেন ঃ রাজা বিক্রমাদীত্যকে ঃ জীঙ্গাষা ঃ করিলেন ঃ/ কী জন্যা ঃ আগমোন ঃ হইয়াছে ঃ এখানে ঃ কী নাম ঃ । / তোমার ঃ প্রকত কহিবে ঃ তাহাতে ঃ রাজা আপনার / ঃ নাম ঃ ভাঁড়াইয়া ঃ আর এক ঃ নাম ঃ কহিলেন ঃ শ্রীযুত / ভোজরাজা ঃ পুনুর্ব্বার ঃ জিঙ্গাসা ঃ করিলেক ঃ তোমাকে ঃ / এমন স্থন্দর ঃ এমন গুণবান ঃ দেখিতেছী ঃ বুঝি ঃ তুমি ঃ / কোন ঃ রাজা হইবেক । পরে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ কহিলেন ঃ / আমি ঃ জে হই ঃ তোমার পরিচয়ে ঃ কায্য কী আছে ঃ তোমার ঃ / কন্যার পন স্থনিঞা ঃ আসিয়াছী ঃ আমি ঃ তাঁহাকে ঃ / কথা কহাইব ঃ রাজা ঃ কহিলেন ঃ ভালোই ঃ থাকোহ ঃ / পরে ঃ রাত্রে ঃ এক ঘরে ঃ দুই খাট ঃ বিছাইলেক ঃ / দুই জনে ঃ দুই খাটে ঃ সয়ন ঃ করিলেন ঃ ক্ষেনেক ঃ কাল / পরে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ জিঙ্গাষা ঃ করিলেন ঃ এ ঘরে / কেহ আছহ ঃ আমার সঙ্গে ঃ কথা কহো ঃ কন্যা উত্তর ঃ / দীলেক না ঃ পরে ঃ রাজা ঃ কী করিলেন ঃ তাঁহার সঙ্গে ঃ / পোসা ঃ দুই ভূত ছীল ঃ তাহার ঃ নাম তাল ঃ বিতাল ঃ তাহাকে / স্মরণ ঃ করিলেন ঃ তখনি তাহারা ঃ দুই জনে ঃ আইলেন ঃ / ৭ কী আঙ্গা মহাঁরাজ ঃ কী করিব কহ ঃ রাজা কহিলেন ঃ / তুমি ঃ কন্যার খাটে গিয়া ঃ বইসহ ঃ আমি ঃ জীঙ্গাসা ঃ / করিলে ঃ কথা কহিও ঃ তাল ঃ বিতাল গিয়া ঃ কন্যার খাটে / বসিল ঃ পরে ঃ রাজা ঃ ডাকীয়া ঃ কহিলেন ঃ এ ঘরে কে জাগ্রত / আছহ ঃ তাল বিতাল ঃ উত্তর ঃ দীলেকঃ কী জন্যা ঃ ডাক / মহাঁরাজ ঃ রাজা কহেন একী আশ্চয্য ঃ কন্যার ঃ

কথা নাঞী / তুমি ঃ কে ঃ তাল বিতাল ঃ কহিলেক ঃ মহাঁরাজ ঃ আমি ঃ / কন্যার খাট ঃ রাজা কহিলেন তবে তুমি ঃ সুনহ ঃ এক দেসে / এক ঃ সওদাগর ছীল ঃ সে বানির্য্যতে গিয়াছীল ঃ পরে / তাহার ঃ জাহাজ ও নৌকা সকল ঃ ডুবিয়া গেল ঃ এক / খান তক্তা ধরিয়া ঃ সওদাগর ঃ কীনারায় ঃ উঠিল ঃ / সেই ঃ দেসে এক মায়ে মানুষ ঃ জল ঃ আনিতে আসিয়াছীল / সে ঃ সওদাগরকে ঃ লইয়া ঃ আপনার বাটীতে গেল ঃ। / বিস্তর ঃ সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক। কতক দীন / তাকাদী সেই খানে থাকীল। পরে এক দীন এক মালির ঃ / মায়ে ঃ স বড় জাদুগীর ঃ তার সঙ্গে। আর সওদাগরের / সঙ্গে সাক্ষ্যাত হইল ঃ সে মালিনি এক ঔসধ ঃ সওদাগরের ঃ গায়ে ফেলিয়া ফেলিয়া মারিলেক। সে ঔসধ তার গায়ে / লাগিতে ঃ ভেড়া হইল ঃ সওদাগরকে এক দড়ি দীয়া ঃ বাঁদীয়া / আপনার ঃ ঘরে লইয়া গেল। রাত্রে এক ঔসধ গায়ে ছোঁয়াইয়া / মানুষ করে ঃ দীনে আরবার ভেড়া করে। এইমত করিয়া / প্রত্তহ বেহার করে। এক দীন ঃ সে ভেড়া দড়ি ছুঁীড়িয়া ঃ / পালিয়া ঃ এক রাজার ঃ বাটীর ভিতর ঃ গেল ঃ রাজার / লোক ঃ সে ভেড়া ধরিয়া ঃ কাটীয়া। তাহার মাংষ। / খাইলেক। বল মুনি ঃ রাজকন্যার ঃ খাট ঃ অপরাধ / কার হইল। তাল বিতাল কহিলেক। জে ময়ে জলের ঘাটে / হইতে। লইয়া গিয়া ঃ বাঁচাইয়াছিল ঃ সকল দোষ তাহার / হইল। মালিনির ঃ কিছু দোষ নাঞী। কন্যা একথা / সুনিয়া ঃ আপনার খাট দুর করিয়া। ফেলিয়া দীলেক। / মাটীতে সয়ন ঃ করিয়া ঃ রহিল ঃ পরে রাজা বিক্রমাদীত্য / কহিতে লাগিল ঃ কন্যার খাটের সঙ্গে কথা কহিতেছীলাম / কন্যা তাহা গোষা করিয়া ফিরিয়া দীলেন ঃ এ ঘরে / আর কেহো আছহ ঃ তাল বিতাল ঃ উত্তর দীলেক ঃ / কেনো মহাঁরাজ ঃ পরে রাজা কহিলেন ঃ কে তুমি ঃ তাল বিতাল / কহিলেক ঃ আমি রাজকন্যার পরিধিয় বস্ত্র ঃ বড়ই ভালো / হইল ঃ কথা সুন। এক দেসে ঃ এক সওদাগরের ঃ কন্যার ঃ / সঙ্গে ঃ বিভাহের কথা চারি জোনের সঙ্গে হইয়াছে ঃ / বিভাহের দীনে চারি জোন ঃ আসীয়া ঃ

উবিস্থীত হইল / কেহ বলে আমি বিভাহ ঃ করিব ঃ আর কেহ কহে তুমি কে / আমি ঃ করিব ঃ এই কথায় ঃ বড়ই ঝকড়া হইল ঃ সে কন্যা / এ কথা স্বনে ঃ রাত্রের মধ্যে জহর করিয়া মরিলেক / প্রাতঃকালে সে কন্যাকে ঃ বাহিরে ঃ আনিলেক। / চারি জোনে সে কন্যাকে দেখিয়া বিস্তর খেদ করিলেক / এক জোন কন্যার সোকে জহর খাইয়া মরিল ঃ এক জোন/ফিরে ঘরে গেল এক জোন বসিয়া থাকীল। এক জোন/এক ঔসধ খাওইয়া ঃ দুই জোনকে ঃ বাঁচাইলেক ঃ বল স্বনি / কন্যার কাপড় সে কন্যা কে পাইবে তাল বিতাল কহিলেক ঃ জে ফিরা /. ঘরে গিয়াছে সেই পাইবেক ঃ কন্যা একথা স্বনিঞা কাপড় / ফেলিতে ঃ পারেন। না ঃ হাসিয়া ঃ উঠিলেন। কথা কহিলেন /রাজা কন্যার হাত ধরিয়া ঃ আপনার খাটে লইলেন ঃ সারা / রাত্র হাসীখুসি করিলেন। তার পর দীন ভোজ রাজা কন্যার / বিভাহ দীলেন। রাজা বিক্রমাদীত্যর সঙ্গে ॥।।॥

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের বিশেষ অভাব। এই গল্পটী অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা হিসাবে খুবই উপযোগী। যথাযথ মূলানুযায়ী মুদ্রিত হইল।

[৬]

5660 F. **একটী গান।**—লালচন্দ্র ও নন্দলাল দুই জনের ভনিতা দেওয়া।

ওকি অপরূপ দেখি ধনি ঃ পিষ্টেতে লম্বিত ধরনি সম্বিত কিম্বা ফনি কিম্বা বেনী ঃ অলকা বেষ্টীত / কনকে রচিত শিতি কিম্বা সৌদামিনি ঃ তার অধ / দেসে অন্ধকারো নাসে ঃ সিন্দুর কি দিনমনি ঃ / খঞ্জন যুগল নয়ান চঞ্চল কি সফরি অনুমানী / কিবা বিধুবর কি মুখ স্বন্দর কিছুই না জানি ॥২॥ কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ কিবা হয় তনুখানি ঃ / কি কুচ কি গিরি কি বুঝিতে না পারি কি কোক /বিহিন পানি ॥৩॥ কি মৃনালদণ্ড কিবা করিস্বণ্ড / কিবা বাহুর স্ববলনি ত্রিবলি ত্রিগুন কি কাম / সোপানো কিবা নাভি তরঙ্গনি কিবা কোটী / দেস কিবা পষুইষ মধ্যে সোভিছে কিঙ্কনি / কিবা রম্বা তরু কিবা স্রুগ্যা উরু কিবা মরাল / চলনি ॥৫॥ লালচন্দ্র কহে এ বেসে কোথায় / চল্যাছ লো বিনোদিনি নন্দলাল ভনে চায়্যা / আমাপানে হাস্যা কথা কহ স্বনি ॥৬॥ঃঃ—

[৭]

5660 F. লাল কালিতে লেখা কতকগুলি মন্ত্র।—উপরে লাটিন ভাষায় পুরাতন ছাঁদের ইংরেজি হাতে লেখা Carmen Shanskrit cujus Ope Morsus Serpentis admodum Lethalis innoxius reddatur atque cito Moribundus convalescat / Inefficax foret nisi littera rubida scriptum অর্থাৎ "সংস্কৃত ছড়া, যাহার সাহায্যে অতি বিষাক্ত সাপের কামড় বিষমুক্ত করা যায়, ও মরণোন্মুখ শীঘ্র আরাম হয়। লাল অক্ষরে লিখিত না হইলে কার্য্যকর হয় না।"

[লাল রঙ্গে সাপের মন্ত্র লেখা সম্বন্ধে একটী কথা পরিষদের অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন যে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "বিয়ে-পাগলা বুড়ো" নাটকে কতকগুলি সাপের মন্ত্র নাটকের একটী পাত্রের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে এবং যখন ঐ বইয়ের প্রথম মুদ্রণ করা হয়, তখন মন্ত্রগুলি লাল অক্ষরেই ছাপান হইয়াছিল।]

হাতচালা। উচল চালম সুচল চালম অরে হাত তোরে চা(ল)ম থাকে চৌসাপার বিস ছামু ধর না থাকে চৌসাপার বিস ডাইনে বাঁয় চল কার আঙ্গা বিসহরির/ আঙ্গা।১। উচ উচ ভামুহে রক্তবরনে বিস নাই গুরু হে গামছা-মোড়নে রথে চাপিয়া হনুমন্ত জায় তুল তুল বিষ তুই গামছার বায় শ্রীমনসার আঙ্গা ১॥/ গামছা পাড়িয়া মারিবে॥ তাগাবান্ধা॥ মুই বান্ধি তাগা ব্রহ্মা বিষ্ণু তিনজনে গেলগা তাগা তাগনের সাত ভার বিষ পিচকর আকুল সমুদ্র উবুকরি / দুই পা তোর স্বামি সাপে খালে তাগা বান্ধ্যা ঘরে জা ১॥ ভাগান্যার মামা সমুর বিস ভাগিন্যা বৌ হেটয়েড্যা উপর ধাইস খাইস গুরনৌ উড়্যাবান্ধী/ উর্ড়নি ভিডা বান্ধে ডোর কোথা আইস করঙ্গ (কু?) র বেটা সিন্দমুযান্যা-চোর ইন্দ্রপুরের মাটি ব্রহ্মাপুরের ফুল মহাদেব বাঁধেন তাগা বাঁধ্যা চাঁপার/ ফুল ইহাঁর উদ্দিস করিস বল ধর্ম্ম ইসাদ পার তল ১॥/ আবেস দুর করা॥ আদবার বছরের পদ্দমকুমার(রি?) পার মগরমুট খাড়ু ডাইন হাতে ধোধবল/ ছাতা বাঁহাতে বিসের নাড়ু বিস খায় খলবলায় মনে মনে হাসে তিন্দিনির জায়া। না (লা?) ধান মেহয়নে ভাসে ছাওাল কাঁদানি বাড়ুন ভাঙ্গানি আলাক/ দিয়া বাতি অন্ধ কার গার বিস ঝাড়াই সাক্ষি ব্রহ্মানি নাই বিস বিস-হরির আঙ্গা ১॥/ ঝাড়ান॥ স্বর্গের পায়রা/ সাগরপারি অমতভুবনে তোর

বাসা/ বিস উপজিল কোথা বিস উপজিল পদ্মা/র স্মরনে না'ই বিস জগতে গৌরিহুংকার ১॥ মস্তকামহিল (যাইল ?) বিস পবন খরসান বাহড় বাহড় বিস / সিব পর / মান বাহড় রে বিষ তোরে ডাকেন পাঁঙ আপনার দর্পে বিস রক্তে দিলা ঝাপ বাহড়ে রে বিস তোরে অনাদিকৃষ্ণের স্মাপ ১॥ গড়ুর নাচে নপুর বাজে/ ঘুঙ্গুর বাজে পায় পথ ছাড়্যা দেয় তাহে গোসাঁই গড়ুর জায় ।১॥/ পিলাকাটা ॥ উকং কালীয়ং রং লং বং সং ষং শং হং ক্ষ ডাকিনী ঝম্পে পিলা কম্পে/ পিলার বুকে মারম আগুনবান অমুকার আঙ্গের পিলা কাটা করম খান খান কার আঙ্গা উগ্রচণ্ডার আঙ্গা ১॥

এই মন্ত্রের সর্ব্বত্র বুঝিতে পারিলাম না ; মিলাইবার জন্ম অন্য কোনও সাপের মন্ত্রেরও পাঠ পাই নাই, ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য কেবলমাত্র মূল কাগজে যেমন পাইয়াছি, তেমনি মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস

এতক্ষণ আমরা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধেরা যে গান লিখিয়াছেন, সেই কথাই বলিতেছিলাম। এখন হিন্দুদিগের বাঙ্গালা গানের কথা বলিব। এই সকল গানের প্রধান কবি, "কবি চণ্ডীদাস"। তিনি যেমনি প্রধান, তেমনি প্রাচীন। তাঁহার গানের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা আগে বুঝিতে হয়। তাই আমরা এখন বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

বিষ্ণু বেদের দেবতা। তিনি মধ্যাহ্নকালের সূর্য্য। তিনি তিন পা দিয়া জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার এক পা উদয়াচলে, এক পা অস্তাচলে, আর এক পা ঠিক মাথার উপরে। আমরা এখনও যে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকি তাঁহাকে সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়াই উপাসনা করিয়া থাকি। পুরাণ-কর্ত্তারা বিষ্ণুকে ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সে ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, সুতরাং পৃথিবী পালনের জন্য তাঁহাকে অনেক বার অবতার হইতে হইয়াছে। যখনই যখনই প্রজা উৎপীড়িত হইয়াছে, তখনই তিনি অবতার হইয়াছেন। তাঁর অবতার অসংখ্য। তাহার মধ্যে দশটী প্রধান। এই দশের মধ্যেও আবার বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ—ইঁহাদেরই অধিক উপাসনা হয়। কৃষ্ণের উপাসনা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণ লইয়াই মহাভারত, কৃষ্ণ লইয়াই হরিবংশ, কৃষ্ণ লইয়াই ভাগবত। কিন্তু এ সকল গ্রন্থে রাধার কথা নাই। কতদিনে যে কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইংরেজী প্রথম শতকে অন্ধ্র বংশে হালা বা শালিবাহন নামে একজন রাজা হন। তিনি মহারাষ্ট্রী ভাষায় সাতশত আদিরসের গান সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণের নাম এক জায়গায় পাওয়া যায়। তাহার পর বহু দিন ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ প্রাচীন হইলেও, তাঁহাদের উপাসনা যে বেশী পরিমাণে প্রচলিত ছিল, বোধ হয় না।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ নামে একখানি আধুনিক পুরাণ আছে, এখানিতে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের কথা আছে। সুতরাং উহা শঙ্করাচার্য্যের পরের লেখা, অর্থাৎ ইংরেজী আটশত সালের পরের লেখা। এখানি আধুনিক বলিবার আর একটী কারণ আছে। আমাদের অষ্টাদশ মহাপুরাণ বেশ প্রাচীন, উহার মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ একখানি। নারদপুরাণে এই প্রাচীন অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া আছে, সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেরও বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু সে পুরাণের সঙ্গে এখন যেখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিয়া চলিত আছে, তাহার মোটে একেবারে মিল নাই। এখানি পাঁচটী খণ্ডে ভাগ করা। শেষটী শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। উহাতে প্রথম হইতেই রাধার কথা। রাধা বৈকুণ্ঠেও বৈকুণ্ঠেশ্বরী। সেখান হইতে শ্রীদামের শাপে তাঁহাকে মানবী হইয়া বৃন্দাবনে জন্মাইতে হয়। কৃষ্ণও তখন কংসাসুর বধের জন্য অবতার হইতেছিলেন। তাঁহাকেও যে কারণে বহুকাল বৃন্দাবনে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলে

জানেন। এইখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। সে মিলনও একরূপ অদ্ভুত। নন্দরাজা এক দিন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া গরু বাছুর চরাইতে মাঠে গিয়াছিলেন, হঠাৎ দেবতারা সন্ধ্যার সময় ঝড় বৃষ্টি তুলিয়া দিলেন। নন্দ মহাফাঁফরে পড়িলেন। ছেলে লইয়া বাড়ী ছুটিয়া যাইবেন, সে যো নাই। সব গরু বাছুর মাঠে, এদিকে ছেলেও কাঁদিয়া উঠিল। এ সময়ে নন্দ দেখিলেন, রাধা সেখানে উপস্থিত। তিনি ছোট ছেলেটীকে রাধার কোলে দিয়া বলিলেন, তুমি একে বাড়ী পৌঁছিয়া দাও। রাধা কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বাড়ী যাইতেছেন, পথে কৃষ্ণ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মনোহর যুবাপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়া রাধার কাছে প্রেমভিক্ষা করিলেন। ঠিক সেই সময় ব্রহ্মা আসিয়া দু'জনের বিবাহ দিয়া গেলেন। তাহার পর যা হইবার, তাহাই হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই গল্পটী লইয়া মহাকবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন,—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

সুতরাং জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বেশ জানিতেন। কারণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণই রাধাকে প্রচার করিয়াছে এবং এ গল্পটী আর কোথাও পাওয়া যায় না।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানি (অথবা যে বইখানি বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া ছাপাইয়াছেন) মোটামুটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। ইহারও পালাগুলির নাম "খণ্ড"। প্রথম পালাটীর নাম "জন্মখণ্ড"। এখানেও প্রথমেই আকাশে দেবসভা হইয়াছে। কংসের জন্ম সৃষ্টি-নাশ হইতেছে, সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মার কথায় দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন, বিষ্ণু তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া কংস বধ করিবেন, স্বীকার করিলেন এবং একগাছি কালো এবং একগাছি সাদা চুল দিয়া বলিয়া দিলেন,—বসুদেবের ঘরে দৈবকীর উদরে বলরাম ও কৃষ্ণের জন্ম হইবে, তাঁহারাই কংসকে নাশ করিবেন। নারদ আসিয়া কংসকে সে কথা বলিয়া দিয়া গেলেন। কংস প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার ভগিনী দৈবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই, তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন। ছ'টী শিশু মারা যাওয়ার পর, সাদা চুল দৈবকীকে দেওয়া হইল। তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইলে, বলরাম বিমাতা রোহিণীর গর্ভে গিয়া রহিলেন, প্রকাশ করিয়া দিলেন, দৈবকীর গর্ভপাত হইয়াছে। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, কেমন করিয়া বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া যশোদার সদ্যোজাত মেয়েটীকে লইয়া দৈবকীর আঁতুড়ে রাখেন, সে কথা সকলেই জানেন। কংস যখন সেই মেয়েটীকে পাথরের উপর আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে, তখন সে কন্যা আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়া গেল,—

তোমারে মারিবে যে।
গোকুলে বাড়িছে সে।

এই যে মহামায়ার কথা, ইহা কিন্তু কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল অতি প্রাচীন ভাস কবির 'বালচরিত্র' নামে নাটকে। চণ্ডীদাস এ কথা কোথায় পাইলেন, জানি না।

কৃষ্ণ যখন গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন, তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে বৃষভানুর কন্যা করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং অভিমন্যু নামে একটা নপুংসকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই অভিমন্যুই আয়ান ঘোষ বা আইহান। একে লক্ষ্মী আসিয়াছেন, তাহাতে নপুংসকের স্ত্রী হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতে তাঁহার ধর্ম্মমত আর কোন বাধা রহিল না। রাধার শাশুড়ী রাধার মায়ের কাছে গিয়া তাহার পিসীকে লইয়া আসিল। সেই রাধার অভিভাবক হইল, তাহার নাম বড়াই বুড়ী। সেই রাধার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বড়াইয়ের রূপ বর্ণনা,—

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে॥
ভ্রূহি চুন রেখ যেহ দেখি।
কোটর বাটুল দুই আঁখি॥
মাহা পুট নাশাদণ্ডহানে।
উন্নত গণ্ড কপোল থানে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিনী॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি মূলে দুই কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কাশ্মীরের কবি দামোদর ইংরেজী অষ্টম শতকে 'কুট্টিনীমত' নামে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কুট্টিনীর যে বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা ঠিক সেইরূপ। মিথিলার কবি জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর বর্ণনরত্নাকরেও কুট্টিনীর ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধিকার বয়স এগার বৎসর হইলে, রাধিকার শাশুড়ী দই, দুধ, ঘি ও ঘোলেতে পসরা সাজাইয়া বড়াইয়ের সাথে রাধিকাকে মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে পাঠান। একদিন বড়াই পথে যাইতে যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া বুড়ী বড়ই ফাঁফরে পড়িল। সে বনের মধ্যে দেখিল, কাহারা গরু চরাইতেছে। বুড়ী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার নাতিনী রাধাকে দেখিয়াছ? কৃষ্ণই গরু চরাইতেছিলেন, তিনি বড়াইয়ের কাছে রাধার পরিচয় লইলেন। তাহার রূপবর্ণনা শুনিলেন। তার পর বলিলেন, তুমি যদি রাধার সঙ্গে আমার ভাব করাইয়া দিতে পার, তবে তোমাকে আমি রাধার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। কৃষ্ণ বড়াইয়ের হাতে পান সাজিয়া দিলেন এবং রাধিকার জন্য অনেক ফুল ও ফল ভেট পাঠাইলেন এবং দূর হইতে দেখাইয়া

দিলেন, ঐ বকুলতলাতে রাধা বসিয়া আছেন। বুড়ী সেখানে গিয়া খানিক কথাবার্ত্তার পর কৃষ্ণের কথা তাহাকে শুনাইয়া দিলেন এবং কৃষ্ণের ভেট তাহাকে দিলেন।

এ বোল স্থণিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ॥

* * *

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের নন্দন গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥

বড়াই অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই রাধাকে রাজী করিতে পারিল না, তখন কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রাধাকে লইয়া বড়াই মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যাইবে এবং দান লইবার ছলে তিনি রাধিকার নিকট অনেক টাকা কড়ি চাহিবেন এবং না দিতে পারিলে একটু জোর জবরদস্তি করিবেন। ইহার নাম 'দানখণ্ড'। এ বইয়ের দানখণ্ড খুব লম্বা। এই দানখণ্ডেই কৃষ্ণ ও রাধার কথাবার্ত্তায় কবি বেশ বাহাদুরী করিয়াছেন। রাধিকা কৃষ্ণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—আমি তোর মামী, তোর গুরু লঘু জ্ঞান নাই। আমার বয়স অল্প, আমি তোর অত খোসামুদে কথা বুঝি না—আমার স্বামী আছে, শাশুড়ী আছে, শ্বশুর আছে; আমি বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বউ, আমি ইচ্ছা করিলে কংস রাজাকে বলিয়া দিয়া তোকে খুব জব্দ করিতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি তার দই দুধ সব ছড়াইয়া দিলেন এবং তার যত সখী ছিল, তাহাদের সকলের জন্য অনেক টাকা দান চাহিয়া বসিলেন। দান না দাও, আমি যা বলি, তাই কর। রাধিকা বড়াইয়ের কাছে নালিশ করিল। বড়াই কৃষ্ণের দিকে টানিয়াই কথা কহিল,—

সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে॥
এন্তেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।
লোক সুণিলে তোকে হৈব উপহাস॥ ১॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞি বিরোধ না কর।
তোর পুণ্যে জাওঁ ঝিকে মথুরা নগর॥ ধ্রু॥
নাগর শেখর তোক্ষে নামে বনমালী।
তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী।

আখিক পীড়এ যবেঁ ভুখিল ভখলে।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমল মুকুলে ॥২॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে॥৩॥
রতি কথা সখি মুখে না শুনীলোঁ কানে।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার সমানে॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥৪॥

কৃষ্ণ কোন কথার উত্তর না দিয়া কেবল রাধিকার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কখনও কখনও পুরাণ হইতে পরস্ত্রীগমনের কথা বলিতে লাগিলেন এবং কখনও কখনও 'আমি যে ত্রিদশের নাথ, আমি কত বড় বড় কর্ম্ম করিয়াছি; আমি তোমার কংস রাজাকে ভয় করি না'—ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

একবার রাধা বলিলেন,—

সুণহ (মোর বচন) নটক টেণ্ডন কাহ্ন
কেহ্নে কর অপমানকে বাটে।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ
ন মানসি কংস রাজ পাটে॥

কৃষ্ণ জবাব দিতেছেন,—

হইএ আহ্মে দামোদর মারিলোঁ আসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে।
মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কে বা পরিখাএ তোরে॥

রাধার জবাব,—

হুঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কে বা পাতিআএ।
তোহ্মে বাটে মাহাদাণী মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলে জণারিবোঁ রাজাএ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

রাধা হে তোর বলে ভাণ্ড ভাঁগিআঁ
সকল দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ।

দানখণ্ডে জোর জবরদস্তি করিয়া কৃষ্ণ আপনার অভিলাষ পূরণ করিলেন। আর এক দিন রাধিকাকে নৌকায় চড়াইয়া নদীর মাঝখানে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেন। রাধিকা যখন বুঝিলেন, কৃষ্ণের দশা এইরূপ, তখন তিনি এক দিন রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি আর এ পসরা বহিতে পারি না, বড়াই আমার জন্য একটা মজুর আনিয়া দে। বড়াই কৃষ্ণকে আনিয়া দিল। আবার কৃষ্ণ ও রাধিকার কিছু গালাগালি হইল, কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণকে দিয়া ভার বহাইয়া লইলেন। আর এক দিন রাধিকা ভয়ানক রৌদ্রে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গাছতলায় বসিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ কি করেন, তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীর কাছে পৌছিয়া দিলেন। পুস্তকের যে খণ্ডে এই সকল ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'ভারখণ্ড' ও 'ছত্রখণ্ড'। তাহার পর 'বৃন্দাবনখণ্ড'।

এ বার রাধা বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, কেমন করিয়া কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায়। বড়াই বলিল, মথুরাতে পসরা লইয়া চল। শাশুড়ী অমনি তোর যাইতে দিবে না; তুমি এক কাজ কর, আমার সখীদের শাশুড়ীদের কাছে যাও। আমার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া দাও; বল, আইহনের মা রাধাকে মথুরায় যাইতে দেয় না, তাই কোন গোয়ালিনীর মথুরায় যাওয়া হয় না। তারা বড়লোক, সব করিতে পারে; দই দুধ না বেচিলে তোমাদের সংসার কিসে চলিবে?—এই কথা শুনিয়া সব বুড়ী গোয়ালিনী রাগিয়া রাধার শাশুড়ীর কাছে বলিল,—

তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ এক মতী॥
আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মাব ঘরত অন্ন পাণি না খাইব॥
এ বোল সুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা সভার পাএ॥
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥

পরদিন সকাল বেলা সব সখীরা একত্র হইয়া বিচিত্র সাজগোজ করিয়া—

দধি দুধ ঘৃত ঘোল সাজিআঁ পসারা।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা॥

* * * *

ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে।
তখনে হাসিআঁ বুলিল সভাক বড়ায়ি।
এবেঁসি নাতিনী সব মনেঁ সুখ পাই॥
নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।
তাক পিছি মথুরাক করিউ গমনে॥

রাস্তায় যাইতে যাইতে বড়াই বলিতে লাগিল, কানাই এখন বড় ভাল ছেলে হইয়াছে। সে আর বাটদান, হাটদান, ঘাটদান কিছুই চাহে না। কেবল লোকের উপকার করে। যে সব লোক হাটে যায়, তাহাদের ফুল ফল দিয়া সন্তুষ্ট করে এবং সঙ্গে করিয়া যমুনার ধারে পৌঁছিয়া দেয়। অতএব তোমরা তাহাকে আর ভয় করিও না। সে এখন বড় ভাল লোক হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সব গোয়ালিনীর ইচ্ছা হইল, বৃন্দাবনের ফুল ফল কিছু ভোগ করে—

বৃন্দাবনের ফুলে সভার হইল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥

সময়টা বসন্তকাল। মলয় পবন বহিতেছে, কিন্তু বৃন্দাবনে সব ঋতুই বিরাজ করিতেছেন, সকল ঋতুর ফুলই সেখানে আছে। সম্বৎসরের যত ফল ফুল—সবই বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। গোয়ালিনীরা সেই ফুলের লোভে সব বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া গেল। কৃষ্ণ রাধাকে দেখিয়াই বলিলেন,—

শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোক্ষার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে॥
এক ঠাঁয়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পত্র ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার॥

রাধা বলিলেন,—আমি ত আসিয়াছি, আমার সঙ্গে অনেক সখী আসিয়াছে। তুমি ইহাদিগকে সন্তুষ্ট কর। ইহারা যেন আমার নিন্দা করিতে না পারে।

সামী সাসু দুইহো খরতর।
আর খল সকল নগর॥
সব তোর মোর দোষ চাহে।
তেঁসি মোর মন থীর নহে॥
তোর মনে হেন পড়িহাসে।
ফুল ফলের দিআঁ আশে।
সখিগণ নেহ চারি পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার মনের কথা টানিয়া বলিয়াছ।

ষোল সহস্র তোর সখিগণ॥
সভার তোষিব আহ্মে মন॥
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপী সমাজে॥

এই বলিয়া কৃষ্ণ সকল সখীদের কাছে বলিলেন,—এই তোমাদের অভয় দিলাম, তোমরা যত পার ফুল ছেঁড়, ফল খাও। যখন দেখিলেন, ফুল উঁচায় রহিয়াছে, একজন পাড়িবার চেষ্টা করিতেছে—পারিতেছে না, তখন তিনি তাঁহাকে কোলে লইয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন, সে আপন হাতে ফুল

পাড়িয়া তারা খুসী হইল। গোপীরা যে যেখানে বেড়াইতেছে, কৃষ্ণ তাহাদের কাছে গিয়া তাহাদের সহিত নানা রসরঙ্গ করিতে লাগিলেন।

খণেক গুণিল কাহ্নে।
ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে॥
আনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে।

ইহারই নাম রাস। চণ্ডীদাস রাস শব্দটী ব্যবহার করেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সে শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন এবং জাঁকালো রাসমণ্ডপ করিয়া সেখানে কৃষ্ণকে কেলি করাইয়াছেন। কৃষ্ণ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া গোপীগণের সহিত কেলি করিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ হঠাৎ দেখিলেন, রাধিকা নিকটে নাই। তখন তিনি সব দেহ সংহার করিয়া আবার এক কানাই হইয়া গোপীগণকে ছাড়িয়া রাধিকার কাছে গেলেন। রাধিকা গোপীগণের প্রতি স্নেহ দেখিয়া মান করিয়া বসিয়াছেন। কৃষ্ণ যাইবামাত্র তিনি বলিলেন,—

ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিদোষে।
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোএঁ
আপণে আপণ দোষে॥

* * *

যে পর পুরুষ সমে নেহ করে
তার হএ হেন গতী।
দৈব দোষে কাহ্ন তোহ্মাত ভজিলোঁ
বঞ্চিলোঁ আপণ পতী॥
যেহেন বাহির তেহেন ভিতর
সরূপেঁ জাণিলোঁ তোরে।

* * *

শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে
না জায়িবোঁ তোহোর পাশে।
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহাঞিঁ
কে নাহিঁ উপহাসে॥

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণের বড় ভয় হইল। তিনি রাধিকার মান ভঞ্জনের জন্য বলিতে লাগিলেন,—

যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিঅঁ লোভে।
পরতেখ তোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে॥
মদন বাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর অক্কারণী মাণে।
বদন কমল মধুপান দিঅঁা
রাখহ মোর পরাণে॥
যবেঁ সতোঁ কোপ করিলে
তবেঁ মোরে হান নয়ন বাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিঅঁা
অধর দংশ দশনে॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
আধরে কোকনদ রূপে।
মদন বাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে॥
এ তোর কুচ শোভে মণি (মাল)
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থল কমল চরণে॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে॥
পালাউ আহ্মার মদন বিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণ পায়ে ধরিলেন, কিন্তু তাহাতেও রাধার মান ভাঙ্গিল না। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, তোমার সখীরা আমার বৃন্দাবনের সব গাছ ভাঙ্গিয়াছে, ডালপালা ভাঙ্গিয়াছে; আমি তোমার কাছ হইতে ইহার দাম তুলিয়া লইব।

রাধা বলিলেন,—বাঃ, তুমি খোসামদ করিয়া আমাকে এখানে আনিলে, সখীদের বন দেখাইলে; তাহাদের অভয় দিলে—এখন তুমি আমার কাছে দাম চাও? এ তোমার বড় কুচরিত!

কৃষ্ণ বলিলেন,—আমি তোমায় আনি নাই। তুমি রাজপথে মথুরায় যাইতেছিলে, অস্তব্যস্ত হইয়া আমার বৃন্দাবনে কেন আসিলে? আর আমার এই ক্ষতি করিলে? আমি অনেক যত্নে বৃন্দাবন তৈরী করিয়াছি, সব নষ্ট করিয়া দিলে। এইরূপ কচাল করিতে করিতে অনেকক্ষণে রাধার মান ভাঙ্গিয়া গেল, রাধাকৃষ্ণের আবার মিলন হইল। দুইজনে নানারূপ কেলি করিতে লাগিলেন।

ইহার পর কালিয়দমনখণ্ড। এ খণ্ডে রাধার কথা নাই। তাহার পর, যমুনাখণ্ডে জলকেলি, তার পর হারখণ্ড, কৃষ্ণ রাধিকার হার ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, রাধিকা যশোদার কাছে গিয়া নালিশ করিলেন। তাহার পর বাণখণ্ড। মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণের রাগ হইয়াছে, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, রাধাকে পায়ে ধরাইব, তবে ছাড়িব। শেষে হইলও তাই। তাহার পর বংশীখণ্ড কৃষ্ণের বাঁশী রাধা চুরি করিলেন এবং অনেকক্ষণ 'চুরি করি নাই' বলিলেন, তার পর বাঁশী দিয়া

তাঁহার সহিত ভাব করিলেন। তার পর, রাধার বিরহ। কৃষ্ণ এখন বেশ যুৎ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর রাধাকে চাই না। রাধিকার বড় অনুতাপ হইল, তিনি বলিলেন,—

শিশুকালে আহ্মে মতি ভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞির থানে॥
বিনয় বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞি আন মোর থানে॥
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করি মোরে দেউ দরশনে॥

দূতী বলিলেন,—

গরবে না তুষিলেঁ হরী।
পাছু না গুণিলী আছিদরী।
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে॥

বড়াইর অনুরোধে অনেক কষ্টে কৃষ্ণ একবার দেখা করিতে রাজী হইলেন। তিনি রাধাকে আসিতে বলিলেন। রাধা আসিলে দুই জনে কেলি করিলেন। তার পর, কৃষ্ণের উরুর উপর মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ এই সুযোগে রাধার মাথাটী নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া রাধা দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই। তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন; বার বার বড়াইকে পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন শেষ হইয়া গেল।

এই বইখানি যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা, কিন্তু কৃষ্ণের জীবনসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সঙ্গে ইহার অনেক তফাৎ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা বৈকুণ্ঠেই ছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীদামের শাপে তিনি পৃথিবীতে আসেন। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিলেন আয়ান ঘোষের নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাই, পুরাণকারেরা এই সকল কথা লিখিয়া কৃষ্ণরাধার প্রেমটা দম্পতী-প্রেমরূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব অংশেই বামনাইটা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের বইয়েও সব দিক্ রক্ষা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বামনাই করিয়া নয়। নারায়ণ যেমন দুইগাছি চুল দিয়া বলিলেন, আমি যখন কৃষ্ণ ও বলরামরূপে অবতার হইব, অমনি দেবতারা সাধ্যসাধনা করিয়া লক্ষ্মীকেও পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন, সেই লক্ষ্মীই রাধা। কবি তাঁহাকে আইহনের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আইহন নপুংসক। সুতরাং—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

পতি ক্লীব, সুতরাং রাধা অনায়াসেই অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন। কবি তাঁহাকে কৃষ্ণের হাতে অর্পণ করিয়া ধর্ম্মটা কোনরূপে বজায় রাখিলেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন পুরাণের মতে নন্দ রাজা করাইয়া দেন। কিন্তু বড়ু বড়াইয়ের হাতে পান ও ফুলের ডালি দিয়া কৃষ্ণই যে মিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহা দেখাইয়াছেন। রাধিকা প্রথম সে পানডালা ফেলিয়া দিলেন, বড়াইকে এক চড়ও মারিলেন। কিন্তু বড়াই তাঁর মায়ের পিসী, সুতরাং বড়াইকে তাড়াইতে পারিলেন না। ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পুরাণের মতে কৃষ্ণরাধিকা দেবতা। তাঁহাদের সব কার্য্যই শাস্ত্রসঙ্গত ও দেবতাদের মতই জাঁকালো। বড়ু চণ্ডীদাসের মতে একজন গোয়াল, আর একজন গোয়ালিনী। গোয়ালিনী মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যায়, আর কৃষ্ণ তাহা কাড়িয়া খান আর রাধিকার উপর নানারূপ অবৈধ উৎপীড়ন করেন। দু'জনেরই কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, মতিগতি গোয়ালাদেরই মত। তাঁহারা যে ঝগড়া করেন, সেও গোয়ালাদের মত।

পুরাণের রাস খুব জাঁকালো। কিন্তু রাসের আগেই বস্ত্রহরণ। বড়ু চণ্ডীদাসে রাসের পর কালিয়দমন, যমুনাখণ্ড বা জলকেলী ও বস্ত্রহরণ। পুরাণের রাস এইরূপে আরম্ভ হয়,—গোপীরা সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকে পতি পাইবার আশায় পার্ব্বতীর পূজা করে। পার্ব্বতী বর দেন, তিন মাস পরে মধুমাসে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করিবেন। কৃষ্ণ এই তিন মাস ধরিয়া রাসমণ্ডপ খুব করিয়া সাজাইলেন। গোপীরা কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, নিঃশঙ্ক ও কামমোহিত হইয়া রাসমঞ্চে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া রাসমঞ্চ ত্যাগ করিলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ রাধিকাকে লইয়া ভ্রমণ করিলেন ও সেখানে বিহার করিলেন। সকলের শেষে মলয়পর্ব্বতের উপরে গিয়া রাধাকে নানারূপ আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাস—রাসই নয়। তিনি রাস শব্দই ব্যবহার করেন নাই। সেটা একটা গয়লা-গয়লানীর ব্যাপার। তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। পুরাণে রাসের মধ্যে মান নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসে মান কিছু চড়া। রাধিকা নিজেই বলিলেন, আমার শাশুড়ী দুরন্ত; আমার স্বামী দুরন্ত; তোমার আমার কুৎসা পাইলে লোকে আর কিছু চায় না। সুতরাং তুমি আমার সখীদের আগে ঠাণ্ডা কর, সন্তুষ্ট কর; তাহাদের অভিলাষ পূরণ কর। কৃষ্ণ যখন তাহা করিলেন, তখন রাধিকা ভাবিলেন, ভালরে ভাল, আমি স্বামী ছাড়িয়া কৃষ্ণের কাছে আসিলাম, আর তাহার এই ব্যবহার। সে আমার সাম্‌নে আর পাঁচ জনকে লইয়া কেলি করিতে লাগিল। যাক্, আমি কৃষ্ণকে চাই না। কৃষ্ণ অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, পায় ধরিলেন; তাহাতে হইল না। কিন্তু যখন বলিলেন, তোর সখীরা বৃন্দাবন ভাঙ্গিয়াছে, তোকে দাম দিতে হইবে, নহিলে তোকে বাঁধিয়া রাখিব, তখন রাধিকা ঝগড়ায় হারিয়া কৃষ্ণের কথায় রাজী হইলেন।

জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" আরম্ভ হইয়াছে বসন্তবর্ণন লইয়া। তাহার পর গোপীদের সহিত রাস। তাহা দেখিয়া রাধিকার মান। উভয় পক্ষে দূতী পাঠান কৃষ্ণ রাধিকাকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। রাধিকা অত্যন্ত দুর্ব্বল, আসিতে পারিলেন না। কৃষ্ণই আসিলেন এবং তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া পায় ধরিয়া, তাঁহার মান ভঞ্জন করিলেন।

জয়দেবের যতগুলি গীত আছে, এই পায়েধরার গীতটীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী,—

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপং
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশং॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং॥

ইহার পর সখীরা আসিয়া রাধিকার মান ভঞ্জন করিয়া দিল ও তাঁহাদের মিলন হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কথা জানিতেন। তাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ভাব তিনি ঐ পুরাণ হইতেই লইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মান নাই। মানভঞ্জনও নাই। জয়দেব এ মানভঞ্জনের কথা পাইলেন কোথায়? বলিবে তাঁহার নিজের রচনা। কিন্তু নিজের রচনা হইলেও ইহার মূল ত কোথাও আছে। বোধ হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ডই তাহার মূল। বড়ু চণ্ডীদাসের বইখানি কৃষ্ণের ইতিহাস। তাঁহার জন্ম হইতে রাধিকার বিরহ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; বাকী কতদূর ছিল, জানি না। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাস, মান ও মানভঞ্জন, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ড মাত্র। দুইএরই আরম্ভ বসন্ত-বর্ণন লইয়া। তাহা হইলে কি মনে হয় না যে, জয়দেব এই মানের কথা বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতে লইয়াছেন? তিনি উচ্চ অঙ্গের কবি, সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বড়ু একজন ভাষা-কবি। বলিতে গেলে একরকম মেঠো কবি। জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের এক রত্ন। তিনি রাজকবি। বড়ু চণ্ডীদাস সাধারণ

লোকের জন্য পাঁচালী ও গীত লিখিয়াছেন। জয়দেব চণ্ডীদাসের গোয়াল-গোয়ালীদের যে সমস্ত ব্যাপার আছে, সব নিঃশব্দে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি একজন বড় কবি, পরের জিনিস ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কেমন করিয়া কাব্য লিখিতে হয়, ঠিক জানেন। তাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও বড়ু চণ্ডীদাস, এই দুইজনকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন। জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী" এই গানটীর সহিত বৃন্দাবনখণ্ডের "যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে" এই গানটী মন দিয়া তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, চণ্ডীদাসের গানটী জয়দেব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেন না, জয়দেবের অমন অলোকসামান্য গানের পর চণ্ডীদাস ওরূপ গান লিখিতে কখনই সাহস করিবেন না। জয়দেব আরও অনেক জায়গায় চণ্ডীদাসের গানের পাপ্‌ড়িগুলি লইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সৃষ্টির পর ওরূপ পাপ্‌ড়িগুলি কোন কবিই সাহস করিয়া লিখিতে পারেন না।

বসন্ত বাবু বড়ু চণ্ডীদাসের পুথি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার জন্য বেশ খাটিয়াছেন। নিজের মত কোন জায়গায় জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই; অন্ততঃ তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি কিছু করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিখানির হাতের লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০ ইংরেজী সনের। এবিষয়ে দুই মত নাই। রাখাল বাবুও স্বীকার করিয়াছেন, ১৪ শতকের লেখা; আরও সকলে স্বীকার করিয়াছেন। ১৪ শতকের শেষার্দ্ধে বাঙ্গালায় কতকটা শান্তি থাকিলেও ১২০০ হইতে ১৩৫০ পর্য্যন্ত এখানে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। আমরা এ পর্য্যন্ত এই ১৫০ বছরের হাতে লেখা সংস্কৃতই হউক বা বাঙ্গালাই হউক, কোন পুথিই আজও পাই নাই। এই ঘোর অরাজকের সময় যে বড়ু চণ্ডীদাস বসিয়া এত বড় একখানা বই লিখিবেন, এ কথা আমি ত বিশ্বাস করিতে পারি না। তাই আমার মনে হয়, বইখানা হিন্দু আমলের রচনা। বোধ হয়, লক্ষ্মণ সেনের সময়ই এই বইখানি রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাই শৈব বল্লাল সেনের ছেলে লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব হইয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব কবি জয়দেবকে খুব আদর করিলেন। কাশ্মীর দেশের একখানি জয়দেবের পুঁথিতে লেখা আছে—লক্ষ্মণ সেনই জয়দেবকে 'কবিরাজ' এই আখ্যা দিয়াছিলেন। জয়দেব যখন গীতগোবিন্দ লেখেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবের বই সকল পড়িতে এবং আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল—সে পুথি বাঙ্গালাতে হউক বা সংস্কৃতেই হউক। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, তিনি কতক লইয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে, আর কতক লইয়াছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের পুস্তক হইতে। বলিবে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে সব কথা নাই, বড়ু চণ্ডীদাস সে সব কথা পাইলেন কোথায়? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সে কালে বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণরাধা সম্বন্ধে নানারূপ কথা প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাস সেগুলি সব লইয়াছেন। কারণ, তাঁহার শ্রোতা সাধারণ বাঙ্গালী। সংস্কৃতে বিশেষ বিজ্ঞ নহেন। পুরাণ বামনাইএর দিক্ হইতে তার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন, জয়দেবও সংস্কৃতকবির দিক্ হইতে তাহার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি পূর্ণমাত্রায় আছে—বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিতে।

এ দেশের লোকের সংস্কার যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পূর্ব্বে রাধার নাম কোথাও পাওয়া যায় না। সে সংস্কারটী ভুল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাল সপ্তশতীতে রাধার নাম আছে এবং সেখানে কৃষ্ণের নামও আছে। উহার ৮৯ শ্লোকে আছে ;—

"মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণং বল্লবীণং অণ্ণাণং বি গোরঅং হরসি॥"—গাথাসপ্তশতী ১৮৯

ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা।— মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজঃ (-চক্ষুরাগঃ) রাধিকায়া অপনয়ন্। এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি। সৌভাগ্যগর্ব্বখণ্ডনাৎ।

রাধার চক্ষে গরুর পায়ের ধূলা লাগিয়াছে। কৃষ্ণ ফুঁ দিয়া সেই ধূলা বাহির করিয়া দিলেন। তাহাতে এই সমস্ত গোপী এবং অন্য যে সকল আছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ব্ব নষ্ট হইল।

সুতরাং এখানে কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের কথাই বলা হইল ; কতকটা রাসের কথাও বলা হইল। "এই সকল গোপীর" অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণ-রাধার সম্মুখে ছিল ; ইহা হইতে বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ অনেকগুলি গোপী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় সেখান দিয়া কতকগুলি গরু চলিয়া যায় তাহাতে রাধার চোখে ধূলা পড়ে। কৃষ্ণ আদর করিয়া নিজের মুখে ফুঁ দিয়া সে ধূলা ঝাড়িয়া দেন। তাহাতে 'অন্য গোপীদের' আমি কৃষ্ণের বড় প্রিয়া বলিয়া যে অভিমান ছিল, সে অভিমানটা কাটিয়া যায়। সুতরাং বলিতে হইবে, সেখানে অনেকগুলি গোপী ছিল এবং কৃষ্ণ সকলকে লইয়াই কেলি করিতেছিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, এ বইখানি ইংরেজী ৬৯ সালের লেখা। সে সময় হইতেই তাহা হইলে কৃষ্ণরাধার প্রেমের কথা চলিয়া আসিতেছিল এবং বোধ হয়, রাসের কথাও চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল কথা ক্রমে ১২ শতক পর্য্যন্ত খুব বিস্তার হইয়া পড়ে। বড় চণ্ডীদাস সেগুলিকে জড় করিয়া তাঁহার বই লেখেন এবং বড় চণ্ডীদাসের বই হইতে জয়দেব রাস এবং মানের কথা পান।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম, চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁহার বাড়ী নান্নুরে। নান্নুর বীরভূম জেলায়। তিনি কবি ; বামুনের ছেলে। তিনি বাসুলী দেবীর পূজারী। বাসুলী তাঁহাকে বলিয়া যান, তুমি রামী রজকিনীর সহিত প্রেম কর, নহিলে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। রজকিনী মন্দিরের পেটিলী ছিল, অর্থাৎ মন্দির ঝাঁট ঝুঁট দিত।

বিদ্যাপতির সাথে চণ্ডীদাসের দেখা হইয়াছিল। দু'জনেই দু'জনার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের দেখা হয়,তখন চণ্ডীদাসের বয়স বেশী ; বিদ্যাপতির বয়স অল্প। চৌদ্দ শতকের মাঝখান হইতে পনর শতকের মাঝখান পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের সময়। যাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে অনেক কথাই মিছা বলিয়াছিলেন। নীলরতন বাবু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরস্পরের দেখাশুনার কথা উড়াইয়াই দিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব এই—চণ্ডীদাস ত এ কথা বলেন না, বিদ্যাপতিও এ কথা বলেন না। বলেন, তাঁহাদের চারি শত বৎসর পরের নরহরি দাস ও বৈষ্ণব দাস। সুতরাং উহাতে বিশেষ আস্থা করিবার কোন কারণ নাই। ভুল বলিবার আরও এক বিশেষ কারণ আছে। চণ্ডীদাস যদি বিদ্যাপতির সহিত দেখা করিতে যান,

তিনি পশ্চিম মুখে যাইবেন এবং বিদ্যাপতি পূর্ব্ব মুখে আসিবেন। তাহা হইলে গঙ্গাতীরে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, গঙ্গা নান্নুর হইতে পুবে। সুতরাং ও কথাটা অগ্রাহ্য। নান্নুরে যে চণ্ডীদাসের বাড়ী, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলার বইয়ে সে কথা নাই। নীলরতন বাবু যে চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও সে কথা নাই; আছে, নীলরতনবাবুর "রাগাত্মিক" পদাবলীর মধ্যে। নীলরতন বাবু সেগুলিকে "রাগাত্মিক" বলিয়াছেন, কিন্তু সেগুলিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। সেগুলিকে কতদূর প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, আমি জানি না। সেগুলির ভাষা, ভাব-ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, বড়ই একেলে। সেগুলিকে যদি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে এদেশে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহার একটীও টিঁকে না। নান্নুরও টিকে না, রামী রজকিনীও টিঁকে না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানার বয়স ১৩০০ হইতে ১৪০০। না হয় এই ১০০ বছরের শেষা শেষি হইবে। চণ্ডীদাস ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ পর্য্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে এই পুথি কি তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল; না, ওখানি তিনি নিজে লিখিয়াছিলেন? পূর্ব্বে লেখা ত সম্ভবই নয়, তাঁহার নিজের হাতের লেখা বলিয়াও ত বোধ হয় না। তার পর আর এক কথা, এক চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলার জন্য দু'খানা পুস্তক লিখিবেন কেন? একখানা ছাপিয়াছেন বসন্ত বাবু, আর একখানা ছাপিয়াছেন নীলরতন বাবু। একই বিষয়ের বই, অথচ কোথাও কিছু মেলে না কেন? একখানার ভাষা বড়ই পুরাণ, আর একখানার বড়ই নূতন। একখানাতে চণ্ডীদাস আপনাকে বড়ু চণ্ডীদাস বা শুধু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, আর একখানায় তিনি নিজেকে দ্বিজ চণ্ডীদাসই বলিয়াছেন—কখনও কখনও শুধু চণ্ডীদাসও আছে। এক জায়গায় কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, দশ বার জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন। কিন্তু আসল বড়ু চণ্ডীদাসের বইএর গানের সঙ্গে একটী গানও মেলে না। ইহার অর্থ কি? চণ্ডীদাস দু'জন না হইলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাগিণীগুলি সব পুরাণ, তাহার অনেকগুলি "বৌদ্ধগান ও দোহায়" আছে। আবার অনেকগুলি জয়দেবেও আছে। দ্বিজ-চণ্ডীদাসের রাগরাগিণীগুলি প্রায়ই নূতন। দু'চারটী যে পুরাণ নাই, তাহা নহে; কতকগুলি আবার বড়ই বেশী নূতন। ইহারই বা অর্থ কি? দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার না করিলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেও দু'জন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এক চণ্ডীদাসকে ভাঙ্গিয়া দুই করিতে বাঙ্গালী কি রাজী হইবেন? বড়ু চণ্ডীদাস বলিতেছেন, আমার নাম অনন্ত, দ্বিজ চণ্ডীদাস তাঁহার ৭৬৩ কৃষ্ণলীলার পদে এক জায়গায়ও অনন্তের নাম করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাস আবার কোথাও রামী রজকিনীর নাম করেন নাই। পদ দু'জনারই; দু'জনেই গান লিখিয়াছেন। একজন কৃষ্ণলীলার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কতদূর লিখিয়াছেন, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার জন্মখণ্ডে ও কালিয়দমনখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা নাই। কিন্তু সে প্রেম ছাড়া নীলরতন বাবুর একটী পদও নাই। বড়ু চণ্ডীদাস গানে গানে কৃষ্ণের সব কথাই লিখিয়াছেন। গানের মধ্যে তিনি যে পূতনাবধ করিয়াছিলেন, যমলার্জ্জুন বধ করিয়াছিলেন, শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন—সে সব কথা আছে। তিনি যেন গান

সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণের একটী ইতিহাস লিখিয়াছেন। নীলরতন বাবুর বইখানি কতকটা কীর্ত্তনের ছাঁচে ঢালা। তাঁহার চণ্ডীদাস ইতিহাসের কথা বলেন না। কেবল প্রেম, আর কেবল রাধা। এ ভেদ হইবার কারণও বোধ হয়, চণ্ডীদাস দুই জন। একজনের সময় এধরণের কীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। আর একজনের সময় কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে জীব গোস্বামী "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামে একখানি অলঙ্কারের বই লেখেন, সেই সময় হইতেই রাগ, রস ভাব লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। বড়ু চণ্ডীদাস ইহার অনেক আগে। তাঁহার পুথিতে রাগ, রস, ভাব লইয়া গান বা পদ সাজাইবার কোন চেষ্টা নাই। যে সব চণ্ডীদাসের পদ নীলরতন বাবু ছাপাইয়াছেন, তাহাতে কতক কতক সে ভাবে সাজাইবার ব্যবস্থা ছিল। নীলরতন বাবু কিন্তু নূতন কীর্ত্তনের ধরণে সেগুলি সাজাইয়াছেন। রসাস্বাদনের পক্ষে বেশ হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের পক্ষে তাহাতে, একটু মন্দ হইয়াছে। এ চণ্ডীদাসের সময়টা উজ্জ্বল-নীলমণির আগে হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে একটু কষ্ট পাইতে হয়। তিনি যে ভাবে পুথিগুলি পাইয়াছিলেন, সে ভাবে ছাপাইলে বোধ হয়, ইতিহাসকারের পক্ষে একটু সুবিধা হইত।

যদি চণ্ডীদাস দুই হন, তাহা হইলে দু'জনের এক জায়গায় মিল আছে। দু'জনেই বাসুলী দেবীর ভক্ত। বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীকে আয়ী বলিয়াছেন। আয়ী শব্দে তিনি কি বুঝিতেন, জানি না, উহা বোধ হয়, "আর্য্যা" শব্দের অপভ্রংশ। অনেক জায়গায়, মাকে আয়ী বলে। রাজপুতনায় আয়ীপন্থ বলিয়া এক ধর্ম্ম আছে। মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজারা যখন মাঁড়ুতে রাজধানী করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিখাডাবির ঘরে একটী ছোট সুন্দর মেয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহাকে সকলে আয়ী বলিয়া ডাকিত। আয়ী মানে মা। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার নাম আয়ীপন্থ। বাঙ্গলায় আয়ী বলিতে দিদিমা বুঝায়। অনেক জায়গায় প্রপিতামহীও বুঝায়। চণ্ডীদাস বাসুলীকে কি বলিতেন, জানি না। তিনি আপনাকে বাসুলীর গণ বলিয়াছেন, বাসুলীর গতি বলিয়াছেন, গতি শব্দের অর্থ চেলা। বৌদ্ধদের মধ্যে একথাটা খুব চলিত এবং এখনও চলে। তিনি আরও বলিয়াছেন, তিনি বাসুলীর বরে এই বই লিখিতেছেন। তাঁহার ভণিতার পর গানে আর কৃষ্ণরাধার কথা শুনা যায় না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে ভণিতার পরও চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে উপদেশ দেন। তিনি আয়ী, গতি বা গণ, এই সব শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু বাসুলীর নাম স্থানে স্থানে করিয়া থাকেন, কিন্তু বড় বেশী নয়। এক বাসুলীর চেলা হইলেও দুইজনের মধ্যে বেশ একটু তফাৎ আছে।

এখন দেখিতে হইবে বাসুলী কে? এতদিন লোকের সংস্কার ছিল, বাসুলী ও বিশালাক্ষী এক। তিনি নিত্যাদেবীর সহচরী। নিত্যাষোড়শী নামে এক দেবী আছেন বৌদ্ধদের। তাঁহার ষোলজন সহচরী ছিল। ষোল জন সহচরী-সুদ্ধ নিত্যার মন্দিরও বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলায় আছে। বাসুলী তাঁহার এক সহচরী। কিন্তু তিনি মানুষী, কি দেবী, বুঝা গেল না। তিনি যদি নিত্যার আদেশে চণ্ডীদাসকে একটী চড় মারিয়া থাকেন, তবে তিনি মানুষী। সে কালে বড় বড় মন্দিরে দেবদাসী থাকিত। বাসুলী তাহাও হইতে পারেন। তিনি বিশালাক্ষী নহেন। ধর্ম্মপূজার

বিধিতে ধর্ম্ম ঠাকুরের যত আবরণ-দেবতা আছেন, তাহার মধ্যে একজন আছেন, বিশালাক্ষী; একজন আছেন, বাসুলী। সুতরাং দু'জনে এক হইতে পারেন না। বাসুলীর নমস্কারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পুরাণ দেবতা। তিনি ব্রাহ্মণের দেবতা নন। বৌদ্ধের অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সকল জাতিই পূজা করিতে পারে। প্রতিমায়, পটে, খোলায় থাবরায় তাঁহার পূজা হয়। তিনি কিন্তু খুব প্রাচীন দেবতা। ঢাকায় টাউন হলের পাশে এক চণ্ডী দেবীর মূর্ত্তি আছে। উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের তৃতীয় বৎসরে খোদাই করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধিকা চণ্ডীর পূজা করিয়াছেন। বড়ু অনন্ত এই চণ্ডীর চেলা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চণ্ডীদাস হইয়াছে, মনে হয়। এক একবার মনে হয়, যেন এই চণ্ডীর দাসেরা সকলেই গান করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলেই চণ্ডীদাস বলিত। তাহা না বলিলে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডিদাস, আদি চণ্ডীদাস—এ সকলের অর্থ হয় না। তাই এক একবার মনে হয়, চণ্ডীর সেবক যাঁরা গান করিয়া বেড়াইতেন, তাঁরাই চণ্ডীদাস হইতেন। সুতরাং অনেক চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন। তাহা হইলে কিন্তু সব দিক্ সামঞ্জস্য হয়। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের আগে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ১৪।১৫ শতকে; তার পরও হয় ত কেহ চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন আবার আদি চণ্ডীদাস ছিলেন,অর্থাৎ তিনিই প্রথম চণ্ডীর দাস হইয়া গান করিতে বাহির হন। কিন্তু এক চণ্ডীদাসেই রক্ষা নাই, মেলা চণ্ডীদাস হইলে না জানি কি হইবে! এইরূপ নানা চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে আর একটী বিষয়েরও সামঞ্জস্য হয়। ঐ যে গৌড়ের বাদশাহের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া একজন চণ্ডীদাস মারা যান, তাঁহারও একটা কিনারা হইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা পাতা পাওয়া যায়। তাহাতে লেখা আছে, চণ্ডীদাস একদিন গৌড়ের বাদশাহের বাড়ী কীর্ত্তন করিতে যান। তাঁহার কীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হয়। বাদশাহের এক বেগম এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গান শুনিবার জন্য চণ্ডীদাসের বাসায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার হাবভাবে বোধ হয়, যেন তিনি চণ্ডীদাসের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। বাদশাহ তাঁহাকে বারম্বার নিষেধ করেন, তুমি ওখানে যাইও না। কিন্তু বেগম সাহেব তাহা না শুনিয়া পুনরায় চণ্ডীদাসের কাছে গেলেন। বাদশাহ ইহাতে অত্যন্ত রাগিয়া হুকুম দিলেন, চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া, হাতী খুব জোরে চালাইয়া দাও। এইরূপে তাহার চিত্র-বধ হউক। ঠিক সেইরূপই করা হইল। হাতীকে খুব জোরে চালান লইল। হাতীর পিঠে কাছি দিয়া চণ্ডীদাস খুব শক্তরূপে বাঁধা ছিলেন। হাতী চলায় কাছির ঘেঁষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল ও রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। তিনি মরিয়া গেলেন। হাতীকে অনেক দূর জোরে দৌড় করাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মৃত দেহ বাদশাহের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। রামী রজকিনী নিকটে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিল। এমন সময় বাদশাহের বেগম আসিয়া হঠাৎ চণ্ডীদাসের বুকের উপর পড়িলেন এবং দেহত্যাগ করিলেন। রামী রজকিনী বেগম সাহেবকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে করিয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিল।

এ কথা সত্য কি না, জানা যায় না। সত্য হইলে এক জন চণ্ডীদাস যে বাঙ্গালার স্বাধীন

মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে খুব বড় কীর্তনীয়া ছিলেন, সে কথা বিশ্বাস করিতে হয় এবং এ বাদশাহ কে ছিলেন, তাহারও সন্ধান করিতে হয়। প্রথম ইলিয়াশসাহী বাদশাহেরা খাঁটী মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা যে কীর্তন শুনিবেন, এ কথা মনে হয় না। রাজা গণেশের বংশধরেরা মুসলমান হইলেও তাঁহাদের কীর্তন শুনার প্রবৃত্তি থাকিতে পারে। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান হইয়া জেলাল উদ্দিন নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পৌত্র মহম্মদ শা কয়েক বৎসর বাঙ্গালায় বাদসাহী করেন। ইহাদের কাহারও রাণী বা বেগম কীর্তন শুনিয়া ভুলিতে পারেন। তাহা হইলে চৌদ্দ শতকের শেষ অর্দ্ধেক হইতে ১৫ শতকের প্রথম অর্দ্ধেক পর্যান্ত একজন কীর্তনীয়া চণ্ডীদাস ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে দ্বিজ চণ্ডীদাস এই সময়ের লোক বলিয়া মনে করিতে হয়। তিনি রামী রজকিনীকে আপনার নির্ব্বাণ লাভের সঙ্গিনী করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি নীচ সংসর্গে মিশিয়াছি।

তাহা হইলে মোট মীমাংসা হইল, বড়ু চণ্ডীদাস লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তাঁহার বই লেখেন এবং জয়দেব তাঁহারই বই হইতে অনেক ভাব ও কথা লইয়াছিলেন। আর দ্বিজ চণ্ডীদাস কেবল গান করিয়া বেড়াইতেন, খেয়ালমত গান বাঁধিতেন—রীতিমত কোন বই লিখিয়া যান নাই।

এখন ভাষা দেখিতে হইবে। কবি কৃত্তিবাস ১৪০০ হইতে ১৫০০ এর মাঝখানে রামায়ণ লেখেন। জয়গোপালের হস্ত হইতে সে রামায়ণখানি রক্ষা করিয়া প্রাচীন হাতে লেখা পুথি দেখিয়া হীরেন্দ্রবাবু তাহার অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছাপাইয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতও এই সময়ের লেখা। এই মহাভারত, রামায়ণ ও চণ্ডীদাসের গানের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে এক বলিয়াই বোধ হয়। যা ভেদ দেশভেদে। চণ্ডীদাসের বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে, কৃত্তিবাসের বাড়ী শান্তিপুরের নিকট, বিজয় পণ্ডিতের বাড়ী ফরিদপুর বা বরিশালে। দেশভেদে যেটুকু ভেদ হয়, ততটুকু ভেদই আছে। 'আপাতদৃষ্টিতে' শব্দ ব্যবহার করিলাম, কারণ, এই সকল পুস্তকের দুরূহ পদসমূহের সূচি নির্ম্মাণ করিয়া বা ইহাদের ব্যাকরণ-ঘটিত ব্যাপারের তুলনা করিয়া দেখি নাই, দেখিবার সময়ও নাই। যদি কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন, অত্যন্ত বাধিত হইব এবং তাহার ফল যদি চণ্ডীদাসকে অধিক প্রাচীন বা অধিক নবীন করিয়া তুলে, তাহতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা কিন্তু বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষার মতই। তবে দেশভেদে ও কালভেদে যতটুকু তফাৎ হইবার, তাহা হইয়াছে। তিনি ঐ সকল দোহা ও গান হইতে যে কেবল অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনেক কথাও লইয়াছেন। তাহা ধরিয়া দেওয়া বিশেষ কঠিন নহে। বৌদ্ধগানের মধ্যে চাটিলের নামটি সকলের চেয়ে নূতন। কারণ, চাটিলের নাম আমরা আর কোথাও পাই নাই। সিদ্ধপুরুষদের নামের ফর্দ্দেও পাই নাই। তেঙ্গুরের ক্যাটেলগেও পাই নাই। বর্ণনরত্নাকরেও পাই নাই। তাঁহার গানের সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষার বেশ মিল আছে। কাহ্নুপাদের ভাষার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে। তবে কাহ্নুপাদের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, চাটিলের বাড়ী বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গেই হইবে। সুতরাং বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাস দু'জন হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিতেছিলাম, তাহাতে সহজিয়া ভাবের একেবারেই উল্লেখ করি নাই—

কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বলিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণলীলাটা যে হিন্দুর সহজিয়া ভাব, সে কথাটা আমি অনেক জায়গায় বলিয়াছি। সহজিয়ারা যে জিনিষটা নিজের দেহের উপর লইয়া আসে, হিন্দুরা সেটা কৃষ্ণের উপর অর্পণ করেন। হিন্দুরা দেবতা মানেন। বৌদ্ধেরা মানেন না। তাঁহারা গুরু মানেন এবং গুরু হইবার চেষ্টা করেন। হিন্দুরা দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য পাইতে চান। দেবতা হইতে চানও না, পারেনও না। সুতরাং সহজিয়ারা যে মহাসুখ আপনি উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, হিন্দুরা সেই মহাসুখে কৃষ্ণরাধাকে মগ্ন দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আপনাকে সে সুখের অধিকারী বলিয়াই মনে করেন না শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা সিংহাসনে নিত্য বিহার করিতেছেন। আট জন নিত্যসখী তাঁহাদের বিহারের উপকরণ জোগাইতেছে। আমরা সেই সখীদের সখী হইয়া কৃষ্ণরাধার মহাসুখের প্রতিভাস দেখিতে পাইব এবং তাঁহাদের সেবায় রত থাকিব অর্থাৎ নিত্যসখীদের নিকট উপকরণ যোগাইয়া দিব, এই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের উদ্দেশ্য আর একরূপ। তাঁহারা নিজেই নিরাত্মা দেবীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন এবং অনন্তকাল তাঁহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া থাকিবেন; দুই একেবারেই থাকিবে না। বৌদ্ধদিগের অধিকাংশ চর্য্যাপদেরই উদ্দেশ্য এই। বড় চণ্ডীদাস ও জয়দেব কৃষ্ণ রাধিকার উপর সেই জিনিষটা অর্পণ করিয়া হিন্দুদিগকে সহজিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। বড় চণ্ডীদাসের বাড়ী কোথায় ছিল, জানা যায় না, কিন্তু জয়দেবের বাড়ী কেন্দুলী ছিল। কেন্দুলী অজয় নদীর ধারে। সেনপাহাড়ী অর্থাৎ সেন রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী হইতে বেশী দূরে নয়। সহজিয়ারা আজিও দলে দলে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে জয়দেবের ঘাটে স্নান করিতে আসে এবং প্রতি বৎসর ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, উনিও ত আমাদের গুরু। আগে বোধ হয়, শুদ্ধ হিন্দু সহজিয়ারাই কেন্দুলীতে আসিত। বৌদ্ধেরা আসিত না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; মনে করে, আমরাও হিন্দু এবং কেন্দুলীতে বছর বছর আসা তাহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু একটু বেশী পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেই তাহারা বলে,আমরা দেবতা মানি না। আমরা চৈতন্যকে মহাপুরুষ বলিয়া মানি, কৃষ্ণকেও মহাপুরুষ বলিয়া মানি। আমাদের দেবতা, আমাদের সাধন ভজন এই দেহে। তাহারা কেন্দুলীতেই যায়, চৈতন্যসম্প্রদায়ের আর কোন তীর্থস্থানে বড় একটা যায় না। কিন্তু হিন্দু সহজিয়ারা সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করে। অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে শেষে খাঁটি সহজিয়া হইয়া যায়। দ্বিজ চণ্ডীদাস বোধ হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়িয়া শেষে পাকা সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। কারণ, নীলরতন বাবু কৃষ্ণলীলার ৭৬৩ পদের পর রাগরাগিণীশূন্য যে কতকগুলি "রাগাত্মিক" পদ দিয়াছেন, তাহা পুরা সহজিয়া। সেই জন্যই বোধ হয়, গৌড়ের বাদশাহের বেগম সাহেব—হয় ত তিনি কোন সহজিয়া ঘরেরই মেয়ে হইবেন—দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী



মহাকাল

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি—১৪৭ পৃষ্ঠা।

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মূর্ত্তি

কয়েক মাস পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে তিনটি পিত্তল-মূর্ত্তি আনিয়া পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষা করিবার জন্য উপহার দিয়াছেন, তন্মধ্যে অদ্যকার আলোচ্য মূর্ত্তিটিই উল্লেখযোগ্য। এ তিনটির একটিকেই প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়; মূর্ত্তিবিদ্যা হিসাবে ইহার মূল্যও যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনটিই তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এগুলি আধুনিক।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-নির্ণয় সম্বন্ধে কেহ কেহ নাকি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি মূর্ত্তি-

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-নির্ণয়

বিদ্যা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহাকে মহাকাল ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিতে পারি নাই। এই মূর্ত্তিটি এত সাধারণ শ্রেণীর মহাকাল যে, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার তিব্বতীয় অভিধানে মহাকাল বুঝাইতে,এই শ্রেণীর মহাকালের বর্ণনাযুক্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ—

গোন্‌পো ছক্‌ ঠুক্‌ পা (Mgon-po phyag-drug-pa)

Mgon-po = নাথ ; phyag-drugpa = ছয় হাতযুক্ত।

জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে শাস্ত্রী মহাশয় আগামী এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে তাঁহার প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন না। ততদিন অপেক্ষা না করিয়া, এ সম্বন্ধে একটু-আধটু আলোচনা করা অবৈধ নহে বিবেচনা করিয়া এবং আপনাদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-হিসাবে আমার মন্তব্যটি পূর্ব্বেই প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিলাম। আমিও তাঁহার মতামত জানিবার জন্য সোৎসুক অপেক্ষা করিব।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার লক্ষণ-গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক।

মূর্ত্তিটির লক্ষণ

ইহা ষড়্‌ভুজ, দ্বিপদ এবং একশীর্ষ ; গণেশমূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মান, ত্রিনয়ন, রক্তোগ্রলোচন, ঊর্দ্ধকেশ, সর্পভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত, জ্বালামণ্ডলাবৃত, দংষ্ট্রাকরাল, শ্মশ্রু-গুম্ফ-শোভিত। ছয়টি হস্তে যে প্রহরণ বা লাঞ্ছনগুলি বিদ্যমান, তাহাদের যথাক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

দক্ষিণহস্ত—ডমরু, অঙ্কুশ, কর্ত্তরী ; বামহস্ত—নরকপালযুক্ত ত্রিশূল, পাশ, নরকপাল।

মূর্ত্তিটির গলদেশে হৃদয়াকৃতি নরমুণ্ডমালা লম্বমান, দক্ষিণ জানুর উপর ব্যাঘ্রমস্তক বিদ্যমান ; এই ব্যাঘ্রের চর্ম্মই মহাকাল পরিধান করিয়া আছেন ; জ্বালামণ্ডলের নিম্নে ৫০টি মুণ্ডে গঠিত মাল্য শোভমান। মস্তকে পঞ্চ-কপাল ও পঞ্চশীর্ষ মুকুট রহিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি লাঞ্ছন

১৩২১।৩০শে পৌষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-দ্যোতক হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; ইহা ক্রমশঃ বলিব। পদগ্রন্থি ও মণিবন্ধে সর্প, নূপুর ও সর্পবলয়, গলদেশে সর্পহার। পদদেশে বিরাজমান গণেশমূর্ত্তির দুই হস্ত—দক্ষিণ হস্ত অভয়মুদ্রাযুক্ত, বামহস্তে লড্ডুক রহিয়াছে ; এ মূর্ত্তির মুকুটও পঞ্চশীর্ষযুক্ত।

একখানি আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের এক বর্ণনা পাইয়াছি ; ইহার সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটির বিশেষ মিল আছে। পুথিটির নাম ধর্ম্মকোষসংগ্রহ। ইহার কথা ক্রমশঃ বলিব।

ধর্ম্মকোষসংগ্রহ ও মহাকাল বর্ণনা

বর্ণনাটি অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত ; ইহা এই —"এক-বক্ত্র-নীলাঞ্জনবর্ণ-ভৃকুটিকরালঃ বর্ত্তলত্রিনয়নঃ। পিঙ্গলনয়নয়োর্দ্ধকেশঃ ললৎজিহ্ব দংষ্ট্রাকরালঃ ব্যাদাননঃ রক্তশ্মশ্রুল নবনাগালঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গঃ মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ চতুর্ভুজঃ প্রথমসব্যহস্তে ন্যস্তাধঃপ্রদেশঃ করত্রিং দ্বিতীয়েনাকুঞ্চিতেন ডমরুং বাদয়ন্ মারান্ ত্রাসয়ন্। প্রথমবামে করোটকং পক্কামিষপূর্ণং। দ্বিতীয়েন ত্রিমুণ্ডযুক্তখট্টাঙ্গং দধানঃ বেতালোপরিপ্রত্যালীঢব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ তস্য নামো মহাকাল মহাবীরঃ। মহাস্তং কলয়তি ইতি মহাকালঃ। মহাংশ্চাসৌ কালো বা। কারণং মারদর্পসংহরণার্থং নীলবর্ণেনাক্ষোভ্যেন সৃষ্টো ভো মহাকালঃ। মহান্ কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ যস্য সঃ মহাকালঃ। মহান্তং কালং কলয়তি চ চতুর্যুগাদি কালসময়ং ব্র—— সময়ং কলয়তি বিচারয়তি ইতি মহাকালঃ। মারাদিদুষ্টজনত্রাসনার্থং বুদ্ধশাসনরক্ষণে ভয়ঙ্করমূর্ত্তিঃ ত্রিভুবনস্থান্ বুদ্ধদ্রোহিণঃ ত্রাসয়িতুম্ বর্ত্তুলভীমত্রিনয়নঃ এবং সর্ব্বাঙ্গাবয়বানি ভীমানি যস্য ত্রাসনার্থং পালনার্থং মৌলৌ অক্ষোভ্যঃ যস্য মহাকারুণিকঃ। অথচ যে যে বুদ্ধ-নিন্দকাস্তান্ অনেন ছেৎস্যামি ইতি করত্রিং আদধানঃ" ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধনিন্দকদের রক্তপান করিবার জন্য হস্তে করোটক ; শব্দদ্বারা বুদ্ধ-নিন্দকদের বধির করেন বলিয়া হস্তে ডমরু।*

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাটি স্বয়ম্ভূপুরাণ হইতে গৃহীত। নেপালী পুথিতে যেমন মহাকালকে বুদ্ধধর্ম্ম বা

নেপালী পুথি ও তিব্বতীয় সাধনা-গ্রন্থ

বুদ্ধশাসনরক্ষয়িতা অভিহিত করা হইয়াছে, তিব্বতীয় সাধনা-গ্রন্থেও এইরূপ বলা হইয়াছে। সে কথা ক্রমশঃ বলিব।

শিল্পের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে মূর্ত্তিটির মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই ; ইহাতে বিভিন্ন মুদ্রাও তেমন দৃষ্ট হয় না। যে যে হস্তে ডমরু, অঙ্কুশ, ত্রিশূল ও পাশ রহিয়াছে, তাহার সকলগুলিই

শিল্পের দিক্ হইতে মূর্ত্তিটির পরিচয়

"কর্ত্তরীহস্তমুদ্রা"-জ্ঞাপক। যে হস্তে অঙ্কুশ রহিয়াছে, তাহার তর্জ্জনীটি আর একটু বক্র হইলে সিংহকর্ণ মুদ্রা হইয়া যাইত। যে হস্তে কর্ত্তরী, তাহা "কটকহস্তমুদ্রা"-দ্যোতক ; যে হস্তে কপাল রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিপর্য্যস্ত কর্ত্তরী-মুদ্রার ন্যায় ; ইহার নাম "গ্রহণহস্ত"। দাক্ষিণাত্যে পুরোহিতদিগকে এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি, ইহার পরিভাষা জ্ঞাত নহি। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার South-Indian Bronzes পুস্তকের L চিত্রে এইরূপ

---

* আদর্শ পুথির বানান ও পাঠের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।—লেখক।

হস্তকে "গলীন হস্ত" বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ং এই পরিভাষায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহা "গলীন হস্ত" নামের পার্শ্বস্থিত জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়। কোন শিল্প-শাস্ত্রে যে এ নাম পাইয়াছেন, তাহারও তিনি উল্লেখ করেন নাই।

মহাকালের পদস্থিত গণেশমূর্ত্তির দক্ষিণহস্ত অভয়মুদ্রা-জ্ঞাপক। এই হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় যে সম্মুখে হেলিয়া আসিয়াছে, তাহা ভারতীয় শিল্পরীত্যনুসারে; বামহস্তটি কোন মুদ্রাজ্ঞাপক নহে; শিল্পশাস্ত্রীয় গ্রহণমুদ্রাজ্ঞাপক যে চিরন্তন রীতি রহিয়াছে, ইহা তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র; হস্তটি স্বাভাবিক ধরিবার রীতিতে গঠিত।

মহাকালের পদস্থিত গণেশমূর্ত্তি

মূর্ত্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গিটি উল্লেখযোগ্য; দুইটি পদদেশের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। এ মুদ্রার নাম প্রত্যালীঢ় মুদ্রা। দক্ষিণ পদ বাম পদ অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত, দক্ষিণ জানুও এই কারণে বাম জানু অপেক্ষা উন্নীত। কিন্তু তাহা বলিয়া দেহযষ্টিতে কোন "ভঙ্গ" ভাব দেখা যায় না। মুখটি বামে ঈষৎ হেলিয়াছে।

মূর্ত্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গি

মূর্ত্তিটি তেমন অলঙ্কার-ভূষিত নহে; অলঙ্কারের মধ্যে সর্প, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হৃদয়াকৃতি মুণ্ডমালা, পঞ্চনরকপাল ও পঞ্চরত্নযুক্ত শিরোবন্ধ। সর্পই কর্ণকুণ্ডলরূপে বিরাজমান, সাধারণতঃ দৃষ্ট কটিবন্ধও নাই। পঞ্চমুণ্ড পঞ্চধ্যানী বুদ্ধনির্দ্দেশক ও পঞ্চশীর্ষ বা পঞ্চরত্নযুক্ত মুকুটটি অক্ষোভ্যের মুদ্রাজ্ঞাপক। প্রায়শঃ এইরূপ মূর্ত্তির মস্তকে অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এ হিসাবে ইহার একটু বিশিষ্টতা আছে। মূর্ত্তিটির ঊর্দ্ধকেশাবলি বেশ মনোজ্ঞ; ইহারা জ্বালাদ্যোতক। হস্তে ধৃত প্রহরণগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ হস্তে ধৃত কর্ত্তরী তিব্বতীয় আদর্শে কল্পিত। ডমরুটির ধরিবার দণ্ড দুইটি। কোন কোন ডমরু সর্পজড়িত থাকে। ইহাতে তাহা নাই। ত্রিশূলের দণ্ডে সর্প জড়াইয়া আছে।

মূর্ত্তিটির অলঙ্কার ও প্রহরণ

এ মূর্ত্তিটির আর একটি বৈচিত্র্য এই যে, গণেশমূর্ত্তিটি শয়ান নহে। তিব্বতীয় অনেক মূর্ত্তিতেই শয়ান অবস্থায় গণেশ দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ গণেশ নহে, তাঁহার শক্তিও তাঁহার সহিত শয়ানা থাকেন। তেঞ্জুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ড হইতে শবরিকৃত গুহ্যসাধনা হইতে মহাকালের চক্র বা সাধনা বর্ণনা করিবার সময় ইহার উল্লেখ করিব।

গণেশমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিশিষ্টতা

আরও একটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি এবং এ হিসাবে মূর্ত্তিটিকে বৈচিত্র্য-যুক্ত বলিতে হইবে। সাধারণতঃ মহাকালমূর্ত্তি সশক্তি দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিটির সম্মুখদেশে মুখোমুখী আলিঙ্গনবদ্ধা শক্তির মূর্ত্তি মহাকালের সহিত দৃষ্ট হয়; এ স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সশক্তি মহাকাল, শক্তিহীন মহাকাল অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর। সশক্তি মহাকালের যে সাধন করিতে হয়, তাহা 'গুহ্যসাধনা' বর্ণনা করিবার সময় বলিব। মহাকালের শক্তির নাম গুহ্যজ্ঞানা।

শক্তি হিসাবে বিশিষ্টতা

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন মূর্ত্তিভেদের নিয়মানুসারে আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ রাজসিক শ্রেণীর অন্তর্গত। আমি সাত্ত্বিক শ্রেণীর মহাকাল-মূর্ত্তি দেখি নাই, কিন্তু থাকা অসম্ভব নহে। ইহার রাজসী ও তামসী মূর্ত্তিরই প্রচলন অধিক। ঠিক শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ইহাকে রাজসিক মূর্ত্তিও বলা চলে না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই; কেন না, শিল্পী কোন কালেই শিল্পশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া আপন মূর্ত্তি কল্পনা করেন নাই। ইহা আমি পেশোয়ার, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি। ইহাতে এক প্রকার ভালই হইয়াছে; কেন না, শাস্ত্রের এই নিগড়বদ্ধ নিয়ম ব্যত্যয় শিল্পে সজীবতা ও প্রাণস্পন্দনের সূচনা করিয়া শুদ্ধ যে দেশের শিল্পধারাকে রক্ষা করে, এমন নহে, জাতিটিকেও বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হিসাবে মূর্ত্তিভেদ

প্রকৃত প্রস্তাবে মহাকালের রাজসিক মূর্ত্তিই হইতে পারে না। কেন না, রাজসিক মূর্ত্তির বর্ণ লোহিত এবং তামসিক মূর্ত্তির বর্ণ কৃষ্ণ। আমরা দেখিয়াছি যে, মহাকালের বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায়। স্বয়ম্ভুপুরাণধৃত ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের বর্ণনায় আছে,—'এক-বক্ত্র, নীলাঞ্জনবর্ণ ভৃকুটিকরাল, বর্ত্তুলস্ত্রিনয়নঃ'।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও তৎসংক্রান্ত মূর্ত্তি-বিদ্যা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নহেন। তবে ইনি কি? ইনি ধর্ম্মপালদিগের অন্যতম। কথাটা এখনও পরিস্ফুট হইল না। ধর্ম্মপাল অর্থ লইয়া অনেক কথা আছে। ধর্ম্মপালের অর্থ, যিনি ধর্ম্ম রক্ষা বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা করেন। ধর্ম্মপাল পূজা দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হয় না; ইঁহার দ্বারা ধর্ম্মের রক্ষাই হয়। মহাযানশাখান্তর্গত বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাস্ত্র-মতে বা বজ্রযান বা অতিমহাযান শাস্ত্রানুসারে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি এই ধর্ম্মপাল-শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ভাবটি হীনযানপন্থীরাও গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়। কলিকাতাস্থ মহাধর্ম্মরাজশ্রী বিহারে বিষ্ণুর চিত্র বিহারের রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে রক্ষিত আছে। হীনযান-সম্প্রদায়ে এ ভাবটি গৃহীত হইলেও, তাঁহাদের কোন সূত্র বা পিটক গ্রন্থে এ শব্দের ব্যবহার দেখি নাই। Childers' Pali Dictionary গ্রন্থেও এ ভাবাত্মক কোন শব্দ নয়নগোচর হয় নাই।

মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নহেন, ইনি ধর্ম্মপালবিশেষ

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলীতন্ত্রের বীরসাধন-বিষয়ক চতুর্দ্দশ উল্লাসে ধর্ম্মপাল শব্দের উল্লেখ পাইয়াছি। আরও কয়েকটি তন্ত্রে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কোথাও এ শব্দের উল্লেখ পাই নাই। ব্রাহ্মণ্য মূর্ত্তিবিদ্যা-বিষয়ক কোন স্বদেশী বা বিদেশী পণ্ডিতের গ্রন্থেও এ শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত মহাকালবিষয়ক পদটি এই:—'শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোহস্তু তে।' শ্রীগর্ভ কোন্ দেবতা, জ্ঞাত নহি, বিজয় একাদশ রুদ্রের অন্যতম। মৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত এই তন্ত্রোক্ত পদটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও মূর্ত্তিবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনার পথ অনেকটা সুগম করিবে, আশা করি।

ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে ধর্ম্মপালের উল্লেখ

তিব্বতীয় ভাষায় ধর্ম্মপাল দ্রাগ্‌সে (Dragshed) নামে অভিহিত। ইঁহারা ভূত পিশাচদিগকে দূর করিবার জন্য পূজিত হয়েন। অন্যান্য দেবতারা যে ভূত পিশাচ দমনে অসমর্থ, তাহা নহে; ইঁহাদের কার্য্যই ইহাদিগকে দূর করা। বজ্রধর, বজ্রসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী, পদ্মপাণি প্রভৃতির পূজায় যে আপৎ-শান্তি হয় না, এমন নহে; ইঁহাদিগকে পিশাচ-দমনরূপ সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করা—ইঁহাদের শক্তির অপব্যবহার করা মাত্র। ইঁহাদের পূজায় সাধকের সিদ্ধি-লাভ হয়, নির্ব্বাণ লাভ হয়, কিন্তু ধর্ম্মপালদিগের পূজায় নির্ব্বাণ-লাভ হয় না।

তিব্বতে ধর্ম্মপালের পূজা

ধর্ম্মপালেরা অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত; সে কথা বলিতেছি। মহাকাল প্রভৃতি যে ধর্ম্মপালেরা সশক্তি বিরাজমান, তাঁহারাই ভূত পিশাচ-শান্তি ভিন্ন সাধকের পাপ শান্তিও করিতে পারেন; কিন্তু তাহা বলিয়া ইঁহাদের পূজায় সাধকের নির্ব্বাণ লাভ ঘটিবে না।

শ্রীমহাকালজ্ঞানসর্ব্বদুষ্টনকর্ম্মনামা তেঙ্গুরান্তর্গত সাধনা-পুস্তকে দেখিয়াছি যে, মহাকালকে দেহরক্ষা ও তৎসহ অন্তঃ বহিঃশুদ্ধি সিদ্ধি সম্পন্ন করাইবার জন্য আবাহন করা হইতেছে। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রেও ঠিক এই প্রকারের আবাহন-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। কৌলাবলী তন্ত্রে বিহিত আছে যে, বীরসাধনেচ্ছু সাধক চিতার পশ্চিম পার্শ্বে সংযত ও স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকার পূজা করিয়া পুটাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত স্তবটি পাঠ করিবেন,—

বৌদ্ধ-তন্ত্র-শাস্ত্রে মহাকালের আবাহন

যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচ-যক্ষ-সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গণাঃ॥
যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাতা ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ॥

মহাকালের মূর্ত্তি প্রায়শঃ মুখোমুখি আলিঙ্গনবদ্ধ শক্তির সাহচর্য্যে দৃষ্ট হয়। আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি এ হিসাবে একটু অসাধারণ বলিতে হইবে।

তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন মঠে মহাকালের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পূজিত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সাধনাও বিভিন্ন। ছয় হস্তযুক্ত, চারি হস্তযুক্ত বা ত্রিশীর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মহাকালমূর্ত্তি এক এক মঠের উপাস্য দেবতা। অশ্বপৃষ্ঠে তিন চারি দিনের পথে ব্রহ্মপুত্রনদের কূলে অবস্থিত ও লাসার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকস্থ দোর্জেঠাক্ নামক গ্রামস্থিত মঠে প্রাপ্ত একখানি মহাকালসাধনা পুথি দেখিয়াছি। এখানির নাম শ্রীমহাকালজ্ঞান-সর্ব্ব-দুষ্টনকর্ম্ম বা এক কথায় "মহাকালকর্ম্ম"। মহাকাল-বিশেষের পূজার পর যে মন্ত্রপাঠ-বিধি আছে, তাহার ভাবগত অনুবাদ দিয়া এই দেবতার স্বরূপ ও বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মহাকাল আবাহনে অন্যান্য দেব-দেবীরও স্তব নির্দ্দিষ্ট আছে।

তিব্বতীয় ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন ধর্ম্মপালমূর্ত্তির পূজা

"হে মহাবজ্রকাল, সর্ব্বধর্ম্মপালদিগের পিতা, মাতা ও পুত্র, হে পঞ্চনাথ, হে পঞ্চদেবী, হে কাকমুখ কর্ম্মনাথ, হে সিংহমুখ, হে যমরাজ, হে শোকরাজ, হে লোহিত ও কৃষ্ণঘাতক, হে পঞ্চাধিক সপ্ততি শুদ্ধশ্রেণীর শ্রীনাথ, হে ত্রিংসৎসংখ্যক সেনানী, হে এক সহস্র কৃষ্ণ, হে একলক্ষ পিশাচী, হে এক কোটি মাতৃ অর্থাৎ কালী প্রভৃতি, সহস্র মহাশঙ্খ (1000 Billions) দেবসেনা, তোমরা সপরিবারে বুদ্ধশাসন রক্ষা কর। ত্রিরত্নের জয় কর। শাসনধর অর্থাৎ আচার্য্যদিগের আয়ু বৃদ্ধি কর, সঙ্ঘস্থ সকলকে পালন কর। প্রাণীদিগের সুখবর্দ্ধন জন্য কর্ম্ম কর এবং নিশ্চিত আমার

মহাকাল-জ্ঞান-সর্ব্বদুষ্টনকর্ম্ম-নামক তিব্বতীয় পুস্তকোক্ত মহাকালের স্তব

ধর্ম্ম-সিদ্ধির জন্য আমার অন্তঃ, বহিঃ ও মধ্য—এই তিনের দোষ এবং গ্রহ, রোগ ও বিঘ্ন—এই সমস্ত শান্তি কর। আমার মনে যে চিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা যেন ধর্ম্মে পরিণত হয়। শান্তি (রোগশান্তি), বৃত্ত (আয়ুঃ বৃদ্ধি), ঈশ ও রুদ্রাত্মক চারি কর্ম্ম আমার মনোমত সিদ্ধ কর; হে মহাকালসমূহ, শ্রবণ কর—হে মহাকালদিগের ভৃত্যগণ, শ্রবণ কর। আদিকালে মহাশ্রীর (বুদ্ধের) নিকট শাসন পালন জন্য তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, ঐ প্রতিজ্ঞা আমি এক্ষণে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমি বিদ্যাধর, অর্থাৎ তন্ত্রধর, সিদ্ধিক; আমি যোগী, প্রতিজ্ঞা-রক্ষাকারী ও প্রতিজ্ঞান্বিত। আমি দেবতাদিগের প্রিয়। হে মহাকাল, তুমিও প্রতিজ্ঞাধর, ধর্ম্মপাল, তুমি মহাতেজাঃ, ঋদ্ধিধারক, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি এস, তুমি এস। হে জ্ঞাননাথ, এখানে এস। হে জ্ঞানমহামাতৃ (অর্থাৎ কালী) এখানে এস, ইত্যাদি। হে ধর্ম্মপালগণ, বুদ্ধের বাক্যকে সম্মান করে না, এমন কেহ নাই, ইহাকে গম্ভীরভাবে বিচার করে না, এমন কেহ নাই.................হে মহাকাল, তুমি ধর্ম্ম-ধাতুগৃহ হইতে ভগবান্ মহাশ্রী হেরুক হইতে সৃষ্টি ও নির্ব্বাণ আয়ত্ত করিবার জন্য আসিয়াছ। তুমি সর্ব্ব-ধর্ম্মপালগণের রাজা। ধর্ম্মপালেরা তোমার দূত। দুষ্ট লোক তোমার ভৃত্য। আমি প্রীতির সহিত তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি প্রতিজ্ঞাধর। প্রাণ যাইলেও আমি সুমেরুশীর্ষ হইতে সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানেই তোমার সেবা করি। তোমারও প্রাণ যাইলেও আমার জন্য কর্ম্ম করা উচিত। আমার ধর্ম্মের অর্থাৎ তান্ত্রিক ধর্ম্মের যে অনিষ্ট করে, আমার আপন ভ্রাতাকেও নাশ কর।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মহাকাল ধর্ম্মপালদিগের নেতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার কার্য্য বৌদ্ধ-শাসন ও তৎস্থিত সঙ্ঘ প্রভৃতি রক্ষা করা। ইনি বৌদ্ধাচার্য্য বা শাসনধর-দিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তাঁহাদের রক্ষা করেন। ইনি মহাতেজাঃ ও ঋদ্ধিকর। ইনি দুষ্টলোকের দমনকর্ত্তা ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনিষ্টকারীর নাশকর্ত্তা। ইত্যাদি।

মহাকালের কার্য্য

ধর্ম্মপালেরা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীবিভাগ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। ফরাসী পণ্ডিত ডাঃ ডেনিকার (Dr. Deniker) যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক।

তিনি যম ও কুবেরকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্ম্মপাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাহনবিশেষের উপর এ বিভাগ স্থাপিত। প্রকৃতপক্ষে এ দুইজন একই শ্রেণীর ধর্ম্মপাল। ইঁহারা উভয়েই লোকপালবিশেষ। অতিমহাযান বা বজ্রযান-শাখার বৌদ্ধেরা ধর্ম্মপালের নিম্নবর্ণিত শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন,—

ধর্ম্মপালের শ্রেণীবিভাগ

ধর্ম্মপাল
- নাথ
  - শুক্লনাথ
  - কৃষ্ণনাথ
- ডাকিনী (কালী, একজটী প্রভৃতি)
- গ্রহ
- নক্ষত্র
- লোকপাল (শিব, ব্রহ্মা, যম, কুবের প্রভৃতি)
- ভূমিপাল (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)

শুক্লনাথের আর এক নাম চিন্তামণি। আমাদের আলোচ্য মহাকাল কৃষ্ণনাথ-শ্রেণীর নাথদিগের অন্যতম। এক্ষণে নাথ কি, তাহা বুঝা যাউক।

মহাকাল নাথ-বিশেষ

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার ইঙ্গ-তিব্বতীয় অভিধানে নাথের অর্থ Protector বা পালক করিয়াছেন। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ গোন্‌পো (Mgon-po). Dr. Eitel র Handbook of Chinese Buddhism বা Sanskrit-Chinese কোষগ্রন্থে "নাথ" শব্দের উল্লেখ দেখি নাই। The Gods of Northern Buddhism গ্রন্থেও এ শব্দের প্রয়োগ নাই। বিস্ময়ের বিষয়, Dr. Schlagintweit তাঁহার Buddhism in Tibet গ্রন্থে নাথদিগের কথা কিছুই বলেন নাই, বা নাথ বা Mgon-po শব্দটিও ব্যবহার করেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, পণ্ডিত ফুসে তাঁহার Iconographie Bouddhique de l' Inde গ্রন্থের কোন খণ্ডেই নাথ শব্দের উল্লেখ করেন নাই; ব্যবহার দেখি, শুদ্ধ Col. Waddell র Lamaism গ্রন্থে। ইনি ইহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন Lord-demon; এ প্রতিশব্দ যে অশুদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য। ডাঃ আইটেল বরং মহাকালকে Great Spirit King অর্থে অনুবাদ করিয়া ধাত্বর্থ অনেকটা রক্ষা করিয়াছেন।

নাথ শব্দের অর্থ

নাথেরা অসংখ্য; ইহাদেরও শ্রেণী আছে। পূর্ব্বে যে শ্রীমহাকালজ্ঞান-সর্ব্বদুষ্টনকর্ম্মনামক তিব্বতীয় সাধনা-পুস্তকের কথা বলিয়াছি, তাহাতে ৭৫ জন শুদ্ধ শ্রেণীর শ্রীনাথের আবাহন করা হইয়াছে। ইহাতে মহাকালকে জ্ঞাননাথ বলা হইয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি।

ডাঃ ওয়াডেল তাঁহার পূর্ব্বোক্ত Lamaism গ্রন্থে নাথদিগের কথা বলিতে গিয়া পাদটীকায় সংক্ষেপে ইহার সহিত বর্ম্মন্দিগের নাটের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইঙ্গিতে আভাস দিয়াছেন। Encyolopædia of Ethics & Religion গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় সন্দেহ করেন যে, বোধ হয়, নাথ শব্দ ও নাট শব্দের মধ্যে

তিব্বতীয় নাথ ও বর্ম্মন্দিগের নাট

ধাতুগত কোন সম্বন্ধ নাই। নাট শব্দটি সংস্কৃত নাথ শব্দ হইতে উদ্ভূত কি না, ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিতে পারেন। আমি ভাষাবিৎ নহি, অতএব আমার এ অনধিকার-চর্চ্চার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাষাগত সম্বন্ধ না থাকিলেও ভাবগত সম্বন্ধ যে বিশেষভাবে বর্ত্তমান, তাহা যাঁহারা এ বিষয়ে সামান্য চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারাও অবগত আছেন। বর্ম্মন্দিগের মধ্যে কি দরিদ্র, কি ধনী, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি বৌদ্ধ যতি, কি বৌদ্ধ গৃহী, কি অসভ্য আদিমজাতি, কি আলোকপ্রাপ্ত ঈশোপাসক—সকলেই আপনার শান্তির জন্য নাটের পূজা করিয়া থাকেন। ইহারা অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক জীববিশেষ। নাট বৌদ্ধদিগের রক্ষয়িতা বলিয়া, বৌদ্ধ-বিহারের পার্শ্বে নাট্‌সিন্ (Natsin) বা নাট্‌কুন্ (Natkun) নামে তাঁহার মন্দির অবস্থিত। গ্রামান্তে পালক ও রক্ষয়িতা হিসাবে নাটদিগের মন্দির বর্ত্তমান।

নাটধর্ম্মটি বিশেষ জটিল। ইহার সহিত গ্রহশান্তি, ভূতপূজা প্রভৃতি বিশেষভাবে জড়িত। Encyclopoedia of Ethics & Religion এর সম্পাদক মহাশয় নাট পূজাকে Animism বলিয়া এক কথায় বুঝাইয়াছেন। Animism শব্দটীর যে কি অর্থ, তাহা আমি ত ভাল করিয়া বুঝি না এবং ইহার ভিত্তিও আমার নিকট তত সুদৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। দার্শনিকচূড়ামণি হার্কার্ট স্পেন্সার তাঁহার Sociology পুস্তকে ইহার ভিত্তিকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া সারবান্ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পণ্ডিত মোক্ষমুলর তাঁহার Gifford Lecturesর Physical Religion নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ বক্তৃতায় এই Animism রূপ Volkerspsychologie বা ethnological mythology কে একেবারে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নাটপূজা ও Animism

স্থূলতঃ বলিতে গেলে নাটেরা এখনও যে ভাবে পূজিত হয়েন, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটি ভাব বর্ত্তমান,—জীবের রক্ষয়িতা, গতায়ুদিগের প্রেত বা আত্মা এবং বৌদ্ধদিগের অতিপ্রাকৃত প্রেতাত্মা বা ভূত।

চীনদেশে মহাকাল বা গোন্‌পোর অনুরূপ কোন দেবতার পূজা হয় কি না, ঠিক জানি না। তবে মিষ্টার জনষ্টন্ (Mr. R.F. Johnston) তাঁহার Buddhist China গ্রন্থে যে তুতির (T'uti) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যেন অনেকটা মহাকালের অনুরূপ। চীনের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক শ্মশানক্ষেত্র, প্রত্যেক মন্দিরে এক একজন গৃহদেবতা আছেন। তাঁহারা রক্ষয়িতা হিসাবে পূজিত হয়েন। ইঁহাদের কোন বিশেষ নাম নাই, এবং যে দেবতার ইঁহারা অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত, তাঁহার নাম Han Yü.

তিব্বতীয় মহাকাল বা গোন্‌পো এবং চীনদেশীয় তুতি (T'uti)

মহাকাল যে নাথদিগের অন্যতম, তাহা "নাথসময়-স্তোত্র" পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। এ পুস্তিকাখানি তেঞ্জুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডের অন্তর্গত ও গুরুরাহুল-বিরচিত। এ পুস্তকে মহাকালের যে বর্ণনা আছে, তাহা অদ্যকার আলোচ্য মূর্ত্তিতে প্রযোজ্য। ইহা হইতে ভাবগত অনুবাদ দিয়া মহাকালের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যাউক।

"কালাগ্নির মধ্যে মহাকাল অবস্থিত। ইহার প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয়। এই কারণ ইহার বর্ণ কৃষ্ণনীল। ইহার জ্ঞানবৃদ্ধি প্রদর্শন করিবার জন্য ইনি উর্দ্ধকেশ ও ইহার কেশ জ্বালাময়। ইনি ধাতু বা স্বর্গে বাস করেন বলিয়া ইঁহার মস্তকে অক্ষোভ্য মুদ্রা অর্থাৎ পঞ্চশীর্ষ মুকুট রহিয়াছে। ডাকিনীদের আপন অধীনে রাখিবার জন্য কপালে সিন্দূর রহিয়াছে। মহাকালের প্রকৃতি পঞ্চবুদ্ধাত্মিকা বলিয়া (বুদ্ধ অক্ষোভ্য, বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব, বুদ্ধ রত্নসম্ভব, বুদ্ধ অমিতাভ, বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি) মস্তকে পঞ্চকপাল রহিয়াছে। ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া ত্রিনেত্র। দুর্জ্জনকে দমন করেন বলিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন ; ছয়টি প্রজ্ঞাপারমিতা সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া ছয়টি হস্ত বিদ্যমান ; নাগদিগকে আপন অধীনে রাখিয়াছেন বলিয়া সর্পাবৃত। সর্ব্বক্লেশের মূল কর্ত্তন করেন বলিয়া প্রথম দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী বিদ্যমান। সর্ব্বপ্রাণীকে কখনও বিস্মৃত হয়েন না ও তাহাদের স্বর্গে লইয়া যান বলিয়া দক্ষিণ মধ্যম হস্তে তেজস্বর কপালের মালা রহিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মশূন্য বলিতেছেন বলিয়া দক্ষিণ তৃতীয় হস্তে প্রজ্ঞা ডমরু বর্ত্তমান। বিজ্ঞান মূল হইতে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম বাম হস্তে রক্তপূর্ণ কপাল হৃদয়ের নিকট ধরিয়া আছেন। তিন বিষ বা ক্লেশ মূল হইতে কর্ত্তন করেন বলিয়া মধ্যম বাম হস্তে ত্রিশূল বিদ্যমান। তিন লোকের দুর্জ্জনদিগকে বাঁধিবার জন্য তৃতীয় বাম হস্তে কালপাশ ধরিয়া আছেন। সর্ব্বজীবের ভয় দূর করিয়া অভয় দিবার জন্য ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন। ক্লেশ শুষ্ক করিবার জন্য সূর্য্যতেজ আপন শরীর হইতে বিকীরণ করিতেছেন। মহাকাল নির্দ্দোষ, এই জন্য পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দুর্জ্জন লোককে নাশ করিবার জন্য গণেশ পদতলে অবস্থিত। সর্ব্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য চন্দ্রমণ্ডলে আসীন। শ্রীমহাকাল, তোমাকে নমস্কার। পূর্ব্বকালে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। মাংস ও রক্তের বলি আহার কর। যোগী অর্থাৎ সাধক স্বয়ং তোমাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ কর"।

"নাথসময়স্তোত্র" পুস্তক হইতে মহাকাল যে নাথবিশেষ, তাহার প্রমাণ

এই স্তোত্রটীর রচয়িতা যে গুরু রাহুল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহার সম্বন্ধে আমি চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। আমি যে লামার নিকট বজ্রযান সম্বন্ধে জানিবার সুবিধা পাইয়াছি, তিনি বলেন যে, রাহুল ৮৪ জন বৌদ্ধাচার্য্যের অন্তর্গত এবং নাগার্জ্জুন ইঁহাদের অন্যতম। কিন্তু শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তৎকর্তৃক সম্পাদিত ও Sampa Khan-po বিরচিত Pag Sam Jon zang গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলিয়াছেন যে, এই ৮৪ জন আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির পরে ও রাজা চনকের (Tsanak) পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। মহামহোপাধ্যায় ৺ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার History of the Mediaeval School of Indian Logic গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দিঙ্নাগ-বিরচিত প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থের ভাষ্যকার ও প্রমাণবার্ত্তিককারিকা ও প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি-রচয়িতা ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন, এবং সপ্তম খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই মতানুসারে নাগার্জ্জুন আচার্য্য হইতে পারেন না। কেন না, ইনি

নাথসময়স্তোত্র গ্রন্থের রচয়িতা গুরু রাহুল

বহু পূর্ব্বে তৃতীয় শতকে জীবিত ছিলেন। যাহা হউক, নাগার্জ্জুন আচার্য্য হউন আর নাই হউন, আমরা ইহা বুঝিলাম যে, গুরু রাহুল সপ্তম শতকের পরে প্রাদুর্ভূত হন। এ মত অবশ্য Pag Sam Jon Zang র ভিত্তির উপর স্থাপিত। এ যুক্তির দ্বারা মহাকাল পূজা দশম শতকের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, প্রমাণ করিতে পারা যায়।

রাহুল ও রাহুলভদ্র

ডাঃ ওয়াডেল তাঁহার Lamaism গ্রন্থে রাহুল ও রাহুলভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে ভারতবর্ষ হইতে আগত ষোড়শ বৌদ্ধ স্থবিরের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ মতটি তারানাথ হইতে গৃহীত।

গুরু রাহুল ও মহাকালে সম্বন্ধ

Dr. Eitel ও তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism নামক কোষগ্রন্থে রাহুল ও রাহুলভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাহুল ও রাহুলভদ্র একই ব্যক্তি, এবং গৌতম বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য এবং দীক্ষার্থীর গুরুরূপে পূজিত হন। লামা-পদে দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থীর উপর মহাকালের ভর হয়। সে কথা ক্রমশঃ বলিব। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, রাহুল ও মহাকালে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইনি যেন মহাকাল পূজার গুরুস্বরূপ।

তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন প্রকারের মহাকাল পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহাদের অনেকগুলি শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। ইঁহাদের প্রত্যেকের তিব্বতীয় ও সংস্কৃত নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

মহাকাল গণপতি

১। মহাকাল গণপতি (পাল গোন্-ল্যাগ্-দেন্-ছোক্-কি-দাক্‌পো—Dplmgon—lags-ldn—tshogs-ky-Bdgpo) পাল্‌গোন্=শ্রীনাথ, ল্যাগ্‌দেন=শ্রী, ছোক্=গণ, কি=র [of], দাক্‌পো=পতি।

পরিচয় :—একমুখ। নীল-কৃষ্ণবর্ণ, দুই হাত, রাক্ষসের মত আকৃতি। তিন চক্ষু, মুখ ব্যাদান করিয়া দন্ত দেখাইতেছেন। মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। জিহ্বা মুখ-বিবরে গোল করিয়া রাখিয়াছেন। ঊর্দ্ধ ও পিঙ্গল কেশ; দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী; কপালযুক্ত বাম হস্ত হৃদয়োপরি জপমুদ্রায় রক্ষিত। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড; কৃষ্ণবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত। মস্তকে নরকপালযুক্ত মুকুট। ৫০টি নরকপাল-হার পরিহিত। পদদেশ ও হস্ত সর্পভূষণে অলঙ্কৃত। মনুষ্যচর্ম্ম সম্মুখদেশে পরিহিত, তন্নিম্নে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; পৃষ্ঠে হস্তিচর্ম্ম; পদে উপানৎ।

এই প্রকার মহাকালমূর্ত্তি লাসা হইতে অশ্বপৃষ্ঠে চারি দিনের পথে অবস্থিত মিঙোলিং গ্রামস্থ মঠে পূজিত হন, শুনিয়াছি।

২। চতুর্ভুজ মহাকাল—গোন্‌পো-ছক্-শিপা—Mgonpo-phyag—bzhi—pa]

গোন্‌পো=মহাকাল

ছক=হস্ত

শি=চারি

পরিচয় :—ঘনকৃষ্ণবর্ণ; এক মুখ, চারি হাত; অতিশয় প্রকাণ্ড উদর; মুখব্যাদান করিয়া দন্ত

বাহির করিয়া আছেন; রক্তবর্ণ ত্রিনয়ন। দক্ষিণ হস্তে—মনুষ্য-হৃদয় সহ কর্ত্তরী, খড়্গ। বাম হস্তে—কপাল, ত্রিশূল।

ইঁহার মস্তকে ৫টি শুষ্ক কপালের মালা, বক্ষে ৫০টি নরমুণ্ডগ্রথিত হার দোদুল্যমান; নানাবর্ণ চিত্রিত কৌষেয় বস্ত্রপরিহিত। আর আর সমস্ত ভূষণ প্রথম-সংখ্যক মূর্ত্তিটির ন্যায়। ইনি স্বীয় শক্তির সহিত মহারাজলীলশ্রী আসনে উপবিষ্ট।

চতুর্ভুজ মহাকাল

৩। মহাকালপণ্ডক—(পণ্ডক=নপুংসক)—(মনিং নাক্‌পো—Manin nagpo) মনিং= নপুংসক, নাক্‌পো=কৃষ্ণবর্ণ। পরিচয়:—কৃষ্ণবর্ণ, একমুখ, দুই হাত, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, বাম হস্তে পাশ সহিত মনুষ্য-হৃদয়; ত্রিনয়ন; কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও সর্পনির্ম্মিত মস্তকে ৫টি শুষ্ক কপালের মালা; গলে মনুষ্য-হৃদয়ের মালা। (আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিতে হৃদয়াকৃতি মুণ্ডমালা আছে); কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত; কটিবন্ধে চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড রক্ষিত।

৪। মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ (গোন্‌পো-ঠামযুক—Mgonpo-Bramgzug৭, ঠাম=ব্রাহ্মণ, যুক্=রূপ)। পরিচয়:—একমুখ, শ্বেত শ্মশ্রুযুক্ত; দক্ষিণ হস্তে মনুষ্যাস্থিনির্ম্মিত শিঙ্গা, বাম হস্তে রক্তপূর্ণ নরকপাল। কথিত আছে যে, চীনসম্রাট্ কুবলাই খাঁ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন দীক্ষিত হইবার জন্য লামা পাগো-পাকে তিব্বত হইতে চীনদেশে লইয়া গিয়া বিচার আরম্ভ করেন, তখন পাগো-পা চীনসম্রাট্‌কে তর্কে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিতেছিলেন না, নিজেই প্রায় পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই দিন রাত্রে মহাকাল শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে লামার নিকট আবির্ভূত হইয়া হেবজ্র তন্ত্রোক্ত সূত্রটী তাঁহাকে শিখাইয়া দেন। সূত্রটির সাহায্যে চীনসম্রাটের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন ও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এ প্রবাদের মূলে যাহাই থাকুক না, ডাঃ ওয়াডেল বলেন যে, সম্রাট্ কুবলাই খাঁর সময় হইতে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতক হইতে লামাদিগের বিশেষ প্রাধান্য আরম্ভ হয়, এবং তিব্বতে লামা-শাসনতন্ত্র-পদ্ধতিরও আরম্ভ হয়।

ব্রাহ্মণরূপী মহাকাল

"মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ" বা গোন্‌-পো ঠামযুক সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। ইঁহার আসন একটু বিচিত্র। ইনি সচরাচর মহারাজলীলশ্রী আসনে সমাসীন। সাধারণতঃ এ আসন দৃষ্ট হয় না। মঞ্জুশ্রীও এই আসনে দৃষ্ট হন, তাহা মঞ্জুশ্রী প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

৫। কর্ত্তরীধর জ্ঞাননাথ মহাকাল (ইসে-গোন্‌পো-ঠিথুকচেন্—Yeshes-Mgonpo-grigug chan)

ইসে=জ্ঞান; গোন্ পো=নাথ; ঠিথুক্=কর্ত্তরী; চেন্=যুক্ত। মহাকালের এই রূপটীর বর্ণনা আমি তেঞ্জুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে পাইয়াছি; পত্রাঙ্ক ১৬ এ লাইন ১ হইতে পত্রাঙ্ক ১৭ এ লাইন ৩। এ পত্রাঙ্ক আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ পুস্তকালয়ে রক্ষিত এবং প্যারি হইতে প্রকাশিত Cordier

কর্ত্তরীনাথ জ্ঞাননাথ মহাকাল

সম্পাদিত Index Du Bstan-Hgyur, Troisieme Partie Tibetain 180-332) হইতে গ্রহণ করিয়াছি। পরিচয় :—ইনি পদ্ম ও সূর্য্যের আসনস্থিত মনুষ্য-মূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মান। ইঁহার এক মুখ ও দুই হাত। দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী, বামহস্তে রক্তবর্ণ কপাল। এক দন্ত, ত্রিনেত্র, রক্তবর্ণ অগ্নিময় কেশ; মস্তকে পঞ্চকপালযুক্ত হার; গলদেশে ৫০টি নরমুণ্ডমালা; ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত। ইনি বাম পদের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন, দক্ষিণ পদ উত্থিত ও অনুপ্রস্থ ভাবে স্থাপিত। তিব্বতীয় ভাষায় এ মুদ্রার পরিভাষিক নাম খরতব্ (Garstabs) এবং সচরাচর চলিত নাম এস্কুম ইয়ন্ ক্যাং (Gyas-Bskum-Gyon-Brkyng)।

এ (Gyas)=দক্ষিণ; কুম (Bskum) উত্থিত; (ইয়ন) Gyon=বাম; ক্যাং (Brkyng) দণ্ডায়মান। তিব্বতীয় খরতব্ মুদ্রার সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'তাণ্ডব'; কিন্তু আমরা তাণ্ডব বলিলে যাহা বুঝি, এ মুদ্রা ঠিক সে ভাবের জ্ঞাপক নহে। তাণ্ডবের মধ্যে যে সজীবতা ও অঙ্গাদি পরিচালনের ভাব বিদ্যমান, ইহাতে তাহা নাই। এ মুদ্রা দণ্ডায়মানভাবজ্ঞাপক। এ প্রসঙ্গে আর একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। তাণ্ডব মুদ্রায় সচরাচর দক্ষিণ পদ ভূমির উপর অবস্থিত থাকে, এবং বাম পদ অনুপ্রস্থভাবে রক্ষিত। তিব্বতীয় মুদ্রায় বাম পদটি ভূমিতলে রক্ষিত এবং দক্ষিণ পদ উত্থিত।

এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, তাণ্ডব সম্বন্ধীয় মন্তব্যটি শিব-তাণ্ডবে প্রযোজ্য। কৃষ্ণ-তাণ্ডবে সাধারণতঃ তিব্বতীয় মুদ্রার ন্যায় বাম পদটি ভূমিতে রক্ষিত থাকে।

৬। নাথরুদ্রাষ্টক—(Mgonpo-Tragshad—গোন্‌পো ট্রাক্‌সাদ্)

তেঞ্জুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে একটি অধ্যায় পাইয়াছি, ইহার নাম "নাথরুদ্রাষ্টক সংক্ষিপ্তাভিষেকপ্রক্রিয়া"; কিন্তু ইহাতে মহাকালের এ মূর্ত্তির কোন বর্ণনা দেওয়া নাই।

৭। যক্ষ মহাকাল (নোৎ জিন-নাক্‌পো-ছেন্‌পো Gnod-Sbyin-Nagpo)

নোৎ জিন=যক্ষ; নাক্‌পো=কাল।

যক্ষ মহাকাল

ছেন্ পো=মহা।

৫১এ পৃষ্ঠা ৩ পঙ্‌ক্তি হইতে ৫৩ বি পৃষ্ঠা ৭ পঙ্‌ক্তি তেঞ্জুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে এই মহাকালের সাধনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার নাম "যক্ষমহাকালসাধনা"। লামারা "যক্ষমহাকাল কথানাম"ও বলিয়া থাকেন।

পরিচয় :—ইঁহার তিন মুখ, ছয় হাত, তিনটি পদ। দক্ষিণ, মধ্য ও বাম মুখ যথাক্রমে ব্যাঘ্র, রুদ্র ও সিংহের ন্যায়। দক্ষিণ পদ অনুপ্রস্থভাবে উত্থিত, বাম পদ লম্বমান, আর একপদ কিলের ন্যায়। হস্তে প্রহরণগুলি নিম্নলিখিতক্রমে রহিয়াছে :—

দক্ষিণ হস্ত :—(১) বজ্র।
(২) ত্রিশূল।
(৩) কিল।

বামহস্ত :— (১) ঘণ্টা ।

(২) অঙ্কুশ ।

(৩) মুখের নিকট আনীত রক্তপূর্ণ কপাল ।

অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় যে, Schlagintweit, Waddell, Deniker প্রভৃতি কেহই দুই একটির অধিক মহাকালবিশেষের কথা বলেন নাই, এই জন্যই আমি সাতটি মহাকালের বর্ণনা দিলাম। ডাঃ স্লাগিনটোয়েট কেবল মাত্র একটি মহাকালবিশেষের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মহাকালগুলির মধ্যে সপ্তমটির (Nagpo-chanpo) অর্থাৎ যক্ষমহাকাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। তিনি লামাসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর উপর মহাকাল Nagpo-chanpoর ভর বা আবেশের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। সেই ভরের সহিত চোর ধরিবার কিংবা ভূত ছাড়াইবার জন্য "বাণচালা"ও প্রচলিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের বাণচালার ক্রিয়াও অনেকটা এইরূপ। সকল দেশেই বাণচালা অল্প-বিস্তর বিদ্যমান।

মহাকালের ভর

কিন্তু এইখানে আমার মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, সেটি বলিতেছি। আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত শান্তিসাধক ঝাড়াপড়া, ফিরাণি, দমন প্রভৃতি মন্ত্রের মধ্যে "ধর্ম্মের আজ্ঞা" বচনটি পাওয়া যায়। এ ধর্ম্ম কে? বঙ্গদেশ যে এককালে বৌদ্ধ প্রভাবাপন্ন ছিল, সে বিষয় এখন সন্দেহের অতীত। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে অনেক প্রমাণ বাহির করিয়াছেন; কিন্তু এখনও বিশেষ আলোচনা কিছুই হয় নাই, স্বীকার করিতে হইবে। এই ঝাড়াপড়ার মন্ত্রগুলির ও ধর্ম্মপূজা-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমি যে দুই একটি অবস্তুবিনাশ মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার সংবাদ দিব।

বলিতেছিলাম—"ঝাড়াপড়ার" ধর্ম্ম কে? দুই একটি মন্ত্রের উল্লেখ বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৌদ্ধ মহাকালের ভর বা আবেশ দ্বারা যেমন বাণ চালাইয়া তিব্বতে চোর ধরা হয়, তেমনি বঙ্গদেশে ধর্ম্মের আজ্ঞায় ক্ষুর চালার সহিত চোর ধরিবার নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ-রীতি প্রচলিত আছে,—

"ঝাড়াপড়ার" ধর্ম্ম

ভুঞ্জর পিঞ্জর লোহার শিকল।

ক্ষুরে চোরা জানোম পাগল ॥

চোরা চোরা ভাঙ্গিয়া আন।

চোরের মাথা মুড়াইয়া আন ॥

অমুকের বস্তু যে কইরাছে চুরি।

ধর্ম্মের আজ্ঞায় তাহারে ধরি ॥

গলদেশে কাঁটা বিদ্ধ হইলে তাহার মন্ত্র ;—

গঙ্গা যমুনা ত্রিবেণী স্মরণে।

ধর্ম্মের আজ্ঞায় গলার কাঁটা নামে ॥

আমরক্ত রোগের জলপড়া :—

সাগরের কূলে উপজিল শূল।
আরে পিও পিও পাণী ॥
অমুকের ঘুচিলাম রক্তশূল ছাড়ানী।
ধর্ম্মের আজ্ঞা ॥

ফিক্ বেদনা ঝাড়ন :—

ওপার থেকে আস্‌ছে বুড়ী।
কাঁধে তার শরের ঝুড়ি।
কোন্ কোন্ শর ?
ওশর, কুশর কুগেঁটে শর।
অমুকের অঙ্গে যে বেদনা আছে,
সেউটে তার বুকে পড়।
কার আজ্ঞে ?
বড় বাপ ধর্ম্মের আজ্ঞে।
শীঘ্রি ছাড়, শীঘ্রি ছাড় ॥

এ বড় বাপ ধর্ম্মটি কে ? ইনি কি ত্রিরত্নের ধর্ম্ম, না বৌদ্ধ ধর্ম্মপালদিগের নেতা ও পিতৃস্বরূপ মহাকাল ? সমস্ত বিপৎ আপৎ শান্তি করিবার জন্য বজ্রযানপন্থীরা মহাকাল পূজা করিয়া থাকেন। ইনি ইঁহাদের গৃহদেবতাস্বরূপ। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, মহাকালের ভর বা আবেশ দ্বারা এবং চালা পেরো প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা চোর ধরা ও আপৎ বিপৎ প্রভৃতি দূর করা হয়। মহাকাল স্বয়ং ধর্ম্মপালবিশেষ এবং ধর্ম্মপালদিগের পিতৃমাতৃস্বরূপ। দোর্জ্জেঠাক্ মঠে প্রাপ্ত বজ্রযানপন্থীদের "শ্রীমহাকালজ্ঞানসর্ব্বচেষ্টনকর্ম্ম" নামক যে পুথিখানির কথা বলিয়াছি, তাহাতে মহাকালকে ধর্ম্মপালদের পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই জন্য আমার মনে হয় যে, তুক্‌তাক্, ঝাড়াপড়া প্রভৃতির ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল মহাকালেরই রূপান্তরমাত্র, ইহা ত্রিরত্নান্তর্গত ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মপাল মহাকালও সামান্য নহেন। তেঙ্গুরান্তর্গত "নাথসময়স্তোত্র" সাধনায় মহাকালকে বুদ্ধস্বভাব, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বক্লেশনাশক, প্রজ্ঞাপারমিতাসিদ্ধ, ও শূন্যবাদপ্রচারক প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইঁহাকে ত্রিরত্নের বুদ্ধ করিবার প্রয়োজনও নাই।

ত্রিরত্নের ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল

ধর্ম্মপাল তথা মহাকালপূজা যে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী পূজার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা ধর্ম্মপূজাবিধান গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। এ পুথিখানি যে বিশেষ আধুনিক ও অনেকগুলি তন্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বেশ বুঝা যায়। জ্ঞানানন্দ পরমহংস বিরচিত কৌলাবলী তন্ত্র হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে

ধর্ম্মপূজাবিধান গ্রন্থ, ধর্ম্মপাল-পূজা এবং কৌলাবলী তন্ত্র

দেখি। ইহার মধ্যে একটি শ্লোক ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে। ইহা ধর্ম্মপূজান্তর্গত ছাগবলির সময় উচ্চারিত হয়।

আশীবিষসম খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে॥

এটি ধর্ম্মপূজাবিধানের খড়্গাভিমন্ত্রণ মন্ত্র এবং কৌলাবলী তন্ত্রের চতুর্দ্দশ উল্লাসে দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মমঙ্গল পুথিতে আছে,—

ওঁ অস (শি) বিশনঃ (?) খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।

বৌদ্ধ মহাকাল যে বঙ্গদেশে বিশেষভাবে পূজিত হইতেন, তাহা ধর্ম্মপূজাবিধানের আর একটি শ্লোক হইতে বেশ সপ্রমাণ হয়, এবং এ প্রমাণটির সহিত তিব্বতীয় পরিভাষার বেশ সংস্রব আছে, বুঝা যায়।

ধর্ম্মপূজাবিধানে পণ্ডাসুরপূজার বিধান আছে,—ইহার পূজা করিলে ইক্ষুযন্ত্র হইতে অধিক ইক্ষুরস বহির্গত হয় ও অধিক গুড় প্রস্তুত হয়।

ওঁ পণ্ডাসুর মহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুযন্ত্রৈঃ ত্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥
ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ॥

ওঁ পণ্ডাসুর নমস্তুভ্যমিক্ষুবাটিনিবাসিনে।
যজমানহিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে॥
ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ॥

মন্ত্রে পণ্ডাসুর ইক্ষুর বাটী বা ইক্ষুর গোলায় বাস করেন বলিয়া কথিত, অর্থাৎ ইনি একজন গৃহস্থ কৃষকের দেবতা। মহাকালও গৃহী, কৃষক, যতি—সকলেরই সুখবৃদ্ধি ও আপৎ শান্তির জন্য পূজিত হন। এক্ষণে দেখা যাউক, পণ্ডাসুর কি? অমরসিংহ পণ্ড শব্দের অর্থ করিয়াছেন, নপুংসক। পণ্ডক বা পণ্ডগ, এই দুই শব্দেরও অর্থ নপুংসক। আমি যে সাতটি মহাকাল-ভেদের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাদের তৃতীয়টির নাম মহাকালপণ্ডক। ইহার তিব্বতীয় নাম মনিং নাক্‌পো (Manin-nagpo)। মনিং শব্দের অর্থ নপুংসক। ইহার কটিবন্ধে চন্দনকাষ্ঠের দণ্ড রহিয়াছে। কাষ্ঠ বা বংশদণ্ড যে কৃষক বা পশুপালকের নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্য, ইহা বলিতে হইবে না। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মপূজাবিধানে মহাকাল পূজার বিধিও নির্দ্দিষ্ট আছে। আর একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। ধর্ম্মপূজাবিধানের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থোক্ত ধর্ম্ম শিব নহেন, হিন্দুর কোন দেবতা নহেন, সাক্ষাৎ বুদ্ধদেব। অন্যান্য তন্ত্রের সহিত মিলাইয়া পড়িলে এ কথাটিতে ততটা আস্থা স্থাপন করা যায় না। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়েরও নাকি এই মত। আমি অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে বলিতেছি যে, এ ধর্ম্ম শিবও বটে, হিন্দুর দেবতাও বটে,

ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত পণ্ডাসুর ও তিব্বতীয় মনিং নাক্‌পো

সাক্ষাৎ বুদ্ধদেবও বটে এবং এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ মহাকালও বটে—এ সকলেরই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। বহু স্থলে ধর্ম্মরাজকে বিঘ্ন বিনাশনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। বিঘ্নবিনাশ করা ধর্ম্মপাল মহাকালের বিশেষ কর্ম্ম। শুদ্ধ শূন্যতাবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজকে ত্রিরত্নের বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। তেঞ্জুরান্তর্গত "নাথসময়স্তোত্র" হইতে দেখাইয়াছি যে, মহাকালও শূন্যধর্ম্মপ্রচারক ও প্রজ্ঞাপারমিতাসিদ্ধ। যাহা হউক, আমার এ মতটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। সামান্য আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত ধর্ম্মের স্বরূপ

এবার মন্দিরে মহাকালের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কিছু বলিব। বৌদ্ধ মন্দিরে কিংবা বিহারে মহাকালের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া একটু সামান্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডাঃ আইটেল তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism গ্রন্থে মহাকাল শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইহাকে বিহার বা মঠের রক্ষয়িত্রী বলিয়াছেন এবং বিহারস্থ ভোজনশালায় ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নেপালে অন্য ব্যবস্থা। এদেশে প্রায়শঃ বিহারের দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মহাকালের স্থান। ইঁহার সহচর মহাবল; মহাবলের কথা বলিতেছি।

মন্দিরে মহাকালের স্থান-নির্দ্দেশ

নেপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্ট হজসন্ সাহেব কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত অনেকগুলি পুথির মধ্যে ৮৫ খানি পুথির পরিচয়জ্ঞাপক Napalese Buddhist Literature নামে যে পুস্তক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রণয়ন করেন, তাহার দুইখানি পুথির মধ্যে মহাকালের পরিচয় পাওয়া যায়। একখানির নাম ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা, আর একখানির নাম মহাকালতন্ত্র। প্রথমোক্তখানি মহাপণ্ডিত নিঃসঙ্গাচার্য্য শ্রীকুলদত্ত-বিরচিত ও দশকর্ম্মান্বিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত। ইহাতে বিহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে বিধি-ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে বিহারের দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মহাবল ও মহাকালের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইবে। দুই মূর্ত্তিই দেখিতে একরূপ, কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে, মহাকালের গলদেশে নরকপালমালা লম্বমান। এই দুই মূর্ত্তিই কৃষ্ণবর্ণ, একশীর্ষ, ত্রিনেত্র, নেত্রগুলি বৃত্তাকার ও রক্তবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণ ঊর্দ্ধকেশ, দংষ্ট্রাভীষণ মুখ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত ও সর্পভূষণ। এ বর্ণনার সহিত কৃষ্ণানন্দ-বিরচিত তন্ত্রসারোক্ত মহাকালের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা ও মহাকাল তন্ত্র

আমরা পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা হইতে দেখিলাম যে, মহাবল মহাকালের সহচর; এ মহাবল কে? শব্দকল্পদ্রুমে ত্রিকাণ্ডশেষানুসারে মহাবল শব্দের বুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, আর এক অর্থে বায়ুকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হেমচন্দ্র মহাবল অর্থে বলবান্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ও অন্য কোন অর্থ দেন নাই। বিশ্বকোষে বুদ্ধ, পিতৃগণবিশেষ, বায়ু, বলীয়ান্, ইন্দ্রবিশেষ, শিবানুচর-ভেদ ও নাগভেদ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। এ মহাবল কখনই ইন্দ্র, নাগ বা শিবানুচর নহেন, এ মহাবল যম ভিন্ন আর কেহ নহেন। অগ্নিপুরাণান্তর্গত দিক্‌পতিযাগ নামক ষট্‌পঞ্চাশত্তম

অধ্যায়ে আমি যমের যে বর্ণনা পাইয়াছি, তাহাতে যমকে মহাবল আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে—"মহিষস্থ সমাগচ্ছ দণ্ডহস্ত মহাবল।" মহাবল বিশেষণরূপে অগ্নি, লৌহজঙ্ঘ প্রভৃতি দুই একটি দেবতায় প্রযুক্ত হইলেও বোধ হয়, কেবলমাত্র যমের নামবিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। মহাবল অর্থে যম মনে করিবার আর একটি কারণ আছে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography গ্রন্থের ২য় খণ্ডের প্রথম অংশে ললিতোপাখ্যান হইতে মহাকালীর সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ মহাকালের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মহাকালের পার্শ্বে কাল ও মৃত্যুর অবস্থিতির উল্লেখ আছে।

মহাবল শব্দের অর্থ

নেপালে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংমিশ্রণ

নেপালে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিচিত্র সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দুইটি প্রমাণ দিলাম। তৃতীয় প্রমাণটি মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাকাল ধর্ম্মপালদিগের অন্যতম; যমও একজন ধর্ম্মপাল; এ হিসাবে যম ও মহাকালের সাহচর্য্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক একখানি আধুনিক পুথি অন্বেষণ করিতে করিতে মহাকালের বাসস্থান নির্দ্দেশক সামান্য উল্লেখ পাইয়াছি; পুস্তকখানি নেপাল দরবারের পণ্ডিত বজ্রাচার্য্য অমৃতানন্দ কর্তৃক নেপালের রেসিডেণ্ট হজসন্ সাহেবের অনুরোধে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের লিখা; স্বয়ম্ভূপুরাণ হইতে সঙ্কলন করিয়া পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে কথিত আছে, বুদ্ধশাসন রক্ষার জন্য মহাকালমূর্ত্তি বিহারাদি বুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপিত হয়। মহাকাল স্থানের তোরণাকার দ্বারোপরি বুদ্ধনামাদি অঙ্কিত হয় বা বুদ্ধমূর্ত্তি চিত্রিত হয়। মূলটি এই:—"অতো বুদ্ধশাসনরক্ষণার্থং সঃ মহাকালঃ বিহারাদিষু বুদ্ধক্ষেত্রেষু স্থাপিতঃ স্থাপনীয়শ্চ তত্তোরণাকার দ্বারস্যোপরি বুদ্ধস্য নামাদি।"

নেপালের ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক পুথিবর্ণিত মহাকাল সাধনা

মহাকালের সাধনা সাধকের পক্ষে রহস্য ও গূঢ়ার্থপূর্ণ হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে চিন্তার দ্বার খুলিয়া দিবে, আশা করা যায়। এই জন্যই এ দেবতার সাধনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল। তেঞ্জুর তান্ত্রিক অংশের ৮১ খণ্ডে শবরি কর্তৃক "গুহ্যসাধনা" নামে যে সাধনা দৃষ্ট হয়, তাহা মহাকাল সম্বন্ধে। সাধনামূলক চক্রটির একটি চিত্র আমি অঙ্কিত করিয়াছি। ইহা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, সাধনার মূলে কিরূপ বিরাট্ কল্পনা রহিয়াছে।

সাধক ধ্যান করিতে করিতে দেখিবেন যে, বায়ুর উপর অগ্নি প্রতিষ্ঠিত, অগ্নির উপর জল, জলের উপর মৃত্তিকা, মৃত্তিকার উপর সুমেরু এবং সুমেরুর উপর ভ্রূম্ অক্ষর; দেখিবেন যে, এই "ভ্রূম্" অক্ষর হইতে একটি প্রকোষ্ঠ প্রকাশিত; ইহার মধ্যে বিশ্ববজ্র, বিশ্ববজ্রের উপর পদ্ম, পদ্মের উপর সূর্য্য, সূর্য্যের উপর চন্দ্র, চন্দ্রের উপর পুরুষ ও স্ত্রীগণপতিমূর্ত্তি শয়ান। এই দুই মূর্ত্তির উপর শ্রীমহাকৃতি হেরুক অর্থাৎ মহাকাল বিরাজমান, ইহার এক মুখ, ছয় হাত ও ভয়ঙ্কর রূপ, হস্তে কর্ত্তরী, কপাল, ডমরু, রক্তপূর্ণ কপাল, ডমরু ও পাশ; বামপদ লম্বমান ও দক্ষিণ পদ অনুপ্রস্থভাবে উত্থিত, সর্প ও অস্থির আভরণ পরিহিত, ইনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া

তেঞ্জুরান্তর্গত গুহ্যসাধনান্তর্গত মহাকাল-সাধনা

আছেন। ইঁহার স্ত্রী বা শক্তি গুহ্যজ্ঞানা স্বামীর মুখোমুখী হইয়া দৃঢ়ালিঙ্গনবন্ধনে দণ্ডায়মান। গুহ্যজ্ঞানার বর্ণ পদ্মরাগের ন্যায়। ইঁহার এক মুখ, দুই হাত, তিন নেত্র, হস্তে ডমরু এবং কপাল। স্বামীর মুখোমুখী দণ্ডায়মান বলিয়া ইঁহার দক্ষিণ পদ লম্বমান ও বাম পদ উত্থিত।

পূর্ব্বোক্ত মহাকালকে কেন্দ্রে রাখিয়া সাধক চারি পার্শ্বে চারিটি নাথ কল্পনা করিবেন। এই সকল নাথেরাও শক্তি সহিত বিরাজমান ও গণপতির উপর দণ্ডায়মান। পূর্ব্বদিকের নাথের এক হস্তে চক্রের হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও অন্য হস্তে কপাল; দক্ষিণ দিকস্থ নাথের এক হস্তে রত্ন-নির্ম্মিত হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও অপর হস্তে কপাল; পশ্চিম দিকস্থ নাথের হস্তে পদ্মের হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও কপাল; উত্তর দিকের নাথের হস্তে বিশ্ববজ্রের হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও কপাল। ইঁহাদের বর্ণ যথাক্রমে শ্বেত, পীত, লোহিত ও হরিৎ। সাধক কল্পনা করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত চারিজন নাথের চতুর্দ্দিকে ১৬ জন ভক্ত রহিয়াছেন; ইঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে উত্তর, পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম—এই চারিদিকে ব্রহ্মরূপ বা নাথরুদ্রান্তক, ক্ষেত্রপাল, জিনমিত্র ও টাকীরাজা রহিয়াছেন। ব্রহ্মরূপের হস্তে শূল ও পাশ; ক্ষেত্রপালের হস্তে কর্ত্তরী ও কপাল, জিনমিত্রের হস্তে দণ্ড ও কপাল এবং টাকীরাজার হস্তে অঙ্কুশ ও কপাল বর্ত্তমান। ইঁহাদের চতুর্দ্দিকে দশজন দিক্‌পাল। আট জন দিক্‌পাল এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যথাক্রমে ব্রহ্মা ও নাগ। ইঁহাদের চারিপার্শ্বে বৈশ্রবণ প্রভৃতি চারি জন রাজা; ইঁহাদের বাহিরে আট জন দেবতা। ইঁহাদের চতুর্দ্দিকে নয় জন বীর বা ভৈরব। তিব্বতী ভাষায় ইঁহাদের নাম জিগ্‌ছেৎ (Hjigs-Byed); এই নয় জন ভৈরব বা বীরের চতুঃপার্শ্বে ৮ জন নাগ; ইঁহাদের বাহিরে ২৮ নক্ষত্র এবং সর্ব্ব বাহিরে ৭৫ জন নাথ।

মহাকাল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা গেল, কিন্তু এখনও একটি অতি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করি নাই। সেটি তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে; এটি না জানিলে তাঁহার স্বরূপ বুঝা যাইবে না। তেঞ্জুর তান্ত্রিক অংশের ৭৩ খণ্ডে ১৪ বি পৃষ্ঠার ৫ম পঙ্‌ক্তিতে আমাদের আলোচ্য মহাকালকে "দশভূমি ঈশ্বর নাথ অবলোকিতেশ্বর" বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে বিষ্ণু, শিব, বৈশ্রবণ অষ্ট ভূমিতে অবস্থিত, অবলোকিতেশ্বর দশভূমি, বুদ্ধ বজ্রধর ত্রয়োদশ ভূমি। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, মহাকাল অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণকায়া। অবলোকিতেশ্বরের অনেক নির্ম্মাণকায়া আছে। যে গণপতির উপর মহাকাল দণ্ডায়মান, ইনিও অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণ-কায়া।

মহাকাল নির্দ্দিষ্ট ভূমি

তেঞ্জুর তান্ত্রিকাংশের ৮৩ খণ্ডে পণ্ডিত অমোঘবজ্র-বিরচিত গণেশ-স্তোত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গণপতি স্বর্গলোকে দেবতাদিগের স্বার্গবহ ছিলেন, ও আপন পুণ্যে ভূষিত স্বর্গ হইতে আসিয়া মহাদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন; এবং ইনি আর্য্যাবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণ-কায়া। অতএব গণপতি ও মহাকাল এক ভূমিরই দেবতা। মহাকাল গণপতির উপর দণ্ডায়মান বলিয়া, ইহা মনে করা অসঙ্গত যে, মহাকাল গণপতি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর দেবতা। তবে কেন যে ইনি গণপতির উপর দণ্ডায়মান, তাহা অবগত নহি। আমি যে লামার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছি,

গণপতি ও মহাকাল একই ভূমির দেবতা

তিনিও ইহার কারণ বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি সহসা রাজকার্য্যে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই।

পূর্ব্বোক্ত 'ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক নেপালি পুথিখানি অন্বেষণ করিতে করিতে গণেশবাহন বিঘ্নান্তকের উল্লেখ পাইয়াছি; এটি স্বয়ম্ভূপুরাণ হইতে গৃহীত। যে গল্পটিতে গণেশবাহন বিঘ্নান্তকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই:—পূর্ব্বকালে অদ্রিয়াচার্য্য বা ওড়িয়াচার্য্য নেপালস্থ বাগ্‌মতীতীরে ছত্র, ধ্বজ, পুষ্পমালালঙ্কৃত যোগমণ্ডপে যোগ সাধনা করিতেছিলেন। সে স্থলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং লোকপালদের অর্চ্চনা হইতেছিল। সেই সময় গণেশ ক্রীড়নার্থ বাগ্‌মতীতীরে আসিয়া দেখেন যে, যোগমণ্ডপে তাঁহার মূর্ত্তি নাই; তিনি ক্রোধভরে গণদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, গজচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট অদ্রিয়াচার্য্যকে ধ্বংস কর, চূর্ণ কর (গজচর্ম্মস্থমদ্রিয়াচার্য্যং অস্মৎপূজাপ্রতিবন্ধকং বিধ্বংসয়, চূর্ণয় ইতি)। ইহাতে যুদ্ধ বাধে; অদ্রিয়াচার্য্যের ষড়ক্ষরী মন্ত্রের প্রভাবে যে ক্রোধসমূহ বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গণেশবাহন বিঘ্নান্তককে দেখিয়া গণেশ পলায়ন করিল। বিঘ্নান্তকও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার এক দন্ত উন্মূলিত করিল। পরাজিত গণেশ এইবার অদ্রিয়াচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া বলিল, হে গুরো, হে আচার্য্য, আমি বুদ্ধ হইয়াছি। এই সময় হইতেই বৌদ্ধপূজামণ্ডপে গণেশের স্থান হইল। এই বর্ণনার পরেই মহাকালের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্বয়ম্ভূপুরাণোক্ত ও ধর্ম্মকোষ-সংগ্রহ-বর্ণিত বিঘ্নান্তক ও মহাকাল

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহাকাল যে গণেশবাহন বিঘ্নান্তক, তাহা কে বলিল? উভয়ের বর্ণনা সাহচর্য্য কখনই গ্রাহ্য প্রমাণ হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ মহাকালের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও গণেশবাহনের উল্লেখ নাই। বাহন ভিন্ন তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তির বিশেষ সামঞ্জস্য আছে; কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাকালের বাহন নানা প্রকারের হইতে পারে; আর ইহাও দেখাইয়াছি যে, তিব্বতীয় বজ্রযানান্তর্গত যে শ্রেণীর মহাকালের নাম "মহাকাল গণপতি" বা পাল্‌গোন্ ল্যাগ্‌দেন্—ছোক্-কি-দাক্‌পো, তাঁহার বাহন গণপতি। তিব্বতীয় বজ্রযানপন্থীরা মহাকালের বিঘ্নান্তক নাম ব্যবহার করেন না; এ নাম গণেশেই প্রযোজ্য। আর এক কথা এই যে, ধর্ম্মকোষসংগ্রহের বর্ণনা হইতে গণেশবাহন বিঘ্নান্তককে বিনিঃসৃত ক্রোধমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয়। মূলটি এইরূপ—"তথেতি তথৈব জাতো মহান্ যুদ্ধঃ। ততঃ ষড়ক্ষরী প্রভাবাৎ দশক্রোধেষু বিনিঃসৃতেষু গণেশবাহন-বিঘ্নান্তকং আলোক্য গণেশোঽসৌ পলায়িতঃ। পলায়িতস্তু অপি একদন্তঃ বিঘ্নান্তকেন উন্মূলিতঃ। ততো নির্ম্মদঃ গণেশোঽসৌ ওড়িয়াচার্য্যমাপন্নঃ।" এই গ্রন্থ হইতে ঠিক বুঝা গেল না যে, মহাকালের নাম বিঘ্নান্তক কি না। ডাঃ ফুসে তাঁহার Etude Sur Liconographie Bouddhique De L'inde গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় হেরুক, সম্বর প্রভৃতি দেবতার নামোল্লেখ করিবার সময় বিঘ্নান্তক ও মহাকালের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে আমার সন্দেহ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। কেননা, তাঁহার উক্তি সাধনমালার উপর স্থাপিত। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি;

ডাঃ ফুসে অনেকগুলি দেবতার মধ্যে "বিঘ্নান্তক, মহাকাল এবং এমন কি গণপতি" এইরূপভাবে লিখিয়াছেন। নামসাদৃশ্য মধ্যেও গুণসামাঞ্জ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু তাদাত্মকত্ব আছে কি না সন্দেহ। আমি নেপালী সাধনামূলক পুঁথিগুলি দেখিবার অবকাশ পাই নাই; সেগুলি দেখিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিব। পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানটি হইতে বুঝা গেল যে, বিঘ্নান্তক ক্রোধসংজ্ঞক ভৈরব বিশেষ। আমাকে বোধ হয়, বলিতে হইবে না যে, নিম্নলিখিত অষ্ট শ্রেণীর ভৈরব বিদ্যমান—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত ভৈরব, কাপাল, ভীষণ, ও সংহার।

কথা কহিতে কহিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এত দূর হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে মহাকালের প্রভাবের কথা চিন্তা করিলে পুরাতনের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠগুলিতে বর্ত্তমানের যে আলোকলহরী খেলিতে থাকে, তাহা স্নিগ্ধোজ্জ্বল, তাহাতে অতীতের অন্ধকার-যবনিকা অপসৃত হইয়া যায় এবং হৃদয় এক আনন্দ, বেদনা, বিস্ময় ও ব্যাকুলতায় পূর্ণ হয়। সংস্কৃত সাহিত্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মহাকালের নাম করিলেই বাণভট্ট বর্ণিত ঐশ্বর্য্যশালিনী উজ্জয়িনীর কথা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়—"যস্যাঞ্চ কৈলাসবাসপ্রীতির্মহাকালাভিধানঃ স্বয়ং প্রতিবসতি"। আর মনে পড়ে, মহাকবি কালিদাসবর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে মহাকাল-নিকেতন—

"অসৌ মহাকালনিকেতনস্য
বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভিঃ
জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্॥"—রঘুঃ ৬। ৩৪॥

আর প্রিয়াবিরহবিধুর যক্ষকে মনে পড়ে না কি? "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" কান্তাবিরহ-

মেঘদূতে মহাকালের উল্লেখ

কাতর যক্ষ যখন রামগিরির নমেরুবৃক্ষশীতল আশ্রমে বপ্রক্রীড়া প্রবৃত্ত তির্য্যগদন্ত মাতঙ্গের ন্যায় অপূর্ব্বদর্শন নবীন জলধর দর্শনান্তর দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে প্রণয়িনীর নিকট কুশলসংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া মেঘকে দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, তখন উজ্জয়িনীর মহাকাল বিগ্রহের কথা বিস্মৃত হন নাই; এত উদ্বেগের সময়ও প্রিয়াবিরহকাতর যক্ষ মেঘকে বক্রপথে গমনপূর্ব্বক কেবলমাত্র উজ্জয়িনীর সৌধশিখরপ্রণয়ী হইয়া পৌরাঙ্গনাদিগের বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত-চঞ্চল কটাক্ষ উপভোগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; বলিয়াছিলেন,—

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ।
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডেশ্বরস্য।

কেন না,—

কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্॥

মহাকবি কালিদাসের সময় উজ্জয়িনীর প্রধান দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে মহাকালমন্দির অন্যতম এবং ইহার যশঃ ভারতের চারিধারে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীর মহাকাল অতি প্রাচীন; ইহা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ৬৮টি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছে, তাহাদের একটি। স্কন্দপুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। মহাকালের সহিত জৈনদিগের ইতিহাসেরও অল্প-বিস্তর সংযোগ আছে। প্রবাদ আছে যে, জৈন ন্যায়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তয়িতা সিদ্ধসেন দিবাকর বা কুমুদচন্দ্র কল্যাণ-মন্দিরস্তবে উজ্জয়িনীস্থ মহাকাল মূর্ত্তি হইতে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি আবির্ভাব করাইয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীর মহাকাল স্বয়ম্ভূলিঙ্গবিশেষ

এইবার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখিব, ব্রাহ্মণ্যধর্মান্তর্গত মহাকাল ও বৌদ্ধ মহাকালের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ বিদ্যমান।

যাঁহারা কালীপূজা-পদ্ধতির সহিত পরিচিত, তাঁহারা অবগত আছেন যে, কালীপূজার প্রথম পর্য্যায়ান্তে যথাক্রমে পঞ্চদশশক্তি, অষ্টশক্তি, অষ্টভৈরব, বটুকগণ, ডাকিনী, যোগিনী, ক্ষেত্রপাল, গণপতি, লোকপাল প্রভৃতির পূজা করিয়া দেবীর দক্ষিণে মহাকালের পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারোক্ত পূজাপদ্ধতি একটু সংক্ষিপ্ত হইলেও মহাকালের পূজা হিসাবে বিশেষ বিরোধ দৃষ্ট হয় না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় তৎসঙ্কলিত তন্ত্রসারে কুমারীকল্পতন্ত্র হইতে মহাকালের যে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে মহাকালভৈরবকে সর্ব্ববিঘ্ননাশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

কালীপূজা ও মহাকাল পূজা

হুঁ ক্ষ্রৌং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় হ্রীং শ্রীঁ ফট্ স্বাহা।

তন্ত্রোক্ত এই মন্ত্র হইতে বুঝিলাম যে, মহাকাল ভৈরবস্বরূপ, তবে অষ্টভৈরবের অন্তর্গত নহে।

কালীপূজার মহাকাল শিববিশেষ, ইনি শিবানুচর নহেন; ভৈরব শিব ও শিবানুচর—দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের প্রথম পটলে দেখিয়াছি যে, পার্ব্বতী মহাদেবকে ভৈরব নামে সম্বোধন করিতেছেন, যথা—

কালীপূজাবিধানোক্ত মহাকাল শিবের নামভেদ

"অস্মচ্চ বিবিধং কার্য্যং প্রসাদাদ্ ব্রূহি ভৈরব।

এইবার তন্ত্রসারোক্ত মহাকালবর্ণনাটির সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি মিলাইয়া লওয়া যাউক। আমরা দেখিব যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান।

মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং।
জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্॥

উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের তৃতীয় পটলে গ্রামের উচ্চাটন সম্পাদন মন্ত্রে মহাকালকে রুদ্ররূপে আহ্বান করা হইয়াছে। ওঁ নমো ভগবতে মহাকালরুদ্রায় ত্রিপুরবিনাশনকারণায় দহ দহ ধম ধম পচ পচ মথ মথ মোহয় মোহয় উন্মাদয় উন্মাদয় উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় শ্রীমহারুদ্র আজ্ঞাপয়তি শঙ্করী, মোহিনী, ভগবতী খেং খেং হুঁ ফট্ স্বাহা।

উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রোক্ত মহাকাল

ইহাতেও দেখিলাম, মহাকাল শিববিশেষ, শিবানুচর নহেন ; কিন্তু কার্য্য বৌদ্ধ মহাকালের ন্যায়।

কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত মহাকাল

শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলীতন্ত্র পাঠ করিবার সময় অনেক স্থলে মহাকালের উল্লেখ পাইয়াছি। এখানেও মহাকাল শিবের নামভেদ। উদাহরণস্বরূপ বিংশ উল্লাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে মহাকাল কেবলমাত্র শিব নহেন, শিবানুচরও বটে। কৌলাবলী তন্ত্রের বীরসাধনা-বিষয়ক চতুর্দ্দশ উল্লাসে ইহাকে শিবানুচররূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্মশানাধিপতিং পশ্চাৎ ভৈরবং কালভৈরবং।
মহাকালং যজেদ্‌যত্নাৎ পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ম্॥

ইহাদের বিঘ্নবিনাশনের জন্য পূজা করা হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে মণিনাগেশ্বর শিবমন্দিরের দ্বারদেশে যে ভৈরবমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে স্থানীয় লোকে মহাকাল বলিয়া অভিহিত করে।

ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত মহাকালমূর্ত্তি

কয়েকখানি তন্ত্র পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, বিভিন্নশ্রেণীর ভৈরবদিগের বর্ণনা প্রায় একই প্রকারের। ইহা হইতে যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। অঘোর, বটুকভৈরব, বা ক্ষেত্রপাল—প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর একই প্রকারের ; কার্য্যও অনেকটা এক ধরণের।

(১) সারদা-তিলক তন্ত্রোক্ত অঘোরের ধ্যান :—

সজলঘনসমাভং ভীমদংষ্ট্রং ত্রিনেত্রং
ভুজগধরমঘোরং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্।
পরশু-ডমরু-খড়্গান্ খেটকং বাণচাপৌ
ত্রিশিখনরকপালে বিভ্রতং ভাবয়ামি॥

(২) কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত বটুকনাথের ধ্যান :—

করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণি-
স্তরুণতিমিরনীলো ব্যালযজ্ঞোপবীতী।
ক্রমসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহেতু-
র্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্॥

(৩) কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত ক্ষেত্রপালের ধ্যান :—

নির্ব্বাণং নির্ব্বিকল্পং নিরুপমসকলং নির্ব্বিকারং ক্ষকারং
হুঁকারং বজ্রদংষ্ট্রং হুতবহনয়নং রৌদ্রমুন্মত্তভাবং।

ফট্কারং বদ্ধনাগং ভ্রুকুটিতমুখং ভৈরবং শূলপাণিং
খট্টাঙ্গং ব্যোমনীলং ডমরুসহিতং ক্ষেত্রপালং নমামি ॥

(৪) সারদাতিলকে ক্ষেত্রপালের ধ্যান :—

নীলাঞ্জনাদ্রিনিভমূর্দ্ধপিশঙ্গকেশং
বৃত্তোগ্রলোচনমুপাত্তগদাকপালং।
আশাম্বরং ভুজগভূষণমুগ্রদংষ্ট্রং
ক্ষেত্রেশমদ্ভুততনুং প্রণমামি দেবম্ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতে পারে। এগুলিতে প্রায় একরূপই বর্ণনা। সৌভাগ্য বশতঃ ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত দুইটি শ্লোক হইতে আমরা মহাকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মন্তব্যে পঁহুছিতে পারিব। বাণেশ্বর ও লৌহস্তম্ভের পূজার পর ও দশ দিক্-পালের পূজার পূর্ব্বে পণ্ডাসুর পূজার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি পূর্ব্বে তিব্বতীয় বজ্রযানোক্ত সাধনা-গ্রন্থ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পণ্ডাসুর ও মহাকাল পণ্ডক বা মনিং নাক্ পো (Manin-Nagpo) একই। ধর্ম্মপূজাবিধানে পণ্ডাসুরকে ক্ষেত্রপালরূপে নমস্কার করা হইয়াছে। যথা,—

ধর্ম্মপূজাবিধান পুস্তক হইতে মহাকাল সম্বন্ধে যাথার্থ্য নির্ণয়

ওঁ পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুবট্রৈ (ঃ) ত্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥
ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ ॥
ওঁ পণ্ডাসুর নমস্তভ্যমিক্ষুবাটিনিবাসিনে।
যজমানহিতার্থায় শুভবুদ্ধিপ্রদায়িনে ॥
ও পণ্ডাসুরায় নমঃ ॥

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, বৌদ্ধ মহাকাল ক্ষেত্রপাল বিশেষ। শিব হইতে ভাব লইয়া এ মূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই। শৈবাগম মতে ক্ষেত্রপালে শিবের একাদশ-সহস্র অংশ বর্ত্তমান। ডাঃ আইটেল তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism গ্রন্থে মহাকালের মহাদেব অর্থ দিয়া যথার্থই বলিয়াছেন যে, ইনি মহাদেবের শিষ্যবিশেষ এবং বিহারের রক্ষয়িতা। শেষোক্ত অর্থই বৌদ্ধ মহাকালে প্রযোজ্য।

মহাকাল ক্ষেত্রপাল বিশেষ

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে; প্রশ্নটি এই যে, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে ক্ষেত্রপাল আশাম্বর বা নগ্ন বলিয়া বর্ণিত। আমাদের আলোচ্য মহাকালটি ত নগ্ন নহে, পরন্তু ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত। এইরূপ কেন ?

ধর্ম্মকোষসংগ্রহে বর্ণিত আছে,—

"ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ তত্র নাম মহাকাল মহাবীরঃ।" ভৈরব শিবের অনুচর ও অংশ বলিয়া কোন কোন ভৈরবে শিবের অনেকগুলি গুণ বর্ত্তমান ; এই হিসাবে অঘোর ভৈরবকে "রক্তবস্ত্রাম্বরাগম"

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হিসাবে শিবের ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর ভাবটি মহাকালে সংক্রামিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আর এক কথা আছে।

নেপালী ও তিব্বতীয় শিল্প

নেপাল হইতে আনীত এ মূর্ত্তিটিতে তিব্বতীয় প্রভাব বিশেষভাবে বর্ত্তমান; তিব্বতীয় ভঙ্গী, রীতি বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান। তিব্বতীয় মূর্ত্তিগুলিতে বন্-পোদিগের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। তিব্বতস্থ বন্-পোদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অপেক্ষাও প্রাচীনতর। তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের শিল্প গুরুপদ্মসম্ভব-প্রবর্ত্তিত বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম্ম,সভ্যতাও শিল্প অপেক্ষা অনেক পুরাতন; উভয়ের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য বর্ত্তমান; বিশেষতঃ শিল্পে। অনেক বন্-পোমূর্ত্তি ভ্রমক্রমে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির সভাতে Mr. Van Manen একটি বন্ মূর্ত্তি প্রদর্শন

তিব্বতীয় বন্ মূর্ত্তি

করিয়াছিলেন; অনেক বিষয়ে, মস্তকের পঞ্চ কপালটি—এমন কি, দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত অদ্যকার আলোচ্য মহাকাল মূর্ত্তিটির মত। আমার বোধ হয়, নেপালী শিল্পে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ও বন্-পো—উভয় প্রভাবই বর্ত্তমান। অদ্য এ কথার আভাস দিলাম মাত্র; আপনারা যদি অনুমতি করেন, বারান্তরে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিব।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

১। ডাকচরিত্র।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১০½×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২; মধ্যে ছিদ্র। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১০৯০ সাল। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

শিশুশুশ্রূষা, ধর্ম্মকর্ম্ম, রন্ধন, ভোজন, বাসস্থাননির্ণয়, সুগৃহিণী-কুগৃহিণীলক্ষণ, বর্ষা-লক্ষণ, বিবাহগণনা, লগ্ন-নিরূপণ এবং ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসাদি সম্বন্ধীয় পদ্যনিবদ্ধ সারগর্ভ উপদেশ।

আরম্ভ,— শ্রীশ্রীরাম ॥ ডাকচরিত্র ॥

জর্ম্ম মাত্র বলে ডাক।
পো এড়িয়া পোআতি রাখ ॥
ধুইআ পোছিআ দিহ কোলে।
তবে ফুল লাগ্নিবেক কোলে[১] ॥
নাড়ি ছেদিআ দিহ জর।
ডাক বলে এই হএ ॥
মুখান কাই জত্নে দেখ।
মাথা বুঝিআ দিহ সেক ॥
এক কাঠে নাড়ি ঝাড়ি।
দুই কাঠে ফোঁক পাড়ি ॥
তিন কাঠে করিআ এক।
চারি কাঠে দিহ সেক ॥
দ্বিতিঞ উপবাসে দিব আড়পাড়া।
তবে ভাল হবেক পোয়াতির মাথা ॥

১। 'আলো' হইবে বোধ হয়।

বিবচনা করিয়া দিহ পত্য।
তবে ভাল হবেক পোয়াতি পত্য ॥
জত্নে দুহাঁর রাখিহ জিব।
সক্তি করিআ ওসধ খীব ॥
ওসধ দিহ সময় বুঝি।
ঝাটীর মুল বিয়তির বি[ ]চ ॥
অপরাজিতা ইসর মুল।
পাঁচন দিহ দসমুল ॥
পর পয়ক্কা না দেখিব।
কোলের ভিতর ছাওআল থোব ॥
কোথায় না থোব পরের বোলে।
রাত্রি হইলে সোআইব কোলে ॥
নয় দিবসে হরিদ্রা দিহ।
একইষ দিবসে মন করিহ ॥

অর্থ ধর্ম্মপ্রকারম ॥

ধর্ম্ম করিতে জে জন জানে।
পুখর দিয়া পানি রাখে ॥
অশ্বদ রোপে জিবন ধন।
মণ্ডপ দেএ অসেষ পুন্ন ॥
জাহা দেই তাহা পাই।
পরলোকে সুখে খাই ॥
অতিত জনাকে না বঞ্চিহ।
আতি উৎকট ব্রাহ্মনে না বঞ্চিহ ॥
অন্ন বিনু নাহি দান।
ইহার পর ধর্ম্ম নাহি আন ॥

অর্থ রন্ধনপ্রকারন ॥

শুকুতার পাতা কাসন্দির ঝোল।
তেলের উপর দিয়া তোল ॥

পলতা সাক রুহি মাছ।
বলে ডাক বেঞ্জন সাজ॥
মদ্গুর মৎস্য দাএ কুটিয়া।
হিঙ্গ আদা নবন দিয়া॥
তেল হলদি তাহাতে দিব।
বলে ডাক বেঞ্জন খাব॥
পোনা মাছ জামিরের রসে।
কাসন্দি দিআ জে জন পরষে॥
তাহা খাইলে অরুচ্য পালাএ।
আছুক মানবির দেবের লোভ জাএ॥
ইলিসা মাছ তৈলে ভাজিয়া।
পাতি লেবু তাতে দিয়া॥
জাহাতে দেই কাতে মেন্ধে।
হিঙ্গ মরিচ দিহ ঝোলে॥
চালু দিহ জত তত।
পানি দিহ তিন সুত॥
ভাত উতলাইলে দিহ কাঠী।
তবে দিহ জাল ভাটী॥
তবে জদি থাকে চালু।
তবে জানিহ ডাক আউল॥
বড় ইচিলা দাএ কুটী।
হিঙ্গ দিয়া তেলে ভাজি॥
উলটী পালটী দিহ পীট।
হই খাইলে জোজোন দিট॥
রৌদ্রের বেলা বুলিআ আইসে।
আন্ধল ভাত কাসন্দি চোষে॥
পোড়া মাছে নবন প্রচুর।
আর বেঞ্জনে পেলাহ চুর॥
পাকা তেতলি ব্রদ্ধ বোয়াল।
অধিক করিআ দিহ জাল॥
কাটী দিআ করিহ ঝোল।
খাবার বেলা মাথা নাহি তোল॥

মধ্য,—

অর্দ্ধ সিমা প্রকারন॥
ছাগল পাএয়া পোসে হাঁষ।
সিমার মাঝে পোতে বাঁস॥
তারা নিত্য কন্দল করিয়েঃ চাঁএ।
ডাক বলে আমি কি করিব তাএ॥
নৌকা থাকিতে জে জন সাঁতারে।
সে জন আপনি মরে॥
মিছা কাজে গাছে চড়ন।
প্রমাত্রি থাকীতে তাহার মরন॥
পরের বোলে লাগা হএ।
শুদ্র হইআ ব্রাহ্মনি লএ॥
সিন্ধদ্বারে উঠে কাষ।
তাহার হএ জিবনের নাষ॥
ব্যাসা[১] লাজালে পুরুস নিধন।
মুখ পুড়ি তাহার দিআ আগুন॥
চোর গাই বাঁজা ছাগলি।
ঘরে আছে দুষ্টা মেলি॥
খল পড়সি পুত্র মুরখ।
ডাক বলে এ বড় দুখ॥
বিনি খদিরে গুআ খাএ।
সভা মধ্যে ধাইআ জাএ॥
ঘাট এড়িআ কুঘাটে নাএ।
মাগু না [থা]কিতে সহুরবাড়ি জাএ॥
হইল ভাতে করে উপবাস।
সে জন মইলে কাহাকে নাহি দোস॥
ইতর হইআ করে হাব।
সাবুর বএসে জার কাব॥
গুরু জনকে করে পরিহার্স।
ডাক বলে তার নরকে বাস॥

১। ব্যাসা—বেশ্যা।

দুর কর জে গুরু মারে।
দুর কর জে পরের স্ত্রি হরে॥
চোর সেবক চোর গাই।
বাঁজা স্ত্রি দুষ্ট ভাই॥
বুড়া গরু বস্ত্র পুরান।
জে বেচে সে সেআন॥ (পৃ° ৫।২-৬।১)

অন্ত,—

অর্থ নষ্টপ্রকারন॥
সুজন নষ্ট দুরজনের সঙ্গে।
পুত্র নষ্ট পরস্ত্রির সঙ্গে॥
লবন সজোগে নষ্ট ঘি।
বাপের ঘরে নষ্ট ঝি॥
আথর নষ্ট দসে পাঁচে।
ঘর নষ্ট গ্রিনি সাঁচে॥
জীবন নষ্ট জলে ঝাপ।
দেহ নষ্ট দেই নাফ॥
গারি নষ্ট যথা চুরি।
ধন নষ্ট জথা দারি॥
ঘর নষ্ট রাতের বাস।
ভূঙ্খি নষ্ট দামড়ার চাষ॥
মাগু নষ্ট ঘন রোসে
কুলবধু নষ্ট পরের বাসে॥
আদর নষ্ট নিত্য গমনে।
রোগ নষ্ট লঘু ভোজনে॥
নষ্ট স্ত্রুয়া চিলের বাএ।
নষ্ট ঝি মোচারিনি মাএ॥
বহু নষ্ট বাপের ঘরে।
পুত্র নষ্ট প্রদার করে॥
সতি নষ্ট অসতির সঙ্গে।
কুলবধু নষ্ট হাস্তরঙ্গে॥
বলে ডাক এই সাঁচা।
আপনি বড় সকল মিছা॥
অর্থ চিকীৎসা প্রকারন॥
ভৃঙ্গরাজ কেসিয়া ঝাঁটী।
সকল তুলিআ করিহ গুটী॥
সুটী পীপলি বনমরিচা॥
সন১০৯০ ৩ অগ্রায়ন।

ডাক। তন্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধি আছে; তাহার মধ্যে দুই প্রকার প্রধান। বামাচারে যাঁহারা সিদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে বীর বলে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান হন, তাঁহাদিগকে বীরেশ্বর বলে এবং বীরেশ্বরদের যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের দেশী নাম ডাক। যে সকল স্ত্রীলোক বামাচারে চরম সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের নাম ডাকিনী। ডাকিনী—ডাকের স্ত্রী, তাহা নহে। 'ডাকিন্', 'ডাইন্' ও 'ডাইনী' শব্দ 'ডাকিনী'রই রূপ-ভেদ। ডাক ও ডাকিনীগণ অলৌকিক কাণ্ড করিতে পারিতেন বৃক্ষচালনাদি ব্যাপার, যাহা আমরা অদ্ভুত মনে করি, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অতি সহজ। এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধগণের লিখিত।

২। রামায়ণ-আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৩½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২০,২২—৩৬; মধ্যে ছিন্ন। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীভগবতে বাসুদেবায় নমঃ

রাবং রাঘবপূর্ব্বকং ইত্যাদি শ্লোক।
নমো বন্দো নমো বন্দো দেব শ্রীহরি।
সংখ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গধারি॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো দেব গনপতি।
পরম ভকতি দেবী শরস্বতী ॥
কীর্ত্তিবাষ পণ্ডিত বন্দো এক মন চিত্তে।
সাত কাণ্ড রামায়ন গাঁঞা দিল গিতে ॥
সাত কাণ্ড রামায়ন আগু কাণ্ড প্রথম।
সুনিলে বুলিতে কেবল অমৃতের সমান ॥
আগু কাণ্ড পোথী জেবা জনে সুনে।
রমৃত পান করে হেন বাশে মনে ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত রচিল পাচালি।
আগুকাণ্ডে গাঞা দিল রামের বংশাবলি ॥
প্রথমে ব্রহ্মার পুত্র মারিচ রাজা ষর্ব্ব
লোকে জানি।
তাহার পুত্র হইল কশ্যব মহামুনি ॥
তার পুত্র শ্[র্য্য] লোকের প্রধান।
অঙ্গিরা তাহার পুত্র গুনে অনুপাম ॥
তাহার পুত্র মনু রাজা বিদিত ষংশারে।
ধেনু নামে তাহার পুত্র হইল সংশারে ॥
তাহার পুত্র অক্ষাকু [ইক্ষ্বাকু] রাজা হইল
প্রধর।
প্রথমে সাধিলেন তেঙ অজোধ্যা নগর ॥
ভিক্ষু নামে তাহার পুত্র বড় রূপবান।
হেমচন্দ্র তাহার পুত্র গুনের বাখান ॥
হেমচন্দ্রের পুত্র হইল সুচন্দ্র নাম।
মহাগুনবন্ত তেঙ অভিনব কাম ॥

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃতাংশের প্রথম ১২ পঙ্‌ক্তি কৃত্তিবাসের রচনা হইতে পারে না। পরবর্ত্তী অংশও অন্য পুথির সহিত মিলে না।

শেষ,—

চন্দ্রের কলা জেন দিনে দিনে বাঢ়ে।
দিনে দিনে চারি পুত্র কোলেশীঞা চঢ়ে ॥
লক্ষন শত্রুঘন দুই শহোদর।
দুই ভাই বিশশ্বাষ করে নিরন্তর ॥
জথা রাম তথা গীঞা মিলিলা লক্ষন।
ভরথের পাছু গীঞা মিলীলা সত্রুঘন ॥
রাম লক্ষন দুই ভাই পরম পীরিতি।
ভরথ সত্রুঘন দুই জনে হইলা একমতি ॥
ছাওলে ছাওলে জেন পরম পিরিতি।
সমুদ্রের জলে জেন চন্দ্র একমতি ॥
অঙ্গে অঙ্গে বিশশ্বাদ নাহি ভ্রাতি (ভ্রাতৃ)
মুখে।
দুই দুই এক মতি দেখে শর্ব্ব লোকে ॥
নানা বিগ্যা শিখে দুহে হঞা তৎপর।
নদ নদী বহে জেন পাইল শাগর ॥
জে জে বিদ্যা গুরু ঠাঞি শিখে নিরন্তর।
সেই বিদ্যা শিখে হঞা তৎপর ॥
মুনির সাঁপ দষরথেঁ পড়িঞা গেল মনে।
কোন পৃত না পায় রাজা শ্রীরাম দরশনে ॥
এক দীন না পায় রাজা শ্রীরাম দরশন।
পুরি অন্ধকার হয় হেন লয় মন ॥
রামের মুখ দেখিতে রাজার বড় রষ।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কী[র্ত্তি]বাষ ॥*॥
নারায়নের জন্মকথা শুনীল সর্ব্ব জনে।
লক্ষ্মী ঠাকুরানির জন্ম সুনহ বিশেষ ॥
ইতি আদ্যকাণ্ড রামায়ন শম্পূর্ন্ন মস্ত ॥ * ॥

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি। ইতি পুস্তক লিখিতং শ্রীমনীরাম দেবশর্ম্মণ সকলম সহি পুস্তক শ্রীআত্মারাম গন্ধবনীকের সমাপ্ত লিখন হইল /৪মাষ বৃহস্পতিবার সুক্লা চতুর্থী শকাব্দা ১৬২২ সন হাজার এগার শহ ছয় শাল নীবাশ রুকুনপুর আমল সাহজাদা মোকাম রাজমল কবোরি গুনার রায় শীকদার শ্রীবসন্ত রায় : বৃহস্পতি বারের এক প্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি শমাচার হাতিশালার শ্রীমনীরাম ঠাকুরতার সহি

পুথির শেষে আভকাণ্ড সম্পূর্ণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আছে, শ্রীরামাদির জন্মবিবরণ পর্য্যন্ত।

৩। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১১½×৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৯১ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের।

শেষ পত্রে 'রঘুনন্দন দেব সা০ প০ মহাম্মদাবাদ' লিখিত আছে। সম্ভবতঃ পুথিখানি রঘুনন্দনের অধিকারে ছিল।

আরম্ভ,—৭ নম গনেসাঁয় নম।

অথ আদিকাণ্ট।
বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
শ্রীগুরুর চরনে আমি করিয়া ভকতি।
লেখিবার সাদ করে আদিকাণ্ঠ পুথি॥
রামায়ন পুথী এই রাম অবতার।
পড়িলে স্তুনিলে ভবসিন্ধু হয় পার॥
রাম নাম দুই অক্ষর লয় মুখ ভরি।
বিসম সমন ভয় জেই নামে তরি॥
জয় রঘুনন্দন রাম গুনের সাগর।
মহিমা অনন্ত তার ভুবন ইস্বর॥
ত্রিজগতনাথ সেই প্রভু জনার্দ্দন।
তাহার মহিমার অন্ত নাহিক ভুবন॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া জত আছে চরাচর।
সকল ব্যাপিত আছে জগত ইস্বর॥
হর বিরিঞ্চি ধ্যানে নাহি পায় জারে।
আমি অল্পবুদ্ধি হৈয়া কি জানিমু তারে॥
চ্যেবনের পুত্র বাল্মিক মুনিবরে।
রামায়ন করিলেক লোক তরিবারে॥
ব্রহ্মার বচনে তবে সেই মুনিবরে।।
স্লোকবন্ধে রচিলেক পুথা রামায়নে॥
স্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিয়া প্রকারে।
কির্ত্তিবাস করি কহে বুঝিতে সংসারে॥
প্রনমহ নারায়ন রাম ভগবান।
জার নাম স্মরি লোক পায় পরিত্রান॥
হেন প্রভু সিয়ে বন্দি সর্ব্ব লোকে গতি।
তান দুই ভার্যা বন্দি লক্ষি সরেস্বতি॥
শ্রীরাম লক্ষন বন্দি রাবননিধন।
করজুড়ে প্রনমহ রাম নারায়ণ॥
এক চিত্তে স্তুন লোক রামের কথন।
হেলাএ জিনিয়া জাইব যে দারুন সমন॥
আদিকাণ্ডে রামের জর্ম্ম বিহা কৈল্যা পিতা।
অজধ্যাতে রার্য্যোভ্রষ্ট সর্গে গেল পিতা॥
বনবাসে গেলা রাম অজধ্যার কাণ্ডে।
অরন্যেত সিতা হরি নিল দসমুণ্ডে॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইয়া অপচয়।
কিস্কিন্ধাতে মিত্র লাব কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরাতে সেতু বান্দি কটক হৈলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজা সবংসে সংহার॥
উর্ত্তরাতে রাজা হৈলা কমললোচন।
চারি ভাই মিলি রার্জ্যো করিল পালন॥
এগার হাজার বৎসর রার্জ্যো ভুগ করি।
চারি সহদর মিলি গেলা সর্গপুরি॥
রামের চরিত্রকথা অতি সুধাময়।
রামের চরিত্র কির্ত্তিবাস কবি কয়॥
ভক্তি করি স্তুন লোক হৈয়া একমন।
রাম নাম সম পুন্য নাহি ত্রিভুবন॥
ব্রহ্মাণ্ড অব্রহ্মাণ্ড জেই রাম নাম লয়।
সংসার তরিয়া জাইতে নাই ভুন ভয়॥

এক দিন বার্ম্মিক মুনি মনেত ভাবিয়া।
ব্রর্হ্মার সাক্ষাতে মুনি মিলিলেক গিয়া॥
ব্রর্হ্মারে প্রনাম করি বসিলা আসনে।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা প্রজাপতি স্থানে॥
আপনে করিলা দেব সকল সংসার।
মহা ঘোর পাতকেত কি গতি এবার॥
দিনে দিনে অল্প ধন অল্প আউ হৈব।
জঞ্জালেতে লিন হৈয়া তপ না করিব॥
কেমতে নিস্তার হৈবা এ সকল জন।
কৃপা করি আমাতে জে করিবা আপন॥
মুনির বচন ব্রর্হ্মা সুনিয়া তখন।
আজ্ঞা দিলা কর তুমি পুথা রামায়ন॥
রামায়ন শ্রবনে পাতক দুর হৈব।
সংসারসাগর তরি বৈকুণ্ঠেত জাইব॥
ভবের দুর্ল্লভ জান রামনামখানি।
জে জনে জপএ তার জর্ম্ম নহে পুনি॥
এতে রামায়ন তুমি করহ প্রচার।
জে জনে সুনিব তার সর্গ্গে হয় বাস॥
এত জদি প্রজাপতি বোলিলা বচন।
সুনি হরসিত হৈলা বার্ম্মিকের মন॥
ব্রর্হ্মাকে প্রনাম তবে করিয়া তখন।
আপনার আশ্রমে মিলিলা তপধন॥
অবতারের পূর্ব্ব সাইট হাজার বছর।
রামায়ন বন্নিলেক বার্ম্মিক মুনিবর॥
রাম অবতার মুনি করিলা প্রকাস।
পয়ার প্রবন্ধে তারে গাইল কির্ত্তিবাস॥

শেষ,—

পরসুরামের ধনু রামে তুলি লৈলা হাথে।
বাম আটু পৃষ্ঠে দিয়া গুন দিলা তাতে॥
রামে বোলে বান আমি ছাড়িমু নির্চ্চয়।
এই বান হনে কিবা ব্রহ্মবধ হয়॥
খেত্রিবংসে আমার জর্ম্ম তুমি ত ব্রাহ্মন।
তুমারে করিলু রক্ষা ব্রার্হ্মন কারন॥
ত্রিভুবনে বের্থ নহে আমার সন্ধান।
কথাএ এড়িমু বান কহ মর স্থান॥
দেখিয়া পাইলা ভয় রাম দ্বিজবর।
জোড়হাথে স্তুতি করে শ্রীরাম গোচর॥
সংসারের সার তুমি অনাথের গতি।
তুমারে জনিব প্রভু কাহার সকতি॥
ত্রিলক্ষের নাথ তুমি সুন মহাশয়।
ব্রহ্মা আদি দেবে তুমা ধ্যানে নাহি পায়॥
তুমা বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর।
বান মারি বন্দি কর মর সর্গ্গদ্বার॥
সর্গ্গবাসে জাইতে মর নাহি অভিলাষ।
তুমা দেখি মুক্ত হৈলাম এই সর্গ্গবাস॥
বৈকণ্ঠের পতি রাম জানে নানা সন্ধি।
পরসুরামের সর্গ্গদ্বার কৈলা বন্দি॥
সর্গ্গদ্বার বন্দি করি উঠিল আকাসে।
সর্গ্গদ্বার রুন্দিয়া আইল রাম পাসে॥
পুত্রের বিক্রম দেখি বোলে দসরথ।
পুনর্ব্বার জর্ম্ম হইল পরুসরামের হাথ॥
জত রাজা দসরথের আছিল সংহতি।
জোড়হাথে শ্রীরামরে করে নানা স্তুতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব খেত্রি পলায় জার ভয়।
হেন পরসুরামে পাইল পরাজয়॥
সসস্তে মিলিয়া তবে করে অনুমান।
মনুস্য না হয় রাম দেব ভগবান॥
বিদায় হইয়া রাম গেলেন তখন।
অপমান পাইয়া প্রবেসিলা তপবন॥
পরসুরাম জিনি রাম সানন্দিত মনে।
অজদ্ধাতে গেলা রাম সানন্দিত মনে॥
রথের পতাকা ধ্বজ দেখি সতে সতে।
সর্ব্বলোক চলি আইলা অনুব্রজি নিতে॥

বেলা অবসেসে প্রবেসিলা অন্তপুরি।
হরসিত সর্ব্বলোক অজদ্ধা নগরি॥
প্রতি ঘরে ঘরে লোকে করিলা মঙ্গল।
নানা নির্ত্ত গিত বাদ্য করে কুলাহল॥
সুভক্ষনে সিতা দেখি প্রবেসিলা পুরি।
তান রূপে দিপ্তি করে অজদ্ধা নগরি॥
জত ধন আনিছিলা অনেক প্রকার।
তাহে দিয়া ভরিলেক সতেক ভাণ্ডার॥
চারি পুত্রবধূ লৈয়া রাজা গেলা ঘরে।
সন্তসিত হৈয়া রাজা সুখে রার্য্য করে॥
শ্রীরামের স্নেহে রাজার কেবল সরিল।
না দেখিলে থাকিতে না পারে এক তিল॥
চারি পুত্র লৈয়া রাজা সুখে ঘর করে।
কুন অর্থে চিন্তা তার নাহিক সংসারে॥
রার্য ভুগ করে রাজা পরম সন্তসে।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥০॥
আদিকাণ্ডে রামের জর্ম্ম বিহা হৈলা সিতা।
অজদ্ধাতে বনে গেলা হারাইয়া সিতা॥
(ইহার পর পুঁথির অক্ষর অস্পষ্ট)।

৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৪ × ৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩, ৪, ৬—১৫৭, ১৬০—২০৯, ২১১—২১৪, ২১৫ প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পুঁথি খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। কুশাজদ প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজাদের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

মধ্য,—

জত জত মহারাজা হৈল সূর্য্যবংসে।
রঘুকে জিনিঞা কেহ পৃথিবি না রাসে॥
ইন্দ্রকে জিনিঞা কির্ত্তি থুইল অনুমান।
রঘু হৈতে দিগুন সূর্য্যবংসের বাখান॥
অজ নামে মহারাজা রঘুর তনয়।
অজের নন্দন দযরথ মহাসয়॥
ইন্দ্র সম রাযা করে অজ নরপতি।
রানি মহাদেই তার নাম ইন্দ্রবতি॥
ইন্দ্রবতি কন্যা সেই বড়ই রূপিসি।
ত্রিনবিন্দু মুনির সাঁপে হইয়াছে মানুসি॥
চিত্রহারিনি নামে ছিল বিদ্যাধরি।
তৃনবিন্দু মুনির আগে নানা নৃর্ত্ত করি।
কন্যা দেখি তপভঙ্গ হৈল মুনিবরে।
তে কারনে সাঁপ মুনি দিলাত সর্ত্তরে॥
সাঁপভ্রষ্টা হয়্যা তুমি জাহত পৃথিবি।
ভোজবংসে জর্ম্মি হবে অজের মহাদেবি॥
অজের সনে ক্রিড়া করিবে কথোক দিবসে।
পারিজাত দরষনে আসিবে স্বর্গবাসে।
হেন ইন্দ্রবতি লয়্যা অজ কৃড়া করে।
কথো দিনে গর্ভ তার রহিলা উদরে॥
বিষ্ণু অংশে জর্ম্ম হৈল বিষ্ণুতেজ ধরে।
দসরথ বলিয়া নাম থুইল পুত্রবরে॥
মহারাজা মহাদেবি পুস্পবনে বুলে।
বর্ষ রেকের পুত্র দযরথ লয়্যা কোলে॥
নিদ্রায় দযরথ পুত্রে খাটে সোয়াইয়া।
দুইজনে কৃড়া করে আনন্দ হইয়া॥
কৃড়া করি স্রমে নিদ্রা গেলা দুই জনে।
হেন কালে নারদ জান আকাবগমনে॥
বিনার অগ্রেতে ছিল পারিজাত মালে।
বারে উড়াইয়া মালা পেলে ভূমিতলে॥
অন্তরিক্ষে মালা পেলে কেহো নাহি দেখে।
আচম্বিতে পড়ে মালা ইন্দ্রবতির বুকে॥
নিদ্রা ভাঙ্গিল ইন্দ্রবতি হৈল সচেতন।
পারিজাত স্রমরে গেলা স্বর্গভুবন॥

ইন্দ্রকন্যা ইন্দ্রবতি গেলা ইন্দ্রপুরি।
স্ত্রীর সোকে বিকল হৈল অজ অধিকারি॥
ইন্দ্রবতি ছাড়ি গেল রাজার অন্ত নাঞি
মনে।
স্ত্রির সোকে অজ রাজা মৈল কথো দিনে॥
পুত্রে রাষ্য দিয়া স্বর্গে গেলা নরপতি।
আন্তকাণ্ড রচিল কিত্তিবাষ মহামতি॥
(পত্র ৯৩।২-৯৪।১)

৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১০২/৪×৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৭—১৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্‌ক্তি। পুথি জীর্ণ ও খণ্ডিত; অক্ষর অস্পষ্ট।

মধ্য,—

ইন্দ্রে বোলেন মেঘগন সুনহ বচন।
দষরথের রাষ্যে গিআ কর বরিষন॥
ইন্দ্রের বচনে মেঘ করিল পয়ান।
কাল উচিত বিষ্টি করিল বিত্তমান॥
যম্পুর্ন্ন হইল যষ্য দষরথের দেষে।
হরষিত হইআ লোক অনন্দাতে বৈষে॥
কোন দুঃখ নাহি রাজার অধিকারে।
পরম ধার্ম্মিক রাজা সুখে-রাজ্য করে॥
মৃগয়া করিতে গেল রাজা গহন কানন।
কোন জন্তুর সহিত রাজার নহিল দরষন॥
রাজা বোলে মৃগ পষু আছে বোনের
ভিতর।
বন বিচারন করে রাজা নৃপোবর।
মৃগের পদচিহ্ন দেখিআ দষরথে।
রাজা বোলে মৃগগন গেছে এই পথে॥
সেই পথে গেলা রাজা বোনের ভিতরে।
অন্ধ মুনির পুত্র কলষিত লাগিছে জল
ভরিবারে।
(পত্র ১৯।১)

ধনুক ভাঙ্গিতে ষব্দ হইল অতিষয়।
ষব্দ সুনি ষর্ব্ব লোক পাইল বড় ভয়॥
বসুমতি কম্পমান নদ নদি ষাগর।
তরাষ লাগিল গিয়া পর্ব্বতষিখর॥
অষ্ট লোকপাল আদি দেব রিষিগন।
ধনুর যব্দে ভয়ঙ্কর হইল ষর্ব্বজন॥
ভয়ে পাইয়া দেবগন গেল ব্রাহ্মার গোচর।
আচম্বিত হইল কেনে মোহা ষবতর॥
এতেক উৎপাত গোষাঞি কিষের কারণ
হয়ে।
তোমা হতে হয়ে তর্ত্ত কহো মহাষয়ে॥
ব্রহ্মা বোলেন দেবরাজ সঙ্কা নাহি মোনে।
মহাষব্দ করিছেন রাম ধনুর ভাজনে॥
বিষ্ণু অবতার রাম জনকের ঘরে।
ভাঙ্গিয়া ষিবের ধনু মোহাষব্দ করে॥
যর্গ মত্য পাতালে লাগিছে তরাষ॥
সুনিয়া দেবগণের হরিষ অপার॥
(পত্র ১১৮।২)

ভণিতা,—

ষর্ব্বসিদ্ধি করিয়া রাজা আইল আপন দেষে।
আন্তকাণ্ড গাইল পণ্ডিৎ কিত্তিবাষে॥
পাত্র মিত্র হরষিত রাজার সন্তোষে।
সুস্ত হইল রাজা গাইল কির্ত্তিবাষে॥

৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২×৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১১ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
গণপতি শিবা শিব সর[স্ব]তি মাতা।
লক্ষ্মিনারায়ন বন্দ বিশ্বরূপ ধাতা॥
মহামুনি বাল্মিকে পুজিয়ে চরন।
জাহার প্রশাদে সুখে বাচে সর্ব্বজন॥
অবধানে সুন শবে হৈয়া একমন।
সুর্জ্যবংশের কথা অপুর্ব্ব কথন॥
ঋষি শৈল্য হতে মহানদী রামায়ন।
রাম সাগরেতে আশি হইল মিলন॥
অবিরথ সে অমৃত পান করে বুধি।
দশরথ করে মাত্র ভুঞ্জ নিরাবধি॥
ইহার উপায় মনে হইল উদয়।
অনাআশে শুনে জেন রচিব ভাশায়॥
বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ায় জেমন।
ভেলা করি সমুদ্র পার হতে করে মন॥
সুর্জ্যবংশের কির্ত্তীক অশখ্য বর্ন্না।
তেমতি আমায় হয় মনের বাশনা॥
তথাপি শিদ্ধান্ত কহেন মহামনি আদি।
একবার সে পদ স্মরন কর জদি॥
পঙ্গুতে লংঘায় গিরি বোবা কথা কয়।
বানরে সঙ্গিত গায় জাহার কৃপায়॥
হেন রামচন্দ্রপদ হৃদে করি ধ্যান।
রচিব ভাষায় গ্রন্থ জেবা [এক] খান॥
সসাগরা পৃথিবীমুণ্ডল রাজ্য জার।
মুনি আদি বংশ কৃত্তি আছয়ে অপার॥
সগর নামেতে পুর্ব্বপুরুষ বাখানি।
উদ্ধারিয়া সাগর কিত্তি রাখিলেন জিনি॥
জদি হয় ফনিপতি সমান রশনা।
ঈক্ষাকুবংশচরিত্র না হয় বর্ন্না॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন।
কৃপা করি শুনহ কিঞ্চিৎ রামায়ন॥
সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আদ্যকাণ্ড।
শুনিলে অদ্ভুত কথা অমিতের ভাণ্ড॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর আর বর্গ হয়।
মনোবাঞ্চা পুর্ন আর অমঙ্গল ক্ষয়॥
কৌশল্য নামেতে দেশ জনপদে খ্যাত।
সরজুর তিরেতে সর্ব্বশর্য্য সমন্বিত॥
তাহার মধ্যে বিরাজিত অজোধ্যানগরি।
নয় ভাগ মধ্যে উচ্চ অতি সোভা করি॥(?)
বিংশতি জোজন দির্ঘে প্রস্থেতে অষ্টেক।
মধ্যে মধ্যে রম্য হৈয়া আছয়ে অনেক॥
মনিবন্দ্রে (মানবেন্দ্র) মনু পুর্ব্বে
করিলা নির্ম্মাণ।
তুলনা নাহিক দিতে তোমার সমান॥
সুবিভক্ত জলশিক্ত রেনু রাজপথে।
নানা বস্ত্র শোভে তথা রত্ন বিভুশিতে॥
গম্ভীর পরিখা গড় নানা অস্ত্র জুক্ত।
রথ গজ অশ্ব শৈন্য আছে কত সত॥
শর্ব্বত্র শমান শোভা সুমঙ্গল নিধি।
পুরির তুলনা নাহি হেন অনুমানি॥
সে পুরি পালেন নিত্ত দশরথ রাজা।
সুর্জ্যবংশে জন্মে রাজা সুর্জ্যে সম তেজা॥
ভুপাল জতেক আছে পৃথিবি ভিতর।
সুর্জ্যেবংশে রাজা সবার ঈশ্বর॥
মহারাজাপালিতা শে অজোধ্যে নগরি।
দেবেন্দ্র পালিত যথা দেবেন্দ্রের পুরি॥
মাতা পিতা নাহি রাজার তাই শহদর॥
কুলে শিলে ধর্ম্মে রাজা বড়ই তৎপর॥
রাজা দশরথের গুন কি বলিতে জানি।
তার গৃহে নারায়ন জন্মিলা আপনি॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ কএক পঙ্ক্তি বাল্মীকীর মূলের অনেকটা অনুগত (বালকাণ্ড, ৫ম সর্গ)।

শেষ,—

অম্বরিশ নামে রাজা জম্মে শুজ্যবংশে।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে॥
জজ্ঞ করিবারে রাজা মনুশ কিনে আনে।
ইন্দ্র লুকাইয়া তারে রাক্ষে অন্য স্থানে॥
জজ্ঞ সাঙ্গে সর্গে লবে ইন্দ্র অধিকার।
ত্রাশে জজ্ঞ নর (নর?) ইন্দ্রে রাখে বারে বার॥
মনুষ্য হারায়া রাজা জজ্ঞ করে কিশে।
মনুষ্য কিনিতে রাজা বেরায় দেশে দেশে॥
দেশে দেশে বেরায় রাজা পাইয়া বহু ক্লেশ।
বশিষ্ট মুনির কাছে পাইল উদ্দেশ॥
বিরাট নামেতে মুনি পরম পবিত্র।
দেবদোশে হইল মুনির দুশ্চরিত্র॥
দইবের ঘটনে মুনি সদত দরিদ্র।
সংশার ভবনেতে জিবিকা অতি ক্ষুদ্র॥
ত্রিন পুত্র আছে তার সর্ব্বলোকে জানে।
এক পুত্র কিনিবারে গেল তার স্থানে॥
অম্বরিষ নাম মোর জম্ম সুর্জ্যবংশে।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে।
এক লক্ষ্য স্বর্ন্নমুদ্রা দিবত তোমারে।
এক পুত্র দেহ জদি জজ্ঞ করিবারে॥
মুনি বলে জেষ্ট পুত্র আমার ভক্ত বড়।
তারে দিতে নারিব আমি মন কৈল দড়॥

(ইহার পর পুথিতে আর তিন পঙ্‌ক্তি আছে)।

ভণিতা,—

কিত্তিবাশ ভনে সর্গে গেলেন শোদাশ।
আত্রকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের মহিমা প্রকাশ॥

৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—২৬, ২৮—৩৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১২ পঙ্‌ক্তি খণ্ডিত।

আদি,—

আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহং॥
শরঙ্গ রাগেণ গীয়তে।
বন্দহুঁ জানকিজিবন রাম।
শুর নর মুনিগন ভব চতুরানন
পুজিত পদনখ রাম॥
শর্ব্বানির নন্দন বন্দ দেব বিঘ্নরাজ।
মহামনু জিন্যা তনু দেবের সমাঝ॥
দিপচর্ম্ম পরিধান করে জাপ্যমালা।
তনুভাসে তিমির নাষে জেন চন্দ্রকলা॥
বিচিত্র মুকুট সোভে সুগন্ধি চন্দন।
রম্য ফুলে অলি বুলে মধুর কারন॥
খব্ব তনু লম্বোদর চতুর্ভুজধারি।
অহর্নিসি মুখে সদা বলেন হরি হরি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কহে বিনায়কের পায়।
বিষ্ণুভক্তি তুমি মুক্তি দিবে গণরায়॥
স্বরসতি দেখি বন্দ পদ্ম আসনে।
গাইব শ্রীরামকথা বড় সাধ মনে॥
ত্রৈলক্যতারিনি মা তোমারে সভে পুজে॥
তোমার দয়া হইলে বৈসি পণ্ডিতসমাজে॥

গৌরিরাগেণ গিয়তে।

রঘুকুলে শ্রীপাদ রাম বর হয়ে।
ব্রহ্মা মহেশ জারে না পায় ধেয়ানে।
এমন দয়াল রাম ভজিব কেমনে॥
নাসা আগে গজমতি তিলক কপালে।
কটিতে পিতবাস বোনমালা গলে॥

চরনে নুপুর বাজে ঝুনু ঝুনু সুনি।
হরিল জগির জ্ঞান ধ্যান ছারে মুনি ॥
পদনখ সোভা করে নিন্দিত কতো সসি।
দেখিয়া মোহিত হয় জোগি আর ঋসি।
ইন্দ্রের অমরাবত্তি কোন সুখ ফলে।
কতো ইন্দ্রপদ প্রভু চরনকোমলে॥
করুনার সাগর বন্দ বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলি ভব তরাইতে আর কেহ নাঞি॥
বন্দ পুভু গৌরচন্দ্র করুণার সিন্ধু।
নবদ্বিপবাসি সচিসুত দিনবন্ধু॥

উদ্ধৃত অংশে 'শ্রীপাদ' ও 'বৈষ্ণব গোসাঞি' শব্দ পাওয়া যায় এবং গৌরচন্দ্রের বন্দনা আছে। পদটিতে ভণিতা নাই।

* * *

মুনিত তপোধি জতো চরন সেবিয়ে।
মুক্ত পদ পায় তারা তোমার গুন গাইয়ে॥
ব্রাহ্মন ক্ষেত্রিয় বস্য সুদ্র চারি জাতি।
তোমার স্বরির হইতে সভার উৎপত্তি॥
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় আপনি মহাসয়।
সভার আধার তুমি করুনা দয়াময়॥
পিপিলিকা আদি করে জতো জিব বৈসে।
কেহ তোমার ভিন্ন নহে সব
তোমার অংসে॥
গহন কানন আদি লতা পতা তরু।
তুমি পসু পক্ষী আদি সভাকার গুরু॥
তু[মি] শ্রীষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারন।
দুষ্টের দমন তুমি শ্রেষ্টের পালন॥
ভুভার খণ্ডায় প্রভু অখিলের পতি।
তোমার চরন বিনে আর নাহি গতি॥

মধ্য,—

হেন কালে নারদ মুনি জোড় কৈল হাত।
নিবেদন করি সুন অখিলের নাথ॥
গানের বিবাদ মোরা করে দুই জন।
ছোট বড় বুঝে তুমি দেহ নারায়ন॥
প্রভু বলেন আগে দোহে আলাপহ রাগ।
ছোট বড় এখনি পাইব তার লাগ॥
প্রথমে নারদ মুনি রাগ আলাপিল।
চারি চরনে রাগ পুরিতে নারিল॥
তাহার পশ্চাতে তম্বুর কৈল শ্রুতি।
ততধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি॥
কার হস্ত পদ ভাঙ্গিল কারু ভাঙ্গিল মাথা।
প্রভুর চরণ ধরিয়া করিছে ব্যগ্রতা॥
প্রভু বলে সুন সুন দেব ত্রিলোচন।
তুমি কিছু গান কর সুনি সর্ব্বজন॥
জে আজ্ঞা বলিয়া শিব রাগ আলাপিল।
ছয় রাগ ছত্তিষ রাগিনি মুর্ত্তিমন্ত হৈল॥

(পৃ° ১৫।২-১৬।১)

ইহার পর রাগরাগিণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। অনন্তর সদাশিবের সঙ্গীতালাপে নারায়ণ দ্রবময় হয়েন এবং তাহা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

শেষ,—

বসিতে আনিয়ে দিল কুসের আসন॥
হেন কালে মুনি বলে সুন মহাঋসি।
অন্যের আসনে মোরা কভু নাহী বসি॥
বিচিত্র আসনে তবে বসে সর্ব্বজন।
এইরূপে আনন্দে আছএ নারিগন॥
ফল এন্যা দিল মুনি বেস্তার অগ্রেতে।
খাও খাও বলিয়ে ডারাল জোর হাতে॥
বিষ্টু বিষ্টু বলে বুড়ি হাথ দিল কানে।
বিষ্টু না পুজিলে জল খাইব কেমনে॥
বিষ্টু না পুজিলে নহেত জল পান।
দেব অর্চ্চনা করিব মোরে দেহ স্থান॥

নানা দূর্ব্ব জোগাইয়া দিছে নারিগন।
ভাবট করিয়া বুড়ি পুজে নারায়ন॥
উপহার দির্ব্ব সব থুইল থরে থর।
বেদ নাহী জানে সুধ নারিছে অধর॥
হেনকালে নানা রঙ্গ করে নারিগন।
মর্দ্ধে করো নিল সভে মুনির নন্দন॥
কেহ কেহ গিত গায় নানা রঙ্গ তালে।
ভাবট বুড়ির সাঙ্গ হইল হেন কালে॥
পূজা সাঙ্গ করো বুড়ি কৈল শঙ্খধ্বনি।
বুড়ি বলে মহাপ্রসাদ লহ এসে মুনি॥
পুশ্প মধু হাতে বলে সুন মুনিবর।
মোর দেসের ধর গঙ্গাজল মনহর॥
কুসাগ্রে বিন্দু জল করয়ে খেপন।
সহস্র জর্ম্মের হয় [পাপ] বিমচন॥
মুনিঞা ভকতি কথা মুনির নন্দন।
দেই পাই মুনিরাজ করয়ে ভক্ষন॥
মদক মধু দিয়ে তবে দিলেক মোহিনি।
নানা গান বাদ্য রঙ্গ নাচে মহামুনি॥
গাছের ফল বলে খাওায় সির্দ্ধের লাড়ু।
গঙ্গাজল বলে মধু খাওায় গারু গারু॥
মিষ্ট পাইয়া তুষ্ট হইল মুনিরাজের মুন।
প্রফল্লিত হই মুখ রাতুল লোচন॥
বির্দ্ধ বেউস্তা বলে মুনির হরিলাম মুন।
তোমরা জুবতি সব দেহ আলিঙ্গন॥
কেহ গায়(বায়?) কেহ নাচে কেহ গায় গিত।
সভার পায়ে নুপর বাজে মুনি মুলনিত॥

৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৭ × ৫৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২—৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। হরপের ছাঁদ অনেকটা পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

ব্রহ্মবধ দেখী ব্রহ্মা চিন্তে মনে মন।
সন্যাসির বেসে ব্রহ্মা কৈল আগমন॥
নানা রত্ন ধন লৈয়া গেল ততক্ষন।
সেই তপোবনে দিয়া তাহার গমন॥
দেখিয়া মুনির পুত্র ধাইয়া আইল ডরে(রড়ে)।
দারুন মুসল আছে কান্ধের উপরে॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া মুনি হরসিত মন।
ইহারে মারিয়া আজি বিস্তর পাব ধন॥
মুনির কুমারে বোলে বধিব জিবন।
তোরে বধ করিয়া করি উদর ভরন॥
মুসল লইয়া জাএ ব্রহ্মা মারিবারে।
হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মা বোলে ধিরে ধিরে॥
ব্রহ্মা বোলেন সুন মুনির কুমার।
কোনখানে আমা তোমি করিবা সংহার॥
মুনিপুত্রে বোলে সন্যাসি সুনহ বচন।
এইখানে তোমারে আমি বধিব জিবন॥
হেনকালে সন্যাসি বোলে সুনহ বচন।
আমার চাপনে হবে জিবের মরন॥
সুনিয়া মুনির পুত্র লাগে চমৎকার।
সন্যাসির তরে তবে বোলে আর বার॥
আপনে মরিবা তোমি তাতে নাহি মন।
তোমা বধ লাগীবেক কহত কারন॥
সন্যাসি বোলে মুনিপুত্র বলিএ তোমারে।
আমা তরে প্রানিবধ লাগীব তোমারে॥
সুনিয়া জে ভয় পাইল মুনির কুমার।
লক্ষ লক্ষ প্রানি আমি করিএ সংহার॥
ধন লইয়া আমি পুসি মাও জে বাপেরে।
বোল দেখি এ পাপ লাগে কার তরে॥

সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন।
ই সকল পাপ তোর হইব ঘটন ॥
সন্ন্যাসির কথা সুনি বাল্মিক কোপে জলে।
মহাক্রোধ করি তবে সন্যাসিরে বোলে ॥
স্ত্রি পুত্র পুসি আমি বির্দ্ধ মায় বাপ।
এত পুন্ন করি আমি কি করিব পাপ ॥
সন্ন্যাসি বোলে ভাল কথা কহিলা আপনি।
স্ত্রি পুত্র মাও বাপে জিজ্ঞাস আপনি ॥
তাহ্না জদি হএ পাপ পুন্যের জে ভারী।
তবে তোমারে আমি দোষ দিতে নারি ॥
সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন।
মাও বাপ জিজ্ঞাসিয়া আইসহ এখন ॥
মুনির কুমারে বোলে বুজিল তোমা মন।
আমারে পাঠাইয়া তোমি পলাবে এখন ॥
এড়াইতে চাহ তোমি এই সে কারনে।
প্রান লইয়া জাইবার এই আছে মনে ॥
সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র আমি সত্য করি।
সত্য নাস হএ জদি এথান হোতে লড়ি ॥
ব্রহ্মা বোলে এই মতে চল তোমি ঘর।
পাপ পুন্ন জিজ্ঞাসিয়া আইসহ সত্তর ॥
এত সুনি চলিলেক মুনির কুমার।
মাও বাপ জিজ্ঞাসিল করি পরিহার ॥
বাপ নমস্করি বন্দে মাএর চরন।
সত্ত্য কথা মাও বাপ কহিবা এখন ॥
পাপ পুন্ন করি আমি তোহ্মা সব পুসি।
আর কোন দোসের জে আমি নহি দোসি ॥
জত করি পাপ আমি তোমরা নি ভাগি।
এই সব কথা আমি তোমাতে গোচরি ॥
জত প্রানি বধ করি বনের ভিতরে।
তাহা বধ পাপ জত লাগে নি তোমারে ॥
মাও বাপে বোলে পুত্র সুনহ বচন।
প্রানিবধ পাপ মোরে না লাগে কখন ॥

গর্ব্ভে ধরি স্তন দিয়া পুসিল তোমারে।
নানা কর্ম্ম করি তোমি পুসিবা আমারে ॥
জত বধ কর বাপু তোমা সব দায়।
মাও বাপ বচনে সে হইল বিস্ময় ॥
এতেক সুনিয়া তবে গেল অন্তষ্পুরে।
আপনার ব্রাহ্মনিরে জিজ্ঞাসে সত্তারে ॥
স্ত্রি পুত্র ঠাঞী তবে বোলে সিগ্রগতি।
আমা পাপ পুন্ন তোমরা হইবা সংহতি ॥
জত প্রানি বধ করি বনের ভিতর।
তোমাতে নি কিছু লাগে কহত সত্তর ॥
ক্রোধ করি স্ত্রি পুত্রে বোলে মুনি তরে।
তোমা সম অবোদ জে নাইক সংসারে ॥
মুনিপত্নি বোলেন করিয়া পরিহার।
আমার সরিরে নাই পাপের সঞ্চার ॥
আমাকে জখন তোমি কৈলা পানিগ্রহন।
মোতে পাপ নাই লাগে কহিল এখন ॥
স্ত্রি পুত্র কথা সুনি হইল চিন্তিত।
মাথাএ জে হানে সুনি লোটাএ ভূমিত ॥
স্ত্রি পুত্রের কথাএ ত্রাষ পাইল মনে মনে।
কাতর হৈয়া গিয়া পড়ে সন্ন্যাসির চরনে ॥
সন্ন্যাসিকে মুনিপুত্রে করে পরিহার।
কোন মতে হইবেক আ[মা]র নিস্তার ॥
সন্ন্যাসি বোলেন সুন মুনির কুমার।
রাম নাম জপিলে পাইবা প্রতিকার ॥
মুনির কুমারে বোলে সুনহ সন্ন্যাসি।
ও বাক্য বলিতে আমি বড় ভয় বাসি ॥
এতেক বলিল জদি মুনির কুমার।
সন্ন্যাসি বোলেন তোমি পাইবা নিস্তার ॥
সন্ন্যাসি বোলে জত বধ কর তপবনে।
তাহা কি বলিব আমি কহত এখনে ॥
কাতর হইয়া মুনিপুত্রে হাত করি জোড়া।
জত বধ করি গোসাই তারে বলি মরা ॥

সন্ন্যাসি বোলে মরা জপিলে পাইবা পরিত্রান।
এত বলিয়া ব্রহ্মা হইল অন্তর্ধান্॥

পূর্ব্ববঙ্গে জিজ্ঞাসা অর্থে 'নি'র ব্যবহার সাধারণ। উদ্ধৃত অংশে শক্তি-অর্থে 'নি'র প্রয়োগ দেখিয়াও অনুমান হয় যে, পুথিখানি পূর্ব্বাঞ্চলের।

পুথির শেষের দিকে পাওয়া যায়, রাজর্ষি জনক যজ্ঞ করিতে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসেন এবং রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হন। আরও আছে, দেশে ফিরিবার সময় জনক রামের নিকট সীতার কথা তুলিতে বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করিয়া যান। ইহার পর,—

রাম লক্ষন বিশ্বামিত্র এক ঠাই বসি।
সিতার জে কথা কহে বিশ্বামিত্র রিসি॥
মুনি বোলে রাম লক্ষন বলি তোমা তরে।
অজোনিসম্ভবা কন্যা জনকের ঘরে॥
কন্যারূপ দেখিয়া জে মনে অনুমানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষি আসিছে আপনি॥
রামে বোলে মুনি জে বিস্ময় করি চিত্তে।
অজোনিসম্ভবা কন্যা জন্মীল কেমতে॥
মুনি বোলে বিধাতাএ কি করিতে নারে।
জেমতে জন্মিল কন্যা বলিএ তোমারে॥
লক্ষির জনম সুন মিথিলা নগরে।
জেমতে জন্মিল লক্ষি মিথিলা নগরে॥
অজোনিসম্ভবা আগে ছিল বেদবতি।
হিমাল [ে]য় তপ করে বিষ্ণু হৈতে পতি॥
ত্রিভুবন জিনি বেড়াএ লঙ্কার রাবন।
লক্ষিরূপ দেখিয়া হইল অচেতন॥
লক্ষিরূপ দেখিয়া জে রাবন মোর্চ্চিত।
দেখিয়া রাবন রাজা ধরিতে নারে চিত॥
কামে অচেতন রাবন ধরিতে জাএ বলে।
রাবনের সাপ দিয়া সামাইল পাতালে॥
তপভঙ্গ আমার জে করিলি রাবন।
আমা লাগি হৈব তোর সবংসে মরন॥
মিথিলা নামে আছে দেস উত্তম সমাজ।
সেই দেসেত রাজা জনক মহারাজ॥
বার বৎসর চাস চসে আন্ধ পরিমিত।
তবে যজ্ঞ করে রাজা সাস্ত্রের বিহিত॥
যজ্ঞ করিতে রাজা জজ্ঞভুমি চসে।
মেনকা নামে অপ্‌সরা জাএত আকাসে॥
অন্তরিক্ষে জাএ কন্যা বাএ কাপড় উড়ে।
দেখিয়া জনক রাজা নির্জ্জ টলি পড়ে॥
সেই বির্জ্জে পৃথিবি হইল গর্ব্ববতি।
অজোনিসম্ভবা লক্ষি জন্মিলেক তথি॥
চাসভুমে কন্যা পাইল জনক মহারিসি।
পৃথিবি জে আলো করে কন্যা ত মানসি॥

ভণিতা,—

আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
সভাএ বোল হরি পাপ জাউক নাস॥

(পত্র ১৫।১)

৯। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী কাগজ। আকার, ১৬×৫২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৯—৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। খণ্ডিত ও কীটদষ্ট।

আরম্ভ,—

লক্ষ লক্ষ মুনি আসি অযোধ্যা পুরি।
যজ্ঞ করিবারে সবে বৈসে সারি সারি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মহামুনি শ্রুপ নিল হাতে।
যজ্ঞে ঘৃত দিল মুনি শ্রীফলের পাতে॥

দশরথ কৌশল্যা আইল যজ্ঞস্থানে।
জোড়হাতে পুত্র বর মাগে দুই জনে॥
আচম্বিতে আকাশবানি শুনি চমৎকার।
বিষ্ণু জন্মিবেন রাবন করিতে সংহার॥
হেন বেলায় রাজায় তবে বলে সব মুনি।
পুত্র হইবে রাজা সুন আকাশবানি॥
হেন কালে অঙ্গে রাজা দেখে সুলক্ষন।
দক্ষিন বাহু নৃত্ত করে দক্ষিন লোচন॥
এই মত দশরথ আসি যজ্ঞস্থানে।
বিধাতার নিবন্ধ হইবে জেননে॥

শেষ,—

পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বৈশেন সভাস্থানে।
অষ্ট প্রহর যুক্তি করেন সুমন্ত্রের সনে॥
রার্জ্যভোগ আমি করিলাম অধিক কাল।
নানা অমঙ্গল আমি দেখিলাম জঞ্জাল॥
রক্ত সন্ধ্যা দেখি আমি দুই ……।
চালের উপরে গিধিনী উড়িছে ঘনে ঘনে॥
চন্দ্র সূর্য্য খসিয়ে পড়িছে আকাশে।
বিপরিত শব্দ সুনি রা[ত্রি] অবশেষে॥
দিন দুই প্রহরে দেখি কৃষ্ণবর্ণ বুড়ি।
রথ হতে পাড়ে আমায় গলায় দিয়ে দড়ি॥
আপনি পণ্ডিত আমি সকল শাস্ত্র জানি।
মরন নিকট আমার মনে অনুমানি॥
অন্ধ মুনির শাপ আমার না জায় খণ্ডন।
পুত্রশোকে [হবে] আমার নিকট মরন॥
জাবত শরিরে প্রান এ দেহেতে আছে।
রাম রাজা করি আমি জে হউক পাছে॥
ভরথ বিদ্দমানে রামে দিব ছত্র দণ্ড।
ইহাতে কেকুই আসি করে পাছে ভণ্ড॥
ভরথ পাঠায়ে দিব পড়িবার ছলে।
গিরিরার্জ্যে থাকুক গিয়া হয়ে কুতুহলে॥
রাজা বলে শুনহ ভরথ শত্রুঘ্ন।
মাতামহোর বাড়ি গিয়ে পড় দুই জন॥
হস্তি ঘোড়া নানা রত্ন পাইবে বিস্তর।
বিদাই হইয়া জান দুই সহোদর॥
দুই ভাই চলি জান মাতামহো দেশে।
তবে দশরথ রাজা বসীলেন হরিষে॥
অষ্ট প্রহর যুক্তি করে সুমন্ত্রের সনে।
শ্রীরামেরে রার্য্য দিব এই আমার মনে॥
রামকে রার্য্য দিতে রাজা দৃঢ় কৈল মন।
নিবড়িল আস্তকাণ্ড গিত রামায়ণ॥

এইখানে পুথি শেষ হইয়াছে; কিন্তু ভণিতা নাই। অন্তত্র ভণিতা এইরূপ,—

কীর্ত্তিবাস গাইল গিত আস্তকাণ্ডের সার।
প্রথমে করিলেন রাম তাড়কা সংহার॥
(পত্র ১৬।১)

আস্তকাণ্ডের গান কির্ত্তিবাস কয়
শ্রবনেতে পাপ বিমোচন॥
(পত্র ২০।১)

১১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

পত্রসংখ্যা ৩৮—৫৫। একখানি পুথিই বিচ্ছিন্ন হইয়া ৮ ও ১০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। ৫৫।২ পত্রে আদিকাণ্ডের শেষ এবং অযোধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ পর্য্যন্ত আছে।

আরম্ভ,—

কন্যারূপে আলো করে মিথিলা নগরি।
আচম্বিত পুষ্পবৃষ্টি হৈল দেবপুরি॥
সকল দেবতা কৈল পুষ্প বরিসন॥
জনককে ডাক দিয়া বোলে দেবগন॥

ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও দশরথের অরিষ্ট দর্শন অংশে ৯ সংখ্যক পুথির সহিত কিছু কিছু মিল আছে।

শেষ,—

রামের সক্র কেকই রাজা এ সব জানে।
বিরলে জে জুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে॥
ভরথ বিত্তমানে জদি দেই ছত্র দণ্ড।
তবেত কেকই তরে হইব পাসণ্ড॥
ভরথ পাঠাইয়া দেই পড়িবার ছলে।
রাজগিরি থাউক গিয়া মাতামহ ঘরে॥
রাজা বোলে সুনহ ভরথ সক্রঘন।
মাতামহের বাড়ি গিয়া পড় দুই জন॥
বিভা জে করিয়া আইলা তারা নাহি জানে।
নমস্কার কর গিয়া তাহার চরনে॥
রাজাতে বিদায় মাগে ভরথ কুমার।
আজ্ঞা কর জাই মাতামহ দেখিবার॥
রাজা বোলে জায় পুত্র না করিয় ব্যাজ।
তোমি চারি ভাই বিনে সুন্য মোর রাজ॥
ঘোড়া হস্তি রথ দিল বহুমূল্য ধন।
বাপ ঠাই বিদায় হইয়া দুই জন॥
শ্রীরাম চরনে ধরি বোলেন ভরথ।
মাতুল দেখিতে আজ্ঞা কর মহাসত॥
রামে বোলে জায় ভাই আসিয় সত্তর।
একই সরির জান চারি সহোদর॥
নমস্কার করি দুই চলিল হরিসে।
উত্তরিল দুই ভাই গিরিরাজ দেসে॥
মাতামহ বাড়ি গিয়া রৈল দুই জন।
রামেরে রাজ্য দিতে রাজা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ॥
কির্ত্তিবাস কবিত্ত্য জে অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত জে পোথা আদ্যকাণ্ড॥
ইতি শ্রীরামচন্দ্র অন্তকাণ্ড সমাপ্ত॥
সুর্জ্জবংস জন্মকথা সুধারস জিনি।
মন দিয়া সুন কহি অজোধ্যা কাহিনি॥
স্বদয়হৃদয় রাম সর্ব্বলোকে দয়া।
সর্ব্ব কার্জ্জ সিদ্ধি হএ রৈলে পদছায়া॥
রাম রাজা হৈতে প্রজা আনন্দ বিসেস।
অজোধ্যার রাজ জুগ্য রাম হৃসিকেস॥
এতেক ভাবিয়া প্রজা গেল সিংহদ্বারে।
সুমন্তে জানাইল গিয়া রাজার গোচরে॥
সিংহদ্বারে আসিয়াছে জত প্রজাগন।
প্রজা আনিবারে আজ্ঞা করিল রাজন॥
আজ্ঞা পাইয়া সাক্ষাতে আসিল প্রজাগন।

১১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৯৪ × ৬২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৮, প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রথম দুই পত্র কীটদষ্ট। প্রাপ্তিস্থান, কলিকাতা।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
রামকল্পতরুতলে জে থাকে বসিয়া।
কি করিতে পারে জম আপনি আসীয়া॥
রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
জে রাম সোঁওরনে হয় পাপ বিমোচন।
রাম রাম বল ভাই রাম বল মুখে।
অবস্ত জাইব দিন দুখ আর সুখে॥
সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আদ্যকাণ্ড।
সুনিতে অদ্ভুত গিত অমৃতের ভাণ্ড॥
যাহাতে হইল গিত পোথা রামায়ণ।
যাহার প্রসাদে লোক সুনে সর্ব্বজন॥
চ্যোবনের পুত্র বাল্মিক মহামুনি।
অন্ত করিয়া তারে সর্ব্ব লোক বানি॥
দষ সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার।
অনাগত করিল গিত মুহিল সংসার॥

দষরথ নামে রাজা জর্ম্ম শুযাকুলে।
অস্ত্রে সাস্ত্রে পণ্ডিত রাজা ধর্ম্মে রাজা পালে॥
সুর্য্যবংশে দষরথ সবে একেশ্বর।
নাহি রাজার ভাই সহোদর॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সভার উপরে।
বাহুবলে সাষে রাজা সব নৃপবরে॥

ইহার পর দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ।

শেষ,—

শুনিঞা পরশুরাম করিছে উর্ত্তর।
জোড়হস্ত করি স্তুতি করিছে বিস্তর॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আছ নারায়ন।
ব্রর্হ্মা বলিতে নারে তোমার কারণ॥
আগম পুরাণ বেদ সকল জে জাণে।
তোমার চরন সে ভাবে একমণে॥
সর্ব্ব জিবের নাথ তুমি অনাথের গতি।
তব গুন বলিতে পারে কাহার সকতি॥
তুমি তো সকল জান তোমারে কে জানে।
ব্রর্হ্মা মহেশ্বর তোমাএ না পাএ ধেয়ানে॥
মুক্ষ শুক্ষ তুমি হও জগতের সার।
দিব্য জ্ঞান দেহ তুমি ঘুচুক অহংকার॥
আমি ছার কি বলিব তোমার চরণে।
জে কর আপণে তুমী আপনার গুণে॥
স্বর্গ বহি লোকের গতি নাহি আর।
বাণে বন্দি করি রাখ স্বর্গের দুয়ার॥
স্বর্গে জাইতে প্রভু মোর নাহি অভিলাষ।
তোমা দেখি মুক্ত হৈমু বোধা স্বর্গবাষ॥
রণপণ্ডিত রাম জানেন বাণের সন্ধি।
পরশুরামের স্বর্গের দুয়ার বাণে কৈল বন্দি॥
সহস্রমুখ হৈয়া বাণ রহিল আকাষে।
পথ বন্দি হৈল তার না গেল স্বর্গবাষে॥
পুণর্ব্বার জর্ম্ম হৈল পরশুরামের হাতে।
রাম জয় দেখি সীতা হরিষমনেতে॥
রাম হেন স্বামি পাইলাম বহু পুর্ণফলে।

ভণিতা,—

কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত রচিলা আদ্যকাণ্ড।
শুণিতে অদ্ভুত গিত অমৃতের ভাণ্ড॥

১২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{8}$ × ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামের অনুজ বন্দো ভরত সত্রুঘ্ন।
রামের কুলপুরহিত বন্দো বসিষ্ট ব্রহ্মান॥
লক্ষ প্রনামে বন্দো পবনকুমার।
আসরে আসিয়া হনুমান করো ভর॥
জতোক্ষন আমরা শ্রীরামগুন গাই।
আসর ছাড়হ প্রভু রামের দোহাই॥
প্রনামে বন্দিব মনি বাল্মিকচরন।
জে মুনি রচিল্য সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
রাম জর্ম্ম লভিতে ছিল সাটি সহোশ্র বৎসর।
তখন রচিল মুনি পাইআ ব্রহ্মার বর॥
রাম না জন্মিতে রামনাম অবতার।
হেন মুনির চরনে ক্রোটি লক্ষ নমস্কার॥
পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জর্ম্ম লভিলা কির্ত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কির্ত্তিবাস ছয় সহোদর॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কির্ত্তিবাস গুনসালি।
অনেক সাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরামপাঁচালি॥

সুনিতে অমৃতধার লোকেত প্রকাস।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কির্ত্তীবাস॥
প্রনামে বন্দিব সরস্বতির চরন।
জথাতে আছয়ে গ্রন্থ তউক স্বরন॥
দিক্ষাগুরু সিক্ষাগুরুর চরন বন্দিআ।
গাইব পুরানকথা রাম ধিয়াইয়া॥
তৎপর বন্দিব দেবী গঙ্গা ভাগিরতি।
জাহার পরস মাত্র সুভ হয় গতি॥
আছিল সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
স্বর্গে গেল গঙ্গাজল বিন্দুমাত্র পাইআ॥
লঙ্কার রাজা বন্দিব ধার্ম্মিক বিভিসন।
সুগ্রীব আদি করিআ বন্দিব জতেক বানরগণ॥
বন্দনা গাইতে মর হইবে অনেক্ষন।
একত্রে বন্দিব মাথে জতেক দেবগন॥
বন্দনা গাইতে জেবা দেবতা এড়ায়।
সতো লক্ষ প্রনাম করিলাম তার পায়॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্য বিচক্ষন।
হরির্দ্ধনি করো সভে পাপবিমোচন॥

উদ্ধৃত অংশে কবির পরিচয় আছে।[১] কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে গীত হইত, তাহাও বলা হইয়াছে

শেষ,—

রাজা বোলে সব্যা সুন আমার বচন।
তুমি রানি হও ক্ষহিতাষ্য নন্দন॥
আমি হরিশ্চন্দ্র রাজা দিলাম পরিচয়।
রানির হাত ধরিআ তখন মহারাজা কয়॥
আমি বেচিয়াছিলাম তোমায় দক্ষিনার তরে।
দাসী হইয়া ছিলা তুমি ব্রাহ্মনের ঘরে॥
আমি নফর হইয়াছিলাম বিরবরের ঘরে।
কহিলাম তত্তকথা বুঝহ অন্তরে॥
সব্যা রানি বোলে রাজা পাইলাম পরিচয়।
কান্দিয়া পড়িল রানি মহারাজার পায়।
রাজা বোলে সব্যা রানি সুনহ উত্তরে॥
কতো কাল থাকিলাঁ বান্ধা ব্রাহ্মনের ধারে॥
রানি বোলেন নিবেদন সুনহ বচন।
ব্রাহ্মনের ধারে থাক্যা দিলাম কঙ্কন॥
দক্ষিন হাতের কঙ্কন আমি দিলাম ব্রাহ্মনে।
বাম হাতের কঙ্কন আমি রাখ্যাছি রাজনে॥
বাম হাতের কঙ্কন রানি দিলেন খুলিয়া।
বিরবরের স্থানে আইস বিদায় হইয়া॥
ভাল ভাল বলিয়া রাজা কঙ্কন নিল হাতে।
বিদায় হইতে জান সুর্য্যাবংসের নাথে॥
আসি উপস্থিত হইল বিরবরের সমাজ।
আমাকে বিদায় দেহো বোলে মহারাজ॥
অনেক দিবস আমি ছিলাম তোমার ঘরে।
এখন আমাকে বিদায় দেয় বোলে নৃপবরে॥
ভাল ভাল বলিয়া কথা বোলে বিরবর।
বিদায় দিলাম তুমি জায়ো নিজ ঘর॥
জে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কঙ্কন লইল হাতে।
ভিতু হইয়া বোলেন কিছু সুর্য্যবংষের নাথে॥
সপ্ত ক্রোটি কাঞ্চন আমায় দিয়াছিলা তুমি।
ধারে থাকিয়া তোমাকে কঙ্কন দিলাম আমি
বিরবর বোলে সোধ গেল আমার ধার।
তোমায়ে খালাস দিলাম চলিয়া জায়ো ঘর॥

---

[১] প্রবন্ধান্তরে—
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস।
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী।

বিয়বয়ের স্থানে রাজা বিদায় হইয়া।
জমুনার কুলে রাজা প্রবেসিল গিয়া॥
রাজা বোলে করো রানি চিতার নির্ম্মান।
রুহিতাষ্য কোলে দোহে ত্যাগ করি প্রান॥
চিতা সর্য্যা করিল রাজা জমুনার কুলে।
চন্দনের কাষ্ট দিলা চিতার উপরে
রুহিতাষ্য সোয়াইল লইয়া

মুদ্রিত পুস্তকে আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বারাণসীস্থ কালু হাড়ির নিকট আপনাকে বিক্রয় করেন; কিন্তু আলোচ্য পুথিতে ব্রহ্মার উপদেশে যম বীরবর পাটনীর বেশে আসিয়া রাজাকে ক্রয় করেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। কাশীতে যমুনার উল্লেখ বুঝা গেল না।

১৩। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৮×৭ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০২ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক।
আদিকাণ্ডে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিহা।
অরণ্যকাণ্ডে গেল রাম রার্য্য হারাইয়া॥
রার্য্য হারাইয়া জদি রাম গেল বন।
অরণ্যকাণ্ডে সিতা হরি নিলেক রাবন॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইল অপচয়।
কিস্কিন্দা কাণ্ডে মিত্রলাভ কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরা কা[ে]ণ্ট সেতুবন্ধ কটক হইল পার।
লঙ্কাকাণ্টে রাবন মারি সিতার উদ্ধার॥
উর্ত্তরকাণ্টে রামচন্দ্র চলি আইল দেসে।
এহি মতে সাত কাণ্ট ভনে কির্ত্তিবাসে॥
সাত কাণ্ট রামায়ন প্রথম আদি কাণ্ড।
সুনিতে অপূর্ব্ব রস অমৃতের ভাণ্ড॥
জাহার প্রসাদে গিত হইল রামায়ন।
জাহার প্রসাদে গিত সুনে সর্ব্বজন॥
চ্যাবনের পুত্র হইল বার্ম্মিক মহামুনি।
আদি কবি বোলে তানে সর্ব্বলোকে জানি॥
দস সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার।
... ... কারনে কবির্ত্ত মোহিত সংসার॥
দসরথ নামে রাজা জর্ম্ম সুর্য্যবংসে।
সর্ব্বসাস্ত্রে পণ্ডিত রাজা জর্ম্ম ধর্ম্ম অংসে॥
সুর্য্য বংসে দসরথ ... ... এদে শ্বর।
বাপ নাহি মাও নাহি নাহি সহোদর॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সভার উপরে।
তিন সত বৎসর রাজা বিহা নাহি করে॥

প্রথম দুই পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শেষ,—

পরসুরাম জিনি রাম চলে কুতুহলে।
অজধ্যাএ চলে রাম সন্যদল বলে॥
রথের পতকা রাম দুরে থাকি দেখে।
অগুমানে আইল লোক পরম কৌতুকে॥
বেলি অবসেসে প্রবেস কৈল পুরি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক অজধ্যা নগরি॥
সুবর্ণ কলসি আর পুরিয়া পসার।
গুআ নারিকেল বান্ধি হইল অপার॥
ঘরে ঘরে আলিপনা বিচিত্র সুন্দর।
উপরেত চন্দ্র তারা সোভে মনোহর॥
কুলবধু জত আছে প্রজার জে নারি।
ঘৃতের প্রদিপ লইয়া হইল সারি সারি॥

কৌসর্ল্যা কেকৈ আর সুমিত্রা সতিনি।
আর জত আইসে রাজার সতে সতে রানি॥
উল্ক সোয়াসে আইসে উড়লে পড়ে।
স্ত্রি পুরুস ধাএ ঠেলাঠেলি পড়ে॥
সিতারে দেখিতে লোক অতিক জতন।
রাম সতা দুই জন লক্ষিনারায়ন॥
সুভক্ষ সিতাদেবি প্রবেসিল পুরি।
সিতা প আলো করে অজধ্যা নগরি॥
সিতারূপ দেখি লোকে করে কানাকানি।
জনকে [র] ঘরে লক্ষি জন্মিল আপনি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত খাইল আর খাইল কলা।
চারি বধুর কাছে নিয়া দিল চারি থালা॥
নানা সব্দে বাদ্য বাজে অনেক বাজন।
জয় জয় কোলাহল দিল নারিগণ॥
কৌসর্ল্যা কেকৈ তারা সুমিত্রা সুন্দরি।
চারি বধুর পরিছেদ করাএ সেই পুরি॥
জত ধন জন রাম পাইল অলঙ্কার।
সেই ধনে হইল রামের অধিক ভাণ্ডার॥
জতেক জতুক পাইল তবে সিতা সুন্দরি।
লক্ষির ভাণ্ডার সব লঙ্গিতে না পারি॥

ইহার পরের অংশ ৯ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মিলে। 'উড়লে' শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

১৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{2}$ × ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। পুথিখানিতে তিন হাতের হরপ পাওয়া যায়।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।
আদর করিয়া বন্দিব বাল্মিকের চরন।
স্লোকছন্দে সপ্তকাণ্ড রচিল রামায়ন॥
রামায়ন বৃক্ষ কৈলা সাতকাণ্ড ডাল।
চব্বিস হাজার গ্রন্থফল উত্তম রসাল॥
স্লো[ক] ছন্দে রামায়ন পণ্ডিতে প্রবেসে।
রচনা করিলা পুরান পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥●॥
কির্ত্তিবাসের কথা সুন অমৃতের ভাণ্ড।
প্রথকে প্রথকে পুথি রচিলা সাত কাণ্ড॥
আগ্গকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবির বিভা।
অজোধ্যায় বনবাস ভরথে রার্য্য দিয়া॥
হরি হরি বলরে সকল বন্দুজন।
আগুকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥
অখিল ভুবনপতি দেবা আধিদেবা।
গোলকে ধরিলা রূপ কিবা রূপের সোভা॥
রামরূপ হৈলা সৃষ্টী রাখিতে ব্রহ্মার।
পঞ্চম পাতকি নামে হইব উদ্ধার॥
পুর্ন্ন ব্রহ্ম সনাতন হলা নারায়ন।
রাম লক্ষন হইলা আর ভরথ সত্রুর্ঘন॥
রত্নসিংহাসনে প্রভু কিবা রূপের সোভা।
দক্ষিনে ভরথ বামে অজোনিসম্ভবা॥
সিরে ছত্র ধরাছেন ঠাকুর লক্ষন।
চামর ঢুলায় অঙ্গে ঠাকুর সত্রুর্ঘন॥
সুললিত মৃণাল জিনিয়া ভুজদণ্ড।
দক্ষিনে অক্ষয় তুন বামেতে কোদণ্ড॥
কুন্তলে বকুল মালা মল্লিকা মালতি।
নিবিড় নিলীম দেহ চন্দ্রকান্তি জোতি॥
সিংহপুচ্ছ জিনি উচ্চ মধ্যদেস সোভা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদনের আভা॥
বাহুদণ্ড জিনি শুণ্ড মাতঙ্গ আকার।
দুর্ব্বাদলস্যাম তনু নাভিত বিস্তার॥

দক্ষিণ পার্সে সুগ্রিব বামে জাম্বুবান।
সম্মুখেতে স্তব করে বির হনুমান॥
রামরূপ হৈলা প্রভু মুকুন্দ মুরারি।
গন্ধর্ব্বে গান করে নাচে বিদ্যাধরি॥
চারি বেদে স্তব করে জথা ভগবান।
অপসরা নাচয়ে কিন্নরে করে গান॥
রামরূপ হল্যা হরি বৈকুণ্ঠনগরে।
সিব ব্রহ্মা নারদ জান বিষ্ণু দেখিবারে॥
জয় বিজয় দ্বারেতে আছেন দুই ভাই।
দ্বার ছাড়্যা দিতে প্রভুর আজ্ঞা নাঞি॥
সুনিয়া তিন জনে করেন মনস্তাপ।
সেই ক্ষেনে জয় বিজয়েরে দিলা অভিসাঁপ॥
গোলকে আসিয়া না দেখিতে পাল্যাম পুর্ণব্রহ্ম।
গোলক ছাড়িয়া দোহে লহ গিয়া জন্ম॥
সুনিয়া স্তব করেন ভাই দুই জন।
কত দিনে হব প্রভু সাঁপ বিমোচন॥
মৈত্রভাবে সাত জন্ম ভাব দুই ভাই।
সাত জন্ম বই পাবে সুন মোর ঠাঞি॥
সত্রুভাবে তিন জন্ম নারায়নে ভাব দুই ভাই।
তিন জন্মে পাবে হরি সুন মোর ঠাঞি॥
দ্বারিকে অভিসাঁপ দিয়া তিন জন জায়।
গোলকে অপুর্ব্ব সভা দেখিবারে পায়॥
রাম অবতারে হয়্যা হরি আছেন বস্যা।
অপুরূপ অবতার দেখিছেন আস্যা॥
একদৃষ্টে করিয়া তবে তিন জনে চায়।
একা হরি চারি অংস দেখিবারে পায়॥
রূপ দেখে তিন জনে হইলে বিভোল।
প্রান [পলে] নয়নে রাখিতে নারে জল।
নারদ বলেন সিবকে জোড় করা হাথ।
এক কথা বলি সিব তোমার সাক্ষাত॥
ভূত ভবিষ্যতি কথা জান ত্রিপুরারি।
বিস্ময় ঘুচাহ মোর তোমার পায়ে ধরি॥
এমন রূপ কেন ধরাাছেন প্রভু ভগবান।
মুর্ত্তি ধরাাছেন জেন দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
অপরূপ লক্ষ্মি কেন বস্যাছেন বামে।
সোনার ছত্র কে ধরাাছে দক্ষিনে॥
কোন জনা চামর ঢুলাইছে গায়।
সকল কথা বল সিব ধরি তোমা পায়॥
এতেক কথা সুনিয়া সিবের হৈল হাস।
এইরূপে হৈব হরি জনম প্রকাস॥
পরম নিগুড় কথা রাখিয় জতনে।
অবতির্ন্ন হইবেন অজোধ্যা ভুবনে॥
চারি অংস হইয়া জন্মিবেন ভগবান।
পঞ্চম পাতকি নামা হবে পরিত্রান॥
এতেক সুনিয়া প্রনাম করেন সিবের পায়।
সিব ব্রহ্মা নারদ তিনে হইলা বিদায়॥
এই নামে উদ্ধার হইব জত জিব।
আনন্দে পুরিত হয়্যা আস্যান সদাসিব॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব আইলা কৈলাসে।
আদিকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব বসিলা কৈলাসে।
স্নান কর্যা পার্ব্বতি বসিলা সিবের পাসে॥
গলে বস্ত্র দিয়া গৌরি জোড় করেন হাথ।
বিষ্ণুর সহস্র নাম মোরে সুনায় প্রানন্যথ॥

মধ্য,—

দেবগনের স্তব সুনি বলেন ভগবান।
ভারথে জন্মিলে পাব নানা অপমান॥
কিরূপে জন্মিব কোথা হব স্থিতি।
কোন বংসে জন্মিব হইব কোন জাতি॥
বর দিয়া রাবনেরে সকলে বাড়ালো।
স্থিতি থাকিতে আমায় কোথায় না দিলে॥

ভারথে জন্মিলে হয় পঞ্চম অবস্তা।
কত কাল থাকিব ব্রর্হ্মা কহ মোরে কথা॥
ব্রর্হ্মা বলেন সুন প্রভু গদাধর।
অজোধ্যায় থাকিবে এগার হাজার বৎসর॥
বিষ্ণুজজ্ঞ দষরথ কর্য়াছে আরম্ভ।
সুর্য্যবংসে জর্ম্ম প্রভু না কর বিলম্ব॥
তপস্যা করিল রাজা খিরদের কুলে।
তোমা পুত্র পাল রাজা তপস্যার ফলে॥
চারি বেদে প্রভু তোমার দিতে নারে সিমা।
আমরা কি বলিতে পারি তোমার মহিমা॥
কে বলিতে পারে নাথ তোমার চরিত্র।
তপস্যাতে পেল রাজা তোমা হেন পুত্র॥
রঘু নামে রাজা ছিল দিলিপনন্দন।
বলাছ তোমার কুলে হইব নন্দন॥
অণ্যারণ্য নামে রাজা ছিল সুর্য্যবংসে।
ধর্ম্ম রায্য করিল কাহাকে নাহি হিংসে॥
অবিচারে রাবন তারে বানেতে মারিল।
মরনকালেতে সেই রাবনে সাপীল॥
মোর বংসে মহাপুরুষ হব অবতার।
সবংসে তোমারে রাবন করিবেন সংহার॥
মহারাজার বাক্য কভু নহে আন।
দষরথের পুত্র হয়্যা জন্মিবে ভগবান॥
রানি আরাধন কর্য়া পুজি সঙ্কর ভবানি॥
ভগবান পুত্র হবেন বড় পায়্যাছে রানি॥

(পৃ০ ৬৪।২-৬৫।১)

শেষ,—

ভৃগুরাম বলে সুন রাম গুনমুনি।
না জানিয়া তোমারে বলিনু কটুবানি॥
মনে কিছু না করিহ সে সব বচন।
অপরাধ ক্ষেমা কর রাজিবলোচন॥
রাম বলে ব্রহ্মবাদ আমরা না করি।
ব্রাহ্মনের অপরাধ সকলি সম্বরি॥
মোর ঠাই আইলে তুমি জুঝিবার তরে।
এড়িলে মরিবে তুমি অস্ত্রের প্রহারে॥
ব্রহ্মহত্যা না করিব পুরিয়া সন্ধান।
কিন্তু বের্থ নহে বিষ্ণু অবতার বান॥
ধর্ম্মপথ সর্গপথ দুই পথ হয়।
কোন পথ রূর্দ্ধ করি কহত নিশ্চয়॥
ভৃগুরাম বলে সুন কমললোচন।
সর্ব্বকাল ধর্ম্মপথে আছে মোর মন॥
ধর্ম্মপথ মোর নাহি করিহ বিনাস।
সর্গপথ রোন্দ জদি

এইখানে কএক পঙ্ক্তি ছাড় হইয়াছে।

সকল ব্রাহ্মনে তুষ্ট কৈল দান দিয়া।
সনতুষ্ট হইল সভে নানা ধন পেএ॥
কুটম্ব বান্ধব জত নানা দেসে দেসে।
সভাই সনম্মান পেএ গেল নিজ দেসে॥
আর জত পাত্র মিত্র রাজার দুয়ারি।
মহানন্দে পুরবাসি আপনা পাসরি॥
দিবানিসি অন্ত[:]পুরে আনন্দ উর্চ্ছব।
দিনে দিনে বধুগনের বাড়ান গৌরব॥
সভা অনুগতা সিতা ভুবনমোহিনি।
জানকিরে সভে রত জত রাজরানি॥
সিতার রূপেতে সোভা রাজার আআস।
লক্ষীর সহিত রাম করেন বিলাস॥
হোথা দসরথ রাজা আনন্দিত মনে।
রাজকাজ্য করে রাজা আনন্দিত মনে॥
দেয়ানেতে রাজকায্য করে অনক্ষন।
অন্তঃপুরে পুত্রবধু করে নিরক্ষন॥
সিতা রাজবধু পুত্র রাম গুননিধি।
দিনে দিনে বাড়ে সুখ নাহিক অবধি॥
রচিলেন কিত্তিবাস ভরথ বিয়ারে (?)।
আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত হইল এত দুরে॥

১৫। রামায়ণ—আদি কাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৬৪×৫২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪—১৮৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আদি,—

চ্যবন মুনি অত্রিক*মুনির নন্দন।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক মুনি তপে তপোধন॥
স্বতজাত রাজার কন্যা নামে জসোমতি।
চ্যাবান মুনি বিভা কৈলা পরম জুবতি॥
দুইজনে ক্রিড়া করে পরম পিরিতি।
কথো দিনে মুনিপত্নি হইলা ঋতুবতি॥
ঋতুস্নান কর‍্যা স্বামিসনে ক্রিড়া করে।
এক অংসে বিষ্ণু আসি জন্মিল উদরে॥
দিনে দিনে গর্ব্ভ বাড়ে দিনে দিনে আন।
জথাজগ্য মাসে দিল পঞ্চামৃত দান॥
মাঘ মাসের স্বুক্ল পক্ষের অষ্টমি।
রাত্রিসেসে প্রসবিলা মুনির ব্রাহ্মনি॥
সুন্দর পুত্র হইল জে মুনির কুমার।
লক্ষনে জানিল পুত্র বিষ্ণু অবতার॥
চতুর্দ্দিগে মুনি সব পড়ে মন্ত্র বেদ।
কুসহস্তে কন্যা সব কৈল নাড়িছেদ॥
অনেক মুনি আইলেন দেখিবার তরে।
সভা কর‍্যা বিষ্ণুজজ্ঞ করে মুনিবরে॥
সাস্ত্রমতে জজ্ঞ জবে হইল সমাধান।
পুত্র কোলে কর‍্যা আনে সভা বিদ্যমান॥
চ্যাবান বলেন সভে কর অবধান।
সভে মেলি আমার পুত্রের থুয় নাম॥
চ্যাবান মুনির এত সুনিঞা বচন।
আপুনি বক্তা হইল নারদ তপোধন॥
তোমার পুত্রের গুন কহিব কোন জন।
জাহার কিত্তি ঘুসিবেক এ তিন ভুবন॥
কোন জন ঘুসিব তোমার পুত্রের জে নাম।
রত্নাকর নাম তার থুইল অনুপাম॥
মেলানি করিয়া দেবগন গেল ঘর।
দিনে দিনে বাড়ে এথা মুনির কোঙর॥
চুড়াকর্ম্ম কর্ম্ম কৈলা বেদের বিহিত।
সাত বৎসরেতে দিলা জজ্ঞ জে পবিত॥
দ্বাদস বৎসর মুনি প্রথম জৌবন।
কোথা বিভা দিব মুনি চিন্তে মনে মন॥
পর্ব্বত মুনির কন্যা পরমসুন্দরি।
রত্নাকর মুনি সেই কন্যা বিভা করি॥
দুইজনে ক্রিড়া করে পরম পিরিতি।
প্রলম নামেতে পুত্র প্রসবিলা সতি॥
প্রলম নামেতে পুত্র বাড়ে দিনে দিনে।
দ্বাদস বৎসর হইল প্রথম জৌবনে॥
আদিত্য মুনির কন্যা নাম পদ্মাবতি।
প্রলম মুনি বিভা কৈল পরম জুবতি॥
পুত্রে পৌত্রে চ্যবান মুনি করে অনুমান।
আমার বসতিজগ্য আছে কোন স্থান॥
বাপের বোল সুনিঞা বলেন রত্নাকর।
বড়ই উত্তম স্থান আছে মনোহর॥
কৈলাসের নিকট পুরি আছে সুস্তিবতি।
দক্ষিন দিগেতে বহে গঙ্গা ভাগিরথি॥
উত্তরে কৌসিক বহে মদ্ধেতে তমসা।
অনেক মুনি আছএ করিয়া তথা বাসা॥
নানা ফল মুল মিলিব তমসার জল।
আমরা বসিতে পিত্যা সেই জগ্য স্থল॥
পুত্রির বচনে মুনি দিলা অনুমতি।
পরিবার সঙ্গে মুনি চলে সিঘ্রগতি॥
গঙ্গাকে দেখিঞা মুখি চ্যবান মহামুনি।
গঙ্গা নিকটে তপবন সৃজিলা আপনি॥

গঙ্গার নিকটে মুনি বান্ধিলেন কুড়া।
সারি সারি বসাইলা ব্রহ্মশচক্রা পাড়া॥
পুত্রে পৌত্রে চ্যবন মুনি সেইখানে বৈসে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥ * ॥
চ্যাব্ধ্যান মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
ধর্ম্মপথ তেজ্য হইল বসত ভিতর॥
মুনিব্রত ছেড়্যা হইল বড় দুরাচার।
পরস্ত্রিকে বলে ধর্য্যা করয়ে সৃঙ্গার॥
ভাল ভাল সুন্দর স্ত্রিকে মুনি জথা দেখে।
সন্ধ্যার সময়ে মুনি তার ঘর ঢুকে॥
সন্ধ্যা পুজা ছাড়ি মুনির নারিপৃতি মন।
পুত্রের কারনে মুনি চিন্তে মনে মন॥
মুনিধর্ম্ম ছাড়ি মুনি বড় দুরাচার।
সধ্যা জপ ছাড়ি কেন কর অবিচার॥
অধর্ম্ম ছাড়িআ বাপু ধর্ম্মে দেহ মন।
পিত্যা জত বলে নাহি শুনেত বচন॥
বাপের বচন মুনি কিছু নাই ধরে।
দুই চারি পাঁচ সঙ্গে দস্যাবিত্তি করে॥
আক্কটির রূপে জখন সান্তায় গিয়া বনে।
তিন চারি পাঁচ মৃগ বানে বিন্ধি আনে॥
মৃগমাংস ঘরে লইআ করএ রন্ধন।
মৃগপক্ষমাংস মুনি করএ ভক্ষন॥
অনেক দস্য আসি তবে মিলিল প্রচুর।
সকল দস্যের মুনি হইল ঠাকুর॥
সকল দস্য লইয়া মুনি করেন মন্ত্রনা।
নানা দেস ভাঙ্গিতে পাঠায় থানা থানা॥
আপনি চলিলা মুনি দস্য অধিকারি।
নানা দেস ভাঙ্গিলেন দিআ ডাকাচুরি॥

যথা,—

ভোজভট্ট রাজার কন্যা পরমসুন্দরি।
সভাকে জিনিঞা কন্তা রূপে বিদ্যাধরি॥
তার সনে অজ রাজ সদা করে রতি।
কথো দিনে রাজরানি হইল গর্ব্ভবতি॥
নয় মাস গর্ব্ভভার ধরিলা উদরে।
প্রসবিল পুত্র লোমপাদ নাম ধরে॥
বসিষ্ট পুরোহিত আর জত পাত্রগন।
পুত্রেচ্ছ্যাবে জজ্ঞ করে দেব আবাহন॥
জজ্ঞে পুর্ন্না দিল রাজা শুভক্ষোন বেলে।
সুক্তা অথা দিআ রাজা পুত্র কৈল কোলে॥
পুত্র দেখি হরসিত হইল রাজন।
নানা অলঙ্কার কৈল পুত্রের ভুসন॥
অন্নপ্রাসন কর্ম্মবেদ সাস্ত্রের বিহিত।
চুড়াকর্ন্ন কর্য্যা দিল জজ্ঞপবিত॥
অস্ত্র সাস্ত্র জত বিদ্যা নাই অগোচর।
সকল বিদ্যা সিখিলেন দুই সহোদর॥
দসরথ জেষ্ট ভাই লোমপাদ কনেষ্ট।
বিদ্যাধর জিনি দুহে রূপে গুনে শ্রেষ্ট॥
মালা লিলা অমলা কমলা বিমলি।
পঞ্চরানি সঙ্গে অজ সদা করে কেলি॥
এক দিন ক্রিড়া করিলেন মধুবনে।
ইন্দুমতির তরে রাজা কান্দে সকরুনে॥
রাজ্য করে দসরথ পাত্র মিত্র সনে।
অজ রাজা সোকে কান্দে দসরথ না জানে॥
সভাকে মেলানি দিআ দসরথের ভোজন।
সয়নমন্দিরে গিয়া করিল সয়ন॥
সুনন্দা সনে দসরথের ভালমন্দ কথা।
দসরথের বিবাহ না হয় সুনন্দা পায় বেথা॥
সুনন্দা বলেন সুন তুমি জুবরাজ।
তোমার বিভা না দেয় রাজা ভাল নহে কাজ॥
রাজকাজ্য না করে রাজা কামে হইল ভোলা।
আপন কাজ্য পায়্যা রাজা তব কাজ্যে হেলা॥

দসরথে বুঝাইল সুনন্দা জুবতি।
অজ রাজা স্থানে সুনন্দ গেল সিঘ্রগতি॥
রানিগন সঙ্গে রাজার হাস পরিহাস।
সুনন্দার গমন গাইল কির্ত্তিবাস॥

(পৃ০ ৯৫।১-৯৫।২)

পুথির বিশিষ্টতা বর্ণনাবাহুল্যে এবং নূতন নূতন বিষয়ের সন্নিবেশে। আকারে৽ পুথিখানি অপেক্ষাকৃত বড়।

১৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।
আদ্দি অন্ত নাহি জখন সৃষ্টে গতি।
জার তর্ত্ত নাহি জানে ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
প্রথমে হইলেন প্রভু মিন অবতার।
মিনরূপে চারি বেদ কোরিল উদ্ধার॥
দিতিএতে হইলে প্রভু কুর্ম্ম অবতার।
কুর্ম্মরূপে ধরা ধরিলে পিষ্টপর॥
তিতিএতে হইলে প্রভু বরাহ অবতার।
দন্তে উথাড়ে পৃথিমির করিলে উদ্ধার॥
চতুথ্যে হইলে নিসিংহ অবতার।
বিদারিলেন হিরন্নকস্যপ দুরাচার॥
পঞ্চমে বায়ন মুত্তি হইলে শ্রীহরি।
বলিকে ছলিএ নিলে রসাতল গিরি॥
সষ্টমে হইলেন ভ্রগুরাম অবতার।
নিক্ষেত্রি করিলে প্রভু তিন সপ্ত বার॥
সপ্তমে হইলে প্রভু রাম অবোতার।
রাম নামে ত্রিজগত কোরিলে উদ্ধার॥
অষ্টমে বলরাম মুত্তি হাল ধরিলেন হাথে।
দলিলেন অষুর মুণ্ড মুসলের ঘাতে॥
নবমে হইলেন প্রভু বর্দ্ধ অবতার।
দসমে কলিক্ক্য হইবেন অস্তের উপর॥
জতো জতো কোহিলাম অবতারের নাম।
কেহো নহে তুল্য রাম নামের সোমান॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্র পাচালি।
আদ্দিকাণ্ড গাইল গিত প্রথম সিকলি॥*॥
আদ্দি অন্ত নাহি জখন সৃষ্টে গতি।
বটপত্র ভর কোরি বেড়ান লক্ষিপতি॥
ছিষ্টি কোরিতে তথন বিষ্টুর হইল মন।
বিষ্টুর নাভিপদ্মো হইল ব্রহ্মার জনম॥
প্রভুর কন্নে হইতে মলা পড়িল দুইখান।
দুই গোটা অষুর হইল মহা বলবান॥

শেষ,—

রাজ্জ লয়ে দুগ্ধ পান বিস্তামিত্র মুনি॥
দুগ্ধ পান মুনি গোসাই মনেতে ভাবিল।
সিঘ্র করি মুনিবর রাজার নিকটে গেল॥
জেখানে বসিয়ে আছে রাজা আর রানি।
হেন কালে এলো তথা বিস্বামিত্রে মুনি॥
রাজার হস্ত ধরে মুনি কহিতে লাগিল।
মুনি বলে রাজা তোমার রাজ্জ নিতে হল॥
রাজা বলে না লইব অজর্দ্ধা নগর।
রুহিদাসে রাজা কর [মুন] মুনিবর॥
সুমন্ত্র সারথি আসি হইল উপস্থিত।
বসিষ্ট মুনি আইল কুলের পুরহিত॥
রাজসহি জজ্ঞ করিল হরিষচন্দ্র।
দেবলোক রাজলোক হইল আনন্দ॥
স্থানে স্থানে দিলো লোক দিখি স্বয়ম্বর।
দেউল জাঙ্গাল দিল দেখিতে মোনহর॥

সগ্যে হইতে য়েসে রথ হরিষচন্দ্র লইতে।
সকল সহিতে রাজা চড়ে জেয়ে রথে ॥
পাত্র মিত্র কটক বসিল রাজার পাযে।
কটক সহিতে রাজা জায় সগ্যবাযে ॥
তাহা দেখি ভাবেন ব্রহ্মা গোসাই।
এতো কটক আইলে সগ্যে ঠাই হবে নাই ॥
জায় জায় নারদ মুনি কহগা এই কালে।
ব্রহ্মার বাক্য পাইয়ে নারদ মুনি চলে ॥
কটক সমুখে তখন নারদ মুনি বলে।
সগ্যবাযে জায় তোমরা কোন পুন্যফলে ॥
সব্দে রানি বলে যুন নারদ মহামুনি।
কোন কম্ম করিছী কিছুই না জানি ॥
আর এক রথে যোহে দিল তোলাইয়ে।
পাত্র মিত্রগনে নারদ কহে ডাক দিয়ে ॥
পুনুর্ব্বার নারদ মুনি তাদিগে জে বলে।
সগ্যবাযে জায় তোমরা কোন পুণ্যফলে ॥
নারদের বাক্য যুনি কহিছে উত্তর।
স্থানে স্থানে দিয়েছি আমরা দিঘি স্বরবর ॥
দেউল জাঙ্গাল দিয়ে পুন্য করিয়ে।
সগ্যবাযে জাই আমরা এই ধর্ম্ম লয়ে ॥
আপনি করিয়ে ধর্ম্ম উস্চারন করে।
সগ্যে হইতে রথখান নাবে ধিরে ধিরে ॥
য়েহো লোক পরলোক কিছুই না পাইল।
হরিষচন্দ্রের কটক মর্দ্ধে পথেতে রহিল ॥
সগ্যে থাকিয়ে ভাবে জতো দেবগোন।
রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষন ॥
নউতুন বস্ত্র কাটিয়ে রাখিবে কোন স্থান।
রাজার কটক তাহা করিবে পড়িধান ॥
ভোমেতে সজ্জে নটিয়ে পারিবে।
রাজার কটক তাহে স্বরন করিবে ॥
তিথি ভুলে স্রাদ্ধ করিবে জেই জন।
রাজার কটক তাহা করিবে ভক্ষন ॥
হরিস্চন্দ্রে উপক্ষনা যুনে জেই জন।
সকল পাপ নষ্ট হয় পায় নারায়ন ॥
হরিশ্চন্দ্র সগ্যে গেল কটক মর্দ্ধে পথে।
রুইদাস রাজা হলো রাজ্জ অজদ্ধাতে ॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষন।
রামের পিরিতে হরি বল বন্ধুজন ॥
সোমাপ্তঃ ॥ * ॥

১৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
বাল্মিকের চরনে কোরিএ প্রনাম।
সপ্তকাণ্ড রামাঅন জাহার বাক্ষান ॥
সাটি হাজার বৎসর বাকি ছিল অবতার।
পূর্ব্বেতে কোরিল মুনি গ্রেন্থের সঞ্চার ॥
অত্রিক নামেতে মুনি তনয় ব্রেহ্মার।
চবন নামেতে হৈল তাহার কুমার ॥
তেজপুঞ্জ তপে বড় হৈল মুনিবর।
তাহার তনয় হৈল নাম রত্নাকর ॥
ব্রহ্ম বিত্তি জপ তপ অগ্নী দিএ তাথে।
দুষ্টবুদ্ধি হৈল তার সিষুকাল হৈতে ॥
নাহি যুনে তাহার বাক্য নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
পরবিত্ত হিংসা বিনু মনে নাহি আন ॥
রত্নাকর পাপে পুর্ন হৈল বোযুমোতি।
এক দিন অন্তরে চিন্তিলেন জগৎপতি ॥
উর্দ্ধারিব রত্নাকর ভাবি জগতপোতি।
সন্ন্যাসির বেস ধোরি গেলা সিঘ্রগতি ॥

প্রসর্ন্ন হোইএ তারে প্রভু দিলা বর।
মরা মন্ত্র জপে সাটি হাজার বৎসর॥
সির্দ্ধ দেহ বালিমিকের প্রভু জানি মনে।
আজ্ঞা কোরি গেলা তারে পুরান রচনে॥
এক দিন বালিমিক সিশ্ব সমিভ্রারে।
শ্চান কোরিবারে গেলা কাম্ব সরবরে॥
বক আর বোকিনি তথা কোরিছে বেহার।
আকস্মাত ব্রাধি এক কোরিল প্রহার॥
শ্চান করে বাল্মিকি সে সকল দেখে।
মুছর্ন্দ সোলক এক নির্গত হইল মুখে॥
বিস্ময় বাল্মিকী হইলা স্বরোবর তটে।
হেন কালে ব্রহ্মা এলেন তাহার নিকটে॥
বাল্মিকি প্রনাম করে বস্ত্র দিয়া গলে।
কবিত্তা বির্ত্তান্ত কথা বি[রি]ঞ্চিকে বলে॥
ব্রহ্মা কহে স্লোক ইহা করিলা বর্ন্নন।
সোলোক নিঞা ইহা কবে সর্ব্বজন॥
রামায়ন গ্রহন্ত কর আমার য়াজ্ঞাতে।
ইহা সুনি বাল্মীকি সুধায় জোড়হাতে॥
কেমন প্রকারে গ্রন্থ করিব নির্ম্মান।
কহ দেখি মহামুনি ইহার সন্ধান॥
ব্রহ্মা কহে যর বিজয় বৈকণ্ঠের দ্বারি।
ব্রহ্মসাপে জন্মিব দ্বার পরিহরি॥
ঐরি ভাবে বিষ্টু তারে করিতে উর্দ্ধার।
সুর্য্যবংসে হবেন রাম বিষ্টু য়বতার॥
অবতার পুর্ব্বে গ্রন্থ করহ বর্ন্নন।
নারদে পাঠাব য়ামী তোমার সদন॥
লইবে তাহার স্থানে বিবেস সন্ধান।
ইহা কহি বি[রি]ঞ্চি হইলা অন্তর্ধান॥

মধ্য,—

রথে চাপি দসরত্ত মনের হরিসে।
উপনিত নৃপতি হইল বঙ্গ[1] দেসে॥
লোমস্পাদ সুনিল আইল দসরথ।
গমন করিল আগে বাড়াইএ পথ॥
বহু সমাদর করি নিল অন্তস্পুরে।
মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসিল ভোজনের পরে॥
দসরথ কহে সখা করি নিবেদন।
রিসিস্রিঙ্গে নিতে এলাম তোমারি ভুবন॥
জজ্ঞ আরম্ভিব আমি পুত্রের কারনে।
লমস্পাদ কহে কিছু আনন্দিত মনে॥
সান্ত নামে তুআ কন্যা আমি এনাছিলাম।
রিসিস্রিঙ্গে এনে সেই কন্যা দান দিলাম॥
ঝি জামাতা লএ সিঘ্র চল মহাসয়।
রিসিস্রিঙ্গে জজ্ঞ কৈলে কার্য্য সির্দ্ধ হয়॥
ইহা সুনি দসরথ মুনিকে লইএ।
অজর্দ্ধা প্রবেস করে জয়র্দ্ধনি দিএ॥
(পৃ০ ৫৪।১)

অন্ত,—

হেন কালে দুত গিএ কহিছেন পাসে।
চারি ভাই বিভাহ করিএ এল্য দেসে॥
কৌসল্যার আনন্দ কথা কে করে বর্ন্নন।
হস্ত বাড়াইএ বানি পাইলা গগন॥
বেরারে নগরের লোক সুভ দিন হল্য।
জানকি করিএ বিধা রাম ঘরে এল্য॥
জতেক অজর্দ্ধার লোক আনন্দিত হএ।
রামকে আনিতে চলে জোতুক লইএ॥
হস্তেতে কাঞ্চন থাল জতেক সুন্দরি।
সুসয্যা হইএ সভে দাণ্ডালা সারি সারি॥
কত পুর্ন্ন কুম্ব দ্বারে দ্বারে অন্বসাখা তাথে।
সারি সারি করে রাথে রামচন্দ্রের পথে॥
পুর্ন্ন কুম্ভ কক্ষে কত ব্রাহ্মনের নারি।
দক্ষিনেতে বৎস পুর্ন্ন গাভি সারি সারি॥
সুমঙ্গল দেখে তবে ভাই চারি জন।
প্রবেস কোরিল এসে অজধ্যা ভুবন॥

১। 'অঙ্গ' হইবে।

অতেক অজধ্যার নারি অতুক লইএ।
সিতার বদন দেখে অঞ্চলেতে দিএ॥
নানা ধন দেয় লোক পুরিত আনন্দ।
আপনার দ্বারেতে দাণ্ডাল রামচন্দ্র॥
আইলা কেকুই রানি সিতা লএ কোলে।
আপনার গজমতি হার দিলা গলে॥
দসরথ রামচন্দে কোলেতে কোরিএ।
কেকুই সিতাকে লয় হাসিএ হাসিএ॥
আঙ্গনে পিড়ার পর দাণ্ডাইলা রাম।
কিবা সোভা পাইলা জনকসুতা বাম॥
উলথিএ রামচন্দ্র লইলেন মন্দিরে।
বসিলেন রামচন্দ্রে আনন্দ অন্তরে॥
তারপর দসরথ সুমিত্রা সহিতে।
বধু সহ নামাইএ আনিলা ভরথে॥
উলথিএ মন্দিরে বসিলা দুইজনে।
দসরথ কোলে গিএ কোরিলা লক্ষনে॥
উর্ম্মীলা করিএ কোলে কৌসল্যা লইএ।
লক্ষনেরে গ্রিহেতে লইলেন উলথিএ॥
তার পর রাম সিতা বসি দুই জন।
সত্রুঘ্নে গ্রিহে লএ করিল গমন॥
দসরথ রাজা তবে আনন্দিত মনে।
নানা ধোন বস্ত দিল বাদ্যকারগনে॥
সকল ব্রাহ্মনে রাজা করাল ভোজন।
ভোজন করিলেন সব লএ বন্ধুগন॥
প্রভাতে আসিএ সব নৃপতির পাসে।
বিদায় হইএ গেল জার জেবা দেসে॥
রাম সিতা বঞ্চে সুখে অজধ্যা ভুবনে।
তিন ভাই বঞ্চে রাম আনন্দিত মনে॥
দিনে দিনে দসরথ মনেতে উল্লাস।
আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত রচিল কিত্তিবাস॥

১৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬—২২ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

অথ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ॥
পয়ার॥

সভা করি বসীছেণ রাম কমললুচণ।
হেন কালে আসীলেক মনি তপুধন॥
মনিকে দেখীআ রাম উঠীল স[ং]ভ্রমে।
পাদ্য অড়্র্গ দিয়া রাম পূজিল আপণে॥
পাদ্য অড়্র্গ দিয়া মনির বন্দিল চরন।
বসীতে আসন দিল রত্ন সীঙ্গাসন॥
রামে আসীর্ব্বাদ করি বৈসে তপুধন।
রামে মনিঠাকুর কুণ অর্থে আগমন॥
মুনি বলে সুন রাম কমললুচণ।
দেখীতে আসছি তোমার অজধ্যা ভুবন॥
শ্রীরাম বলেন মনি কহ মোর স্থাণে।
হরিশ্চন্দ্রে পাইল দুক্ষ কিসের কারণে॥
পুর্ব্ব বিবরন সুনি তোমার প্রসাদ।
কিমতে রাজার তবে ফলীল প্রমাদ॥
মোনি বলে ভাল জিজ্ঞাসীলা নারায়ন।
পুর্ব্বকথা কহি আমি তাথে দেয় মন॥
জিজ্ঞাসিলা কহি কথা সুন নারায়ন।
কহিব সকল কথা তোমার সদন॥
রাজসহি জজ্ঞ কৈল হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
সাইট সহস্র রাজা আইল রাজদ্বারে॥
রাজা বহি কেহ না করে জজ্ঞের কাম।
রাজা সব মিলি কার্য্য করে অভিপ্রায়॥

পুষ্প দুর্ব্বা তোলে কেহ কেহ যুগায় ধুতি।
গোময় দিয়া স্থাণ করে কুণ নৃপতি॥
কাষ্ট আনিআ কেহ যুগায় সর্ত্তর।
জজ্ঞঘৃত আনি দেয় কুণ:নৃপবর॥
কলসী ভরিয়া কেহ আনি দেয় জল।
স্থাণ সুর্দ্ধ করে কুণ নৃপতি সকল॥
তণ্ডোল পাথালি কেহ রাথে রাসী রাসী।
প্রস্তোত করিআ রাথে কাটী মেষ থাসী॥
বেহ্মণের সর্জ্য করেঁ কুণ নৃপবর।
রাজার আজ্ঞায় কর্ম্ম করএ সর্ত্তর॥
ভারারি হইআ কেহ নানা দির্ব্ব রাথে।
কুণ রাজা জজ্ঞদ্বারে দ্বারি হৈয়া থাকে॥
কুণ রাজা রহিল জজ্ঞের সন্নিধাণে।
রাজার আজ্ঞায় কর্ম্ম করে একমণে॥
জজ্ঞের কার্জ্য করে কুণ নৃপবর।
জজ্ঞ রক্ষা করে কেহ লৈয়া ধনুসর॥
হরসীত হৈয়া কেহ করে নির্ত্ত গীত।
জারে জে কর্ম্মেতে রাথে তাথে নিযুক্তিত॥
নানা দেষ হৈতে মনি আসীল সর্ত্তর।
জজ্ঞ করিতে গেল রাজা জজ্ঞসালা ঘর॥
কুসণ্ডীকা করিলেক মন্ত্র পরিয়া।
জজ্ঞ করেন রাজা সুর্দ্ধ ঘৃত দিয়া॥
প্রতি দিন দেণ রাজা সহস্র আহুতি।
এহিরূপে জজ্ঞ তবে করেন নৃপতি॥
সমোদায় জজ্ঞ করে এক জে বৎসর।
পরম সানন্দে জজ্ঞ করে নৃপবর॥
স [১] পুর্ন্ন করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
দাণ দিতে বৈসে রাজা হরসীত মতি॥
কুটী কুটী সুবর্ন্ন মনিরে দিল দাণ।
জার জে বাঞ্চীত রাজা না করিল আণ॥
প্রতি রাজাকে দিল এক নব দণ্ড।
বিবর্ন্ন করিআ দিল প্রতি রার্জ্যথণ্ড॥
পাত্র মিত্রেকে দিল রাজা বস্ত্র অলঙ্কার।
কারে কারে দিল রাজা অমোর্ল্ল ভাণ্ডার॥
সুনা রূপা তামা কাসা না রাখীল ঘরে।
দাণ করিয়া রাজা গৃহ সুর্ন্ন করে॥
রাজার দাণে দারিদ্রগন হৈলেক সুকি।
এমত দাতা রাজা কবু নাহি দেথী॥
আচরিতে পাত্র নাহি দিলেক সকল।
মৃত্তীকার পাত্রে রাজা আচোরএ জল॥
হেন মত হইল হরিশ্চন্দ্র মহাবল।
বসীতে আসন রাথে গাছের বাকল॥
দাণ করি গ্রহ সুর্ন্ন করিল নৃপতি।
হেন কালে প্রজাপতি করেন যুগতি॥
ধন থাকিলে দাণ করে সর্ব্বজণ।
না থাকিলে দাণ করে সেহি সে ভাজণ॥
হেণ কালে বোজি হরিশ্চন্দ্রের সকতি।
কেনমতে দাণ করে বোজি তার রিতি॥
দেবগন লৈয়া ব্রর্ম্মা মনে অণুমানি।
আপণে ধরিল বেস বিশ্বামিত্র মনি॥
বেসধারি হৈয়া গেল রাজার দ্বারে।
দ্বারিকে বলিল জাটে জানাহ রাজারে॥

হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে অনন্ত-সাধারণ দান এবং ব্রহ্মার বিশ্বামিত্র-বেশে রাজাকে ছলনা নূতন।

শেষ,—

ত্রিপদী॥

রাজরানি সুকানলে মরা পুত্র করি কুলে
চলি জায় জাহ্নবির তিরে।
ঘোর নিসী অন্ধকার দিগাদিগ চিনা ভার
ভয় পায় দেবতা অন্তরে॥

১। 'সুর' হইবে বোধ হয়।

হেন স্থানে রাজদারা সুকে হৈয়া জ্ঞানহারা
উপনিত স্মসাণ মাজেতে।
মরা পুত্র করি কুলে বসীল জাহ্নবির কুলে
নাহি ফেলে মায়ার জাল্লেতে॥
জখণ রাত্র দণ্ড ছয় হরিশ্চন্দ্র মহাসয়
ঘাটে ঘাটে ফিরে চকি দিএ।
সেহি কালে কান্দে রানি ঘর[১] হতে নৃপমনি
কহে বানি চরেরে চাহিএ॥
সুন অহে অনুচর জায় সবে সীগ্রতর
কে আনীছে ফেলীবার মরা।
তথাতে জাইয়া সবে আমারে খবর দিবে
এক জন আসীয়া জে ত্বরা॥
নৃপতি আদেস পাইয়া চরগন জায় ধাইয়া
জেহি স্থানে আছে রাজরানি।
দেখে জাহ্নবির জলে মরা পুত্র করি কুলে
পরস্পর করে কানাকানি॥
সীগ্র জায় এক জণে কহ গীয়া কর্ত্তার স্থানে
এহি জে সকল বিবরণ।
হেন কালে মহাশয় হরিশ্চন্দ্র নররায়
সেহি স্থানে দিল দরসন॥
রাজারে দেখীয়া চর কহে করি যুগকর
দেখ আগে আপনি নয়ন।
এক স্ত্রি চোরা আইসে জলেতে দারেতে বসে
চোরি করি ফেলিবার সন্থাণ॥
সুনি রাজা ক্রোধভরে রানির বৎসা করে
অতিসয় রাগান্নীত হৈয়া।
কুথা তোর হয় বাড়ি নির্ত্য নির্ত্য কর চোরি
আসী বোজি জায় ফেলাইয়া॥
আজি সাস্তি দিব তরে জেণ না এমণ করে
মরা ফেলী জায় পলাইয়া।
রানি বলে হায় হায় সুন অহে মহাসয়
কটু কহ কিসের লাগীয়া॥

১। "দুর" হইবে বোধ হয়।

কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের বানি সুণ সুক[১] রাজরানি
সাস্ত কর পরিচয় দিয়া।
না জানিয়া নররায় তেহি তোমা কটো কয়
সুনি রাজা মরিবে কান্দীয়া॥

পয়ার॥

ফাকর হইয়া দেনি কান্দে সকরুণে।
মৃতা দাহণের কাষ্ট দিব কুণ জণে॥
জত মৃতা পুরা কাষ্ট ফেলাইছে কুলে।
জত্ন করি আণে রানি আপনার বলে॥
আহা গোসাই মরে কি কৈল বিদাতা।
অধিক জতণে রানি সাজাইল চিতা॥
রানি বলে অহে দানি কেণ দেহ দুক্ষ।
পুত্রসুক কাতরে ফাটীয়া জায় বোক॥
কুথা হতে আইলে তোই কথা তর ঘর।
না জাণহ এহি ঘাটে আমি লই কর॥
রানি বলে একি আর ঠেকীল আপদে।
কুণ দেসে কুণ জণে মরার করি দাদে॥
নাহি মরা ফেলাইব নিব অন্ন স্থাণে।
করি লইতে বোজি করিয়াছ মণে॥
রাজা বলে ঘাটে আইলে নিয়ম আমায়।
পঞ্চাস কাহণ কৈরি প্রথেক মরায়॥
রানি বলে অহে দানি ছারি দেয় মরে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনটি ত্রিপদীর পদ আছে। রামায়ণের অন্যান্য পুথির উপাখ্যান ভাগের সহিত উদ্ধৃত অংশের মিল নাই।

১৯। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার জন্মকথা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬। প্রতি পৃষ্ঠায়

১। 'সুণ' হইবে বোধ হয়।

পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল।
পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।
রম্ভ,—

অথ গঙ্গার জন্ম ॥

এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি ভাবিয়া যন্তরে।
উপনিত হইল আসি য়জধ্যা নগরে ॥
মুনি দেখি ভগিরথ উঠি দাণ্ডাইল।
জোড়হাথে মুনিবর প্রনাম করিল ॥
মুনিবর বসিতে দিলেন সিংহাসন।
তাহাতে বসিল মুনি পাতি কুসাসন ॥
মুনি বলে স্থন য়হে ভগিরথ রাজন।
কোপিলের কোপে ভস্ম সাগরনন্দন ॥
তা সভাকার কিছু না হইল প্রতিকার।
গঙ্গা য়ানিয়া কর সভার উর্দ্ধার ॥
ভগিরথ বলে তবে স্থন মহামুনি।
উর্দ্দেস পাইলে গঙ্গা আনি জে য়ানি ॥
মুনি বলেন গঙ্গা য়াছেন ব্রহ্ম কুমণ্ডলে।
গঙ্গারে পাইবে তুমি ব্রহ্মাকে সেবিলে ॥
রাজা বলে গঙ্গা কোথা পাইল বিধাতা।
কোথা বা হইল গঙ্গা তার জন্ম কোথা ॥
মুনি বলে স্থধাবানি স্থন হে রাজন।
জন্মকথা কহিলে হয় পাপ বিমোচন ॥
তম্বরা নারদ গায়ক বহুতর।
দুই জনে বিবাদ করয়ে নিরন্তর ॥
নারদ বলে তম্বরা তোমারে কই দড়।
তোমাকে অধিক আমি গায়ক বড় ॥
তম্বুরা বলে একথা কেনে কহ তুমি।
তোমাকে অধিক গায়ক বটি আমি ॥
নারদ বলে পঞ্চ মুখে সিব ভাল জানে।
জাইয়া বুঝিব তার স্থানে ॥
চলিলা নারদ তম্বুরা মহামতি।
কৈলাসেতে গেলেন জেখানে পশুপতি ॥
বিবাদ করিয়া গোসাঞি য়াইলাম দুই জনে।
আপনি কহিয়া দাও কে কমন গায়নে ॥
সিব বলেন গায়ন না বুঝি দুই জন।
চল জাই গোলকে য়াছেন নারায়ন ॥
তিন জন য়াইল জথা লক্ষি গদাধর।
নারায়নে লক্ষিকে বন্দিলে মহেশ্বর ॥
তম্বুরা নারদ কৃষ্ণে বন্দে করপুটে।
দুই জনে দাণ্ডাইল গোবিন্দ নিকটে ॥
আমরা বিবাদ করি য়াইলাম দুই জন।
তোমরা বুঝহ দোহে কেমন গায়ন ॥
আপনে বুঝহ বুঝন তিন জন।
প্রভু বলে দুহে তবে কর য়ালাপন ॥
প্রথমে নারদ মুনি রাগ য়ালাপিল।
চারি চরন রাগ পূরিতে নারিল ॥
তাহার পশ্চাতে তম্বুরা কৈল স্তুতি।
ততোধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি ॥
রাগ রাগিনি আরম্ভ কৈল দুই জন।
প্রমাদ ভাবিয়া তারা করিছে ক্রন্দন ॥
হস্ত পদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল কার মাথা।
প্রভুর চরনে ধরি করিছে বেগথা ॥
ছয় রাগ য়াছে জুথ ছত্রিস রাগিনি।
প্রভুর বচনে গান করে যুল প্রানি ॥

২০। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার মাহাত্ম্য)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২—১৩ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

গঙ্গার মাহার্ত্য কথা সুন সর্ব্বজণ।
জে কথা সুনিলে হয় পাপ বিমোচণ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার কথা সুন সাধু ভাই।
সুনিলে সে সব কথা আপদ ছারাই॥
সাবদাণে সুণে জেবা গঙ্গার চরিত্র।
সুনিলে পাতক নাসে সরির পবিত্র॥
বিশ্বামিত্রে জজ্ঞ করে অরণ্য ভিতরে।
রাক্ষসে আসীয়া মুনির জজ্ঞ নষ্ট করে॥
রাক্ষসে কারণে মোনি বর ভয় পাইয়া।
অজত্থাতে মহামনি গেলেন চলিয়া॥
মোনি দেখী আনন্দীত দসরথ রাজা।
পাৰ্দ্ধ অড়্গ দিয়া মোনির করিলেক পুজা॥
অসেসপ্রকারে রাজা মোনিকে পুজিল।
কি কারণে আগমন রাজা জিজ্ঞাসীল॥
মোনি বলে মর কথা সুনহ রাজণ।
মর জজ্ঞ করে আসী রাক্ষসে লঙ্গন॥
সুনিআছি পুত্র জর্ম্মিআছে জে তোমার।
রাম লক্ষন দেহ আমার জজ্ঞ রাখীবার॥
এত সুনি দসরথে পুত্র আনি দিল।
রাম লক্ষন লৈয়া মোনি হরিসে চলীল॥
ভাগীরথীর তিরে গেল তিন মাহাজণ।
গঙ্গা দেখী সানন্দীত কমললুচণ॥
মন্দ মন্দ নিত্রেতে তরঙ্গে রহে নির।
গঙ্গা দেখী রঘুনাথ পুলকে সরির॥
মনি বলে মর কথা সুন রঘুনাথ।
ভগীরথে গঙ্গাকে আনিছে প্রথীবিত॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবে স্তোতি করে নিরান্তর।
পরিত্রাণ হেতু গঙ্গা আনিছে নৃপবর॥
রামে বলে কহ মোনি তোমার মোথে সুনি
বিস্তার করিয়া কহ মনি অপূর্ব্ব কাহিনী॥
বিস্তার করিয়া কহ মোনি অপুর্ব্ব কথন।
গঙ্গাদেবির জর্ম্ম আদি সাগরসঙ্গম॥
মনি বলে সুন রাম কমললুচণ।
কহিব গঙ্গার জর্ম্ম অপুর্ব্ব কথন॥
তোমার দক্ষীণ পদে গঙ্গার জে জর্ম্ম।
জে কথা সুনিলে লুকের রহে ধর্ম্ম॥
ভৃকু আর নারদ মনি ব্রর্ম্মার নন্দণ।
একত্রে বসীয়া করে গীত আলাপন॥
বিরাগে গাহিল গীত দুই মহামনি।
নবিন সির্জ্যণ হৈল জত রাগ রাগীনি॥
পড়িয়া রহিল রাগ চলীতে না পারে।
নারদে বলএ ভৃকু না পার গাহিবারে॥
বিরাগে গাহিলা গীত ক্ষেমা দেহ আপণে।
সুনিয়া বলীল তবে ভৃকু তপুধণে॥
আমি মন্দ তোমি আসী কর হে গাহেণ।
কি মত গায় তোমি সুনিব এখন॥
এত সুনি নারদ মোনি বলিল বচণ।
চল জাই জথা আছে দেব ত্রিলুচণ॥
সিব বিণে রাগ ব্যক্ষা অস্ত[১] নাহি জাণে।
চলহ আমরা জাই মহাদেব স্থাণে॥
ভাল ভাল বলীয়া কহিল মহামনি।
সর্ত্তরে চলীআ গেল জথা সুলপানি॥

ইহার পর দুই মুনি মহাদেবের নিকট গিয়া আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে মহাদেব বলিলেন, এ বিষয়ে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। যেমন কথা, তেমনি কাজ; তিন জনে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সদাশিব বিষ্ণুকে তাঁহাদের আগমনের কারণ বলিলেন। বিষ্ণু মুনিদিগকে গান করিতে অনুমতি দিলেন। মুনিরা আলাপ করিলেন; বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া এইরূপ একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন।

১। 'অস্ত' (অন্ত) হইবে।

নাইব। বাঙ্গালী কবিদের হস্তস্পর্শে মূল মহাভারতের আখ্যানগুলি কিরূপ অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, ইহাতে তাহা জানিতে পারা যাইবে। আজকার আলোচনার বিষয় বসুগণ কর্ত্তৃক বশিষ্ঠ ঋষির কামধেনু হরণ এবং তাঁহার অভিশাপে গঙ্গার গর্ভে বসুগণের নরলোকে জন্মগ্রহণ।

কাশীদাসী মহাভারত

১। হিমালয় পর্ব্বতের পাশে বশিষ্ঠের আশ্রম। একদিন ভার্য্যাগণের সহিত অষ্টবসু তথায় গমন করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অষ্টবসু মন্ত্রিগণের সহিত সুমেরু পর্ব্বতের নিকট বশিষ্ঠের আশ্রম দেখিতে পান।

মূল মহাভারত

সুমেরু পর্ব্বতে বশিষ্ঠের আশ্রম। বসুগণ তথায় সস্ত্রীক গমন করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

২। উশীনর নামে এক রাজা—তাঁর জিতবতী নামে একটি কন্যা ছিল। অষ্টবসুর অন্যতম দিব্যবসুর স্ত্রী এই কন্যার সখী ছিলেন। ভার্য্যার অনুরোধে জিতবতীকে দিবার জন্য দিব্যবসু বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

বসুগণ, বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিয়া, উর্ব্বশীকে দান করেন (৫৪।১ পত্র)। অন্য এক স্থানে উল্লেখ আছে যে, কামধেনুর দুগ্ধ পান করিলে রূপ ও যৌবন বৃদ্ধি হয় বলিয়া বসুগণ নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য উক্ত গাভী হরণ করিয়া লয়েন (৫৩।১ পত্র)।

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়, তবে 'দিব্যবসু' স্থানে 'দ্যু বসু' নাম আছে।

কাশীদাসী মহাভারত

৩। রাজা শান্তনু সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর, একদিন গঙ্গাতীরে মৃগয়া করিতে গিয়া গঙ্গার সাক্ষাৎলাভ করেন। রাজা তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, তিনি বলেন যে, আপনি আমার কোনও কার্য্যে বাধা দিবেন না এবং যদি কখনও বাধা দেন, তবে সেই দিনই আমি চলিয়া যাইব, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারি। রাজা ইহাতে সম্মত হইলে, উভয়ে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

শান্তনুর পিতা রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একখানিমাত্র কাপড় পরিয়া গঙ্গাদেবী তথায় উপস্থিত হইলেন। সভাসদেরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি [illegible] আমি শান্তনুকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।

রাজা এবং সভাসদেরা এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং রাজার আদেশে যুবরাজ শান্তনু তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। (৫৫ পত্র)

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের স্থায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪। যথাকালে পূর্ণচন্দ্রের মত গঙ্গার একটি পুত্র হইল। রাজা আনন্দিত হইয়া নানাবিধ যজ্ঞ ও দান করিতে লাগিলেন। এদিকে গঙ্গা পুত্রটিকে লইয়া গঙ্গাজলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। শান্তনু ইহা দেখিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু গঙ্গার ভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সাত পুত্র হইল এবং প্রত্যেককেই গঙ্গা ঐরূপভাবে মারিয়া ফেলিলেন। পুত্রশোকে রাজার শরীর দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।

সপ্তমী মহাভারত

যথাসময়ে গঙ্গা একটি পুত্র প্রসব করিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র শিশুটিকে তিনি গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন। পরে মৃত পুত্রকে শান্তনুর কোলে দিয়া, উহাকে জলে ভাসাইয়া দিতে বলিলে, রাজা রাত্রিকালে উহাকে জলে ভাসাইয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে সাতটি পুত্র হইল। গঙ্গা উহাদের সকলকেই গলা টিপিয়া মারিলেন এবং রাজা জলে ফেলিয়া দিলেন। (৫৫ পত্র)

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের স্থায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫। ক্রমে অষ্টম পুত্র হইল। ইহাকেও যখন গঙ্গা জলে ভাসাইতে উদ্যত হইলেন, তখন রাজা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। গঙ্গার নিকট হইতে তিনি শিশুটিকে কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিলেন। তখন গঙ্গা পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া, নিজের পরিচয় দান করিলেন এবং রাজার নিকট বসুগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, বসুগণের জন্যই আমি তোমার স্ত্রী হইয়াছিলাম। আমার সে কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এই শিশু দিব্যবসু। আমি ইহাকে লইয়া চলিলাম। যথাসময়ে তোমার নিকট ইহাকে পাঠাইয়া দিব। এই বলিয়া গঙ্গা চলিয়া গেলেন।

সপ্তমী মহাভারত

গঙ্গার অষ্টম পুত্র হইল। এই শিশুটিকে তিনি জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া, একখানি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাজার নিকট দিলেন। রাজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিশুর স্থায় ইহাকেও মৃত মনে করিয়া, অবিচারিতচিত্তে জলে ফেলিয়া দিলেন, শিশুটিকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য গঙ্গা, সমুদ্রকে আদেশ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন গেলে, গঙ্গা একদিন শান্তনুর নিকট নিজের পরিচয় দিয়া, বিদায় চাহিলেন, রাজা নিজের পুত্রহীনতার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি তখন রাজাকে লইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন এবং জলমধ্য

হইতে ভীষ্মকে তুলিয়া আনিয়া বলিলেন,—এই নিন আপনার পুত্র। তখন রাজা বলিলেন, একটি পুত্র থাকা, আর অপুত্রক অবস্থা—এ উভয়ই সমান। তখন গঙ্গা একগাছি শাঁখা রাজাকে দিয়া বলিলেন, এই শাঁখা যে স্ত্রীলোকের হাতে লাগিবে, আপনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন। এই বলিয়া গঙ্গা অন্তর্ধান করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়, তবে মূলে পুত্র কাড়িয়া লইবার কথা নাই।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২১, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এন্ বি, এফ্ সি এস্—সভাপতি।

পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজো-লিখিত 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে সভাপতি মহাশয় ধন্যবাদ দান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

৮ই মাঘ, ২২এ জানুয়ারী ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৪।০টা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়-লিখিত "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ (কলিকাতা), (খ) যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা), (গ) মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ (ভাগলপুর) এবং শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালনা) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের ও তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

এই প্রসঙ্গে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল্, ও শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয় কতকগুলি মুদ্রা উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া কতকগুলি মুদ্রা, ৫টি প্রস্তরমূর্ত্তি ও কতকগুলি পুথি উপহার দিয়াছেন। আগামী অধিবেশনে এই সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে। পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে, সেই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইবে। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গভাষায় ইহার আলোচনা এই প্রথম।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৬। নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল—

(ক) ৺জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্,—রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন প্রতিভাবান্ পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

(খ) ৺যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদস্য ছিলেন। মূক ও বধির বিদ্যালয় তাঁহার অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(গ) ৺মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্—ভাগলপুর শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মণীন্দ্র বাবু পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের আয়োজন প্রভৃতির জন্য ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের শাখা-পরিষৎ তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি মূল পরিষদের চিত্রশালায় জন্য প্রস্তরমূর্ত্তি, প্রাচীন পুথি ও কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের ফটো উপহার দিয়াছিলেন।

(ঘ) ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কাল্না শাখা-পরিষদের সম্পাদক কাল্না 'পল্লীবাসী'-সম্পাদক শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদস্য ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি "পল্লীবাসীতে" বহু বৈষ্ণব সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাল্নার শাখা-পরিষদের তিনিই প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং স্থির হইল যে, তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হউক।

৭। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক
সভাপতি।

ক—পারশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা বি এ, এডিশন্যাল ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড্, ভবানীপুর। প্রঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বিশারদ ভিষগ্ভূষণ, ২ হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার, তালতলা, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বি এ সাব-ডিবিশনাল অফিসার, ফরিদপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পান্নালাল চৌধুরী, ৩০ গৌড়ীবেড়ে লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ধর বি এস্‌সি (লণ্ডন) বার-এট্-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত অনীলকৃষ্ণ দে, ৩ শ্যামচাঁদ মিত্রের লেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ রিসড়া, দেওয়ানগাজী ষ্ট্রীট, হুগলী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী ৯।৬।১ বি প্যারীমোহন সুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সব-ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পোঃ এবং ক্যাম্প জয়পুর, ভায়া লোহাপুর (ই, আই, আর,) বীরভূম, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ, বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ২০।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র আঢ্য, ৪০ সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ বি, সহকারী রসায়ন পরীক্ষক, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ। প্রঃ—মৌলবী ওয়াজেদ হোসেন বি এল্, সঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী আহম্মদ গনি, ৯ হালসীবাগান রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস, ১৪৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ৮।১ কালু ঘোষ লেন, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—The Superintendent, Government Printing, India—(১) Review of the Trade of India in 1920 21, (২) Annual Report of the Director General of Archaeology in India, 1918-19, Part I. (৩) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pussa, 1920-21. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(৪) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1920, (৫) Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1921 (৬) Report on Working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1920, (৭) Report on Operations of the Department of Agriculture, Bengal for the year 1920-21, (৮) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 31st March, 1921, (৯) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. II, (১০) Do. Vol. III, (১১) Do. Vol. IV. (১২) Report on the Administration of the Wards' Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1327 B.S. (1920-21.) (১৩) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1920-21. The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.—(১৪) The Circulatory System in Bone, (১৫) A Review of the Inter-relationships of the Cetacea. (১৬) The Echinoderms as Aberrant Arthropods, (১৭) Contents of Smithsonian Miscellaneous Collections, Vols. 69, 70 and 71, The Curator, Watson Museum of Antiquities, Rajkot—(১৮) Annual Report of the Watson Museum of Rajkot, for the year

1920-21, The Registrar, Calcutta University—(১৯) Journal of the Department of Letters, Vols. VI. and VII. Le Editeur, Librairie Ancienne Honore Champion, Paris—(২০) Memoires de La Societe de Linguistique de Paris [De Quelques Noms Anaryens en Indo-Aryen]' (২১) Bulletin De La Societe de Linguistique de Paris No. 69. শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(২২) নির্ব্বাসিতের আত্ম-কথা, (২৩) সিন্-ফিন্ (২৪) বর্ত্তমান-সমস্যা, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—(২৫) দ্বীপান্তরের কথা, (২৬) মিলনের পথে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—(২৭) বেহার চিত্র, ১ম খণ্ড, শ্রীযুক্ত জয় সুখরাম পুরুষোত্তম রায় যোশীপুরা, বরোদা রাজের বিদ্যাধিকারী—(২৮) সয়াজী বৈজ্ঞানিক শব্দ-সংগ্রহ (হিন্দী), শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—(২৯) সীতানাথ, শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(৩০) আলোচনা (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র—(৩১) ললিত-গাথা, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ—(শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—(৩২) সিদ্ধান্তশিরোমণি; গোলাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—(৩৩) গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, (৩৪) গান্ধী না অরবিন্দ ?, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা—(৩৫) পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর (১ম ভাগ, ২ খানি), শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—(৩৬) সম্বন্ধ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—(৩৭) জগু, শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকার—(৩৮) শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত সারাংশ বক্তৃতা ও উপদেশ, ২য় ভাগ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—(৩৯) শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ-চরিত, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী—(৪০) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত, শ্রীযুক্ত সুরনাথ ভট্টাচার্য্য—(৪১) শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা, শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী—(৪২) হিমালয়-দর্শন, (৪৩) গঙ্গামৃতম্, (৪৪) আমার মা, (৪৫) মনের কথা, (৪৬) সাবিত্রী-চরিত, (৪৭) কৃষ্ণভক্তি-রসামৃত, (৪৮) রত্নাবলী, (৪৯) তারা মা!

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৬। গঙ্গা শান্তনুকে বলিতেছেন যে, এই পুত্র (ভীষ্ম) বশিষ্ঠের নিকট অস্ত্র ও শস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। (৬৭ পৃঃ)।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পিতার আজ্ঞা লইয়া, ভীষ্ম ভৃগুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

মূল মহাভারত

ভীষ্ম বশিষ্ঠের নিকট হইতে বেদ এবং পরশুরাম ও আরও অনেকের নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৭। শান্তনু ভীষ্মকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নিশ্চিন্তমনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তিনি যমুনাতীরে মৃগয়া করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জলে নৌকা বাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া শান্তনু কামপরবশ হইলেন এবং পরিচয়ে তাহাকে দাশরাজের কন্যা জানিয়া, সেই দাশরাজের নিকট গমন করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

শান্তনুর পিতা শান্তনুর প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শান্তনুর "পাটেশ্বরী" নাই—তিনি রাজা হইবেন কি করিয়া? তখন শান্তনু গঙ্গার প্রদত্ত শঙ্খ ও ভীষ্মকে সঙ্গে লইয়া সারা পৃথিবী ঘুরিলেন; কিন্তু কোথাও কন্যা না পাইয়া, হতাশ-মনে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় নারদমুনি আসিয়া বলিলেন,—ধীবরের ঘরে সত্যবতী নামে এক কন্যা আছে, তাহার হাতে এই শঙ্খ লাগিবে এবং তাহাকেই তোমার বিবাহ করিতে হইবে। নারদ মুনির এই কথা শুনিয়া, শান্তনু ও ভীষ্ম দাশরাজের আশ্রমে গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৮। শান্তনু দাশরাজের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন,—আমার এই কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিতে হইবে এবং ইহার গর্ভে সন্তান হইলে, সে রাজ্যের অধিকারী হইবে, আপনি এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। শান্তনু বলিলেন,—আমার রাজ্যের ন্যায়তঃ উত্তরাধিকারী দেবব্রত। সুতরাং আমি এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে পারি না। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে দেবব্রত পিতাকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া মন্ত্রিগণের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, শান্তনু মৃগয়ায় গিয়া একটি সুন্দরী কন্যা দেখিয়া আসিয়াছেন। কন্যার পিতার নিকট তাহাকে প্রার্থনা করায়, দেবব্রতের জন্যই সে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই। মন্ত্রিগণের মুখে এই কথা শুনিয়া, দেবব্রত ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ দাশরাজের নিকট গমন করিলেন এবং তিনি রাজ্য গ্রহণ বা বিবাহ কিছুই করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পিতার জন্য কন্যা আনয়ন করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

৮। নারদমুনির সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া শান্তনু ও ভীষ্ম দাশরাজের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—তোমার কন্যার হাতে আমাদের প্রদত্ত শঙ্খ ঠিক লাগিয়াছে; অতএব তুমি তাহাকে আমায় সম্প্রদান কর। দাশরাজ বলিলেন,—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমার দৌহিত্রকে সিংহাসন দান করিবেন, তবে আমি আপনাকে কন্যা দিতে

পারি। রাজা ভীষ্মের মুখ চাহিয়া ইহাতে অসম্মত হইলে, ভীষ্ম তখন নপুংসক-শিলায় বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি বিবাহও করিব না এবং রাজ্যও গ্রহণ করিব না। ইহার পর শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন।

মূল মহাভারত

৮। কাশীদাসের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৯। পরিচর নামে এক রাজার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া, ইন্দ্র তাঁহাকে নানাবিধ উপহার এবং চেদি রাজ্য দান করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। মৃগমাংসে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন বলিয়া এই রাজা, মহিষীর ঋতুস্নানের দিন মৃগয়া করিতে গেলেন। অরণ্যে মহিষীকে স্মরণ করিতে করিতে কামবশতঃ ইহার বীর্য্যপাত হইলে, সেই বীর্য্য একটি পাতায় মুড়িয়া, শীকারের জন্য হস্তে ধৃত একটি বাজপক্ষীকে দিলেন; বলিলেন,—ইহা লইয়া মহিষীকে দাও। বাজপক্ষী তাহা লইয়া আকাশে উড়িলে, অন্য এক বাজপক্ষী খাদ্যদ্রব্য ভাবিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল এবং উভয়ের যুদ্ধে উক্ত পর্ণপুট যমুনার জলে পড়িয়া গেল। সেই জলে দীর্ঘিকা নামে এক স্বর্গবিদ্যাধরী কোনও মুনির শাপে শফরী অর্থাৎ পুঁটিমাছ হইয়া ছিল। সে উহা পান করিয়া গর্ভবতী হইল এবং দশ মাস পরে ধীবরেরা তাহাকে জালে করিয়া তুলিলে, সে একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসবান্তে মুক্ত হইয়া গেল। পরিচর রাজাকে পুত্রটি দিয়া, কন্যাটিকে ধীবররাজ পালন করিতে লাগিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

৯। প্রদীপ (প্রতীপ ?) নামে এক পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজা সসৈন্যে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার "মুখ্য পাটেশ্বরী" ঋতুমতী হইয়া, একটি চক্রবাককে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চক্রবাক রাজার নিকট রাণীর প্রার্থনা নিবেদন করিলে, তিনি বলিলেন,—আমার যাইবার উপায় নাই। আমার এই বীর্য্য লইয়া যাও, রাণীকে পান করিতে দিও। আকাশ-পথে যাইবার সময় চক্রবাকের মুখ হইতে উক্ত বীর্য্য জলে পড়িয়া গেল এবং একটি বৃদ্ধ বোয়াল মাছ উহা পান করিয়া গর্ভবতী হইল। কিছুকাল পরে ধীবরেরা সেই মাছটিকে ধরিয়া, দাশরাজকে উপহার দেয় এবং মাছের পেট কাটিয়া তিনি একটি কন্যা প্রাপ্ত হন। তাহার নাম "মৎস্যাগন্ধী।"

মূল মহাভারত

৯। কাশীদাসের ন্যায়। অপ্সরার নাম অদ্রিকা।

কাশীদাসী মহাভারত

১০। ক্রমে কন্যাটি বড় হইলে, মুনিগণকে যমুনায় পার করিবার জন্য দাশরাজ তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। একদিন পরাশর মুনি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই সুন্দরী কন্যার পরিচয় অবগত হইয়া, তাহাকে অভিলাষ করিলেন। কন্যা বিনীতভাবে বলিল,—আমি নীচ জাতি, তাহাতে আমার অঙ্গে দুর্গন্ধ, তার উপর আবার

আমি অবিবাহিতা। কিরূপে আপনার কামনা পূরণ করি? মুনি বলিলেন,—আমি বর দিতেছি, তোমার শরীরে পদ্মগন্ধ হইবে; কুমারীধর্ম্মের হানি হইবে না এবং এক মহারাজা তোমাকে বিবাহ করিবেন। তখন মুনির অভিশাপে যমুনায় একটি দ্বীপ উত্থিত হইল এবং তাহা কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইল। সেইখানে পরাশরের ঔরসে এবং কন্যা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১০। ক্রমে কন্যা বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। ইতিমধ্যে একদিন তপোবনে যাইবার জন্য নদীতীরে আসিয়া, পরাশর মুনি দাশরাজকে ডাকিতে লাগিলেন এবং 'তাঁহাকে নদী পার করাইয়া না দিলে অভিশাপ দিবেন' বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। দাশরাজ ভয়ে কোন উত্তর দিলেন না; কন্যাকে বলিলেন,—তুমি গিয়া "মহাচণ্ড ঋষিকে" পার করিয়া দাও। কন্যা পিতৃ-আজ্ঞায় মুনিকে নৌকায় তুলিয়া বাহিয়া চলিয়াছে, এমন সময় তাহার গায়ের দুর্গন্ধে আকুল হইয়া মুনি তাহাকে পদ্মগন্ধ হইবার জন্য বর দিলেন। কন্যার সেই পদ্মগন্ধ এবং অপরূপ রূপে মোহিত হইয়া পরাশর মুনি শৃঙ্গার প্রার্থনা করিলেন। সমুদ্র তাঁহাদিগকে স্থল প্রদান করিলে, সেইখানে বেদব্যাস আবির্ভূত হইলেন।

মূল মহাভারত

১০। কাশীদাসের ন্যায়।

—o—

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন *

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী ১৯২২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

আলোচ্য বিষয়।—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ।

অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

উপযুক্ত-সংখ্যক সদস্যের উপস্থিত না হওয়ায়, অদ্য বিশেষ অধিবেশন স্থগিত রাখা হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।
৫।১২।২৮

————

* পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন ২০এ মাঘ হয়। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয় নেপালের শিল্প বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

চতুর্থ (স্থগিত) ও ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৮এ মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়।—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের নবম ও দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ। অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন। এই পুস্তকের নবম অধ্যায়ের অনুবাদ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

বক্তা ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।
৫।১২।২৮

—o—

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৮এ ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রদর্শন—(ক) ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া-প্রদত্ত পাঁচটি প্রস্তরমূর্ত্তি ও কতকগুলি মুদ্রা, (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-ডি, এম্-এস্ সি, মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় মুদ্রা ও একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং (গ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়-লিখিত "অর্থশাস্ত্রে

সমাজ-চিত্র বা মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" (দ্বিতীয় অধ্যায়) এবং (খ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়-লিখিত "জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব," ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (খ) পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক, (গ) দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, (ঘ) কালিদাস মিত্র বি-এল্ এবং (ঙ) হেমেন্দ্র-নাথ রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে এবং ৮। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। এই বিবরণ গ—পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

৫। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র বা মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে ও শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয়কে তাঁহাদের প্রবন্ধের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে এবং পরিষদের ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে তিনি উক্ত প্রবন্ধ দুইটির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন, এবং শেষোক্ত প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(ক) ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার

(খ) ৺পণ্ডিত জগদ্বন্ধু মোদক

(গ) ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

(ঘ) ৺কালিদাস মিত্র বি এল্

(ঙ) ৺ হেমেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিবার প্রস্তাব করিলে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারিলাল বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী এবং পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও কয়েক বৎসর পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন, তাঁহার জন্য এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করা হউক। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভার দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক মহাশয় বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়া বঙ্গভাষার একটি বড় অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে প্রায় ৪৫ বৎসর কাল বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কৃতী ছাত্র—যেমন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষৎ হইতে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, এই বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন—

(ক) ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া-প্রদত্ত ৫টি প্রস্তরমূর্ত্তি এবং ৬০টি মুদ্রা; (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি ও ১২টি মুদ্রা এবং (গ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রদত্ত ২২৪টি মুদ্রা।

এই সকল মূর্ত্তি ও মুদ্রা প্রদানের জন্য চিত্রশালার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বা[বু] প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।
৫।১২।২৮

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদস্য—শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল রাও বি এ, সম্পাদক, "সাউথ ইণ্ডিয়ান রিসার্চ," ভেপারী, মাদ্রাস। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—

শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালীর' সহঃ সম্পাদক, গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল কাব্যতীর্থ, হেড্ পণ্ডিত, টি সি একাডেমী, ১৩ শিমলা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত জহরলাল চক্রবর্ত্তী, ১ ডাফ্ ষ্ট্রীট; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কাব্যতীর্থ, সেকেণ্ড পণ্ডিত, বিদ্যাসাগর কলেজ; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী ডেস্‌প্যাচ ক্লার্ক, বিডন স্কোয়ার পোষ্ট আফিস। প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত অরুণকুমার দাস, ১৮ শ্রীনাথ দাস লেন, বহুবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ, সঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদঃ—শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার, ১।২ * নারসিং লেন; শ্রীযুক্তা সরোজিনী বসু, শ্রীযুক্ত নিশানাথ বসুর বাটী, সৈদপুর, টাকী (২৪পং); অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এল্ এল্ বি, ১৮ রায় ষ্ট্রট্, ভবানীপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ ডি, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক, ১৩২।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এফ্; কিংস হাস্পাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন, ১৯১ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, সঃ—ঐ, সদঃ শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফীডার রোড, বাঁকুড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, ১৯৪ আপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ব্যারিষ্টার বি এ, আসিষ্টাণ্ট জজ, আলিপুর, (২৪ পং)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদঃ—শ্রীযুক্ত হীরালাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়—(১) যুবরাজ সম্বর্দ্ধনী কাব্য, শ্রীযুক্ত রামবৃন্দ দেব—(২) বিশ্বসংহিতা বা খৃঃ বিংশ শতাব্দীর মানবসমাজ-বিধি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—(৩) বসন্তকুমারী (জীবনী), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৪) শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্ত-পূজাপদ্ধতি, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেববর্ম্মা—(৫) ঊনকোটী তীর্থ (২ খানি), শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ—(৬) যাদব জীবন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—(৭) পল্লীকথা, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—(৮) স্বরাজ, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম্ এ—(৯) সিদ্ধান্তকৌমুদী, ২য় ভাগ, (কারকপ্রকরণম্), (১০) ঐ ঐ, সমাসপ্রকরণম্, (১১) রত্নাবলী, (১২) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ,—(১৩) ব্যাকরণ-কৌমুদী ১ম ভাগ, (১৪) ঐ—৪র্থ ভাগ, (১৫) প্রবন্ধপাঠ, (১৬) মোহমুদ্গর ও মোহকুঠার, শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্র নাথ—(১৭) বল্লালচরিতম্, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় (১৮) বরেন্দ্ররঞ্জন, শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়—(১৯) Purport in English of Yubaraj

Sambardhani Kabya, The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(20) Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, during the year 1920, (২১) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year, 1920-21, (২২) Report on the working of the Co-operative Societies in Bengal, 1920-21, The Chief Inspector of Explosives in India,—(২৩) Twenty-second Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1921. শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—(২৪) Smithsonian Meteorological Tables (4th Revised Edition), (২৫) Uganda Mosses collected by R. Dümmer, (২৬) Cambrian Geology and Paleontology—IV, (২৭) The Smithsonian Eclipse Expeditions of June 8, 1918, (২৮) The Reflecting Power of clouds, (২৯) The Races of Russia, (৩০) Begoniaceae Centrali—Americanae et Ecuadorenses, (৩১) A Lower Cambrian Edrioasterid, (৩২) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1918, (৩৩) Archaeological Investigation at Paragonah—Utah, (৩৪) A Review of the Internationalship of the Cetacea, (৩৫) The Echinoderms as Aberrant Arthropods. (৩৬) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915, (৩৭) Do Do 1916. (৩৮) Proceedings of the Burdwan Divisional Conference, শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুখোপাধ্যায় (৩৯) The Soma Plant, The Secretary, Smithsonian Institution—(৪০) Thirty fifth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1913-14, Part I, The Officer-in-charge, *Indian Museum, Archaeological Section*—(৪১) Indian Museum, Archaeological Section, The Superintendent, Government Printing, India—(৪২) Statistical Tables relating to Banks in India, 1920.

উপহারপ্রাপ্ত পুঁথি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুঁথিগুলির প্রাপ্তি স্বীকার ভ্রমক্রমে যথাস্থানে করা হয় নাই,—

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, বাঘচর, যশোহর—(১)রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসকদম্ব, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চন্দ্র, কলিকাতা—(২) বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী, (৩)মৃগলুব্ধ, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন, লালগোলা—(৪) দেবীমাহাত্ম্য, শ্রীযুক্ত শশধর মুখোপাধ্যায়, টাকী—(৫) গঙ্গার উপাখ্যান, (৬) বজ্র-রক্ষার পালা।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১১। কাশী নগরীতে কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন, এই সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম তথায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ভীষ্ম দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীর বড় বড় রাজারা স্বয়ংবর-সভায় বসিয়া আছেন। তিনি তখন কাশীরাজ এবং উপস্থিত রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য এই তিনটি কন্যাকে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। আপনাদের মধ্যে যাঁহার সামর্থ্য থাকে, তিনি আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন। তাঁহার আহ্বানে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া সমস্ত রাজগণ এবং অবশেষে শাল্ব নৃপতি পরাভূত হইলেন। ভীষ্ম, কন্যা লইয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১১। কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন। তদুপলক্ষে কাশীরাজের দূত আসিয়া ভীষ্মকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি কাশীধামে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এবং পৃথিবীর বিক্রমশালী রাজারা সেই সভায় আসিয়াছিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সমক্ষে তিনটি কন্যাকেই রথে তুলিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া দেবতারা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভীষ্মের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ক্রমে দেবতারা পলায়ন করিলে, ইন্দ্র ভীষ্মের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। অমোঘানন্দন ভীষ্ম, ভৃগু অস্ত্র দ্বারা বজ্র ব্যর্থ করিলে ইন্দ্রও পলাইয়া গেলেন। ভীষ্ম, দেবগণকে পরাজিত করিয়া রাজগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু রাজারা কেহই উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া, ভীষ্ম কন্যা লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন কাশীরাজ নৃপতিমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে,—আপনারা সব মহা মহা বীর উপস্থিত থাকিতে একজন নপুংসক আমার কন্যা হরণ করিয়া লইল? রাজারা বলিলেন—কাশীরাজ, তুমি ভীষ্মকে জান না। তাঁহার নিকট মরিবার জন্য কে যাইবে?

মূল মহাভারত

১১। কাশীদাসের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১২। ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্যের সহিত উক্ত তিনটী কন্যার বিবাহ দিবেন। বিবাহ-সভায় পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় অম্বা নামে কন্যা ভীষ্মকে বলিল,—আমি মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; আমার পিতারও এ বিষয়ে সম্মতি আছে। অতএব আপনি শাল্বকে আনিয়া, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিন। এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, সেই কন্যা শাল্বের নিকট গমন করিল। কিন্তু শাল্বরাজ তাহাকে গ্রহণ না করায়, সে পুনরায় ভীষ্মের নিকট আসিলে, ভীষ্মও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। তখন সেই কন্যা এক অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া, পরজন্মে যেন সে

ভীষ্মকে বধ করিতে পারে, এই সংকল্প করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিল। অম্বিকা ও অম্বালিকা—এই দুই ভগিনীর সহিত ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন।

সপ্তমী মহাভারত

১২। অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুই কন্যার সহিত রাজার বিবাহ হইল। কিন্তু অম্বা নামে অপর কন্যা রাজাকে বরণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, ভীষ্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন সে ভীষ্মকে বলিল যে, আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি; তুমি আমাকে বিবাহ কর। ভীষ্ম বলিলেন,—আমি রাজ্য ও স্ত্রী, কিছুই গ্রহণ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া, নপুংসক হইয়াছি; সুতরাং তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না। কন্যা অনেক অনুরোধ করিল। কিন্তু ভীষ্ম কিছুতেই সম্মত না হওয়ায়, তখন সে ভৃগুরামের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহাকে নিবেদন করিল যে, আপনার মুখ্য শিষ্য দুরাচার ভীষ্মকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব ধর্ম্মতঃ সে আমার পতি। আপনি ভীষ্মকে আমার স্বামী করিয়া দিউন। কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরশুরাম তাহাকে সান্ত্বনা-দানপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট আসিয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, পরশুরাম তের দিন ধরিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াও, যখন কিছু করিতে পারিলেন না, তখন কন্যা পরজন্মে ভীষ্মকে বধ করিবার সংকল্প করিয়া, অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করিল। পরশুরামও ভীষ্মকে অভিশাপ দিলেন,—তুমি সত্য রক্ষার জন্য রাজকন্যাকে উপেক্ষা করিলে, অতএব ইহার হাতে তোমার মৃত্যু হইবে।

মূল মহাভারত

শাল্বকে মনে মনে পতি বরণ করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম তাহাকে ত্যাগ করেন। তার পর এসম্বন্ধে আর কোনও কথা মূলে নাই।

নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র, ১৯এ মার্চ্চ, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন-পুথির বিবরণ-পাঠ, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন রৌপ্য-মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের লিখিত "বুদ্ধঘোষের টীকা" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিভারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত "বুদ্ধঘোষের টীকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি দুষ্প্রাপ্য রৌপ্য 'পুরাণ' মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ও প্রদাতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

৭। নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরলোকগত সাহিত্যিকগণের নাম পাঠ করিলেন—

(ক) কুমার হরিপ্রসাদ রায় (পোস্তা রাজবাটী, কলিকাতা)

(খ) অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ (বৈদ্যনাথ)

(গ) দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (কলিকাতা)

(ঘ) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (চট্টগ্রাম)

(ঙ) কুলদাকান্ত ঘোষ (দিনাজপুর)

(চ) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, (হাওড়া)

(ছ) শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং পরলোকগত মহাত্মাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণ যে ভোট পাইবেন, তাহা পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৫৩ শিবপুর রোড, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩৬,৪।১ বেণেটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্ সি, ইউনিভারসিটি কলেজ অব সায়ান্স, ৯২ আপার সার্কুলার রোড, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত, ইঞ্জিনিয়ার, ২২।১ রায়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এম্ এ, বি এল্ ব্যারিষ্টার, ১৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, ৯।১ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন, ৫০ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সলিসিটার, ১০৬ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন, পোষ্টমাষ্টার, শিমলা ডাকঘর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রভাতচন্দ্র মিত্র এম্ বি, ২২৩ বৌবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী, ৩ কেদারদাস লেন, দমদম জংসন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার বি এ, ১২।১ নিকাশীপাড়া লেন, শ্যামবাজার।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, উপহৃত পুস্তক—(১) The Bhela Samhita (Samskrit Text). শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২) ব্রহ্মর্ষির উপদেশ-মালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু—(৩) ধর্ম্ম বা রত্নপুরী, শ্রীযুক্ত মতিলাল লাহা—(৪) সচিত্র কার্পাস।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১৩। বিবাহের কিছুকাল পরে যক্ষ্মারোগে বিচিত্রবীর্য্য দেহত্যাগ করিলে, বধূদ্বয়ের সহিত সত্যবতী শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। পরে যথাবিধি প্রেতকর্ম্ম সমাধার পর, সত্যবতী পুত্র উৎপাদন এবং রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা অটল। তিনি বলিলেন,—সূর্য্য তেজ, চন্দ্র শৈত্য এবং ধর্ম্মরাজ যদি সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি গঙ্গার নন্দন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। তবে আমি উপায় বলিয়া দিতে পারি। পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিলে, ক্ষত্রিয়-কামিনীরা ব্রাহ্মণের ঔরসে নিজ নিজ বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা, মহাসুর বলির ক্ষেত্রে পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। আপৎকালে এইরূপ নীতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অতএব পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, যথাকর্ত্তব্য স্থির করুন। এই সময় সত্যবতী ভীষ্মকে জানাইলেন যে, তাঁহার কুমারী অবস্থায় ব্যাসদেব তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভীষ্মের অনুরোধে সত্যবতী ব্যাসকে আহ্বান করেন এবং ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও দাসীর গর্ভে মহামতি বিদুর জন্মগ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১৩। ভীষ্ম, সত্যবতীর নিকট বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু-সংবাদ জানাইলে, তিনি অনেক কাঁদা-কাটা করিয়া, শাস্ত্রানুসারে পিণ্ডাদি দান করাইলেন। পরে তিনি ভীষ্মকে রাজা হইবার জন্য অনুরোধ করিলে, ভীষ্ম বলিলেন,—আপনি সব জানিয়া শুনিয়া কেন আমাকে অনুরোধ করিতেছেন? আমি জীবিত থাকিতে কখনই রাজত্ব গ্রহণ বা বিবাহ, কিছুই করিব না। ঠিক এই সময় সেখানে নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিলেন,—ভীষ্ম যে রাজ্য গ্রহণ করিবে না, তাহা ত সকলেই জানে। তুমি তোমার পুত্র ব্যাসকে ডাকিয়া আনাও। তাঁহার ঔরসে তোমার পুত্রবধূর গর্ভে "গোলক" পুত্র উৎপন্ন হইলে, শাস্ত্রানুসারে সেই পুত্রই রাজ্যের অধিকারী হইবে। নারদের উপদেশ অনুসারে সত্যবতী ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলে, তাঁহার ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মগ্রহণ করেন।

মূল মহাভারত

১৩। কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী ও মূল মহাভারতে

১৪। ইহার পর মাণ্ডব্য উপাখ্যান আছে।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১৪। মাণ্ডব্য উপাখ্যান নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

১৫। নানাবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পর, কুমারগণের যৌবনকাল দেখিয়া, ভীষ্ম তাহাদের বিবাহের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভীষ্ম জানিতে পারিলেন যে, যদুবংশীয় সুবল রাজার গান্ধারী নামে একটি কন্যা আছে। তখন ভীষ্ম, সুবলের নিকট দূত পাঠাইয়া, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ স্থির করিলেন। সুবল, জ্যেষ্ঠপুত্র শকুনির সহিত গান্ধারীকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিলে, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

সপ্তমী মহাভারত

১৫। কুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, ভীষ্ম ব্যাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—কুমারগণের এখন বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। অতএব কাহার ঘরে কন্যা আছে, আপনি বলুন। আমি নিজের বাহুবলে তাহাদিগকে হরণ করিয়া আনিব। ব্যাসদেব সুবল রাজার কন্যা গান্ধারীর নাম করিলে, ভীষ্ম একাকী রথে চড়িয়া গিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন এবং গান্ধারীকে আনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ দিলেন।

মূল মহাভারত

১৫। কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১৬। যদুবংশে শূর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অপুত্রক কুন্তিভোজ নৃপতিকে নিজের পৃথা নাম্নী কন্যা পুত্রিকারূপে দান করেন। এই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ংবর-সভায় অন্যান্য রাজগণের সমক্ষে পাণ্ডুকে বরণ করিলে, ভোজরাজ পাণ্ডুর সহিত ইহার বিবাহ দেন।

সপ্তমী মহাভারত

১৬। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর ভীষ্ম, ধনু হাতে লইয়া, ভোজরাজ পৃথুর নিকট গেলেন। পৃথু তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম বলিলেন,—তোমার কুন্তী নামে এক কন্যা আছে। পাণ্ডুর সহিত তুমি তাহার বিবাহ দাও। পাণ্ডুকে কন্যাদান করিতে রাজার মনে মনে ইচ্ছা ছিল; তাহার উপর ভীষ্মকেও তিনি আবার ভয় করেন। এই দুই কারণে তিনি কন্যাটিকে আনিয়া ভীষ্মের নিকট দিলেন। হস্তিনায় আসিয়া ভীষ্ম, উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন করিলেন।

মূল মহাভারত

১৬। কাশীদাসীর ন্যায়।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

[রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার সাহিত্য-সুধাকর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের জন্য আহূত।]

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১এ মে, রবিবার অপরাহ্ণ ৫½টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার উদ্বোধনে সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের বহু সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিলেন এবং পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ এবং স্নেহের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং জানাইলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে তিনি পরিষদের বহুদিন সেবা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কালিদাস-সমিতির পক্ষ হইতে ৺বিহারী বাবুর জন্য অন্যত্র অনুষ্ঠিত শোক-সভায় গীত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়-রচিত "শোক-সঙ্গীত" গান করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন, "স্বর্গীয় বিহারী বাবুর সহিত আমার প্রায় ৩৮ বৎসরের আলাপ। তিনি গান-বাজনার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রথের সময় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম গান লেখেন। তাহার পর বিহারী বাবু সেই ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রথম প্লেগের সময় আমাদের সংকীর্ত্তন-সম্মেলনের জন্য বহু গান রচনা করিয়া দেন। ২০০ লোক লইয়া এই সম্মেলনে সঙ্গীত হইত; ৮টা সম্প্রদায় গান করিত। তিনি থিয়েটারে অভিনয় করিতে শিক্ষা দিতেন। পরিষদের অনেক কাজে, অনেক অনুষ্ঠানে—সাহিত্য-সম্মিলনে, সমিতি সভায় গান রচনা করিয়া দিতেন। তিনি চৌকাবন্দী গান রচনা করিতেন। আমাদের একটা কুস্তীর আখড়া ছিল। বেণী ওস্তাদজী গুরু ছিলেন। সেখানে তিনিও কুস্তি করিতেন। রবীন্দ্রবাবু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার গানের সম্পদ্ নিজস্ব ছিল। গান বাঁধিয়া তাল মানের জন্য প্রায় রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথের নিকট দেখাইতে যাইতেন। গান রচনায় ও তাহাতে সুর যোজনায় তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও সিদ্ধহস্ততা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি ইংরেজিতেও বক্তৃতা করিতেন।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

"বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক, বঙ্গভাষায় বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার সাহিত্যসুধাকর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, "বিহারী বাবু নবীন লেখকদের গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়া উৎসাহ দিতেন। ধর্ম্মের কথা ও আলোচনায় তিনি ভাবাবিষ্ট হইতেন। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর বলিতেন, বিহারী বাবু সমসাময়িক গান ও ভক্তিরসের গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরচরিতে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনার সমালোচনায় তিনি সৎসাহস, নির্ভিকতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যাত্রা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন—এমন কি সাধারণঃ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় বসিয়া শুনিতেন।"

ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন যে, বিহারী বাবু ঢাকুরিয়া বহুবার গিয়া তাঁহাদের

লাইব্রেরীতে বক্তৃতাদি দিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল—কোন সময়ে তাঁহার জ্যোতার নাভিশ্বাস দেখিয়াও তাঁহাকে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য মনোনিবেশ করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে ও লেখায় ফুটিয়া উঠিত। সমাজের দৌর্ব্বল্য দেখিলে তিনি 'বঙ্গবাসী'তে তাহার সমালোচনা করিতেন, কিন্তু সে সমালোচনায় বিদ্বেষের চিহ্ন থাকিত না। তিনি তাঁহার বিধবা কন্যাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং নিজ গৃহখানিকে আদর্শ হিন্দুগৃহের মতই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্ত ছিলেন; এবং তিনি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল রকম আলোচনা করিতেন। স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন ও স্বর্গীয় মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতিসভায়—টাউন-হলে তিনি ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

'বঙ্গবাসী'র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারী বাবু বঙ্গসাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইহলোক জয় করিয়াছেন—যেহেতু নানা সভাসমিতিতে তাঁহার অমর স্মৃতি কীর্ত্তিত হইতেছে; তিনি পরলোকও জয় করিয়াছেন—কেন না তিনি ৺কাশীতে পরলোক গমন করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বিহারী বাবু বিশেষ প্রভুভক্ত ছিলেন। তিনি গবর্মেণ্ট কর্তৃক 'রায় সাহেব' খেতাব পাইলে পর, তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সভা হয়। সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই সম্মান তাঁহার প্রাপ্য নয়—যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রাপ্য, কেন না 'বঙ্গবাসীর' প্রাণস্বরূপ যোগেন্দ্রচন্দ্রের কৃপায় এই 'বঙ্গবাসী' পত্রের সম্পাদন-ভার থাকায় গবর্মেণ্ট তাঁহাকে এই রাজসম্মান দান করিয়াছেন।

তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—"এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারী বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি ভক্তিমান্, ভাবুক ও সুকবি ছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি যাহা-কিছু চিত্তাকর্ষক দেখিতেন, তাহার সম্বন্ধেই ভাবাবেশে গান রচনা করিতেন। ধর্ম্মব্যাখ্যাদি শ্রবণে তিনি ভক্তি-গদ্গদ-ভাবে কাঁদিয়া উঠিতেন।

অতঃপর এই দ্বিতীয় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—"সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও বন্ধু 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত হউক এবং তজ্জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, বিহারী বাবু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই, নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তিনি একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী দেখিলেই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তাঁহার জীবন একটা Object Lesson.

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, বিহারিলালের বক্তৃতায় ভাবুকতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা দেশীয় ভাবপূর্ণ ছিল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, বিহারী বাবু আদর্শ হিন্দুপরিবারের মত নিজ বাড়ীখানি গড়িয়াছিলেন। বাড়ীর সকলকেই সেই-ভাবেই শিক্ষা দীক্ষা দিতেন। হিন্দুসমাজের মুখপত্ররূপে তিনি 'বঙ্গবাসীর' সুর বজায় রাখিয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র মত সুরের কাগজ একখানিও নাই। পরিষদের বহু অনুষ্ঠানের জন্য তিনি গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি একজন নিরভিমান ব্যক্তি ছিলেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"৺বিহারিলাল ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। জীবনে তিনি অনেক শোক তাপ পাইয়াছেন। সুখের বিষয়, তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র ও আমার ছাত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ সরকারকে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া গিয়াছেন।"

অতঃপর এই সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, রবিবার, ২১এ মে, অপরাহ্ণ ৬টা।

[কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত]

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য

সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"চট্টগ্রামের কবি বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুরাগী সদস্য জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের অকালে পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি ৺জীবেন্দ্র বাবুর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, কবি-প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই জীবেন্দ্রকুমার পরলোকগমন করিয়াছেন—ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয়। তিনি যশের জন্য কবিতা লিখিতেন না—তাঁহার কবিতার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল—প্রাণের প্রেরণায় তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তিনি ফরমাইসে কবিতা লিখিতেন না। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"—তিনি কবিতার দ্বারা হৃদয়ের নানা ভাব পরিস্ফুট করিতেন। গ্রীকরা বলিতেন,—কবিতার মধ্যে উদাত্ত গাম্ভীর্য্য (high seriousness) থাকা আবশ্যক—ইহাই কবিতার প্রাণ। জীবেন্দ্রকুমারের কবিতায় তাহা সম্পূর্ণভাবে আছে। তিনি অল্প বয়সেই পঙ্গু ছিলেন এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না—এই জন্য তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন যে, এই দেহ যেন গেলেই ভাল হয়, পরে পুনরায় বলিতেন, "এই দৈহিক যন্ত্রণা ও দরিদ্রতা বিধাতার দান, সহ্য করিতেই হইবে।" যে চট্টল-ভূমিতে কবি নবীনচন্দ্রের জন্ম, সেই ভূমিতেই জীবেন্দ্রকুমার জন্মিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র বলিতেন—"এই চট্টলমাতা কবিজননী হইবার উপযুক্ত।" যাঁহারা চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জীবেন্দ্র-কুমারের চট্টগ্রামে জন্ম সার্থক হইয়াছিল। তিনি পরিষদের প্রতি শোক-সভায় ও সংবর্দ্ধনা-সভায় জন্য কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইতেন।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"তিনি

চট্টগ্রামে যখন ছিলেন, তখন জীবেন্দ্রকুমারের বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন। জীবেন্দ্রকুমার পঙ্গু ছিলেন বলিয়া বেশী লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা করিতে পারেন নাই। তিনি নানা মাসিক ও সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিতেন; অনেক কবিতা গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে জীবেন্দ্রকুমার, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও তিনি মিলিয়া সাহিত্যালোচনার জন্য প্রতিমাসে প্রতি মঙ্গলবারে 'মঙ্গল-মিলন' নামক একটি সাহিত্যালোচনা সভা স্থাপিত করেন। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে তাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলন করিয়া বেড়াইতেন। চট্টগ্রামে, পটিয়ায়, কবি নবীনচন্দ্রের শ্মশান-ভূমিতে, সাতকানিয়া ও সরোয়াতলীতে এবং অন্যান্য স্থানে এই সম্মিলন হয়। জীবেন্দ্রকুমার অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই সকল সম্মিলনের জন্য গান ও কবিতা লিখিতেন। বঙ্গের এমন কোন সাহিত্য-সম্মিলন হয় নাই, যাহাতে জীবেন্দ্রকুমারের কবিতা পঠিত হয় নাই। অকালে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে মুষ্টি-ভিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুষ্টি-ভিক্ষা হইলেও, স্বর্ণমুষ্টি এবং চিরদিন লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরলোকগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এই চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

তৎপরে এই অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৯) ২১এ মে, রবিবার—অপরাহ্ণ ৬া০টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য,
সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালা

হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় সূদ-বিদ্যা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়-লিখিত "শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ-দশক" নামক প্রবন্ধ, ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় মুকুন্দদেব মুখো-পাধ্যায় এম্ এ বি-এল্, বাহাদুর, (খ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন সি আই ই, বি এল্ বাহাদুরের পরলোকগমনে, ৭। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত নবম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ১৪ জন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হন। 'ক' পরিশিষ্টে নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা প্রদত্ত হইল।

৩। শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী মহাশয়ার প্রদত্ত ৪৯খানি এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-প্রদত্ত ২৬খানি প্রাচীন পুথির নাম পঠিত হয় ও প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তৎপরে ৪১খানি উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত বাঙ্গালা পুস্তক ও ২২খানি ইংরেজি পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। (খ—পরিশিষ্টে পুথি ও পুস্তক-তালিকা দেওয়া হইল।

৪। সময়াভাবে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণের পাঠ স্থগিত রাখা হইল।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "ভারতীয় সূদবিদ্যা" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রাখা হয়। (খ) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় তাঁহার লিখিত "শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ-দশক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক জানাইলেন যে, শ্রীচৈতন্য 'জগন্নাথ-দশক' লিখিয়াছিলেন কি না, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিতে চাহেন যে, তাঁহার বাড়ীতে ২০০ বৎসরের ঊর্দ্ধ কালের লিখিত একখানি প্রাচীন পুথি আছে, তাহাতে 'জগন্নাথ-দশক' লিখিত আছে। পূর্ব্বে যে, 'জগন্নাথ অষ্টক বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হয় ত অসম্পূর্ণ পুথি দেখিয়া লিখিত এবং তাহাও ভ্রম-পরিপূর্ণ। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত শিববাবুকে এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের পরলোকগমনে ও রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট তাঁহাদের শোকে সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় মুকুন্দ বাবু তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় ও দেশপূজ্য পিতা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র পরিষদে দান করিয়াছিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত লর্ড কর্ণ-ওয়ালিসের আমলের একখানি দানবিক্রয়ের মূল দলিল (দানপত্র) প্রদর্শন করিলেন এবং প্রদাতাকে পরিষদের ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইলে সভা-ভঙ্গ করা হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—মেজর: এস্ বি দাস, এফ্ আর জি এস্, ৩২৬ বিডন ষ্ট্রীট, ডাফ্ হোষ্টেল; শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ কাব্যবাচস্পতি, সম্পাদক, বাটাজোড় সাধারণ লাইব্রেরী, হেড পণ্ডিত জাতীয় বিদ্যালয়, পোঃ বাটাজোড় (বরিশাল); শ্রীযুক্ত দ্বিজবর সাহা, ৭৭ গ্রে ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার বি এ, ভাগবতরত্ন, ৩০২ আপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বরদাচরণ দত্ত এম্ এ, ২১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৬।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল, ৪৩ কলুটোলা ষ্ট্রীট; প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার দত্ত এম্ এ, সম্পাদক—"আশীর্ব্বাদ", ২৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্, সম্পাদক—নদীয়া-শাখা-পরিষৎ, কৃষ্ণনগর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী এম্ এ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি এল্, সবজজ্, শ্রীহট্ট; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্যাল, এম, এ, অধ্যাপক, মুরারীচাঁদ কলেজ, সম্পাদক, সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রীহট্ট শাখা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, ১ সরকার-বাই লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার, ১১ নর্থ টালা রোড, বেলগাছিয়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত চামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৯এ হোগলকুঁড়িয়া গলি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ৪১বি, বলদেপাড়া রোড, মাণিকতলা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, উপহৃত পুস্তক—(১) প্রেম ও প্রকৃতি তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের কার্য্যাধ্যক্ষ, কাশী—(২) পুরাণ-তত্ত্ব (১ম খণ্ড), শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—(৩) তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ, (৪) ভক্তিরসায়নম্, (৫) চাণক্যসূত্রাণি, শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার—(৬) পাশ্চাত্য-ধর্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা, (৭) শ্রীরামচরিত, শ্রীযুক্ত জয় দেবপ্রসাদ

সর্ব্বাধিকারী—(৮) য়ুরোপে তিন মাস, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু—(৯) নালন্দা, শ্রীযুক্ত অসিত-কুমার হালদার,—(১০) অজন্তা, (১১) বাগগুহা ও রামগড়, (১২) হো-দের গল্প, শ্রীযুক্ত নয়ন-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৩) তরু-শিশু, (১৪) আদর্শ মহিলা, (১৫) কবিকঙ্কণচণ্ডী (সচিত্র), শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ,—(১৬) শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৭) প্রভাত-স্বপ্ন, (১৮) ভূলের খেলা, (১৯) সুখের মত, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—(২০) আমার য়ুরোপ ভ্রমণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(২১) রাজরাণী, (২২) মলিন মুকুল, (২৩) শাপাবসান, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(২৪) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়—(২৫) গাছপালা, শ্রীযুক্ত মতিলাল দে—(২৬) শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়—(২৭) উত্তরপাড়া-বিবরণ, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ—(২৮) পঞ্চশস্য, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—(২৯) গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৩০) উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজাপ্রয়োগ, শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গ-ভূষণ রায়—(৩১) শ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—(৩২) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—১৩শ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর—(৩৩) জাতীয়-শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—(৩৪) ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—(৩৫) ব্যাকরণ-কৌমুদী (২য় ও ৩য় ভাগ), (৩৬) গুপ্তরত্নোদ্ধার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—(৩৭) বারাণসী, শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার—(৩৮) নালন্দা, (৩৯) সধবার-একাদশী, (৪০) নীলদর্পন, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা—(৪১) কান্তকবি রজনীকান্ত। The Superintendent, Govt, Printing, India—(৪২) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 6, [The Temples at Palampet], (৪৩) Do, Do, No. 11, [Some recently added Sculptures in the Provincial Museum, Lucknow], (৪৪) Review of Agricultural Operations in India, 1920—21, (৪৫) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India, 1920-21 The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book-Depot—(৪৬) Administration Report of the Excise Department, Bengal, for the year 1920—21, (৪৭) Bengal Legislative Council Proceedings. vol. V, (৪৮) Do. vol.VI. (৪৯) Do. vol.. VII, No 1, (৫০) Do. vol. VII. No 2, (৫১) Do. vol. VII. No 3, শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার—(৫২) A Mid-Victorian Hindu, (৫৩) The English Diary of an Indian Student, (৫৪) Ram Mohan Ray and Hinduism, The Director, Geological Survey of India—(৫৫) Records of the Geological Survey of India, vol. LIII, Part 2, 1921, (৫৬) Memoirs of the Geological Survey of India, vol. XLVIII, with maps, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—(৫৭) Sir Gooroodas Banerjee, The Secretary, Smithsonian

Institution—(৫৮) Excavation of a site at Santiago Ahnitzotla, D. F, Mexico, (৫৯) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1919. The Registrar, Calcutta University—(৬০)Address by Sir Ashutosh Mukherjee Kt., C. S. I. at the Annual convocation for Conferring Degrees, March 18, 1912, (৬১) Address by H. E. the Right Honourable Lawrence John Lumley Dundus Earl of Ronaldshay at the Annual Convocation, 18th March, 1912, The Surveyor General of India—(৬২) General Report on the Operations of the Survey of India, during 1920—21, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—(৬৩) Journal of Bengal Academy of Literature, 1893–94, Vol I. (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।)

উপহারপ্রাপ্ত পুথির তালিকা

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, কোটালীপাড়া—(১) মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, (২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৩) উড্ডীশতন্ত্র, (৪) প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা, (৫) পদাঙ্কদূত, (৬) কৃৎ-প্রকরণ, (৭) কাতন্ত্রবৃত্তি-পঞ্জিকা (সন্ধি), (৮) গোপাল চরিত, (৯) মনোদূতাভিধান—১ম পরিচ্ছেদ, (১০) কুণ্ডিকা, শাট্যায়ন মন্ত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যা, (১১) কলাপচন্দ্র (কলাপ-ব্যাকরণের টীকা), (১২) ব্যাখ্যাসার (কলাপের টীকা), (১৩) উনাদিবৃত্তি (কলাপীয়) (১৪) পদাঙ্কদূত, (১৫) কলাপচন্দ্র, (১৬) কাতন্ত্রবৃত্তি-পঞ্জিকা (নাম) (১৭) কলাপসূত্র, (১৮) কমলোদয় (রামচরিত্র-বিষয়ক কাব্য), (১৯) মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর টীকা, (২০) নির্ব্বাণতন্ত্র, (২১) শান্তিশতক, (২২) শ্রুতবোধ, (২৩) ক্রমমঞ্জরী, (২৪) অনুমরণ, (২৫) অমরকোষ, (২৬) শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস। শ্রীযুক্ত মহামায়া দেবী, কলিকাতা। (২৭)—বিশ্বসারতন্ত্র, ৩ খানি, (২৮) ভূতডামর তন্ত্র, (২৯) ভূতশুদ্ধি-তন্ত্র, (৩০) নিরুক্ত তন্ত্র, (৩১) উত্তর-তন্ত্র, (৩২) শাক্তাভিষেক, (৩৩) সংক্ষেপ-পুরশ্চরণ-বিধি, (৩৪) জপ-প্রয়োগ, (৩৫) পুরশ্চরণপ্রয়োগাদর্শ, (৩৬) জপ-প্রয়োগ, (৩৭) ষট্চক্র-বিবরণ, (৩৮) নিগমলতা, (৩৯) যোগসারতন্ত্র, (৪০) পুরশ্চরণ-রসোল্লাস, (৪১) কর্ম্মবিপাক, (৪২) অনধ্যায় ও তর্পণবাক্য, (৪৩) দায়াধিকারক্রমসংগ্রহ, (৪৪) ধর্ম্মদীপিকা, (৪৫) ভাষারত্ন, (৪৬) দায়ভাগ, (৪৭) ধীমামোদকরী (দায়ভাগের টিপ্পনী), (৪৮) শ্রাদ্ধতত্ত্ব, (৪৯) গ্রহযাগতত্ত্ব, (৫০) নবগ্রহমন্ত্র-ব্যাখ্যা, (৫১) বৃষোৎসর্গপ্রমাণ, (৫২) বাস্তুযাগতত্ত্ব, (৫৩) প্রায়শ্চিত্ত-লক্ষণ বিচার, (৫৪) সংকৃত্য-মুক্তাবলী, (৫৫) প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক, (৫৬) পুরশ্চরণ-রসোল্লাস, (৫৭) শুদ্ধিতত্ত্ব, (৫৮) শুদ্ধিতত্ত্বকারিকা, (৫৯) উদ্বাহতত্ত্ব, (৬০) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, (৬১) আহ্নিকতত্ত্ব, (৬২) দত্তক-নির্ণয়, (৬৩) দত্তকীবিধি, (৬৪) দায়তত্ত্ব, (৬৫) একাদশীতত্ত্ব, (৬৬) মলিম্লুচতত্ত্ব, (৬৭) কবিকল্পদ্রুম (ধাতুপাঠ,)

(৬৮) শ্রীমদ্ভাগবত—১ম স্কন্ধ (সটীক), (৬৯) ভগবদ্‌গীতা, (৭০) মহাভারত—আদিপর্ব্ব, (৭১) ঐ উদ্যোগপর্ব্ব, (৭২) কাশীখণ্ড, (৭৩) অধ্যাত্ম-রামায়ণ।

—————

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

৩রা আষাঢ় ১৩২৯, ১৭ই জুন—শনিবার, অপরাহ্ণ ৬॥ টা।

[আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আহূত]

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন এবং তৎপরে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"বাল্যকাল হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সহিত আমি পরিচিত ছিলাম। 'বঙ্গবাসী'র সম্পর্কে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র তখন 'বঙ্গবাসী'র লেখক ছিলেন। সভাপতি মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন যে, অক্ষয়চন্দ্র খাঁটী বাঙ্গালা-নবীশ ছিলেন। আজকাল 'স্বদেশী নন্-কো-অপারেশন' প্রভৃতি হইতেছে, কিন্তু ১৮৯৬ সালে 'বঙ্গবাসী'তে তিনি দেশীয় ভাব, দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রচার ও স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য ধারাবাহিকভাবে লিখিতেন ও নিজে সেই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন এবং এই সকল প্রচলনের জন্য বহু অর্থ-ব্যয়ও করিয়াছিলেন। ইংরেজি-শিক্ষিত ও সাহেবী চালচলনের পক্ষপাতীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে "আর্য্যামী ও সাহেবীয়ানা" লিখিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্য—বিশেষতঃ ছড়া-পাঁচালী রক্ষার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সর্ব্বজন-বিদিত ছিল। দাশুরায়ের পাঁচালী সংগ্রহের জন্য নানাস্থানে অক্ষয়চন্দ্র নিজে ঘুরিয়াছিলেন। বড়ায় এই পাঁচালী সংগ্রহের সময় আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। অক্ষয় বাবুর সময়কে বাঙ্গালার বৈঠকী যুগ—বঙ্কিম যুগ অথবা Augustan Period বলা যায়। ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রাজকৃষ্ণ, ভূদেব, হেমচন্দ্র আর অদ্যকার সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়—ইঁহাদের মধ্যে আলোচনা পরামর্শ হইত, বৈঠক হইত। শাস্ত্রী মহাশয় গেলেই, সে যুগের পরম্পরা যাইবে। আমাদের কথা কহিতে তাঁহারা শিখাইতেন।

এখন আর সে সঞ্জীবতা নাই ; বাঙ্গালার সে মজলিশও আর নাই। হেমচন্দ্র কবিতা লিখিতেন, আড্ডায় দেখাইতেন—অক্ষয়চন্দ্রকে দেখাইতেন। অনেকে জানেন বঙ্কিমের "কমলাকান্তের দপ্তরের" অনেক লেখা অক্ষয়চন্দ্রের। বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল, দেশের দিকে—অক্ষয়ের দৃষ্টি—দেশের শিল্প, বাণিজ্য—রোগ শোক প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে। আমরা যাহাকে Patriotism বলি—অক্ষয়চন্দ্রের তাহা ছিল ; দেশাত্মবোধ তাঁহারই ছিল। সে বঙ্কিমযুগ—সেই First Class intellect এর যুগ চলিয়া গিয়াছে। ১৮৩৭ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার একটা area র মধ্যে হালিসহর, কাঁঠালপাড়া, চুঁচুড়া, বাঁশবেড়ে হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এই স্থানটুকুর মধ্যে কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষীর উদ্ভব হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। সন্দর্ভ, ভাষা, কবিতা, গদ্যপদ্য প্রভৃতি নূতন পদ্ধতিতে রচনা এই সময় হইতেই সুরু হয়। আমাদের সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় সে যুগের শেষ শিবরাত্রের সলিতা—তিনি বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাকে popularise করিয়াছেন। তিনি সে যুগের ব্যাখ্যাতা, পরামর্শদাতা, বিশ্লেষণকারীদিগের শেষ। সাহিত্য-পরিষৎ অক্ষয়চন্দ্রের চিত্রপ্রতিষ্ঠা করিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর মনস্বিগণকে দেখিয়া—তাঁহাদের রচনা পাঠ করিয়া, উপদেশাবলী গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে বাঙ্গালী কোন্ শুভক্ষণে হয় ত অমৃত উদ্গীরণ করিয়া দেশকে ধন্য করিবে। বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যাখ্যা করিয়া অক্ষয়চন্দ্র অমর হইয়াছেন—'বন্দে মাতরম্' ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অমর হইয়াছেন। বাঙ্গালী অমর ; এই সকল মহাত্মার ভাব ও প্রভাব বাঙ্গালী জীবনে অনুস্যূত হউক। আমরা সেই পথের পথিক—আসুন, আমরা তাঁহাদের কাজের ধারা বজায় রাখিবার চেষ্টা করি।

তৎপরে চুঁচূড়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয় স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্রের লিখিত ' ভাই হাততালি" নামক সন্দর্ভ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—"অক্ষয়চন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় প্রথম "বঙ্কিম-উৎসবে"। তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি। বাঙ্গালার ভিতর দিয়া অনেক রকম সভ্যতার ঢেউ বহিয়া গিয়াছে। সকল স্তরের চিহ্নই বাঙ্গালায় রহিয়া গিয়াছে। অক্ষয় বাবু বলিতেন, যেখানে যাত্রা হইবে, সেখানে যাইবে। তিনি দেশীয় যাত্রা গান পাঁচালী ভাল বাসিতেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ মহাশয় বলিলেন,—"আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র আমাকে ল্যাস্কেটের পরিবর্ত্তে কলম ধরাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় লেখাপড়ার অনুরাগ আমি তাঁহারই প্রভাবে অর্জ্জন করিয়াছিলাম। তিনি আদর্শ হিন্দু ছিলেন ; চরিত্রও তাঁহার আদর্শ ছিল। তখনকার প্রবীণ লেখকগণের মধ্যে এরূপ চরিত্রবান্ লোক বিরল ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার মুরব্বী হইয়াও তিনি সেই কালের স্বদেশী ভাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ছিলেন ; ৺ভূদেব প্রথম আচার্য্য।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের বিষয়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষী বক্তৃগণ অনেক কথা বলিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে সাহিত্য

মহারথী অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দুই এক কথা বলিব মাত্র। অক্ষয়চন্দ্রের রচনার বিশিষ্টতা ছিল—তাঁহার সমালোচনায় ও অনুবাদে। সমালোচকের মত কটমট ভাষা তাঁহার ছিল না। 'বীণাপাণি' মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'ঈশ্বরোপাসনা" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় 'পূর্ণিমা' মাসিকপত্রে অক্ষয়চন্দ্রের ঐ প্রবন্ধের কঠোর দুর্নীতির ভাষার প্রতি কটাক্ষপাত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অনুবাদের ক্ষমতার একটু পরিচয় দিতেছি। এদেশে এক চা-কর ইংরেজ কোম্পানী চা প্রচলনের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য এই কথাটি কতিপয় সাহিত্যিকের নিকট অনুবাদের জন্য পাঠাইয়াছিলেন,—'A cup that cheers but does not inebriate" অনেকেই অনুবাদ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমবাবুই অনুবাদগুলির পরীক্ষক নির্ব্বাচিত ছিলেন। তিনি অক্ষয়চন্দ্রের অনুবাদই শ্রেষ্ঠ অনুবাদ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। অক্ষয়চন্দ্র অনুবাদ করেন,—"হাসায় কিন্তু মাতায় না" আর অনুবাদক ছিলেন,—অক্ষয়কুমার দত্ত ও পরে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ইঁহার ম্যাকবেথ অনুবাদে। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়দাদা খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা সকলেই বলিবেন—তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন কি না, তাহা কেহ বলেন নাই। প্রথম বঙ্কিম-উৎসবের সময় অক্ষয়দাদা আমাদের বাড়ীতে (বর্ত্তমান ৺বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র—৺সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্ম্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভাবটা ভাল কি না? তিনি বলিলেন,—শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় হইলে বলিতে পারি না। উপাসক-সম্প্রদায় পড়িয়াছ? অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ উহাতে আছে। উহা হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মের সম্প্রদায়—যথা, ইংরেজ মুসলমান প্রভৃতিদের ধর্ম্ম আলোচনা করিলে বলিতে পারি। আমি বলিলাম,—আপনার সাম্প্রদায়িক ভাব দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন,—গীতার "যে যথা মাং" ইত্যাদি শ্লোকটীর অর্থ বেশ বুঝিতে পারিলেই হইল। তাঁহাকে কলিকাতা হইতে কদমতলা পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে নানা দেব দেবী ও বিভিন্ন ধর্ম্মের মন্দিরের নিকট সমভাবে মস্তক নত করিতে দেখিয়াছি। এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায়, তিনি বলিলেন—'তবে বুঝে নাও, আমি কি?' তাঁহার রচনার সম্বন্ধে আমার বেশী বক্তব্য নাই। তাঁহাদের সময় আমরা কয়জন জ্যাঠা সমালোচক ছিলাম। তাঁহার "উদ্দীপনা" নামক সন্দর্ভটি পড়িলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহার ভাব John Stuart Mill হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এই রচনাকে নকল কে বলিবে? তাঁহার অতিথি-সৎকার করার কথা আপনারা সকলেই জানেন। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনের সময় পাঁচু দাদা ও অনেক সাহিত্যসেবী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন রাত্রি আমরা যে কি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নয়।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র আমার স্বদেশবাসী। চুঁচুড়ার এক পাড়াতেই আমাদের বাস। তাঁহার বাড়ীর নিকট কদমগাছ ছিল বলিয়া পাড়ার নাম 'কদমতলা' হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণের জন্য স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশে তিনি সারদাবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস,

কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলে পর, সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

[৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহূত]

৪ঠা আষাঢ় (১৩২৯), ১৮ই জুন , রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ,

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে 'বৌবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ' কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয়-রচিত "বঙ্কিম-বরণ" গান গীত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-সমিতির অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সমিতির কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, এই সমিতির এখনও ১১২৲ টাকা দেনা রহিয়াছে। সমবেত সভ্যমণ্ডলীর নিকট এই অর্থের জন্য আবেদন জানাইলে পর, নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে ১০৫৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। দাতৃগণের নাম বিজ্ঞাপিত হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু স্বর্গ হইতে দেখিবেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত মন্ত্র জপ করিতে শিখিয়াছে।"

স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা—শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	...	৫০০৲
শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্,	...	৫০৲
" যোগেশচন্দ্র বসু বি এল্	...	৫০৲
" প্রিয়নাথ গুহ	...	৫০৲
" শৈলেশনাথ বিশি	...	২৫৲
" সহায়নারায়ণ পাল	...	২৫৲
গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত-সমাজ	...	৫৲
		৭০৫৲

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এবং সভাস্থ ব্যক্তিগণ পরিষদের নিম্নতলে আসিলে প'র সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় স্বরচিত "বঙ্কিম-বন্দনা" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের বহু ঘটনা ও তাঁহার জীবনীর আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সময় সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত দোয়াত প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী..... ইত্যাদি গান গাহিলেন।

'বসুমতী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দুর্গোৎসব" পাঠ করিলেন।

তৎপরে বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতা ৺সঞ্জীব বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবত-ভূষণ মহাশয় বলরাম দাস-রচিত "নিরমল বদন কমল বড় মাধুরী" ইতি শীর্ষক একটি বৈষ্ণবপদ গাহিলেন।

"আনন্দ-বাজার-পত্রিকা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় 'আনন্দমঠ' হইতে "মায়ের তিন মূর্ত্তি" পাঠ করেন।

অতঃপর "বন্দে মাতরম্" গীত হয়।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু সি আই ই বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

১০ই আষাঢ় (১৩২৯) ২৪এ জুন, শনিবার অপরাহ্ন ৬॥ টা

[এই অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।]

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (এই অভিভাষণ ২৯শ ভাগ, পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২০শে (১৩২৮) মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি সভারম্ভে নেপালের শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলিলেন এবং বক্তা শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের বিষয় উল্লেখ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ এটর্নি মহাশয় "নেপালের শিল্প" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে একশত চিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর, শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ডি লিট্ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, কাব্য, ললিতকলা প্রভৃতির সহিত যে সকল শিল্পের সম্বন্ধ আছে, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র বাবু সেগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া জানাইলে বঙ্গভাষার বিশেষ উপকার করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তিনি সময়াভাববশতঃ এই প্রবন্ধের বিশেষভাবে আলোচনা করিতে সক্ষম হইবেন না। নেপালের শিল্পে মগধের ছাপ আছে বলিলে ঠিক সুবিচার করা হয় না। নেপালীরা উৎকৃষ্ট ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং গ্রন্থকার। অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ নেপালীরা রচনা করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধপাঠককে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১১ই আষাঢ় (১৩২৯), ২৫ এ জুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। শোক-প্রকাশ—(ক) আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, (খ) রায় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ, (গ) ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঘ) বিজয়কৃষ্ণ বসু এবং (ঙ) সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্ এটর্ণি মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৩। অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

৪। ঊনত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন।

৫। বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন।

৬। ঊনত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন।

৭। ঊনত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব।

৮। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

৯। প্রদর্শন—(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত এবং নেপাল হইতে আনীত তিনটি ধাতুমূর্ত্তি এবং কতিপয় মুদ্রা, (খ) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এক্ এল্ এস্ মহাশয়-প্রদত্ত একটি মুদ্রা, (গ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর মহাশয়-প্রদত্ত চারিটি বৌদ্ধস্তূপ, (ঘ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি পিত্তলমূর্ত্তি এবং (ঙ) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত দুই খণ্ড ইষ্টক।

১০। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতি-তহবিলের অর্থে প্রস্তুত—(ক) ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও (খ) ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়দ্বয়ের চিত্র। (২) একজন বন্ধুর প্রদত্ত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি-এচ্ ডি মহাশয়ের তৈল-চিত্র। (৩) পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈল-চিত্র।

১১। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই সময়ে সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় জানাইলেন যে, বঙ্গের অন্যতম সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গত মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার

মৃত্যুতে বঙ্গদেশের ও বঙ্গ-সাহিত্যের তথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য সত্বরেই পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

২। শোক-প্রকাশ :—সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

(ক) আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্,
(খ) রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ
(গ) ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
(ঘ) বিজয়কৃষ্ণ বসু বি এ
(ঙ) সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্ এটর্ণি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন "সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। তাঁহার সহিত সাহিত্য-সভায় ও বেনেভোলেণ্ট সোসাইটিতে কাজ করিয়াছি। ৺ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাসিমবাজারের মহারাজকে সুপরামর্শ দিয়া অনেক সাহিত্যিক কাজে উৎসাহিত করিতেন এবং অনেক সৎকাজ তাঁহার দ্বারা করাইয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ললিত বাবু একজন চরিত্রবান্ লোক ছিলেন, সেরূপ লোক আজকাল বিরল।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এখনও 'রমেশভবন' কেন নির্ম্মিত হইতেছে না। সম্পাদক মহাশয় ইহার উত্তরে জানাইলেন, "রমেশভবন"-সংক্রান্ত কার্য্যাবলী পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে হয় না, রমেশভবন-কমিটির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তথাপি রমেশভবন-কমিটির অন্যতম সম্পাদকরূপে তিনি এ বিষয়ে যাহা জানেন, তাহা জানাইতে পারেন।" এই বলিয়া তিনি রমেশভবন-কমিটির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু বলিলেন, "রমেশভবন নির্ম্মাণের জন্য আনুষঙ্গিক আবেদন করপোরেশনে পাঠান হইয়াছে। কোন কোন আইনঘটিত অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায়, কার্য্য বেশী অগ্রসর হয় নাই; আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষেই আমরা রমেশভবন মূর্ত্ত দেখিব।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরিষদের গ্রন্থাবলী-ভুক্ত শব্দকল্পতরুর অপর খণ্ড কবে বাহির হইবে? তদুত্তরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন, "সত্বরই এই বই বাহির হইবে।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে

কোন্ শ্রেণীর বই সদস্যগণ পাঠের জন্য লইয়া যান। সম্পাদক মহাশয় উত্তরে জানাইলেন যে, এ বিষয়ে তিনি পত্র লিখিলেই সমস্ত সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৭।২৮ বৎসর ধরিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় লেখাপড়া চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সুখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষাকে Second language করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিলেন,—

"মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিগত ২৭ বৎসর ধরিয়া যে চেষ্টা করিতেছিলেন, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পরিষদের সে চেষ্টাকে সফলতা-মণ্ডিত করিয়াছেন, এই সংবাদে পরিষৎ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা ঐ পদ্ধতির অনুমোদন করুন।

"এই প্রস্তাবের অনুলিপি পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিব এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিব মহোদয়গণকে প্রেরণ করা হউক।"

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদিত আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, গতবর্ষে কতিপয় সদস্য বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ডাঃ সিলভেঁ লেভি মহাশয়কে পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে তাঁহাদের এই প্রস্তাব পরিষদের সমস্ত সদস্যের নিকট প্রেরিত হয়। সুখের বিষয়, সদস্যগণের নির্ব্বাচনে পরিষৎ ডাঃ সিল্‌ভেঁ লেভি (Dr. Sylvain Levi) মহোদয়কে বিশিষ্ট-সদস্যরূপে পাইয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নোক্ত চারি জন সহায়ক-সদস্যের স্থিতিকাল এই বার্ষিক অধিবেশনের সময় পর্য্যন্ত পূর্ণ হইবে, এই সম্বন্ধে আলোচনার পর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ইঁহাদিগকে পরিষদের সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ইঁহারা আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য পরিষদের সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
" বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
" বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

তৎপরে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিষদের নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হইলে, সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী সহকারী সম্পাদক মহাশয় পরিশিষ্টে লিখিত নবনির্ব্বাচিত সাধারণ সদস্য-তালিকা পাঠ করিলেন। তাঁহারা যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় উনত্রিংশ বর্ষের জন্য সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নিম্নলিখিত ২০ জন সভ্যের এবং শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নির্ব্বাচিত ৬ জন শাখার প্রতিনিধিরূপে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের নাম পাঠ করিলেন।

সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্
২। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি
৩। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি
৪। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্
৫। " অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
৬। " রায় জলধর সেন বাহাদুর
৭। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
৮। " কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
৯। " জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
১০। " মৃণালকান্তি ঘোষ
১১। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
১২। " ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী
১৩। " বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
১৪। " মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৫। " মন্মথমোহন বসু এম্ এ
১৬। " ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি
১৮। " রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ
১৯। " ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (লণ্ডন), এফ্ আর এস্ ই
২০। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)

শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ (গৌহাটী)
২। " ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ (বর্দ্ধমান)
৩। " যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ (নদীয়া)

৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

৫। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)

৬। " হরিহর শাস্ত্রী (কাশী)

৭। উনত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনসম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত নামগুলি প্রস্তাবিত ও গৃহীত হইল।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই,
এফ্ আর এ এস্, এম্ এ,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সভাপতি—(কলিকাতার পক্ষে)

১। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই,
আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই সি এস্

৩। " রায় জলধর সেন বাহাদুর

৪। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি

(মফস্বলের পক্ষে)

৫। মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

৭। শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ

৮। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সমর্থক— " মন্মথমোহন বসু এম্ এ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি

প্রস্তাবক—সভাপতি
সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদকগণ—

১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

২। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

৩। " হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
৫। „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
৬। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
সমর্থক— „ সতীশচন্দ্র মিত্র

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, এম্ এল্ এ,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত স্বামী শুভানন্দ ব্রহ্মচারী
সমর্থক— „ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কোষাধ্যক্ষ—রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্ বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর,

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
সমর্থক— „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ
অনুমোদক— { রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ }

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
সমর্থক— „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয়—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্,
„ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
সমর্থক— „ হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করা সম্বন্ধে সাহিত্যিকগণকে কোন কোন পদ দিলে ভাল হয় এবং সদস্যগণকে এ বিষয়ে জানান উচিত, যাহাতে তাঁহারা যথাসময়ে কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রস্তাব করিতে পারেন। উত্তরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, সদস্যগণ নিয়মানুসারে কোন প্রস্তাব যথাসময়ে পাঠাইলে, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিশ্চয়ই আলোচিত হইতে পারে। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্মাধ্যক্ষ মনোনীত করেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, সাহিত্যিকগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচন হন, তাহা অতি আনন্দের বিষয়। পরিষদের সাহিত্যিক কার্য্যসম্পাদন জন্য পরিষদের কোন না কোন শাখায় তাঁহাদিগকে লওয়া হইয়া থাকে—অফিসের কার্য্য পরিচালনের জন্য তাঁহাদের সাহায্যের বিশেষ আবশ্যক বোধ হয়, হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম্মাধ্যক্ষগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক রহিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহাদের নাম নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মধ্যেও অনেক বরেণ্য সাহিত্যিক আছেন। পরিষদের কাজ করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহারা কোন পদের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়াই কাজ করেন এবং তাহা যে বাঞ্ছনীয়, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার হেতু নাই। এই বলিয়া তিনি কতিপয় কর্ম্মাধ্যক্ষের নামোল্লেখ করিয়া যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পূর্ব্বোল্লিখিত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২০ জন সভ্যের মধ্যে ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮। ১১ ও ১৫ সংখ্যক ব্যক্তিগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এই জন্য এই নয় জনের পরিবর্ত্তে ভোটের সংখ্যা অনুসারে নিম্নোক্ত নয় জন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন,—

১। শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী।
২। মৌলবি মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ।
৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
৪। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
৫। " মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।
৬। " রাখালরাজ রায় এম্ এ।
৭। " ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি।

সংশোধন—এই কার্য্য-বিবরণের ৪র্থ পৃষ্ঠার ২৫শ লাইনের পর "১৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত" বসিবে এবং তৎপরের ২ লাইনের ১৫ স্থানে ১৬ এবং ১৬ স্থানে ১৭ হইবে।

৮। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ।

৯। " বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

কিন্তু এই নয় জনের মধ্যেও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় শাখা-পরিষৎ সমূহের প্রতিনিধিরূপে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আসিয়াছেন এবং তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অতএব ভোটের সংখ্যার অনুসারে নিম্নোক্ত দুই জন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়।

২। " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি।

১৩। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত দুইটি ধাতুমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি সম্প্রতি তিনি নেপাল হইতে আনিয়াছেন।

(১) বিষ্ণুমূর্ত্তি।

(২) বজ্রসত্ত্ব।

(খ) শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত ধাতুমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু নেপাল হইতে সম্প্রতি আনিয়াছেন।

(৩) যমারি।

(গ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত ধাতুমূর্ত্তি ও একটি প্রস্তরমূর্ত্তি।

(৪) উর্দ্ধপাদ বজ্রবারাহী (ধাতুময়ী)।

(৫) পিঙ্গল-মূর্ত্তি।

(ঘ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর মহাশয়-প্রদত্ত চারিটি প্রস্তরের স্তূপ। এইগুলি স্বর্গীয় রাজা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত।

(ঙ) শ্রীযুক্ত রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এফ্ এল্ এস্ মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন মুদ্রা।

(চ) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত দুইখণ্ড খোদিত ইষ্টক।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু এই সকল দ্রব্য-প্রদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে এবং পরিষদের চিত্রশালার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর প্রদত্ত ধাতুমূর্ত্তি পাইয়া পরিষৎ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

১৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রগুলির আবরণ উন্মোচন করিলেন—

(ক) কৈলাসচন্দ্র সিংহ এবং (খ) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা (ব্রোমাইড)। এই চিত্র

দুইখানি শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত তাঁহার পিতা ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (তৈলচিত্র)। এই চিত্রখানি উক্ত মহাত্মার একজন ভক্ত শিষ্যের প্রদত্ত। পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঘ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী (তৈলচিত্র)। কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর কতিপয় সদস্যের চেষ্টায় পরিষদে এক স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতির সংগৃহীত অর্থ হইতে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সকল চিত্র প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু — সভাপতি।

ক - পরিশিষ্ট।

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ভড়, ২ প্যারীমোহন সুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ এস্ কে বসু, ৭।২ হোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, সদঃ—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ঘোষ, এটর্ণী, সুকিয়া ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন মহান্তী, আরমণিনের স্বত্বাধিকারী,১২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড; শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু, ৪১ কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিশ্র বি এস্‌সি, ২৮।১ সিমলা রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ঐ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় বি এ, জমিদার, ২ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, টালা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস লোহিয়া, ৫১।৫২ বড়তলা ষ্ট্রীট্, বড়বাজার; শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন, ৩ ভোলানাথ কুণ্ডুর লেন, গ্রে ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—শ্রীযুক্ত রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্ এ, ১৫।১ই ঘোষাল লেন, পোঃ এন্টালি রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৫৫।১৫ অপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—ঐ,সঃ—ঐ,

সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ৫৭ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়, ৫২।১ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১২ তেলিপাড়া লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী সদঃ—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ১৯এ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মণ এম্ এ, ২।১ অক্রূর দত্ত লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এসিষ্টাণ্ট একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, জনার্দ্দনপুর, লছমাপুর (মেদিনীপুর)। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, খুরুট রোড, হাওড়া। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, বাজে-শিবপুর রোড, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনুরূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, "শিবনিবাস," রামমোহন মুখোপাধ্যায় লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সম্পাদক—বঙ্গীয় রাষ্ট্র-সভা, ৩৮।১বি সুকিয়া ষ্ট্রীট; মৌলবি সৈয়দ মজিদ বক্স, সম্পাদক—খেলাফৎ কমিটি, ৯৯ লোয়ার চিৎপুর রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—রায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর, ১২৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ, মঙ্গল-কুটীর, ৮৩।১ অপার সার্কুলার রোড; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, ৫৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি এ, 'উপাসনা' অফিস, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট, ১১ কলেজ স্কোয়ার; শ্রীযুক্ত কবিরাজ অমরেন্দ্রনাথ রায়, সেণ্ট্রাল এভিনিউ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজ কুমুদকৃষ্ণ মিত্র বি এল্, ১৪ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেন বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, মোহাড়, ২৪ পরগণা, প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন, ৯২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহার-দাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা। উপহৃত পুস্তক—(১) চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ; শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু—(২) গুরুদক্ষিণা, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(৩) যামিনী; শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস লোহিয়া—(৪) ফুল-লক্ষ্মী, (৫) তপস্বী

অরবিন্দকে পত্র, (৬) ভারত-গৌরব, (৭) রাজ্য-সম্বন্ধী সিদ্ধান্ত, (৮) বন-দেবী, (৯) শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ। Director, Geological Survey of India—(১০) Records of the Geological Survey of India, Vol. LIII, Part 3. The Superintendent, Government Printing, India—(১১) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 10 [A Guide to Nizamuddin], (১২) Patent Office Journal, 1921, (১৩) Patent Office Journal, January to March, 1922, The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.,—(১৪) Thirty-fifth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, Part II, 1913-14, (১৫) A Study of the Body Temperature of Birds, (১৬) Cambrian Geology and Paleontology, IV. No. 7, The Secretary, U. S. Department of Labor, Washington—(১৬) Index Numbers of wholesale prices in the United States and Foreign Countries. The Superintendent, Government Press Madras—(১৭) Padya cudamani of Ashva Ghosh, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার—(১৮) General Index to the reports of the Archaeological Survey of India, Vols. I to XXIII, (Cunningham).

মাইকেল মধুসূদন-স্মৃতি

সমাধি-ক্ষেত্রে।

১৫।৩।২৯ প্রাতে ৭-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কবির সমাধিক্ষেত্রের উপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানানন্তর কবির উদ্দেশে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের পক্ষে ও বঙ্গবাসীর পক্ষে কবির গুণকীর্ত্তন করেন। তৎপরে তিনি ও প্রায় ২০ জন ব্যক্তি চলিয়া যাইবার পর, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল আসিয়া উপস্থিত হন। দ্বিতীয় বার সকলে সমাধিস্থানে গমন করেন। কবির বিবিধ গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ও পরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় বক্তৃতা করেন। মৌলবি হবিবর রহমান সাহেব সমাধিক্ষেত্রের উপর পুষ্পদান করেন।

ঊনত্রিংশ বার্ষিক প্রথম বিশেষ অধিবেশন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-সভা

১৫ই আষাঢ় ১৩২৯, ২৯ এ জুন ১৯২২, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৹ টা।

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি, সূরিরত্ন—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে উক্ত থিয়েটারের গায়কগণ, মাইকেল মধুসূদনের 'কে রচিবে মধুচক্র' ইত্যাদি গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে—

(২) সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

(৩) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেঘনাদবধ কাব্য হইতে "যে শয্যায় ......" ও "হে প্রচেতঃ ......" ইতি শীর্ষক রাবণের অংশ আবৃত্তি করেন।

(৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় মাইকেলের কাব্য হইতে দেশাত্মবোধ বিষয়ক রচনাগুলি উদ্ধৃত করিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(৫) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় রামের অংশ আবৃত্তি করেন। তৎপরে (৬) শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় " রামের বিলাপ " আবৃত্তি করিলে পর, (৭) শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় "হেক্‌টর বধ " হইতে ও (৮) শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি করেন। অতঃপর (৯) কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যসখা সেন গুপ্ত মহাশয় 'জয়দেব' গান করেন এবং (১০) শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুস্তকী মহাশয় "সাংসারিক জ্ঞান ও অর্থ" আবৃত্তি করেন। তৎপরে (১১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "লক্ষ্মণের" অংশ এবং (১২) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রজাঙ্গনা কাব্য হইতে "গোধূলি" আবৃত্তি করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল মহাশয় স্বরচিত " মধুসূদন " নামক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থে আহূত।

২৮এ আষাঢ় ১৩২৯, ১২ই জুলাই ১৯২২, বুধবার, অপরাহ্ণ ৫॥ টা।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এই সভার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল এম্ এ মহাশয় মালদহ হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন।

সভারম্ভে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত "কোন্ দেশেতে তরুলতা" শীর্ষক গান গাহিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "সত্যেন্দ্রনাথকে কবি ও মানুষ হিসাবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কিন্তু আজিকার সভায় তাহা সম্ভব নয়। সাহিত্যে কবিতা অমর—কবিতার এক অংশ সাহিত্যের চিরস্থায়ী অঙ্গ হয়ে থাকবে। আজকাল চারধারে জাতীয় জীবন গঠনের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে—বিভিন্ন চেষ্টার সমষ্টি দ্বারা জাতীয় জীবন গঠিত হ'তে পারে। জাতীয় জীবনের ভিত্তি—মূল ভিত্তিই হ'ল ভাষা। বাঙ্গালীর ভেতর সব চেয়ে বড় বন্ধন সাহিত্য—এই বন্ধনে বাঙ্গালীদের মধ্যে পরস্পরের আত্মীয়তা বেড়ে যাবে। বাঙ্গালা সাহিত্য হ'তে জাতীয় জীবনের একটা দিকের অটল ভিত্তি গড়ে উঠছে। জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী কবিতা রচনা যাঁরা আজ কাল করচেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী ছিলেন। ভাল লেখকদের প্রথম লেখাতেই প্রকাশ পায়, তাঁরা শেষে কেমন প্রতিভাবান্ হয়ে দাঁড়াবেন—সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' প্রথমে মনে ঘা দিয়াছিল। সত্যেন্দ্র অল্পবয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা লেখা চিন্তার জিনিস, সাধনার জিনিস, তার মধ্যে আর্ট আছে, তার ভঙ্গীই আলাদা। সত্যেন্দ্র কবি ও শিল্পী ছিলেন, তা' ছন্দে ও শব্দে দেখিয়ে গিয়াছেন, তিনি অনেক দেশের আর্ট অতি যত্নের সহিত আয়ত্ত ক'রেছিলেন ব'লে আমাদের তিনি নানা ছন্দ ও শব্দ সম্পদ্ দিয়ে গিয়াছেন।"

তৎপরে 'দীপ্তি,' 'হিতৈষী' প্রভৃতির লেখক ও কবি সত্যেন্দ্রনাথের মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়-লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের ও বহু জীবনকথাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ মহাশয় "কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ" নামক কবিতা, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ মহাশয় স্বরচিত এক কবিতা এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত "সত্যেন্দ্র-তর্পণ" নামক কবিতা পাঠ করেন।

অতঃপর কুমারী শ্রীমতী আশালতা কবি সত্যেন্দ্রনাথের "কোন্ দেশেতে তরুলতা" আবৃত্তি করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় "সত্যেন্দ্র স্মরণে", শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ডি লিট্ মহাশয় "সত্যেন্দ্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় "সত্যেন্দ্র-বিয়োগ" এবং শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় "সত্যেন্দ্র স্মরণে" নামক কবিতা পাঠ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করিলেন।

(ক) ছন্দ সরস্বতীর বরপুত্র সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গ সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং কবির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরলোকগত কবির উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

(গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রস্তাব করিতেছেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি কার্য্যকরী-সমিতি গঠন করা হউক, এই সমিতিকে আবশ্যক মত সদস্য বাড়াইয়া লইবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।

১। পরিষদের সভাপতি
২। ,, সম্পাদক
৩। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
৪। ,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
৫। ,, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
৬। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।
৭। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব।
৮। মৌলবী কাজি নুজরুল ইস্‌লাম।
৯। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
১০। ,, যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
১১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। ,, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩। ,, গিরিজাকুমার বসু।
১৪। ,, হেমেন্দ্রকুমার রায়।
১৫। ,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।
১৬। ,, ফণীন্দ্রনাথ পাল।
১৭। ,, শিশিরকুমার ভাদুড়ী।
১৮। ,, হিরণকুমার রায় চৌধুরী।
১৯। ,, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে সমবেত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ তাঁহাদের কবিতা পাঠ করিলেন,—

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু "সত্যেন্দ্র-স্মৃতি"
,, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"পরলোকে সত্যেন্দ্র,"
,, নরেন্দ্রনাথ দেব—"সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ"

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় "যে দিন আবার ফুটিবে মুকুল, সে দিন আমায় দেখ্‌তে পাবে" নামক গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে এবং যে সকল সহৃদয় বন্ধু এই অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ও পুনরায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টাবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টাবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া, ঊনত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্যগণ ও সাধারণের অবগতির জন্য বিগত অষ্টাবিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের তিন জন বান্ধব ছিলেন,—মহারাজা শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্‌ মহতাব বাহাদুর এবং রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। এই বর্ষে আর কোনও মহানুভাব ব্যক্তি এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পরিষদের স্থায়ী তহবিলে দান করিয়া, ইহার বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই।

সদস্য

আলোচ্য-বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল:—বিশিষ্ট—৮, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৪, মৌলবী—০, সহায়ক—২০, সাধারণ—২১১২ (কলিকাতা—১০৮৯, মফস্বল-১০২৩), মোট—২১৫০। পূর্ব্ব-বর্ষের সংখ্যার তুলনায় ৩১ জন সাধারণ-সদস্য অধিক হইয়াছিলেন।

(ক) **বিশিষ্ট-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কতিপয় সদস্য, ফরাসীদেশীয় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ সিলভেঁ লেভী মহোদয়কে বিশিষ্ট-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার ফলাফল অন্য আপনাদের সমক্ষে প্রকাশ করা হইবে। বর্ষশেষে পরিষদের ৮ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন।

(খ) **আজীবন-সদস্য**—বর্ষের আরম্ভে পরিষদের ৬ জন আজীবন সদস্য ছিলেন। তাহার পর নূতন আর কেহই এই সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে যিনি এককালে ৫০০৲ টাকা দান করিবেন, নিয়মানুসারে তিনি পরিষদের আজীবন-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গদেশে বাণী ও কমলার বরপুত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও এই বাণী-মন্দিরে আসিয়া সমবেত হন নাই। সম্পাদক আশা করেন যে, ইঁহাদের অনুগ্রহে পরিষদের ধনভাণ্ডার ও জ্ঞানভাণ্ডার অচিরেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

(গ) **অধ্যাপক-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পরিষদের ৪ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন। বর্ষ-মধ্যে ময়মনসিংহ সিমুলজানি [illegible] চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible]-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৫ হইল।

(ঘ) **মৌলবী-সদস্য**—দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান এই মৌলবী-সদস্যপদ গ্রহণে অগ্রসর হন নাই। পরিষদের সম্পাদক, কার্য্য-বিবরণীর মধ্যে প্রতি বর্ষেই এই অভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। তথাপি সহৃদয় বাঙ্গালী মুসলমানগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গবাণীর সেবায় হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় যে, মুসলমান ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের এই অধিকারের প্রতি এখনও মনোযোগী হইতেছেন না।

(ঙ) **সহায়ক-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ২০ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন; তন্মধ্যে ৩ জনের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, বার্ষিক অধিবেশনে ২ জন পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ১ জন সাধারণ-সদস্য-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৩ জন নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর সদস্য কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। বর্ষশেষে পরিষদের ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন।

সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বিবিধ শাখা-সমিতিতে এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া নানাভাবে পরিষদের কার্য্যপরিচালনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন এবং বর্ষের শেষাংশে সহকারী সম্পাদকরূপেও পরিষদের কার্য্য করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধবয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত পরিষদের কার্য্যে যোগদান করেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ন্যায় প্রবীণ কর্ম্মোৎসাহী সহায়ক-সদস্য পাইয়া পরিষৎ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যথাক্রমে দর্শন ও সাহিত্য-শাখার সভ্যরূপে পরিষদের কার্য্য-সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ এবং শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ও পরিষদের ভোট পরীক্ষকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, অন্যান্য সহায়ক-সদস্যগণের নিকট হইতে পরিষৎ কোন সাহায্য পান নাই।

(চ) **সাধারণ-সদস্য**—(১) আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ১০৮৯ জন কলিকাতাবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৮ জনের নাম পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে, ১৬ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ও ১১৪ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এক জন স্বীয় সহায়ক-সদস্যপদের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হইলে, সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ২ জন কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় সাধারণ-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে ১৬ জন সদস্য মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বল হইতে ১৩ জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পর, বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সদস্য-সংখ্যা ১১৭৯ হইয়াছে।

(২) বর্ষের প্রথমে ১০২৩ জন মফস্বলবাসী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে পদত্যাগ

ও চাঁদা অনাদায় হেতু ২১ জনের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে ; ১ জন সহায়ক-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ২২ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। চাঁদা অনাদায় হেতু একজন সদস্যের নাম পূর্ব্বে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৬ জন কলিকাতাবাসী সদস্য মফস্বলে আসিয়াছেন এবং ১৩ জন মফস্বলবাসী সদস্য কলিকাতায় গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের পর, বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সদস্যসংখ্যা ১০১২ হইয়াছে।

কলিকাতাবাসী সদস্যগণের মধ্যে ২৪২ জন এবং মফস্বলবাসী সদস্যগণের মধ্যে ৪৪৯ জন দুই বৎসরের অধিককাল যাবৎ মোটেই চাঁদা দিতেছেন না। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের ৪২ (ঘ) নিয়মের আমলে আসাতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদিগের পত্রিকাদি প্রেরণ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত চাঁদা প্রদান করিয়া পরিষদের যাবতীয় অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত সকল সদস্য নিয়মিতভাবে তাঁহাদের চাঁদা দান করিয়া পরিষৎকে অতিশয় গুরুতর কর্ম্মভার সম্পাদনে যথোচিত উৎসাহ দান করিয়াছেন।

উল্লিখিত কারণে আলোচ্য বর্ষের শেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

বিশিষ্ট—		৮
আজীবন—		৬
অধ্যাপক—		৫
মৌলবী—		০
সহায়ক—		২২
সাধারণ —		২১৯১
কলিকাতা——	১১৭৯	
মফস্বল——	১০১২	
	২১৯১	
মোট——		২২৩২

আলোচ্য-বর্ষে পরিষদের ৩১ জন সাধারণ-সদস্য এবং ১ জন সহায়ক-সদস্য পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত ক্ষতি অনুভব করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট এ সময়ে পুনরায় আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরলোকগত সদস্য

সহায়ক-সদস্য

১। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—(চট্টগ্রাম)

সাধারণ-সদস্য

১। অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ—(বহরমপুর)

২। অমৃতলাল বসু—(২৪ পরগণা)

৩। আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, বি এল্—(কাশী)
৪। আশুতোষ বসু—(চুঁচুড়া)
৫। কালিদাস মিত্র বি এল্—(যশোহর)
৬। কিরণকুমার বসু এম্ এ—(কলিকাতা)
৭। কুলদাকান্ত ঘোষ বি এল্—(দিনাজপুর)
৮। চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ—(কলিকাতা)
৯। জগদ্বন্ধু মোদক—(কলিকাতা)
১০। জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্—(কলিকাতা)
১১। তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ—(ময়মনসিংহ)
১২। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্—(হাওড়া)
১৩। দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—(কলিকাতা)
১৪। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—(হাওড়া)
১৫। নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল্ এম্ এস্—(টেঞা, মুর্শিদাবাদ)
১৬। বরদাকান্ত রায় চৌধুরী—(রঙ্গপুর)
১৭। বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ, বি এল্—(কলিকাতা)
১৮। বসন্তকুমার রায় কবিভূষণ—(কলিকাতা)
১৯। ভুবনমোহন পাঠক বি এ—(নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা)
২০। মুকুন্দলাল লায়েক—(কলিকাতা)
২১। যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(কলিকাতা)
২২। যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এ (অক্সন)—(কলিকাতা)
২৩। রামচন্দ্র—(কলিকাতা)
২৪। রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর—(দাঁতন, মেদিনীপুর)
২৫। ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়—(নদীয়া)
২৬। ডাঃ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভি এল্ এম্ এস্—(মালদহ)
২৭। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লীবাসী সম্পাদক—(কালনা, বর্দ্ধমান)
২৮। সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল—(কলিকাতা)
২৯। কুমার হরিপ্রসাদ রায়—(পোস্তা রাজবাটী, কলিকাতা)
৩০। হেমেন্দ্রনাথ রায়—(কালীঘাট, কলিকাতা)
৩১। হৃষীকেশ দত্ত—(বেলেঘাটা, কলিকাতা)

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের পরলোক-প্রাপ্তিতে পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন,—

১। প্রভাতকুমার রায় চৌধুরী ব্যারিষ্টার (কলিকাতা), ২। রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (কলিকাতা), ৩। মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ (ভাগলপুর)।

সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয় এবং পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের পর, সপ্তবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইলে, আগামী বর্ষের (১৩২৮ বঙ্গাব্দের) আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হয়। তৎপরে অধ্যাপক ও সহায়ক-সদস্য-নির্ব্বাচন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচনের কার্য্য শেষ হইলে প্রস্তর-নির্ম্মিত কতিপয় অস্ত্র প্রদর্শিত এবং ৪খানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহিত্যাদি চারি শাখা

পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এই চারিটি শাখার কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল শাখার আহ্বানকারী ও সভ্যগণ বিশেষ পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদভাজন। এই শাখা-সভাগুলির নির্দ্দেশ অনুসারেই মাসিক অধিবেশনে পাঠের ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থও এই শাখা-সভা স্থির করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানা বিষয়ে লোকশিক্ষামূলক বক্তৃতা প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া, ইহার সভ্যগণ যথেষ্ট কার্য্য-তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে এই সকল শাখার কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল।

(ক) সাহিত্য-শাখা

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই শাখার ৫টি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে ১৫টি প্রবন্ধ এবং ২ খানি গ্রন্থ আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি গ্রন্থ দর্শন-শাখায় আলোচিত হওয়া সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায়, উক্ত শাখায় প্রেরিত হইয়াছে এবং অপরখানি পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইবে, স্থির হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ৮টি উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায়, পরিত্যক্ত হইয়াছে, দুইটি প্রবন্ধ কেবল অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইয়াছে এবং একটি আলোচনাধীন রহিয়াছে। চারিটি প্রবন্ধ মাসিক অধিবেশনে পঠিত এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, স্থির হইয়াছে; তাহাদের ও গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

প্রবন্ধ		লেখক
১। গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুঁথি আলোচনা	...	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
২। বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর	...	„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৩। ভারতীয় শূন্য-বিদ্যা	...	„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৪। শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদর্শক	...	„ শিবচন্দ্র শীল

দীনবন্ধু দাস সঙ্কলিত "সঙ্কীর্ত্তনামৃত" নামে একখানি পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই পুঁথিখানি অন্যান্য পুঁথির সহিত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত এই শাখায় প্রস্তাবক্রমে স্থির হইয়াছে যে, প্রতি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পঠিত হইবে।

(খ) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় আলোচ্য-বর্ষে দর্শন-শাখার সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। এই শাখার মাত্র একটি অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশনে "ঈশ্বর-প্রামাণ্য বা গুরু-শিষ্যসংবাদ" নামক একখানি গ্রন্থ ও অপর একটি প্রবন্ধ আলোচনার জন্য আসিয়াছিল। প্রবন্ধটি অনুপযুক্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত এবং গ্রন্থখানি বিশেষজ্ঞের মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(গ) ইতিহাস-শাখা

ইতিহাস-শাখায় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে, আলোচ্য বর্ষের প্রথমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় ইহার আহ্বানকারী ছিলেন। এই শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং এই সকল অধিবেশনে ৮টি প্রবন্ধ ও একখানি গ্রন্থ আলোচনার জন্য পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধ অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে, পাঁচটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠ ও পত্রিকায় ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে, একটির সম্বন্ধে লেখকের সহিত পত্র-ব্যবহার চলিতেছে এবং একটি অসম্পূর্ণ বলিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই। বিশেষজ্ঞের মতামত না পাওয়ার জন্য "কামন্দকীয় নীতিসার" গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। নির্ব্বাচিত প্রবন্ধের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

প্রবন্ধের নাম	লেখক
১। নারায়ণ পালের লিপি—	শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
২। মৌর্য্য-যুগের ভারতীয় সমাজ— (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়)	" নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
৩। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব—	" বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্
৪। বুদ্ধঘোষের টীকা—	ঐ
৫। 'সমতটের পূর্ব্বে' প্রবন্ধের প্রতিবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য—	" সাতকড়ি মিত্র

শাখা-সভার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত শাখার কার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন, এই বর্ষে শাখার দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং কতিপয় বিষয়ে সার্কুলার

দ্বারা একবার সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। দুইটি প্রবন্ধ ও একখানি গ্রন্থ আলোচনার জন্য পাওয়া গিয়াছিল। একটি প্রবন্ধ ও নকুল-কৃত "অশ্ব-চিকিৎসা" নামক গ্রন্থ পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন নাই বলিয়া স্থির হয় এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত "ভারতীয় লিপিসমূহের জন্য তড়িৎ-বার্ত্তার ধ্বনি-নির্দ্দেশ" নামক প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

চিকিৎসা, গণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা করিবার জন্য পাঁচ জন করিয়া সভ্য লইয়া এই শাখার অধীনে দুইটি প্রশাখা-সমিতি গঠন করা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে এই দুই প্রশাখা-সমিতির আহ্বানকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গণিত ও জ্যোতিষ প্রশাখা-সমিতির একটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এই দুই প্রশাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

পূর্ব্ববর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য ৩০৲ টাকা বেতনে একজন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

উপরিলিখিত শাখাগুলির আহ্বানকারী ও সভ্যগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে শাখার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ, প্রবন্ধলেখকের নাম ও অধিবেশনের তারিখ নিম্নে লিখিত হইল,—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—২৬এ আষাঢ়, (১৩২৮) রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) নাসিতা—শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ। (খ) খনিবিদ্যার পরিভাষা—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল বি এস্‌সি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১লা শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-জাতির খাদ্যের উপকরণ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল এম্ এস্, (খ) রামপ্রসাদ ও রামদুলাল—শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২২এ শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুথির আলোচনা—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৯এ শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—ভারতীয় লিপি-সমূহের জন্য তড়িৎ-বার্ত্তার ধ্বনি-নির্দ্দেশ—শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—১৬ই আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) নারায়ণ-পালের লিপি—ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ্ ডি; (খ) মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস (প্রথম অধ্যায়)—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৫এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। প্রবন্ধ—বৌদ্ধগান ও দোহা—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—৮ই মাঘ, রবিবার। প্রবন্ধ—বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৮এ ফাল্গুন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস (দ্বিতীয় অধ্যায়)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। (খ) জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

নবম মাসিক অধিবেশন—৫ই চৈত্র, রবিবার। প্রবন্ধ—বুদ্ধঘোষের টীকা—শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন—৭ই জ্যৈষ্ঠ, (১৩২৯) রবিবার। প্রবন্ধ—শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্য

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে—

১। ১টি সূর্য্যমূর্ত্তি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কোটালীপাড়া।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনে—

২। ৫টি প্রস্তরমূর্ত্তি।

৩। ৬০টি বিভিন্ন মুদ্রা।

প্রদাত্রী—শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী।

৪। ১টি প্রস্তরমূর্ত্তি।

৫। ১২টি বিভিন্ন মুদ্রা।

প্রদাতা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি।

৬। ২২৪টি বিভিন্ন মুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

নবম মাসিক অধিবেশনে—

৭। ১টি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ।

দশম মাসিক অধিবেশনে—

৮। এক খানি দাস-বিক্রয়ের দলিল।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের জন্য একটি, সাহিত্য-সেবীর পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ তিনটি, চিত্র-প্রতিষ্ঠা এবং মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য ছয়টি (১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম) অধিবেশন হয় এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্তর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতার জন্য তিনটি (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম) এবং সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের জন্য একটি (১০ম), মোট দশটি অধিবেশন আহূত হয়; উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের উপস্থিত না ঘটায়, একটি অধিবেশন হয় নাই। নিম্নে উক্ত শ্রেণীভেদে অধিবেশনগুলির বিবরণ দেওয়া হইল,—

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ়, (১৩২৮) বুধবার স্বর্গীয় কবি মাইকেল

মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সাংবৎসরিক স্মৃতি-সভা হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু আই এস্ ও, এম্ বি বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয়দ্বয় স্বরচিত এক একটি কবিতা পাঠ করিলে, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর রচিত একটি কবিতা শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ও শ্রীযুক্ত রসময় লাহা স্বর্গীয় কবিবরের সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ এবং সভাপতি মহাশয় কবির গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, কবির রচিত "বীরাঙ্গনা" ও "মেঘনাদবধ" কাব্য হইতে শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী বি এ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় কিছু কিছু আবৃত্তি করেন।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৬ই আশ্বিন, রবিবার, চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ, মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় মহাত্মার কন্যার লিখিত একটি জীবনচরিত পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি স্বর্গীয় কর মহাশয়ের গুণাবলী ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করিলে পর, সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইয়া, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শোক-প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। এই অধিবেশনে কর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য ৪৫৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৯) রবিবার, পরলোকগত সাহিত্যিক "বঙ্গবাসী"-সম্পাদক রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় একটি গান করেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বিহারী বাবুর নানাগুণের বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহার একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৯) রবিবার। কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়; রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ৺জীবেন্দ্র বাবুর গুণকীর্ত্তন করেন। ৺জীবেন্দ্র বাবুর স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন, শনিবার সভাপতি মহামহো-

পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই অধিবেশনে আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ এবং শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্ এ, মহাশয় নানারূপ আলোচনা করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা আষাঢ়, ১৮ই জুন, রবিবার। এই অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন হয়। বৌবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় রচিত "বঙ্কিম-বন্দন" গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ শাখা-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। স্মৃতি-সমিতির ১১২৲ টাকা দেনা দেখাইয়া সহকারী সম্পাদক অর্থের জন্য সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে পর, ৭০৫৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। অনন্তর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনীর" এক গান গাহিলেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ মহাশয় "কমলাকান্তের দুর্গোৎসব" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ মহাশয় একটি কীর্ত্তন গান করিলেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুম-দার মহাশয় 'আনন্দমঠে'র "মায়ের তিন মূর্ত্তি" পাঠ করেন। গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত-সমাজের পক্ষ হইতে "বন্দে মাতরম্" গীত হয় এবং রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২রা পৌষ, শনিবার। শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের অষ্টম অধ্যা-য়ের অনুবাদ পাঠ করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—২৮এ মাঘ, শনিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থা-বলীর অন্তর্ভূত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের নবম ও দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২০এ মাঘ, শুক্রবার। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ

এটর্ণি মহাশয় "নেপালের শিল্প" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং আলোক-চিত্রের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইয়া দেন।

দশম বিশেষ অধিবেশন—১০ই আষাঢ় (১৩২৯) ২৫এ জুন, শনিবার এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে লোকশিক্ষার উপযোগী বক্তৃতা দান করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর বক্তৃতা আলোচ্য বর্ষে তিনটির বেশী হইতে পারে, নাই। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে এই শ্রেণীর বক্তৃতা প্রদানে উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব আছে, এমন কথা বলা চলে না। তথাপি পরিষদের চেষ্টায় এইরূপ বক্তৃতা তিনটির অধিক হইয়া উঠে নাই, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আলোচ্য বর্ষের শীতঋতুতে সাহিত্য প্রভৃতি চারিটি শাখা-সভাকে তিনটি করিয়া বারটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শাখা-সভাসমূহও বিভিন্ন বক্তৃগণকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে অনেকেই বক্তৃতা-প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই সকল বক্তৃতার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষে শাখা-সভাসমূহ এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের বিভিন্ন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে অধি ত ছিলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু
শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ চৌধুরী
শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর
মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
সম্পাদক— শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক— „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ হিরণকুমার রায় চৌধুরী

	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
	" রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	" বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
কোষাধ্যক্ষ—	" কিরণচন্দ্র দত্ত
পত্রিকাধ্যক্ষ—	" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
ছাত্রাধ্যক্ষ—	" শৈলেন্দ্রনাথ সরকার
গ্রন্থাধ্যক্ষ—	" পঞ্চানন মিত্র
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—	" উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	" ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
	" গিরিজাকুমার বসু

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-সমিতি ও তৎসম্পর্কীয় মুদ্রণ-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বর্ষমধ্যে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় নিযুক্ত হন এবং তাঁহার প্রতি সাহিত্য সম্মিলন এবং শাখা-পরিষৎ সংক্রান্ত কার্য্যভার অর্পিত হয়। সহকারী সম্পাদকগণ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য সম্পাদন করিয়া সম্পাদকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় অষ্টাবিংশ ভাগ পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ বৎসর চিত্রশালার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া চিত্রশালার সচিত্র বিবরণযুক্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়ের উপর গ্রন্থশালার কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু আয়-ব্যয়-পরীক্ষা-কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বর্ষমধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবু কর্ম্মোপলক্ষে দিল্লী গমন করায়, তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভা-সংক্রান্ত কোন কার্য্যই হয় নাই। ইহাঁদের কৃতকার্য্যতার জন্য সম্পাদক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—

(১) সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
„ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
„ মাধবদাস চক্রবর্ত্তী এম্ এ
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
„ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
„ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম্ এ, বি লিট্
„ যতীন্দ্রমোহন রায়
„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি,
শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ কৃষ্ণচরণ সরকার
„ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
„ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
„ ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি
„ নলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ

(২) শাখা-পরিষৎ-সমূহ হইতে নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী
„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
„ রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
„ যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ
„ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় বর্ষমধ্যে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায়, তাঁহার স্থানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্ত্তী এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়দ্বয় সমিতির সভ্যপদ পরিত্যাগ করায়, তাঁহাদের স্থলে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৪টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল এবং বিজ্ঞাপন-পত্র দ্বারা তিন বার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে নির্দ্ধারিত বিষয়গুলির মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে লিখিত হইল,—

১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদেশের পণ্ডিতসমাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। ওরিয়াণ্টাল কন্‌ফারেন্স উপলক্ষ্যে কলিকাতায় সমাগত বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরিষৎ মন্দিরে আহ্বান করিয়া অভ্যর্থনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে জারী, ঢোলী, সখীসংবাদ, মুর্শেদি প্রভৃতি গান সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ এক মাসের জন্ত ৩০৲ ব্যয় করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়।

৪। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর প্রচারের জন্ত পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও ৫৲ ও ৬৲ টাকা মূল্যে সদস্ত ও সাধারণের নিকট সেট-গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমের মূল্য কমাইয়া একত্রে তিন খণ্ডের মূল্য ১০৲ টাকা করা হইয়াছে।

৬। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটীক সোসাইটী কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হওয়ায়, তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়া, এবং তৎসম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—(ক) পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয়-নির্ব্বাচন, (খ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য শাখা-সমিতি, (গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভহবিলের অর্থে প্রকাশ্য চিত্র-নির্ব্বাচনের জন্য শাখা সমিতি, (ঘ) ওরিয়াণ্টাল কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিগণকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য শাখা-সমিতি, (ঙ) পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শাখা-সমিতি, (চ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরীক্ষার জন্য শাখা-সমিতি।

৭। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনার্থ একজন লেখক নিয়োগের জন্য প্রতি মাসে ৩০৲ টাকা হিসাবে তিন মাসের জন্য ৯০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

৮। সাহিত্যাদি চারিশাখা দ্বারা বিষয়ানুসারে পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৯। পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১০। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন কি না, এই বিষয়ে আজকাল নানাস্থানে আলোচনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য "সাহিত্য-সভার" একযোগে "কালিদাস-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১১। পরিষৎ মন্দির রীতিমত মেরামত করিবার এবং শৌচাগার প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২। গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাধার প্রস্তুতের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এবং অন্যান্য শাখা-সমিতিতে পরিষদের যে সকল সদস্য সভ্যরূপে কার্য্য করিয়াছেন, সম্পাদক এই স্থলে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনুসন্ধান-সমিতি

গত বর্ষের কার্য্যবিবরণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, নদীয়া ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমির সংস্থান নির্ণয়ের জন্য পরিষৎ কর্তৃক "নদীয়া-সমিতি" নামে একটি ঐতিহাসিক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই শাখা-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছে এবং উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না ঘটায়, একটি অধিবেশন হয় নাই। এই সকল অধিবেশনে সমিতির কার্য্যপ্রণালী নির্ণয়, চৌদ্দ জন অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচন, নকসা সংগ্রহ ও প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে এবং সরকারী কাগজ পত্র হইতে সমিতির উদ্দেশ্যানুকূল প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে

চিত্রশালার কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। বর্ষের প্রথমে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি, নিয়মানুসারে চিত্রশালা-সমিতি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু এই সমিতির আহ্বানকারী ছিলেন। বর্ষমধ্যে এই সমিতির চারিটী অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে "বাস্তুবিদ্যা" নামক শিল্পবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশ করিবার প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার ভার চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। চিত্রশালার জন্য একটি প্রদর্শনাধার (Show-Case) ক্রয় করা হইয়াছে। এই সমিতির উদ্যোগে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু-কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় "নেপালের শিল্প" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় রক্ষিত মূর্ত্তিসমূহের বর্ণনাপূর্ণ সচিত্র তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ প্রণয়নের জন্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এত অল্পসময়ের মধ্যে পুস্তক মুদ্রিত হইত কি না সন্দেহ। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় মুদ্রণ ব্যাপারে প্রুফ্ প্রভৃতি দেখিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত রামকমল বাবুকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

	দ্রব্য	প্রদাতা
১।	৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তৈলচিত্র	শ্রীকালিদাস মিত্র
২।	৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তৈলচিত্র	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত
৩।	৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র	
৪।	৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের চিত্র	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু
৫।	৺জে, ডি, এণ্ডার্সন সাহেবের চিত্র	শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৬।	৺রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের তৈলচিত্র	শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর
৭।	৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তি	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-সমিতি
৮।	১টি সূর্য্যমূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
৯।	ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত ১টি রৌপ্যমুদ্রা	শ্রীযুক্ত হিরণ্কুমার রায় চৌধুরী বি এ
১০।	৬টি প্রস্তরমূর্ত্তি	শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী
১১।	১টি প্রস্তরমূর্ত্তি	ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এ, এম্ এস্ সি
১২।	৬০টি নানাশ্রেণীর মুদ্রা	শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী
১৩।	২৪৪টি নানাজাতীয় মুদ্রা	শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্

দ্রব্য	প্রদাতা
১৪। ১২টি বিভিন্ন মুদ্রা	ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এ, এম্ এস্ সি
১৫। একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এফ্ এল্ এস্
১৬। ৪টি বৌদ্ধস্তূপ	শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর
১৭। একটি পিত্তলমূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
১৮। ২খণ্ড ইষ্টক	শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

উপরিলিখিত দ্রব্যসমূহ দান করার জন্য পরিষৎ দাতাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালা দেখিতে আসিয়াছিলেন—

১। শ্রীযুক্ত সিলভেঁ লেভী।
২। " স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
৩। " রামচন্দ্র কাক, আর্কিওলজিক্যাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, কাশ্মীর।
৪। " জি, ইয়াজদানী, ঐ—হায়দ্রাবাদ নিজামরাজ্য।
৫। " জে, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার।
৬। " আর, গোপাল আয়েঙ্গার।
৭। " টি, রাজগোপাল রাও।
৮। " জে, সি, মুখার্জ্জি।
৯। " দয়ারাম সাহানী।
১০। " এম্, ঘোষ, পাটনা মিউজিয়মের কিউরেটর।
১১। " ডব্লিউ, আর, গোলে।
১২। " এফ্, ডব্লিউ টমাস।
১৩। " ডাক্তার জে জে মোদি।
১৪। " সি এস্ শ্রীনিবাস আচার্য।
১৫। " এস্ ভি পিল্লনাথ।
১৬। " এ রঙ্গস্বামী সরস্বতী।
১৭। " পণ্ডিত রামকরণ।
১৮। " যদুনন্দন সহায়।
১৯। " পণ্ডিত বঙ্গীর সুব্বা রাও।
২০। " নলিনীকান্ত ভট্টশালী।
২১। " ডাঃ এন্ জি সদাচারী।
২২। " কে এ সুব্রাহ্মণ্য আয়ার।
২৩। " ডি বি দে ধর।

২৪। শ্রীযুক্ত কে কে জয়সোয়াল।
২৫। " কে এন্ দীক্ষিত।
২৬। " রমাপ্রসাদ চন্দ।
২৭। ,, এইচ্ কৃষ্ণ শাস্ত্রী।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় রক্ষিত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি রাখিবার জন্য পাদপীঠ প্রস্তুত কর হইয়াছে। শ্রেণীভেদে মূর্ত্তিগুলি সাজান হইয়াছে ও তাহাদের সংখ্যাপাত করা এবং দেওয়ালে ও কাষ্ঠফলকে পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে দর্শকগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভরসা করা যায় যে, আগামী বর্ষে মুদ্রাগুলির সবিস্তার বিবরণ প্রকাশ করিতে পারা যাইবে।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন এবং কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১৩ জন সদস্য পুস্তকালয় সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর মহাশয় তাঁহার স্থলে এই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিশিষ্টে সভ্যগণের নাম প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা করপোরেশন হইতে এবারেও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে ওয়ার্ড কমিশনর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য আছেন এবং করপোরেশনের প্রদত্ত অর্থে পুস্তক খরিদ করা হইয়াছে। আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে আরও বেশী সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য করপোরেশনের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, স্থান-সংকীর্ণতাপ্রযুক্ত একটি বড় পুস্তকাধার প্রস্তুত না করিলে পুস্তকগুলি ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে পুস্তকাধার প্রস্তুতের ভার সায়েন্টিফিক সাপ্লাই কোম্পানীকে অর্পণ করা হইবে, স্থির হইয়াছে। শীঘ্রই তাঁহারা কার্য্যারম্ভ করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে ১২০২ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০৩১ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৭১ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ২৩৮ খানি সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ৪১ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৯৭ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। বর্ষমধ্যে সর্ব্বসমেত ১৪৪০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকাদি উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। পরিষদের উন্নতিচিকীর্ষু সদস্য এবং গ্রন্থকার মহোদয়গণকে তাঁহাদের স্বরচিত বা প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

আমেরিকার স্মিথ্‌সোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে ১৫ খানি মূল্যবান্ পুস্তক ও পুস্তিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে। এই সকল প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক পুস্তক সদস্যগণ পাঠ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইতেছেন। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত Monthly Labor Review, ফ্রান্সের Le Society de Linguistique de Paris ও American Anthropological Association, Boston Museum of Fine Arts

তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি নিয়মিত পাঠাইতেছেন; তজ্জন্য আমরা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। যেহেতু, তাঁহারই সাহায্যে পরিষৎ এই সকল পত্রিকাদি পাইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের মধ্যে ৯খানি দৈনিক, ৪৬ খানি সাপ্তাহিক, ৪ খানি পাক্ষিক, ৭০ খানি মাসিক, ৫ খানি ত্রৈমাসিক ও ২ খানি দ্বৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ও পেটেণ্ট অফিস নোটিফিকেশন, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিয়মিত পাওয়া গিয়াছে। Indian Antiquary, Modern Review এবং Journal of the Royal Asiatic Society পত্রিকাগুলির গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে। সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থাগারের কার্য্যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

পরিষদের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ ২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের পাঠের জন্য খোলা ছিল। প্রত্যহ প্রায় ১০০ জন পাঠক সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্য আসিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ৫০ খানি গ্রন্থ সদস্যগণ বাড়ীতে পাঠার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সাধারণের পাঠাগারে বসিয়া সংবাদপত্র, মাসিকপত্র এবং পুস্তকাদি পাঠের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

১৩১৮ সালের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ছিল—৪৪৫৩। তৎপরে বর্ষমধ্যে পরিষদের হিতৈষিগণের নিকট হইতে ৮১খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে

পুথিশালা

শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী ৪৯ খানি, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ২৬ খানি, শ্রীযুক্ত শশধর মুখোপাধ্যায় ২ দুই খানি, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন ১ খানি, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চন্দ্র ২ খানি ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র ১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। এই সকল পুথির মধ্যে ৭৪ খানি সংস্কৃত ও ৭ খানি বাঙ্গালা। একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৪২২ শকাব্দে অর্থাৎ ৪২১ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ইতিপূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত দুই একখানি পুথিও ইহার মধ্যে আছে। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইয়াছে—৪৫৩৪।

পুথির শ্রেণী

বাঙ্গালা পুথি—	২৯২৩
সংস্কৃত পুথি—	১৩৪৬
অসমীয়া পুথি—	৩
ওড়িয়া পুথি—	৩
হিন্দী পুথি—	২
ফার্সী পুথি—	১২
তিব্বতীয় পুথি—	২৪৪
ইংরাজী পুথি—	১
	৪৫৩৪

আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে একটি খণ্ড প্রকাশ করা যাইতে পারে। সভাপতি মহাশয় ইহা পরীক্ষা করিয়া দিলে, আগামী বর্ষে মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা পুথির একটি বিষয়ানুক্রমিক তালিকাও আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ছাত্রসভা

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য কোনও কার্য্য হয় নাই। দুই জন ছাত্র নূতন ছাত্রসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ দানগুলি পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল দাতাদিগকে পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেন।

১। পাথুরিয়াঘাটার জমীদার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয় পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে এককালে ৫০০৲ টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে এই টাকা দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয় এই বিষয় অবগত হইবামাত্র, তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকা পরিষদের তহবিলে দান করিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিষদের গৃহ-সংস্কারার্থ ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। স্বর্গীয় যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কন্যা রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী দাসী পরিষদের গৃহ-সংস্কারার্থে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার—(ক) পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে ১০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং তাঁহার স্বরচিত "বৃন্দাবন-কথা" নামক গ্রন্থের ২০০ খণ্ড দান করিয়াছেন। গত বৎসর ইনি এই ভাণ্ডারে ১৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়, তাঁহার সম্পাদিত কালিদাসের ঋতুসংহার ১৫০ খানি এবং পুষ্পবাণবিলাস ১৫০ খানি দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় পরিষদের সাধারণ তহবিলে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট হইতে নিম্নলিখিতরূপ দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় গৃহ-সংস্কারার্থ ১০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন জানাইয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি মহাশয় পাঁচ বৎসরের জন্য প্রতিবর্ষে ১০০৲ একশত টাকা করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য দান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয় দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের জন্য তাঁহার লিখিত ব্যাখ্যাযুক্ত কালিদাসের "মেঘদূত" ৪০ খানি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আয়-ব্যয়-বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের তহবিলের মোট আয় ২০৫৮৪৸/৩ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৯৮১১৸৴৯ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৮৪৫৷৴০ টাকা ধরিয়া বর্ষশেষে পরিষদের সাধারণ তহবিলে মোট ১৬১৮৸৴৬ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। পরিষদের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের কতক টাকাও এই উদ্বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমান বর্ষে চাঁদা আদায়ের পরিমাণ কম হওয়াতে, বর্ষশেষে দেনার পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরিষদের আয়-ব্যয়-সমিতির বর্ত্তমান বর্ষে ৮টী অধিবেশন হইয়াছে। সভ্যগণ পরিষদে উপস্থিত হইয়া কষ্টস্বীকার ও পরিশ্রমসহকারে পরিষদের কার্য্য সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আশা করি, পরিষৎ তাঁহাদের আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবেন না।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষে স্থায়ী তহবিলে কোন নূতন দান পাওয়া যায় নাই। পরিষদের স্থায়ী তহবিলের উন্নতি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। একথা পরিষদের হিতৈষিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। স্থায়ী তহবিল পুষ্ট হইলে পরিষদের পক্ষে অনেক কার্য্য সুগম ও সহজসাধ্য হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে সংস্কার না করিলে পরিষৎ মন্দিরের অত্যন্ত ক্ষতি হইত, কাজেই মন্দিরের সংস্কার কার্য্য সমাধা করিতে হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যূন ৫৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত ৫০০৲, রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী দাসী মহোদয়া প্রদত্ত ১০০৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়-প্রদত্ত ১০০৲ টাকা এই মন্দিরসংস্কার কার্য্যে ব্যয় করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-তহবিলের কার্য্য অনেক-দূর অগ্রসর হইয়াছে। পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, বিখ্যাত এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ সি, মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার বহুমূল্য সময় ক্ষেপণ এবং যথেষ্ট কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারপূর্ব্বক উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন। যতীন্দ্র বাবু যে ভাবে পরিষদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা পরিষদের অনেক মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়গণের চেষ্টাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে মহাশয়ও এ বিষয়ে পরিষদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী গমন করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় হিসাব-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গিরিজকুমার বসু মহাশয়দ্বয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া পরিষদের হিসাব পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা উভয়ই পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র।

এই সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা ও নানারূপ দেবত্ত্বপ্রিপ কের সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

মহাশয়দ্বয় নিজ নিজ নিরূপিত কার্য্য ব্যতিরেকে আয়-ব্যয়-বিভাগের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। এই অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহারা শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও পরিষদের প্রতি যে প্রীতি ও আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আয় ২০৫৮৪৸/৩ টাকা হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা ২১১৩/৯ টাকা কম হইয়াছে। এই হ্রাসের অন্যতম কারণ পূর্ব্বকথিত কিঞ্চিন্যূন ৭০০ শত সদস্যের চাঁদা পাওয়া যায় নাই এবং অনিবার্য্য কারণে ২৮শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা আলোচ্য বর্ষের মাঘ মাসে মুদ্রিত না হওয়ায়, ভিঃ পিঃ সাহায্যে যাঁহাদের চাঁদা আদায় হইয়া থাকে, তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদার কিয়দংশ আদায় হয় নাই। এই বাবদে ১৫০০৲ টাকা কম হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ সাধারণের সহানুভূতি লাভে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সফল হইয়াছেন। এই বর্ষে মামুলি বার্ষিক দান ১৮৫০৲ টাকা ব্যতীত এককালীন দান ১৪০৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্ব বর্ষের দান অপেক্ষা ১৪১৭৲ টাকা অধিক।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ব্যয় ১৯৮১১৸৶/৯ হয়। পূর্ব্ববর্ষের ব্যয় ২২১৩৭।/৯ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৩২৫।৶০ টাকা ব্যয় কম হইয়াছিল।

বর্ষারম্ভে পরিষদের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণে ২০৪৭১৲ টাকা ব্যয় করিবার উদ্দেশ্য ছিল। এই ধার্য্য ব্যয় অপেক্ষা যথার্থ ব্যয় ৬৫৯/৩ কম হইয়াছে। ইহাতে আয়ের অভাব সূচিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, পরিষৎ যে সকল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সমুচিত সম্পাদনের জন্য যে অর্থ ব্যয় প্রয়োজন হয়, তৎসমুদায় আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণে ধরা যায় না। কারণ, তদুপযুক্ত আয় সঙ্কুলান হয় না। এই নিমিত্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আয়-ব্যয়-বিবরণে ব্যয়ভার সাধারণতঃ অনেক কমাইয়া ধরিতে হয়। কিন্তু অপর সমস্ত সাধারণ সমিতির নিয়ম এই যে পূর্ণকার্য্যভারের ব্যয় নির্দ্ধারিত করিয়া তদুপযুক্ত আয় সঙ্কুলান যাহাতে হয়, তাহার জন্য সদস্যগণ উদ্যোগী হইবেন। সাহিত্য-পরিষদের এ অবস্থা এখনও আসে নাই। বঙ্গের মাতৃভাষানুরাগী বিদ্যোৎসাহী সুসন্তানগণ যদি এই অবস্থার দিকে সামান্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণই এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণিত করিতে পারে।

বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত তহবিল ২৫৬৩৩৷৬ টাকা ছিল। ইহার মধ্যে পরিষদের সাধারণ স্থায়ী তহবিল ১০৫৩৫।৶৯ টাকা মাত্র আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে কেহই স্থায়ী তহবিলের পুষ্টির জন্য কোন টাকা দান করেন নাই। পরিষদের বার্ষিক আয় হইতে বাড়াইয়া স্থায়ী তহবিলের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের হ্রাস হইয়া যায়।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় এই বর্ষে চারি সংখ্যা পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান, এই চারি শাখাসভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত কতিপয় প্রবন্ধ উক্ত চারি সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই বৎসরে আয়-ব্যয়-সমিতি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে, ২৮ ফর্মার মধ্যে চারি সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রিত করিতে হইবে। কিন্তু কাগজের মূল্যাধিক্যবশতঃ কার্যাতঃ ২৫ ফর্মার বেশী মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এই ২৫ ফর্মার মধ্যে শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত ২২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে,—

সাহিত্য	১
বিজ্ঞান	৩
প্রাচীন সাহিত্য	২
মুদ্রাতত্ত্ব	৩
ইতিহাস	৮
প্রত্নতত্ত্ব	৪
পরিভাষা	১
	২২

নিম্নে প্রবন্ধগুলির সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল,—

প্রাচীন সাহিত্য

১-২। "আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়। আসাম গভর্ণমেণ্টের অর্থব্যয়ে গৌহাটীর কমিশনর আফিসে সংস্কৃত ও অসমীয়া ভাষায় লিখিত অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর বাবু তন্মধ্য হইতে ভাষা-পুথির বিবরণগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। গতবর্ষের পত্রিকায়ও এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা পত্রিকায় এইরূপ দুইটি বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই দুইটি বিবরণের মধ্যে 'জ্যোতিষচূড়ামণি' ও 'কিতাপত-মঞ্জরী' নামে দুইখানি গণিত-পুস্তকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত দুইখানি পুস্তকের রচয়িতা বা সংগ্রহকারের নাম যথাক্রমে—রঘুপতি ও বকুল হৃদয়ানন্দ। এই দুইখানি পুথির মধ্যে মিশ্র ও অমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক, চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ ভূমির কালি কসিবার নিয়ম, রাজদপ্তরের হিসাবাদি রাখিবার পদ্ধতি, জমি জরিপ সম্বন্ধে আমিনের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক অঙ্কশাস্ত্র-রচয়িতাদের নাম তাঁহাদের রচিত আর্য্যাগুলির সহিত আলোচ্য পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩। "ময়নামতীর পুথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। গোপীচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও জলন্ধরনাথ প্রভৃতি নাথগুরুগণের সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যেখানে যত বিবরণ বাহির হইয়াছে, এই প্রবন্ধে লেখক তাহার একটি সার সঙ্কলন করিয়া দিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান

১। "আলোক-চিত্রের সাহায্যে সুরের রূপ পরীক্ষা" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় Manometric flame এর স্পন্দন সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য

আলোকচিত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শব্দবিজ্ঞানে স্পন্দিত শিখায় যে সমস্ত চিত্র দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সমস্তই মনগড়া শিখার, জিহ্বাংশেই ছবি বিশেষভাবে দেওয়া হইয়া থাকে। যথার্থ স্পন্দনটা যে শিখার তলদেশের ব্যাপার, জিহ্বাংশটা আসল ব্যাপার নহে, তাহাই তিনি পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

২। "স্পন্দিত শিখার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের (g) শক্তিনির্ণয়" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়। স্পন্দিত শিখার আলোকরচিত্র-সাহায্যে যে নূতন উপায়ে 'g' এর সংখ্যা (মাধ্যাকর্ষণজনিত বেগবর্দ্ধমানতার সংখ্যা) নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই বিশদভাবে এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

৩। "নালিতা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ মহাশয় নালিতা অর্থাৎ শুষ্ক পাটপাতার রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার স্বকৃত পরীক্ষার ফল বিবৃত করিয়াছেন। পাট-পাতার রাসায়নিক পরীক্ষায় ইতিপূর্ব্বে যদিও আর কেহ অগ্রসর হন নাই, কিন্তু ইহার উপকারিতার বিষয় বঙ্গদেশের অনেকেই অবগত আছেন—আয়ুর্ব্বেদেও ইহার গুণের কথা উল্লিখিত আছে। ঢাকা কলেজের রসায়নাগারে নানাবিধ রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর প্রবন্ধ-লেখক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

মুদ্রাতত্ত্ব

১। "মানভূম বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা" প্রবন্ধের লেখক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত চুনীলাল রায় বিএ। বরাহভূম পরগণার অন্তর্গত বলরামপুরের সাত মাইল দূরে বেলডি গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটাঁড় নামক শ্মশানভূমিতে শ্রীযুক্ত চুনীবাবু এই জাতীয় কয়েকটি তাম্রমুদ্রা পাইয়াছেন এবং তন্মধ্যে ছয়টি সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। এই মুদ্রাগুলি যেখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভূমিজদিগের সমাধিস্থল। প্রাচীনকালে অনেক জাতির মধ্যে পরলোকে ব্যবহারের জন্য মৃতের সমাধিস্থলে মুদ্রা রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। লেখক অনুমান করেন যে, এবম্বিধ কোনও কারণে শ্মশান-ভূমিতে এই মুদ্রা আসিয়া থাকিবে।

২-৩ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, মহাশয়দ্বয় উপরিলিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মন্তব্যদ্বয়ে তাঁহারা এই জাতীয় মুদ্রার নাম, পূর্ব্বে কোন্ কোন্ স্থানে এইপ্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কোন্ সময়ে বা প্রস্তুত হইয়াছিল, মুদ্রার ওজন ও শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বহুবিধ তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় বা সপ্তম শতকের মধ্যভাগের পূর্ব্বেই এই সকল মুদ্রা তৈয়ারী হইয়াছিল।

ইতিহাস

১। "রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় বলেন,—অবন্তীর রাজা ইন্দ্রসেনের পুত্র চন্দ্রসেন অজয় নদের তীরে উজ্জয়িনী নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। ইন্দ্রসেনের পুত্র গন্ধর্ব্বসেন ও গন্ধর্ব্বসেনের পুত্র বিক্রমাদিত্য ও ভর্ত্তৃহরি। হিন্দী ভাষায় লিখিত ভরথরী-চরিত্রে তিলকচন্দ্র ও

গোপীচন্দের বিষয়ে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি আছে, লেখক তাহার আলোচনা করিয়া বলেন যে, লখিন্দরের সহিত গন্ধর্ব্বসেনের কন্যা বিপুলা বা বেহুলার বিবাহের পর, গন্ধর্ব্বসেন উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যান এবং ত্রিপুরা জেলায় 'উজানী' নামে নগর স্থাপন করেন। ভর্ত্তৃহরি, সিংহলপট্টনের রাজকন্যা সামদোইকে বিবাহ করেন। লেখকের মতে এই সিংহলপট্টন তারকেশ্বরের অন্তর্গত সিঙ্গুরের পূর্ব্বনাম। ভর্ত্তৃহরি এক শৈব যোগি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং ইঁহাদের প্রধান বাসস্থান কাশীধাম। প্রবন্ধলেখক এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ মৈত্র মহাশয়ের একটী মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন।

২। "প্রতিবাদ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়নচুয়াং শ্রীহট্টকে শি-হ-লি-চ-ট-লো-রূপে লিখিয়া গিয়াছেন, ষড়্বিংশ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় "সমতটের পূর্ব্বে" নামক একটি প্রবন্ধে এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক, তাঁহার সেই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শি-হ-লি-চ-ট-লো শব্দে চট্টল বা চট্টগ্রাম বুঝিতে হইবে।

৩। "পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতির খাদ্যের উপকরণ" প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ মহাশয় উক্ত জাতির খাদ্যের উপকরণ, পাকপ্রণালী, কৃষিকার্য্য, রন্ধনের পাত্র, লবণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত দেশে ডলু নামে এক প্রকার বাঁশ জন্মে। এই বাঁশ কাটিয়া তাহারা রন্ধনের পাত্ররূপে ব্যবহার করে; তদ্ভিন্ন তাহারা 'মুনিয়া' নামে এক প্রকার গাছ পোড়াইয়া, তাহা হইতে লবণ প্রস্তুত করিত। আজকাল সরকারের আইনে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

৪। "ব্রহ্মা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রহ্মার বিভিন্নরূপ ও অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে যাজক বা পুরোহিত অর্থে ব্রহ্মন্ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদেও এরূপ ব্যবহার আছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে আবার ইঁহাকে একজন দেবতারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'বিশ্বকর্ম্মা' শব্দ ইন্দ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু দশম মণ্ডলে বিশ্বকর্ম্মা একজন স্বতন্ত্র দেবতা। ব্রহ্মার অপর নাম প্রজাপতি; কিন্তু ঋগ্বেদে সাবিত্রী ও সোমের বিশেষণরূপে 'প্রজাপতি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীনতম ঋগ্বেদের ব্রহ্মা, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা, ও হিরণগর্ভ প্রভৃতি এইরূপ বিভিন্নতা সত্বেও পরবর্ত্তী কালে কিরূপে একীভূত হইয়া বর্ত্তমান ব্রহ্মায় পরিণত হইয়াছেন, লেখক সে সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় দান করিয়াছেন। ব্রহ্মার কি রকম রূপ ছিল, কিরূপে তাঁহার পূজা প্রথমে প্রসার লাভ করিয়া, পরবর্ত্তী কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ব্রহ্মার চারিটি মুখ কেন হইল, শিল্পশাস্ত্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও তাহার শ্রেণীবিভাগ ও এই সমস্ত মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করিবার উপায় প্রভৃতি অনেক বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, সংহিতা ও পুরাণ যুগ পর্য্যন্ত এবং তাহার পরবর্ত্তী সময়েরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে ব্রহ্মা সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক সংলগ্ন ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন।

৫। "বিষ্ণু" প্রবন্ধের লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ ও ইরাণ জাতি প্রত্নওকসের পুরাতন অধিবাসী ছিলেন। অল্প বিস্তর বিভিন্নতা থাকিলেও ইহাঁরা উভয়েই অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসক। বৈদিক যুগের পূর্ব্বে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুই সেই সূর্য্যদেবতা। বিষ্ণু বৈদিক যুগের একজন পুরাতন দেবতা। আদিত্য তাঁহার নাম। ইন্দ্রের অপেক্ষা তাঁহার পদ কিছু ছোট হইলেও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আদিত্য বিষ্ণু কিরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর আসন গ্রহণ করিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি অপরাপর দেবতা, এমন কি, ইন্দ্রের মহিমা পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিয়া, পরম পুরুষ বা পরব্রহ্ম বিষ্ণুরূপে পরিণত হইলেন, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক বেদ, উপনিষৎ, সংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া সে সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। ইহার পর তিনি চতুর্ব্যূহবাদের বিস্তৃত আলোচনান্তে বিষ্ণুর নানাবিধ অবতার ও মূর্ত্তির উল্লেখপূর্ব্বক ভারতের বাহিরে ও বৌদ্ধধর্ম্মে বিষ্ণু কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

৬। "মহাদেব" প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় বলেন,— বেদে মহাদেব বা শিবের নাম নাই, অথচ তিনি ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে একজন প্রধান, ইহার অর্থ কি? কেহ কেহ বলেন,—রুদ্রই শিব; বেদে রুদ্রের নাম আছে। কিন্তু রুদ্র একটি গণের নাম, ইহার অধিপতি ইন্দ্র। তাহা ছাড়া শিব ও রুদ্রের ধ্যানে বুঝা যায় যে, ইহাঁরা উভয়ে পৃথক্ দেবতা। অথর্ব্ববেদের ১৫শ অধ্যায়ে ব্রাত্যদের বাড়াইবার জন্য অনেক লেখা হইয়াছে। সাবিত্রী-পতিত হইলে ব্রাত্য হয়। কিন্তু এ ব্রাত্য সে ব্রাত্য নহে। ব্রাত নামে ঋষিদের বিপক্ষ এক যাযাবর জাতি ছিল—তাহাদিগকেই ব্রাত্য বলিত। এই ব্রাত্যেরা পশুপালন ছাড়া আর কিছুই করিত না। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখা যায়, ব্রাত্যেরাও ঋষিদের ন্যায় দৈবপ্রজা, অর্থাৎ দেবতার উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই; উহারা দেবতাদের খুঁজিয়া পাইত না। মরুদ্গণেরা ব্রাত্যদের কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহার নাম ব্রাত্যস্তোম। ব্রাত্যেরা যাযাবর স্বভাব ত্যাগ করিয়া, ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিলে ঋষিদের সহিত সমান হইয়া যাইত। ঋষিরা তখন তাহাদের সহিত একস্থানে বাস ও আহারাদি করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় নানাবিধ প্রমাণ দেখাইয়া বলেন যে, এই ব্রাত্যদের উপাস্য দেবতাই মহাদেব। ইতিপূর্ব্বে অনেকে বলিতেন যে, মহাদেব অনার্য্যগণের উপাস্য দেবতা। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—ব্রাত্যগণ আর্য্যবংশীয়। অতএব তাহাদের উপাস্য দেবতা মহাদেবও আর্য্যের দেবতা।

৭। "মৌর্য্যযুগে ভারতীয় সমাজ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়। কয়েক বৎসর হইল, কৌটিল্যের রচিত অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া মহীশূর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের জীবিতকালে

চাণক্য কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। অতএব ইহার মধ্যে যে সমস্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে মৌর্য্যযুগের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু আলোচ্য প্রবন্ধে এই গ্রন্থের সাহায্যে মৌর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়াছে,—চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্থান এবং তাঁহাদের সামাজিক অধিকার, ব্রাহ্মণগণের প্রতি জৈন ও বৌদ্ধদের ঈর্ষা, ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বিরোধ, বৈশ্য ও শূদ্রগণের সামাজিক অধিকার এবং জীবিকা, দাস ও দাসত্বপ্রথা, অন্যান্য দেশীয় দাসগণের সহিত ভারতীয় দাসদের তুলনা ইত্যাদি।

৮। "বুদ্ধ ঘোষের টীকা" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় বলিয়াছেন যে, জনশ্রুতি অনুসারে বুদ্ধঘোষ কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই টীকাগুলির প্রধান পুস্তকের নাম বিসুদ্ধিমগ্‌গ (বৌদ্ধবিশ্বকোষ)। তাঁহার সম্বন্ধে আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি সমগ্র বিনয়পিটক, পাতিমোক্‌খ, চারিটি নিকায় এবং অভিধম্মপিটকের সপ্ত পরিচ্ছেদের টীকা করেন। খুদ্দক-নিকায়ের কতক অংশের টীকাও তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমতী রীজ ডেভিস্‌ পত্নীর মতে বুদ্ধঘোষের রচনা অপুষ্ট হইলেও, তাহা বিশেষ অর্থ-দ্যোতক ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ এবং সেগুলি পাঠ না করিলে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পূর্ণ ধারণা হওয়া অসম্ভব। প্রবন্ধলেখক বুদ্ধঘোষের রচনা হইতে তাঁহার মনস্বিতার ধারা এবং তাঁহার পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'মহাবংশ' অনুসারে ও রেবতের অনুজ্ঞায় রাজা মহানামের রাজ্যকালে বুদ্ধঘোষ সিংহল গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের তৎকালীন প্রচলিত টীকাগুলির পালি ভাষায় অনুবাদ করিয়া আনিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ বোধিদ্রুমের সন্নিহিত ঘোষগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন—পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

প্রত্নতত্ত্ব

১। "মানভূম ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্‌ মহাশয় উক্ত স্থানে প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপি প্রকাশ করিয়াছেন। ইছাগড় গ্রামের উত্তর-পশ্চিমাংশে একটি চতুর্ম্মুখ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং এই মূর্ত্তির উত্তর ও পশ্চিম দিকে মাটি ও পাথরের একটি স্তূপ আছে। তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের স্তূপটির কতক অংশ খনন করিয়া এই শিলালিপি দুইখানি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ মহাশয় লিপি দুইখানির পাঠোদ্ধার করিয়া বলেন যে, ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিপি দুইখানি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

২। "নারায়ণপালের লিপি" প্রবন্ধের লেখক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌ এ, পি এচ্‌ ডি মহাশয়। এই লিপি একটি ধাতু মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগে উৎকীর্ণ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু পুনরায় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া বলেন যে, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ পালরাজগণের রাজ্যাভিষেকের যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, এই

লিপির আবিষ্কারে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই লিপিখানি কেবল যে পুরাতন মত নিরাকরণের সহায়ক, তাহা নহে, ইহা দ্বারা পালরাজগণের কালনির্ণয়রূপ বিষম সমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। লেখক মহাশয় প্রবন্ধের মধ্যে এই কথার অনুকূলে নানাবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া, তাঁহার মত সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৩। "শ্রীহট্ট ভাটেরার তাম্রশাসন" প্রবন্ধের লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভাটেরা-বাজারের অনতিদূরে আবিষ্কৃত দুইখানি তাম্রশাসনের পরিচয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রদান করিয়াছিলেন। লিপি দুইখানির পাঠোদ্ধার করিতে মিত্র মহাশয় অনেকগুলি ভ্রম-প্রমাদের অধীন হইয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধ-লেখকের ইহাই মত এবং সেই ভ্রম-প্রমাদগুলি সংশোধন করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পরিভাষা

১। "খনিবিদ্যার পরিভাষা" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল বি এস্‌সি মহাশয়। রাণীগঞ্জের কয়লাভূমিতে গবর্ণমেণ্টের আদেশে বাঙ্গালা ভাষায় খনিবিষয়ক বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খনি জরিপ-সম্বন্ধীয় ইংরাজী পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদও ছাপা হইতেছে। এই জন্য খনিবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে কএকটি পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১২০০৲ টাকা এবং লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ-স্থায়ী-তহবিল হইতে ৪৫৫৲ টাকা সুদ এবং পুস্তক-বিক্রয় দরুণ ২৯৫৷৵৬ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই বিভাগে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদকতায় বাৎস্যায়ন ভাষ্য সহ ন্যায়দর্শন গ্রন্থের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে :—

১। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৩য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সম্পাদিত।

২। উদ্ভিদজ্ঞান (১ম ও ২য় খণ্ড)—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত।

৩। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৪। লেখমালানুক্রমণী (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ সম্পাদিত।

ছাপাখানা-সমিতি

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল।

ছাপাখানা-সমিতির তত্ত্বাবধানে মুদ্রণবিভাগের সকল কার্য্যই এ বৎসর ভাল হইয়াছে।

চারি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা, বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং এক খানি গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ছাপাখানার ও দপ্তরীর বিল মঞ্জুর, মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নির্দ্ধারণ, ছাপাখানায় কার্য্য প্রদান জন্য দর আনয়ন ও তৎসম্বন্ধে উপযুক্ততা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি অনেক বিষয় সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ছাপাখানা-সমিতির কতিপয় নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য সমিতির সভ্যগণ এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ছাপাখানা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে লিখিত হইল।

আলোচ্য বর্ষে যশোহরের রায়গ্রামে ও বঙ্গের বাহিরে লাহোরে পরিষদের শাখা স্থাপনের সূচনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আসাম শ্রীহট্টে শাখা স্থাপনের সূচনার বিষয়, গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইতে শাখাগুলিতে কার্য্য বিশেষরূপ শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। দুই এক স্থল ব্যতীত ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভৌগোলিকতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধান কোন শাখা করিতেছেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এই সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার জন্যই শাখা-পরিষৎগুলির অস্তিত্ব প্রার্থনীয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রত্যেক শাখার কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা নিজ নিজ সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে প্রতিবর্ষে প্রকৃত অনুসন্ধান দ্বারা বঙ্গের নানা বিষয়ের উদ্ধার সাধনের প্রয়াস করিবেন এবং তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিয়া মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর বঙ্গের কোথাও সম্মিলন আহূত হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুরোধে এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ এই গুরুভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গের সাহিত্যিকমণ্ডলীর সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিশিষ্টে শাখাগুলির সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ দেওয়া হইল।

পদক ও পুরস্কার

অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল,—

পদক ও পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়
১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক	জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।
২। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (ক)	বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।

পদক ও পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী স্বর্ণ পদক (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৪। হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৬। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৭। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়-কুমার বড়ালের স্থান।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

৯। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে "জরৎকারু"-চরিত্র।

১০। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক—বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ।

উপরিলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে সর্ব্বসমেত ১৩টি প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই জন্য আরও তিন মাস সময় বৃদ্ধি করিয়া দিয়া প্রবন্ধ আহ্বানের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষণ

আলোচ্য-বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ভার পরিষদের প্রতি অর্পিত হইয়াছে,—

১। চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ।—ইঁহার স্মৃতি-সভায় ৪৫৲টাকা চাঁদা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

২। রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার—পরিষৎ মন্দিরে ইঁহার একখানি তৈলচিত্র রক্ষিত হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

৩। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—ইঁহার এক খানি ব্রোমাইড্ চিত্র প্রস্তুত করা হইবে, স্থির হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যে সকল সাহিত্যিকের স্মৃতি যে ভাবে রক্ষিত হইবে স্থির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে কি কি কাজ হইয়াছে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি—তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোন

কাজ হয় নাই। বৈদিক অনুসন্ধানমূলক কোন উপযুক্ত প্রবন্ধও পাওয়া যায় নাই। মূর্ত্তিনির্ম্মাণের সঙ্কল্প স্মৃতি ফলক-নির্ম্মাণের প্রস্তাব, জীবনচরিত্র ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদির আলোচনা প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে স্মৃতি-তহবিলে ২৮০৲ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। মোট ৮৯৬৷৷০ এই তহবিলে সংগৃহীত হইল।

২। অক্ষয়কুমার বড়াল-স্মৃতি—সুবর্ণবণিক সমাজ হইতে স্মৃতিরক্ষার জন্য যে ২০০৲ টাকার কোম্পানী কাগজ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল, তাহার দরুন ১০৲ সুদ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও পদকের জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কলিকাতার বাসভূমির নিকট স্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই।

৩। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মৃতি—স্মৃতি-ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত. ৭৫৷০ টাকায় মৃত মহাত্মার স্মৃতিবিজড়িত কোন সাহিত্যিক কার্য্য করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

৪। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—আলোচ্য বর্ষে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের অর্থে মৃত মহাত্মার একখানি ব্রোমাইড চিত্র প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের কোন বন্ধু তাঁহার একখানি তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্রখানি সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উপরি উক্ত স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে এক ব্রোমাইড চিত্র প্রস্তুত হইয়া সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর—ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছিলেন, তাহা আলোচ্য বর্ষে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৭। ডাঃ জে ডি এণ্ডার্সন—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় মৃত মহাত্মার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাহা পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-স্মৃতি—গত দুই বৎসর ধরিয়া পরিষৎ মৃত মহাত্মার বার্ষিক স্মৃতি-সভার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পূর্ব্বসঞ্চিত যে অর্থ দান করিয়াছিলেন, তাহার উপর আলোচ্য বর্ষে ২০৸০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। স্মৃতি উৎসবের ব্যয় ব্যতীত বর্ষশেষে ৯৷৴৬ উদ্বৃত্ত আছে।

৯। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি—এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়। তাঁহার চেষ্টায় অক্ষয়চন্দ্রের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া গত ৩রা আষাঢ় তারিখে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৲ চাঁদা উঠিয়াছিল। তহবিলে বর্ষের শেষে ১৬৵৯ টাকা উদ্বৃত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

১০। রমেশচন্দ্র দত্ত—ইঁহার তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে। আগামী

বর্ষে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে। শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয় এই চিত্রখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

১১। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য পূর্ব্ব বৎসরে ১০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, তাঁহার চিত্র যে চিত্রশিল্পী বিনামূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে উহা এখনও পাওয়া যায় নাই। চিত্রশিল্পী মহাশয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে, যাহাতে তিনি আগামী বর্ষে উক্ত তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দেন।

১২। রাজা স্তর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর মহাশয় একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আগামী বর্ষে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে ৪ঠা আষাঢ় তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আলোচ্য বর্ষে ১৪২৮৲ চাঁদা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যয় সমেত ১৫০৲ টাকা এখনও ঋণ রহিয়াছে।

১৪। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৩২১ বঙ্গাব্দে ৫০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। আরও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলে একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে।

১৫। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর—কবির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্ মহাশয় কবির একখানি চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আগামী বর্ষে এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৬। সারদাচরণ মিত্র—পরিষৎ ইঁহার স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

১৭। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার-স্মৃতি—কবির জন্মভূমিতে স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার এবং তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই। এই স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ।

১৮। কাশীরাম দাস-স্মৃতি—আলোচ্য-বর্ষে স্মৃতি তহবিলে ৭৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে। সিঙ্গীগ্রামে কেশে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও দালান নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

১৯। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর—ইঁহার চিত্র প্রস্তুত আলোচ্য বর্ষেও হইয়া উঠে নাই।

২০। সুসঙ্গের মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয় পিতা মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের একখানি তৈলচিত্র দান করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন।

২১। কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী। স্মৃতিরক্ষার জন্য ৭৪৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে ও অদ্যকার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৺শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেন এম্ বি ও শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ সেন এম্ এ মহাশয়দ্বয় একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা চাঁদা দান করিয়া এই চিত্র-প্রতিষ্ঠায় পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী।

২২। কৈলাসচন্দ্র সিংহ—শ্রীযুক্ত রায় প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি এ, ন্যায়বাগীশবাহাদুর একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি ভাণ্ডারের অর্থে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অদ্যকার সভায় উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৩। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—মৃত মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন। উক্ত স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এবং উহা অদ্যকার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৪। গিরিশচন্দ্র ঘোষ—এই মহাত্মার চিত্র পরিষৎ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। গিরিশচন্দ্র স্মৃতি-সমিতির আয়োজনে মৃত মহাত্মার একটি পূর্ণাবয়ব মর্ম্মরমূর্ত্তি শ্রীযুক্ত বি বি ওয়াগ মহাশয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহা পরিষৎ মন্দিরে কিছুদিনের জন্য রক্ষিত আছে।

২৫। প্রাণনাথ দত্ত, ২৬। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, ২৭। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ২৮। শিবনাথ শাস্ত্রী, ২৯। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ৩০। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ৩১। দেবেন্দ্রনাথ সেন, ৩২। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ৩৩। অদ্বৈতচরণ আঢ্য, ৩৪। দেবেন্দ্রবিজয় বসু, ৩৫। দামোদর মুখোপাধ্যায়, ৩৬। চারুচন্দ্র ঘোষ, ৩৭। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ৩৮। রাধাগোবিন্দ কর, ৩৯। হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন। ইঁহাদের চিত্র যে সকল মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও সে সব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু তৎপরতার সহিত এ বিষয়ে যেন পরিষৎকে সাহায্য করেন।

৪০। কবি রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে বর্ষ-শেষে ৩৩॥০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৪১। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মৃতি-তহবিল—নিয়মানুসারে পদক দেওয়া বাদে এই তহবিলে বর্ষের শেষে ৬৩০।৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দির সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণের পর হইতে রীতিমত ইহার সংস্কার না হওয়ায়, বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। বিশেষতঃ রেলওয়ে লাইন মন্দিরের অতি নিকটবর্ত্তী থাকায়, মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। এইজন্য প্রায় প্রতি বর্ষেই কিছু না কিছু সংস্কারের প্রয়োজন হয়।

সকলেই অবগত আছেন যে, আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু পরিষৎ এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে সক্ষম হন না। আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি মন্দিরের আমূল সংস্কার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তজ্জন্য কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন হাজার টাকার বিল হইয়াছে। পরিষদের পরমহিতৈষী বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই মেরামতের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কন্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিশেষ যত্নসহকারে মন্দির মেরামত করিয়াছেন। পরিষদের অন্যতম বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ও প্রত্যহ এই সংস্কার কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও প্রায় ৫৫০০৲ টাকার অভাবে জলের ড্রেন ও পায়খানা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

সদস্যগণ ও মাতৃভাষার উন্নতিকামী দেশের ধনকুবেরগণ এককালে পরিষৎ মন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প সফল করিবার জন্য মুক্তহস্তে দান করিয়া বঙ্গবাণীর সেবকগণের এই মিলন-ক্ষেত্র—সারস্বত-নিকেতন—নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা দেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই মন্দির সংস্কারের জন্য ও মন্দিরের আনুষঙ্গিক গৃহাদি—চাকরদের থাকিবার স্থান, পায়খানা প্রভৃতি—নির্ম্মাণে পরিষৎকে সাহায্য করিতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না, তাহা পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। মন্দির মেরামত ও শেষোক্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য কিঞ্চিদধিক ৫৫০০৲ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আবশ্যক। পরিষদের দৈনন্দিন কার্য্য সম্পাদন করিবার পর, পরিষদের তহবিলে উদ্বৃত্ত যাহা কিছু থাকে, তাহার দ্বারা এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। সেই জন্য বঙ্গের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের নিকট এবং সদস্যগণের নিকট এই টাকার জন্য সম্পাদক বিনীতভাবে ভিক্ষা চাহিতেছেন।

এই সংস্কার কার্য্য ব্যতীত চিত্রশালার জন্য প্রস্তরমূর্ত্তির পাদপীঠ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং চিত্রশালার দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য একটি শো-কেস্ খরিদ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল চিত্রাদি সংগৃহীত হওয়ায় মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বিষয় চিত্রশালার বিবরণের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ দুইটি সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন।

(ক) রবীন্দ্র সংবর্দ্ধনা।—পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় প্রস্তাব করেন যে, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদেশের পণ্ডিত-সমাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, এই উপলক্ষে তাঁহাকে পরিষৎ হইতে সংবর্দ্ধনা করা হউক। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আনন্দসহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর, কি-ভাবে সংবর্দ্ধনা করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। শাখা-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে আলোচ্য বর্ষের

সংবর্দ্ধনা

১৯এ ভাদ্র এই সংবর্দ্ধনা হয়। পরিষদের সদস্য ও বন্ধুগণ এই উপলক্ষে অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের প্রকৃত উপকার করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। উক্ত শাখা-সমিতির সভ্যগণের ও সাহায্যকারিগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

এই সংবর্দ্ধনা সভায় পরিষদের সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-রচিত একটি গান গীত হইলে পর, পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঢাকা হইতে যে 'আশীর্ব্বাদ' লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন। কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন বাগচী মহাশয়ের কন্যাদ্বয় শ্রীমতী লীলা ও শ্রীমতী ইলা দেবী কবিবরকে মাল্য ও চন্দন দান করিয়া কবির রচিত একটি গান গাহিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় স্বরচিত 'রবি-প্রশস্তি', শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'নমস্কার', শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'রবীন্দ্র-মঙ্গল', নাটোরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' নামক কবিতাগুলি পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়-রচিত একটি গান গীত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় স্বরচিত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' পাঠ করিলে পর, কবি শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়, কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক-মহাশয় লিখিত 'আবাহন' নামক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রচিত একটি গান গীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়-লিখিত "বরণ" এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীমতী মানকুমারী দেবী মহাশয়া-লিখিত "স্বাগত" নামক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে কবিবরকে পরিষদের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়া 'অভিনন্দন' পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার 'অভিনন্দন' পাঠ করিলে পর, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে কবি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয়-লিখিত একটি গান গীত হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপরিলিখিত গানগুলি গাহিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে সমাগত ব্যক্তিগণের জন্য যৎসামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পরিষৎ মন্দির পত্রপুষ্পে সজ্জিত করা হয় এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর মন্দির সাজাইবার জন্য দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে 'রবীন্দ্র-মঙ্গল' নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়, তাহাতে কবিতা, পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ ও গানগুলি মুদ্রিত করা হইয়াছিল এবং সেই পুস্তিকা উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইয়াছিল।

(খ) বিগত ২৮এ জানুয়ারী হইতে ৩০এ জানুয়ারী কলিকাতায় ওরিয়াণ্টাল কন্‌ফারেন্সের

অধিবেশন হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে ঐ কন্‌ফারেন্সের উপলক্ষে কলিকাতায় যে সকল পণ্ডিত সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ১৪ই মাঘ (২৮এ জানুয়ারী) পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। এই উপলক্ষে পরিষৎ মন্দির যথোপযুক্ত-ভাবে সজ্জিত করা হয় এবং চিত্রশালার দ্রব্যাদি, পুথিশালা হইতে কতিপয় প্রাচীন পুথি ও গ্রন্থাগার হইতে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত পুস্তক প্রদর্শনের জন্য সাজাইয়া রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত সভাপতি মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত বৈদিক যজ্ঞের উপকরণগুলি প্রদর্শনের জন্য পরিষৎকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ধার দিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিনিধিগণ সমাগত হইলে পর, পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে অভ্যাগতগণকে মাল্যদান করা হইলে পর, সভাপতি মহাশয় সকলের পরিচয় দান করেন। তৎপরে একটী বৈদিক-স্তোত্র পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়-রচিত 'স্বাগত' গীত হয়। সভাপতি মহাশয় ইংরেজী ভাষায় যে অভিভাষণ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম্ এ মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'অভিনন্দন' শ্লোক পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বৌদ্ধগান ও দোহা' হইতে উদ্ধৃত দুইটী গান গাহেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কবিদিগের কতিপয় গান গাহিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। তৎপরে সকলে পরিষদের চিত্রশালা, গ্রন্থাগার ও পুথিশালা পরিদর্শন করেন। এই সকল পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা দর্শকগণের মন্তব্যপুস্তকে পরিষদের কার্য্যপরিচালন ও চিত্রশালা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তৎপরে গত ১৮ই মাঘ তারিখে পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি মহাশয় সস্ত্রীক ডাঃ সিল্‌ভেঁ লেভী মহোদয়কে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিগণকেও এই সান্ধ্য সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সঙ্গীত ও জলযোগাদির দ্বারা তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করা হয়।

উক্ত উভয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ও পরিষদের সম্পাদক মন্দির সাজাইবার উপযোগী বহুদ্রব্য দিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছিলেন। এই অভ্যর্থনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ। সঙ্গীতাদি গাহিয়া প্রতিনিধিগণকে যাঁহারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটও পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনায় সঙ্গীতপারদর্শিতার জন্য মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর শ্রীমতী লীলা দেবীকে একটি সুবর্ণপদক দান করিবার প্রস্তাব করিয়া পরিষদের হস্তে ঐ পদক দান করেন। পরিষৎ শ্রীমতী লীলা দেবীকে ঐ পদক উপহার দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য মহারাজকুমারের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

পরিষৎ এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার পর হইতে প্রায় প্রতিবর্ষেই ট্যাক্স রেহাইএর প্রার্থনা

করিয়া কলিকাতা করপোরেশনে দরখাস্ত করিয়া আসিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, করপোরেশন এতকাল পরিষদের এই প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন নাই। আলোচ্য বর্ষেও এই প্রার্থনা পুনরায় জানান হইয়াছিল। সুখের বিষয়, এবার করপোরেশনের কর্তৃপক্ষগণ পরিষদের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ইং ১৯২২।২৩ সালের জন্য ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। বার্ষিক ২৬২৲ টাকা ট্যাক্স দিতে হইত। এই ট্যাক্স রেহাই দেওয়ার জন্য করপোরেশনের সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে এন্ গুপ্ত মহাশয় এবং পরিষদের হিতৈষী কমিশনারগণ পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

কলিকাতা করপোরেশন

১৩২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখের প্রথমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হাওড়ায় হয়। তৎপর এই দীর্ঘকাল বঙ্গের কোন স্থান হইতেই সম্মিলন আহূত হয় নাই। নানা চেষ্টা করিয়াও সম্মিলন-পরিচালন সমিতি এই কার্য্যভার গ্রহণে কাহাকেও সম্মত করাইতে পারেন নাই। পরিষদের ও সম্মিলনের অক্লান্তকর্ম্মী ও হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের এবং মেদিনীপুরের শাখা-পরিষদের কর্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় মেদিনীপুরে সম্মিলন আহ্বানের ব্যবস্থা হয়। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুকে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে মেদিনীপুরে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া এই কার্য্য উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মেলন সংঘটনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সফলমনোরথ হন। তৎপর গত ইষ্টারের বন্ধের সময় ১লা, ২রা ও ৩রা বৈশাখ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন মেদিনীপুর সহরে বসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সাধারণ সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। সম্মিলনের কার্য্য তিন দিনব্যাপী চলিয়াছিল। সম্মিলনে গৃহীত মন্তব্যগুলি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

গত ১লা অক্টোবর খুলনা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্য করিবার জন্য নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের ছাত্রবৃন্দ পরিষৎ-মন্দিরে একটি অভিনয় করেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদিগের নিকট আলো ও পাখার খরচ বাবত কোনরূপ অর্থ না লইয়া পরিষদের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতার ওরিয়াণ্টাল কন্ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য ও মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রতিনিধি প্রেরণ

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগত্তারিণী'-পদকের জন্য শাখা-সমিতিতে উক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধক্রমে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। পরিষদের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত পদকের জন্য গঠিত শাখা-সমিতির সভ্যরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার জন্য গঠিত শাখা-সমিতি এবং গণিত-সমিতি।—দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে এই দুই শাখা-সমিতির কোন কার্য্যই হয় নাই।

নিয়ম-পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে পরিষৎ-শাখাসমূহের প্রতিনিধিনির্ব্বাচন-প্রণালী সংক্রান্ত ৩৬ (খ) সংখ্যক নিয়মটির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গৃহীত পরিবর্দ্ধিত নিয়ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা ৩৬ (খ) নিয়মের অব্যবহিত পরে বসিবে—

"এই নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে উপযুক্ত সংখ্যক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির (৬ জনের) বা তাহার কোন অংশের নাম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণকর্তৃক ঐ সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। বর্ষমধ্যে কোন কারণে শাখার কোন প্রতিনিধির পদ শূন্য হইলে, মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শাখা-পরিষৎসমূহের সদস্যগণের মধ্য হইতে ঐ শূন্যপদে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।"

আলোচ্য বর্ষে 'রমেশ-ভবন' সংক্রান্ত কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পরিষৎ মন্দিরের সহিত সংলগ্ন করিয়া রমেশ-ভবন নির্ম্মিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং রমেশ-ভবনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি পরিষদের মন্দিরের সহিত একযোগে এসেস্‌মেণ্ট করিবার জন্য করপোরেশনে আবেদন করা হইয়াছে। এই আবেদন মঞ্জুর হইলে মন্দিরের নক্সা মঞ্জুরের জন্য করপোরেশনে দরখাস্ত করা হইবে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষেই পরিষদের প্রথম সভাপতি মহাশয়ের স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং পরিষদের চিত্রশালা পূর্ব্বনির্দ্ধারণ অনুসারে মন্দিরে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষেও অনেক মহানুভব ব্যক্তি এই মন্দির নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র মহাশয় এবং নক্সা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন।

রমেশ ভবন

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাবিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ যথাসাধ্য সংক্ষেপে সদস্যগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। সদস্যগণ ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণের সহানুভূতি এবং সাহায্য ব্যতীত সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব হইত না, তাহা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে জানাইতেছি এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরেও জানাইয়াছি। দিন দিন পরিষদের কার্য্য সকল বিভাগেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিত্য নিত্য নূতন কর্ম্মীর আবশ্যক হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় মাতৃভাষার উন্নতিপ্রয়াসী উৎসাহী কর্ম্মীর অভাবে অনেক আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সম্পাদক প্রতিবর্ষেই বঙ্গদেশের শিক্ষিত কর্ম্মি-সম্প্রদায়কে বিনীতভাবে

উপসংহার

আবেদন জানাইয়া আসিতেছেন, যাহাতে তাঁহারা বঙ্গের এই অন্যতম প্রধান সারস্বত আয়তনের শ্রী ও সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য—বাঙ্গালীর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য অসঙ্কোচে নিজ নিজ সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন। যে কয়জন মুষ্টিমেয় কর্ম্মী প্রতিনিয়তই সম্পাদককে সাহায্য করিয়া পরিষদের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় পরিষদের সদস্যগণের নিকট নিতান্ত অনাবশ্যক, যেহেতু পরিষদের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক স্নেহ ও অপরিসীম শ্রদ্ধার বশে এতদিন তাঁহারা নানাভাবে পরিষদের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং পরিষদের কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবার সময় তাঁহাদের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণপথে পতিত হয়। এই সকল অক্লান্ত সেবকগণ ব্যতীত যদিও দুই চারিজন উদ্যমশীল ও অনুরাগী কর্ম্মী আমরা পাইয়াছি, তথাপি কর্ম্মবহুল পরিষদের জীবন রক্ষার জন্য আরও কর্ম্মীর প্রয়োজন।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নানারূপে মাতৃভাষার সেবায় লিপ্ত থাকিয়াও যেরূপভাবে তিনি তাঁহার বহুমূল্য সময়ের অধিকাংশ পরিষদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। মুখ্যতঃ তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াই আমি পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং যদি কিছুমাত্র সফল হইয়া থাকি, তাহা তাঁহারই সাহায্যে। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত পরিষদের কার্য্য পরিচালনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার পরিচয় চিত্রশালার কার্য্যবিবরণে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনুরাগের ফলে পরিষদের চিত্রশালা নবশ্রীধারণ করিয়াছে এবং রমেশ-ভবনের চিরপোষিত কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত-জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের হিসাবসংক্রান্ত বহুদর্শিতা লইয়া পরিষদের হিসাবাদি রক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় নব-উদ্যমে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে পরিষৎ তাঁহাদের নিকট উত্তরকালে বহু আশা করিতে পারেন। পরিষদের প্রবীণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাণী-নাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বার্দ্ধক্যে যেরূপ উৎসাহের সহিত পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের কোনও কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়াও তাহার কার্য্যে ও সম্মিলনের অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া সম্পাদককে যার পর নাই উপকৃত করিয়াছেন। সম্পাদকের অনুরোধে স্বয়ং নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া তিনি মেদিনীপুরে যাতায়াত না করিলে মেদিনীপুরে সাহিত্য-সম্মিলন করা সম্ভবপর হইত না। যখনই পরিষদের প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছে বা পরিষৎসংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নামে সহকারী

না হইলেও সম্পাদকের এক জন প্রধান সহায়রূপে অনেক কার্য্য করিয়া সম্পাদকের ও পরিষদের সদস্যবর্গের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পরিষদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কোষাধ্যক্ষপদে থাকিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থাগারের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণ, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ও সদাশয় সদস্যগণ পরিষৎকে সমুন্নত করিবার জন্য যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। সম্পাদক তাঁহাদের সকলের নিকটই বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অদূর ভবিষ্যতে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত হইবে, তাহা রমেশ-ভবন সংক্রান্ত কার্য্য বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। রমেশ-ভবন পরিষদেরই অংশরূপে গণ্য করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আগামী বর্ষে এই সারস্বত-ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে এবং সম্ভবতঃ বর্ষশেষেই সমাপ্ত হইবে, তখন একদল উপযুক্ত কর্ম্মীর সাহায্য অবশ্যম্ভাবী হইবে। এখন হইতে তাহার আয়োজনাদি করা প্রয়োজন। এই জন্য আমি বিনীতভাবে বঙ্গের মাতৃভাষানুরক্ত যুবকগণকে এবং প্রবীণ সাহিত্য-ধুরন্ধরগণকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা অসঙ্কোচে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঙ্গালী জাতির গৌরবের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন করিয়া তুলুন, পরিষদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা কিছু আছে, তাহার সংশোধন করিয়া সকলে একমনে একক্রিয় হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বঙ্গবাণীর আদর্শ সেবামন্দিরে পরিণত করিয়া তুলুন এবং আমাদের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ } শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গাব্দ ১৩২৯। } সম্পাদক।